বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

সীমানা

কাজী মায়মুর হোসেন

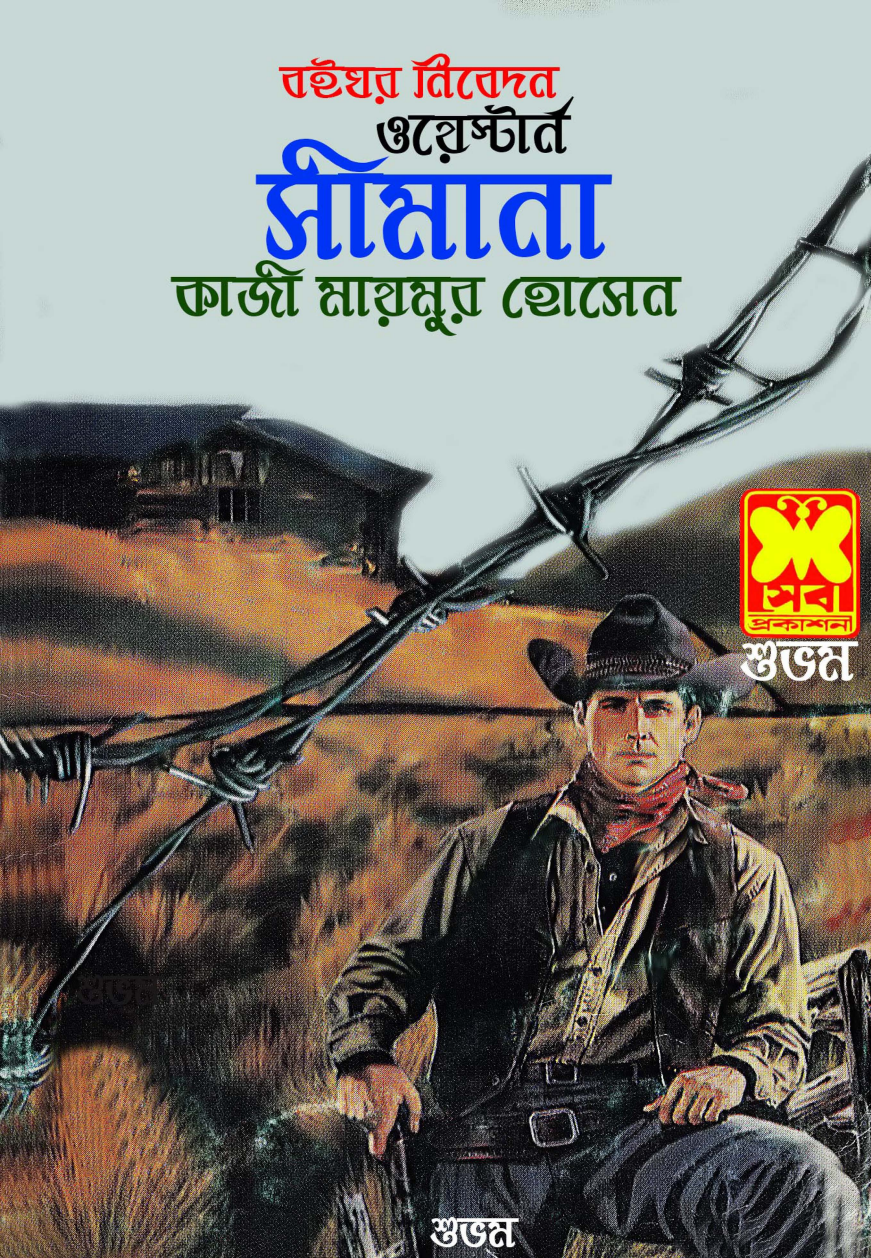

সেবা প্রকাশনী

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন

সীমানা

কাজী মাহমুদুর হোসেন

র‍্যাঞ্চ খুইয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার ব্যবসায়ে নামল ডিউক ট্রেভার্স, পড়ে গেল প্রবল বিরোধিতার মুখে। টুইন ওয়েল্‌স্ শহর যাঁর কথায় চলে, সেই ক্যাপ্টেন কাউকে বেড়া দিতে দিচ্ছেন না। বারবার হামলা হচ্ছে ডিউকের ওপর।

চোখের সামনে খুন হয়ে গেল ওর ছোটবেলার অবলম্বন, আশ্রয় পেকো সানচেজ।

পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বেড়া, আক্রমণ আসছে চারদিক থেকে। বিপদে কয়েকজন বন্ধু পাশে পেল ডিউক। রুখে দাঁড়াল অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

শেষ পর্যন্ত পারবে তো ওরা,

পুরনোকে হঠিয়ে দিয়ে নতুন যুগ প্রতিষ্ঠা করতে ?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী **শুভম**

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

সীমানা

কাজী মায়মুর হোসেন

BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 8176 5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHEEMANA
A Western Novel
By Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনী

ত্রিশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সীমানা

ওয়েস্টার্ন

সীমানা

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ।

খোন্দকার আলী আশরাফ : কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোমালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন।

ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ।

শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

এভাবে অর্থ উপার্জন করা যে-কোন কাউবয়ের জন্যে দুঃখজনক, ভারী ক্রোবারটা পাথুরে-মাটির গর্তে চালিয়ে তিক্ত মনে ভাবল ডিউক ট্রেভার্স। পাথরে লেগে ঠং করে আওয়াজ করল ক্রোবার। শীতকাল, তবু পরিশ্রমে ঘামছে, শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ও। কোমরটা ধরে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তৃত উপত্যকা আর তার পরের ঝোপে ভরা টিলাগুলো থেকে ঢালু হয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসা সমতল পর্যন্ত সিডারের নতুন খুঁটিগুলো দাঁড়িয়ে আছে নীরব সৈনিকের মতো। খুঁটিগুলোতে বাঁধা লাল রঙের চার সারি কাঁটাতার। বেড়া দেয়া হয়েছে ওগুলো দিয়ে। টেক্সাস। শীতের শেষ। সূর্যের আলোয় চকচক করছে তারগুলো।

চামড়ার গ্লাভস পরা হাতে ক্রোবারটাকে ধরে সরু পোস্ট হোলে গায়ের জোরে চালাল ও। প্রতি আঘাতে ভেঙে যাচ্ছে পাথর। পাথরে গন্ধকের মিশেল আছে, ফলে আগুনের ফুলকি উঠছে, পড়ছে ওর ধূলিময় বুটের ওপর।

গর্ত থেকে টুকরো পাথর সরিয়ে কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। পাথুরে জমি প্রতিটি মুহূর্তে পিছিয়ে দিচ্ছে ওর কাজ, তবে অগ্রগতি রুখতে পারছে না। চোখে তৃপ্তি নিয়ে পেছনে তাকাল ডিউক। ওখানে কাজ করছে ওর ক্রুরা। তাদের পাশেই টাল করে রাখা আছে সিডারের খুঁটি। নদীপথে আনা হয়েছে ওগুলো। তিন ফুট গভীর গর্ত করে পোঁতা হবে ওই খুঁটি।

নয় নম্বর কাঁটাতার বাঁধা হবে খুঁটিতে। খুঁটির পাশেই রাখা আছে তারের বান্ডিল। ভাবল ডিউক, ওর কাজ শেষ হলে এই এলাকার চেহারাই পাল্টে যাবে। বাতাসে ভেসে ওর নাকে আসছে মেসকিট ঝোপ পোড়ার গন্ধ। চাক ওয়্যাগনের দিকে তাকাল ও। দুপুর প্রায় হয়ে এলো। একটু দক্ষিণে হেলে মাথার ওপর উঠে এসেছে শীতের সূর্য। খানিক পরেই লাঞ্চ খেতে ডাকবে পেকো সানচেজ।

ভ্রূ একটু কুঁচকে গেল ডিউকের। চাক ওয়্যাগনের কাছেই নিজের তিনজন লোক নিয়ে বসে আছে গর্ডন ফিঞ্চ। দূর থেকে আলসে লোকটার হাতে কফি-মগ দেখতে পেল ও। শ্রাগ করে বিরক্তি চাপল। আলসেমি করা সাজে গর্ডন ফিঞ্চের। এই র‍্যাঞ্চটা ওর। যথেষ্ট বড় র‍্যাঞ্চ। কয়েক হাজার গরু চরায় লোকটা।

কনকনে ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাসে কাঁপ ধরে গেল ওর। ক্রোবারটা তুলে নিয়ে আবার ব্যস্ত হলো গর্ত খোঁড়ার কাজে। ভাবছে অতীতের কথা।

এই কিছুদিন আগেও দক্ষিণ টেক্সাসের ব্রাশ কান্ট্রিতে ওর নিজের একটা ছোট্ট র‍্যাঞ্চ ছিল। ভাবতেও পারত না বেড়া দেয়ার কাজ করতে হবে ওকে।

কিন্তু টানা খরার কারণে র‍্যাঞ্চিং ছেড়ে এই পেশায় আসতে হয়েছে ওকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

ডিউক ট্রেভার্সকে দেখলে যে কেউ বলবে এ-লোক জন্মেছে কাউবয় হবার জন্যে। মেদহীন পেটা শরীর। উচ্চতা ছয় ফুট দুই ইঞ্চি। সরু কোমর, প্রশস্ত বুক, পেশল কাঁধ আর শক্তিশালী পা সুস্বাস্থ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ওর বয়স মাত্র পঁচিশ, কিন্তু এই বয়সেই যেন তিরিশ বছরের যুবক। মুখটা ডিউকের দেখার মতো। খাড়া নাক, সুগঠিত ঠোঁট আর রহস্যময় অতল কালো চোখ জোড়া ওকে সুন্দর মানিয়ে গেছে। চেহারার কারণে মহিলাদের মাঝে জনপ্রিয় ও। যদিও ঠিক করেছে মনের মতো মেয়ে না পেলে জীবনেও বিয়ে করবে না।

পরনে ওর পুরনো পোশাক। বুটজুতো জোড়া খুবই জীর্ণ। অভাবে আছে বোঝা যায় পরিচ্ছদ দেখে।

গর্তটা শেষ করে একটা কাঠি দিয়ে মাপল ডিউক। হ্যাঁ, পুরো তিন ফুটই হয়েছে। এবার একটা সিডারের খুঁটি এনে গর্তে বসাল। মাটি দিয়ে গর্ত বুজিয়ে দিয়ে সিধে হলো। চোখ বোলাল চারপাশে। বাফেলোর তৈরি ট্রেইলে সারি দিয়ে শেষ বারের মতো পানি খেতে চলেছে বেশ কয়েকটা হাড় বের হওয়া লংহর্ন। কালকে এই সময়ে ওই জায়গায় থাকবে কাঁটাতারের বেড়া।

'কারা যেন আসছে, ডিউক।'

টিলার ওপর থেকে নেমে আসা চার অশ্বারোহীর দিকে আঙুল তাক করে জানাল জোনাথন ক্রেইগ। বেড়া ধরে আসছে লোকগুলো।

ক্রেইগ বেঁটে মতো মোটাসোটা এক হাসিখুশি মানুষ। ডিউক টুইন ওয়েলসে আসার পর থেকেই ডিউকের সঙ্গে আছে। ল্যাসো ছোঁড়ায় ওর জুড়ি মেলা ভার।

গাদা-করা খুঁটির পাশে রাখা আছে রাইফেলটা। ডিউকের দৃষ্টি ঘুরে এলো ওটার ওপর থেকে। ইতস্তত করে রাইফেলের দিকে এগোল ও।

'এরাই কি ফিঞ্চের সেই ঝামেলা?' নিজেকেই প্রশ্ন করল জোনাথন।

'প্রার্থনা করো যেন তা না হয়,' বলল ডিউক।

'কোন সমস্যা হলে তো ফিঞ্চ সামলাবে, তাই না?' জানতে চাইল ক্রেইগ। 'বলল তো সেজন্যেই এসেছে ও।'

জবাব দিল না ডিউক। এ কয়দিনে ওর ধারণা হয়েছে ঝামেলা সামলাতে নয়, পেকোর সুস্বাদু রান্না খেতেই এসেছে পেটুক লোকটা।

গ্লাভস্ খুলে পকেটে রেখে রাইফেলটা তুলে নিল ডিউক। ধীরেসুস্থে পা বাড়াল ওয়্যাগনের দিকে। ক্রেইগকে পাশে আসতে দেখে বলল, 'হয়তো কোন গোলমালই হবে না। তবু ওদের কাছাকাছি থাকা উচিত। আমি চাই না ফিঞ্চ কোন ঝামেলা বাধাক।'

গর্ডন ফিঞ্চের বিষয়ে একটা ব্যাপারেই নিশ্চিত ও, লোকটাকে পছন্দ করা যায় না। কেন যায় না তা অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারেনি ও। আসলে বোঝার দরকারও মনে করেনি। এটা ফিঞ্চের র‍্যাঞ্চ। লোকটার সঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া দেবার একটা চুক্তিতে এসেছে ও। কাজ শেষে পারিশ্রমিক

নিয়ে চলে যাবে–ব্যস।

ডিউক ওয়্যাগনের কাছে পৌঁছবার আগেই রাইডারদের দেখতে পেয়েছে ফিঞ্চ। উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল সে। তারপর চোখ সরু করে ভালভাবে দেখার চেষ্টা করল। এক হাতে তার কফির কাপ। মাঝে মাঝেই চুমুক দিচ্ছে। ডিউকের ধারণা লোকটার পকেটে হুইস্কির বোতল পাওয়া যাবে। কফির সঙ্গে মিশিয়ে মাল টেনে চলেছে সারাক্ষণ।

'ওরা আমার লোক,' গুরুগম্ভীর স্বরে বলল ফিঞ্চ। ভাব দেখে মনে হয় রেগে আছে সর্বদা। 'কাদের যেন পাকড়াও করে আনছে।'

ফিঞ্চের কাঁধ দুটো সামনে ঝুঁকে গেছে। বছর তিরিশেক বয়স। এই বয়সেই বেল্ট উপচে বেরিয়ে পড়েছে বড়সড় একটা ভুঁড়ি। চেহারাটা থলথলে। দেখলে বোঝা যায় এই লোক প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করে, কিন্তু সেই তুলনায় পরিশ্রম করে না বলে মুটিয়ে গেছে। জোরে কথা বলার বদ অভ্যাস আছে তার। কথাও বলে বড় বড়। পারিশ্রমিকের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছে লোকটা, অথচ মজুরি দূরের কথা, এখন পর্যন্ত খুঁটি এবং তারের দামও শোধ করেনি। ফিঞ্চ জানে অভাবে আছে ডিউক, অথচ ক্রুদের খাবারের দামটাও দেয়নি সে।

গতকাল বলেছে, সে নাকি গুজব শুনেছে ফেন্সিং ক্যাম্পে গোলমাল হতে পারে। অনেকেই নাকি কাঁটাতারের বেড়া পছন্দ করতে পারছে না।

'তুমি তোমার কাজ করবে, খুঁটি বসিয়ে যাবে,' বলেছে ফিঞ্চ, 'ঝামেলা হলে সামলানোর জন্যে আমরা আছি।'

ফিঞ্চের কাউবয়রা চারপাশে স্কাউটিং করেছে, কিন্তু ফিঞ্চ শুধু চাক ওয়্যাগনের খাবার পাহারা দিয়েই পার করছে সময়টা। অপদার্থ একটা লোক বলে তাকে মনে হয়েছে ডিউকের।

বুড়ো পেকো সানচেজের কালো চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখতে পেল ডিউক। কাছে চলে আসছে রাইডাররা। আভেনের ঢাকনি আটকে বিস্কুটগুলোকে আরেকটু ভাজার জন্যে রাখল পেকো। তারপর বেতো হাত জোড়া মুছল একটা অ্যাপ্রনে।

'সাবধান, পেকো,' নিচু গলায় বলল ডিউক। 'ওয়্যাগনের কাছ থেকে দূরে সোরো না।'

বয়স্ক মেক্সিকান নড করে চাক বক্সের দিকে ফিরল। মাঝে মাঝেই তার নজর ডিউকের রাইফেলের ওপর থেকে ঘুরে চার রাইডারের ওপর গিয়ে স্থির হচ্ছে। রিও গ্র্যান্ডের কাছেই জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেছে পেকো। গোলাগুলির ব্যাপারে ওর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। ডিউককে সিক্সগান চালানো সেই শিখিয়েছে। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে, রোগে ভুগে শান্ত হয়ে গেছে মানুষটা। কৈশোরে দেখা সেই দুর্ধর্ষ পেকো সানচেজকে আজকের বুড়ো লোকটার মধ্যে খুঁজে পায় না ডিউক।

মাঝে মাঝেই ভাবে ডিউক, পেকোকে দক্ষিণ টেক্সাসে রেখে আসাই উচিত ছিল ওর। এই বয়সে এত খাটনির কাজ ওকে দিয়ে করানো ঠিক হচ্ছে

না। নগদ কিছু টাকা থাকলে পেকোকে রেখেই আসত ও, কিন্তু উপায় নেই। খরার কারণে বার ডি র‍্যাঞ্চটা গেছে। গরুও নেই যে বেচে টাকা পাবে ডিউক।

বড় করে শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল ক্রেইগ। 'বিপদের ভয় নেই। ওই যে ফিঞ্চের রাইডারদের সঙ্গে নোয়া হুইলারকে দেখা যাচ্ছে।'

'নোয়া হুইলার কে?'

ক্রেইগ কিছু বলার আগেই গজগজ করে উত্তর দিল ফিঞ্চ। 'সামান্য এক নেস্টার, চার সেকশন ভাল জমিতে ক্লেইম ফাইল করে বসেছে। দু'পয়সা দামের ছোট র‍্যাঞ্চারদের কাছে খড় বেচে লোকটা। ওই জমি কোন র‍্যাঞ্চের অধীনে থাকা উচিত ছিল। কেন যে কেউ ওকে তাড়িয়ে বাকি ফার্মারদের সঙ্গে ওক ক্রীকে পাঠিয়ে দেয়নি সেটা আমার মাথায় ঢোকে না।'

ক্রেইগের দিকে তাকাল ডিউক। টুইন ওয়েলসের ধারেকাছে অনেকদিন কাটিয়েছে লোকটা। প্রায় সবাইকেই চেনে। ক্রেইগের চেহারাই বলে দিল ফিঞ্চের সঙ্গে সে একমত নয়।

বয়স্ক ফার্মার কাঁটাতারের বেড়া দেখতে দেখতে আসছে। নোয়া হুইলার দশাসই আকারের লোক। লোকটাকে দেখলেই পাথরের দেয়ালের কথা মনে হয়। সৈনিকদের মতো পিঠ সোজা করে স্যাডলে বসে আছে সে। তাই বলে ভঙ্গিটা মোটেই আড়ষ্ট নয়। মাথায় একটা পুরনো হ্যাট। পরনে উলেন কোট, জায়গায় জায়গায় রং চটে গেছে। বোঝা যায় কাজের লোক সে, বসে বসে খবরদারি করে সময় কাটায় না। লোকটার গোঁফ জোড়া দেখার মতো। এত পুরু আর ধূসর যে ডিউকের মনে হলো কাঠবিড়ালির লেজ লাগিয়ে নিয়েছে নাকের তলায়।

তার পাশে রাইড করছে এক পাতলাসাতলা মেয়ে। লম্বা স্কার্ট পরে আছে। পরীর মতো দেখাচ্ছে তাকে। তবে মনে হলো না নিজের রূপ সম্বন্ধে সচেতন সে। নীল চোখে রাজ্যের সারল্য। চেহারা দেখে বোঝা যায় নোয়া হুইলারের মেয়ে।

'কেমন আছ, নোয়া?' আগে বেড়ে ঘোড়ার রাশ ধরল ক্রেইগ। 'দিনকাল চলছে কেমন?'

হাসল হুইলার। সরল দিলখোলা হাসি। হাসি দেখেই বোঝা যায় এ-লোক পরিষ্কার মনের মালিক। 'চলছে তো ভালই,' বলল ফার্মার, 'কিন্তু বাতটা বড় জ্বালাচ্ছে।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে নিজের রাইডারদের দিকে তাকাল ফিঞ্চ।

'বেড়ার কাছে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে এসেছি,' ব্যাখ্যা করল একজন। 'নোয়া বলছিল বেড়া পেরবার পথ খুঁজছে। আমার মনে হয়নি কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে তার। কিন্তু তুমি বলেছ বেড়ার কাছে কাউকে দেখলেই যাতে নিয়ে আসি, তাই নিয়ে এসেছি।'

ফিঞ্চের চেহারায় বিতৃষ্ণা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ফার্মারকে অন্তর থেকে ভাল লেগে গেল ডিউকের। বিরক্ত হলো যখন ফিঞ্চ কর্কশ গলায় বলল, 'ঠিক আছে, যেতে পারো তোমরা।'

'ক্যাম্পটা আমার,' বলল ডিউক, 'কাকে যেতে বলব বা থাকতে বলব সেটাও আমার ব্যাপার।' হুইলারের দিকে তাকাল ডিউক। 'বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত, আসলে এখানে ঝামেলা আশা করছি আমরা।...কি হলো, নামো ঘোড়া থেকে, না খেয়ে যেতে পারবে না, পেকোর রান্না প্রায় হয়ে এলো।'

আপ্যায়িত হয়ে হেসে উঠল হুইলারের চোখ জোড়া। ঠোঁট প্রসারিত হলো বিরক্ত ফিঞ্চকে মুখ ফেরাতে দেখে। ঘোড়া থেকে নেমে একটু লাফিয়ে নিয়ে পায়ের রক্ত চলাচল ঠিক করল ফার্মার। মেয়েটাকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল ডিউক। এক মুহূর্তের জন্যে চোখাচোখি হলো ওদের। মেয়েটার গালে লাল ছোপ পড়ল।

হুইলার বলল, 'আমাদের স্যাডল ব্যাগে খাবার আছে। পথে কারও সঙ্গে দেখা হবে আর দাওয়াত পেয়ে যাব তা আমরা ভাবিনি।'

পটহুক হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো পেকো সানচেজ। ডাচ আভেন থেকে বিস্কুট বের করে ঢাকনির কয়লা আভেনের গায়ে বাড়ি মেরে খসাল সে। আগুনের ওপর ক্রসবার থেকে ঝুলছে আরেকটা আভেন। ওটাতে ভাজা হচ্ছে স্টেক। রান্না প্রায় শেষ। মাংসের গন্ধে মৌ-মৌ করছে চারপাশ। লম্বা একটা ফর্ক দিয়ে স্টেকগুলো নেড়েচেড়ে দিল পেকো। সন্তুষ্ট হয়ে পটহুক দিয়ে আভেনটা সরিয়ে আনল আগুনের ওপর থেকে।

'গরমাগরম থাকতে ঠাণ্ডা খাবে কেন!,' মন্তব্য করল ডিউক।

'আমার মেয়ে, লিন্ডা,' মেয়ের পরিচয় দিল হুইলার। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ডিউকের দিকে তাকাল। 'তুমি কে, হ্যান্ডসাম ইয়াং ম্যান?'

'ডিউক ট্রেভার্স। ফিঞ্চের জন্যে কাঁটাতারের বেড়া দেবার কাজ করছি।' ফার্মারের সঙ্গে করমর্দন করল ও। জোরাল চাপ অনুভব করে বুঝতে পারল আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে লোকটার আচরণে। লিন্ডার দিকে ফিরে বো করল ডিউক।

জবাবে লাজুক হাসল লিন্ডা। ছোট শহরের সরল, সাদাসিধে মেয়ে, ভাবল ডিউক। বলল, 'এত চমৎকার কোন তরুণী ক্যাম্পে আসবে জানলে আগেই হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে থাকতাম আমি। আমাকে নিশ্চয়ই প্রেয়ারি ডগের মতোই নোংরা দেখাচ্ছে, ম্যাম?'

এবারও জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল লিন্ডা। হুইলার বলল, 'কাজের লোকদের চেহারা বা পোশাক কেমন তা নিয়ে আফসোস করতে নেই।' কৌতূহলী চোখে ক্যাম্পটা দেখল ফার্মার।

'হঠাৎ এদিকে যে,' বলল ডিউক। 'এই ভর দুপুরে বেড়াতে বেরোওনি নিশ্চয়ই?'

'না। কয়েকটা গরু খুঁজছি। হাড় বজ্জাত লংহর্ন ষাঁড়গুলো প্রায়ই আমাদের গরু ভাগিয়ে নিয়ে যায়।'

ওয়্যাগনে করে আনা সিডার পোস্টগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখল ফার্মার। ঝুঁকে তুলে নিল ছোট একটুকরো কাঁটাতার। এমন ভাবে তারের টুকরোটা ধরল যেন ভয় পাচ্ছে জ্যান্ত হয়ে কামড়ে দেবে ওটা।

'বার্বড্ ওয়্যার!' চোখে বিস্ময় নিয়ে জিনিসটা দেখল হুইলার। ডিউকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এর নাম আগেও অনেক শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম সামনে থেকে দেখলাম।' একটা কাঁটায় আঙুল ছোঁয়াল সে। কুঁচকে গেল ভ্রূ। 'ধারাল। খুবই ধারাল। যে কোন গরুর বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে এই জিনিস।'

'দ্রুতই শিখে নেয় গরু,' সাফাই গাইল ডিউক। 'একবার জিনিসটা কি বুঝে গেলে দ্বিতীয়বার আর এর ধারে-কাছে আসে না ওরা।'

হাতের তারটা ফেলে দিল হুইলার। বলল, 'জিনিসটা ঠিকই আছে। তবে গরু-ঘোড়ার কি অবস্থা হবে ভাবলেই অসহ্য লেগে ওঠে।'

বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে নিল ডিউক। তারপর চাক বক্স থেকে কফির কাপ বের করে কফি ঢেলে এগিয়ে দিল ও লিন্ডার দিকে। অবাক হয়ে ভাবল, যদিও এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি মেয়েটা, তবু ওর সঙ্গ ভাল লাগছে ওর।

কফিতে চুমুক দিয়ে মেয়েটাকে বিস্মিত হতে দেখে হাসল ডিউক। পেকোর স্পেশাল কফি। মেক্সিকান নিয়মে ফুটন্ত পানিতেই চিনি দেয় পেকো। এতে করে কফির তেতো ভাব অনেকটা দূর হয়ে যায়।

হুইলারকে দ্বিতীয় কাপ ধরিয়ে দিয়ে নিজেও নিল ডিউক। ফার্মারকে কাঁটাতারের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, 'প্রায় সবাই প্রথম প্রথম অপছন্দের চোখে দেখে বার্বড্ ওয়্যারকে। আমারও খারাপ ধারণা ছিল। কিন্তু সেই ধারণা বদলে গেছে। গরুর দল এত দ্রুত শেখে যে কাঁটাতারের বেড়া কখনোই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। দক্ষিণ টেক্সাসে তো এখন বেশ ব্যবহার হচ্ছে বার্বড্ ওয়্যার।' হুইলারের চোখে চোখ রাখল ডিউক। 'তোমার মতো ফার্মার, যারা গরুও পালে, তাদের জন্যে কাঁটাতারের বেড়া এখন দরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেত খামারে কাঠের বেড়া দিতে গেলে ব্যাংকও ফতুর হয়ে যাবে। অথচ ওই একই কাজ বার্বড্ ওয়্যার দিয়ে করা যায় অনেক কম খরচে। তোমাদের ওক ক্রীকের কয়েকজন ফার্মার কাঁটাতারের বেড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছে। এখানের কাজ শেষ করেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি।'

শ্রাগ করল হুইলার। গভীর চিন্তায় মগ্ন। কিছুক্ষণ পর বলল, 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু অনেকেই কাঁটাতারের বেড়া পছন্দ করে না। বাজে ধরনের কয়েকটা দুর্ঘটনার কথা শুনেছি আমি।'

'গুজব।' কফিতে চুমুক দিল ডিউক। 'নতুন জিনিস লোকের কাছে পরিচিত হতে সময় লাগে। তবে একদিন দেখবে সবাই বার্বড্ ওয়্যার ব্যবহার করছে।'

'খাবার তৈরি, ডিউক,' কাজ সেরে হাঁক ছাড়ল পেকো।

চাকবক্সের দিকে পা বাড়াল ডিউক। লাইন দিয়ে খাবার প্লেটে নিচ্ছে সবাই। ডিউক দেখল লিন্ডাকে খাবার বেড়ে দিতে পারার আনন্দে চকচক করছে পেকোর চোখ দুটো।

পেকো সানচেজ বাদামী চামড়ার মানুষ। মেক্সিকান। রিও গ্র্যান্ডের কাছে

ঝোপঝাড়ে ভরা বিপজ্জনক রেঞ্জে কাজ করেছে যুবক বয়সে। তারপর থেকে একটানা চাকরি করেছে ডিউকের বাবার হয়ে। ডিউকের বাবার মৃত্যুর পর কাজ করেছে ডিউকের হয়ে। ডিউককে মানুষ বলতে গেলে সে-ই করেছে।

পেকোর আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত টনটনে। কাজ না করে বেতন নেয়ার কথা ভাবতেও পারে না। সেজন্যেই বার্ধক্যের কারণে কাউবয়ের কাজ করতে না পারলেও ওয়্যাগন কূক হিসেবে ঠিকই কাজ করে চলেছে লোকটা। শেষ বয়সে ডিউককে ছেড়ে আর কোথাও যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। ডিউকই শেষ ট্রেভার্স। তার অধীনে কাজ করতে করতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার ইচ্ছে পেকোর।

খেতে খেতে ডিউক অনুভব করল বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছে লিন্ডার দিকে। কোন আশা নেই, নিজেকে বলল ও। ফার্মারদের মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দেয়া হয়, যাতে অপরিচিত লোকদের এড়িয়ে চলে। বিশেষ করে সেই অপরিচিত লোকটা যদি কাউবয় হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

নীরবে খাচ্ছে হুইলার আর লিন্ডা। বোঝা যায় ক্ষুধার্ত ওরা। নিশ্চয়ই অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। মেয়েটার জন্যে দুঃখ হলো ডিউকের। মনে হলো এই মেয়ের এখানে নয়, বড় কোন শহরে বড়লোক কোন পরিবারে জন্ম নেয়া উচিত ছিল। কোমল একটা মিষ্টি ফুল ফুটেছে রুক্ষ, অনুর্বর বিস্তৃতির মাঝে।

খাওয়া শেষে প্লেটটা নিয়ে রেক প্যানে রাখল হুইলার। বিরাট একটা ঢেকুর তুলে পেকোকে বলল, 'দারুণ খাইয়েছ। এত ভাল ডিনার অনেকদিন খাইনি।'

'ধন্যবাদ।' হাসল পেকো। 'যখন ইচ্ছে চলে এসো। খাবার তৈরি পাবে।'

ডিউকের দিকে ফিরল হুইলার। 'গরু খুঁজতে হলে এখনই আমাদের রওয়ানা হতে হয়।'

'বেশ, তোমাদের দেরি করিয়ে দেব না।'

শেষবারের মতো কাঁটাতারের বেড়ার দিকে চাইল হুইলার। বলল, 'এই এলাকাটা সবসময়েই খোলা প্রান্তর ছিল। এখন বেড়া দিলে বদলে যাবে।...কতটুকু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেবে ঠিক করেছ তুমি?'

'গর্ডন ফিঞ্চের পুরো রেঞ্জ তো অন্তত দেবই।'

কপালে ভাঁজ দেখা দিল হুইলারের। 'ফিঞ্চের রেঞ্জ?' চোখে প্রশ্ন আর তিরস্কার নিয়ে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল হুইলার। 'যা ভেবেছিলাম তার তুলনায় তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি দেখছি, মিস্টার ফিঞ্চ!'

ফিঞ্চের চোখে আগুন ঝরতে দেখল ডিউক।

কথা না বাড়িয়ে স্যাডলে চাপল হুইলার। লিন্ডাকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করল ডিউক। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল লিন্ডা। এই প্রথমবারের মতো মুখ খুলল। মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'আপ্যায়নের জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার ট্রেভার্স। সময় পেলে আমাদের ফার্মে এসো। চেষ্টা করে দেখব তোমার আতিথেয়তা ফিরিয়ে দেয়া যায় কিনা।'

হুইলার আর লিন্ডার দিকে পেছন থেকে চেয়ে থাকল ডিউক। অনুভব করল ওর চোখ বেশিরভাগ সময়েই থাকছে লিন্ডার ওপর।

নতুন একটা সিগার ধরিয়ে বিরক্ত চেহারায় বিড়বিড় করল ফিঞ্চ, 'এতক্ষণে আপদ দূর হলো। ওদের গায়ে শুয়োরের গন্ধ।'

রেগে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ডিউক, কিন্তু লোকটা এখনও বেড়ার টাকা পরিশোধ করেনি মনে পড়তেই সামলে নিল নিজেকে। মনে মনে ভাবল, একদিন কেউ না কেউ একটা জ্বলন্ত সিগার ঢুকিয়ে দেবে উদ্ধত লোকটার মুখে।

ডিউকের খোঁড়া গর্তে ক্রেইগ মাত্র খুঁটি বসিয়েছে এমন সময় এল ওরা।

অশ্বারোহীদের আসতে দেখেই বিপদের গন্ধ পেল ডিউক ট্রেভার্স। ক্রেইগও টের পেয়েছে, কারণ খুঁটির গায়ে চেপে বসল তার আঙুল।

শাবলটা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল ডিউক। শার্টের হাতায় চোখ মুছে তাকাল।

'ওরা নোয়া হুইলার আর তার মেয়ে নয়,' বলল ক্রেইগ। ওকে দেখে মনে হলো এখনই একটা ড্রিঙ্ক দরকার হয়ে পড়েছে তার। 'অন্তত তিরিশ-চল্লিশজন ওরা।'

ক্রেইগ বাড়িয়ে বলছে, ভাবল ডিউক। আসলে পনেরো-বিশজন। তবে ঝামেলা পাকানোর জন্যে এই কয়জনই যথেষ্ট। বেড়া ঘেঁষে আসছে লোকগুলো। কিছুক্ষণ পরপর একজন করে ঘোড়া থেকে নামছে, ওয়্যার কাটার দিয়ে কেটে দিচ্ছে বেড়ার তার।

'সবগুলো খুঁটির তার কাটছে ওরা,' অসহায় কণ্ঠে বলল ক্রেইগ। বুঝতে পারছে কিছুই করার নেই ওদের।

চাক ওয়্যাগনের দিকে তাকাল ডিউক। ওখানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে গর্ডন ফিঞ্চ, নির্বিকার চেহারায় লোকগুলোর ধ্বংসযজ্ঞ দেখছে। শুকনো ঘাসে যেমন দ্রুত আগুন লাগে, তেমনি করেই হঠাৎ রেগে উঠল ডিউক। শাবলটা ফেলে দিয়ে রাইফেল তুলে নিয়ে পা বাড়াল ওয়্যাগনের দিকে।

ফিঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। কথা যখন বলল, মনে হলো চাবুক আওয়াজ করছে বাতাসে কেটে। 'কোথায় তোমার লোকজন, ফিঞ্চ? এখানে পেট ভরে খাবার জন্যে এসেছিলে তুমি? কি করবে করো এখন!'

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ফিঞ্চের চেহারা। আঙুল তুলে লোকগুলোকে দেখাল র‍্যাঞ্চার। ফিসফিস করে বলল, 'ওরা আমার লোকদের সঙ্গে করে ধরে নিয়ে আসছে। কিছু করার নেই আমার।'

ডিউকের ক্রুর দল নির্দেশের অপেক্ষায় ওয়্যাগনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'তুমি কি চাও আমরা লড়াই করি?' সিক্সগানের সিলিন্ডার তালুর ঘষায় ঘুরিয়ে জানতে চাইল ক্রেইগ।

'না।' মাথা নাড়ল ডিউক। এখনও রাগে অন্ধ হয়ে যায়নি ও। বলল, 'সংখ্যায় ওরা এতই বেশি যে ওদের সঙ্গে কোনমতেই পারব না আমরা।

খামোকা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোন ফায়দা নেই।'

রাইফেলটা ওয়্যাগনের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে অপেক্ষায় থাকল ডিউক। কাছে চলে এসেছে অশ্বারোহীর দল।

দুই

ধীরেসুস্থে এলো ওরা। ওরা জানে সুবিধেজনক অবস্থানে আছে। বিশফুট পরপর তার কেটে কেটে এগোল।

'বিপদ,' বিড়বিড় করল জোনাথন ক্রেইগ। 'ওই যে, ওই ধূসর ঘোড়াটায় ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। ব্যাপার গুরুতর, তা নাহলে নিজে আসত না। ওই লোক স্বয়ং ঈশ্বরকেও পাত্তা দেবার লোক নয়।'

বুকের ভেতর চাপা উত্তেজনার স্রোত অনুভব করল ডিউক। বুঝতে পারছে পরিস্থিতি ওর আয়ত্তে নেই। ঝামেলা হবে এটা নিশ্চিত, কিন্তু সেটা সামলানোর দায়িত্ব ওর নয়। এটা ফিঞ্চের জমি। এই জমিতে যা ইচ্ছে করার অধিকার আছে তার। ঝামেলা হলে তাকেই সামলাতে হবে।

একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে ডিউকের ক্রুদের ঘিরে ফেলল লোকগুলো। ঘোড়ার নিঃশ্বাস মুখের ওপর অনুভব করল ডিউক। ভয় পেয়ে চাকবক্সের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল ফিঞ্চ। এই লোক আর যাই হোক, বিপদের মুখোমুখি হতে রাজি নয়। বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে গেল ডিউকের মন।

ক্যাপ্টেনের ঘোড়াটা ডিউকের দেখা সেরা ঘোড়া। সেটার ওপর পিঠ সোজা করে বসে আছেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। বয়স হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতার দাপট কমেনি, বোঝা যাচ্ছে বসার ভঙ্গি দেখে। কাউবয়রা ম্লান হয়ে গেছে প্রবল ব্যক্তিত্বময় মানুষটার উপস্থিতিতে। চেহারায় ফুটে আছে কর্তৃত্ব আর গর্ব। ঘন ধূসর ভ্রূর তলা থেকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন।

পুরনো আমলের রাজকীয় র‍্যাঞ্চার, প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারল ডিউক। এধরনের মানুষই প্রয়োজনে কঠোর হাতে শত্রু দমন করে গড়েছে এই দেশটা। কারও তোয়াক্কা করে চলার লোক নয় এরা। দক্ষিণ টেক্সাসে ক্যাপ্টেনের মতো মানুষের সঙ্গে পরিচয় ছিল ওর। জানে, এরা গোঁয়ার ধরনের হয়; একবার মাথায় কিছু ঢুকলে তা করেই ছাড়ে। বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না মোটেও। মনে করে নিজে যা বুঝেছে সেটাই ঠিক। ওর বাবাও এমনই একজন কঠোর র‍্যাঞ্চার ছিল। এখন পশ্চিমে এই জাতের লোকের সংখ্যা হাতে গোনা; প্রায় নেই বললেই চলে।

ক্যাপ্টেনের কর্তৃত্বপরায়ণ চোখ ফেন্সিং ক্রুদের ওপর থেকে ঘুরে এসে ডিউকের ওপর স্থির হলো। 'তুমিই এদের দিয়ে কাজ করাচ্ছ।' কোন প্রশ্ন নয়, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বললেন ক্যাপ্টেন।

এক পা সামনে বাড়ল ডিউক। 'হ্যাঁ, ক্যাম্পটা আমার। আমি ডিউক

ট্রেভার্স।'

তীক্ষ্ণ চোখ জোড়া ডিউককে যেন বিদ্ধ করল। কুঁচকে গেল ঘন ভ্রূ। 'তুমি অন্যের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করেছ, ডিউক ট্রেভার্স,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন।

ওর স্নায়ু ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে গেছে, অনুভব করল ডিউক। ক্যাপ্টেন গুটেনহফের নাম আগেও শুনেছে ও। এই প্রৌঢ় লোকটা কিওয়া কাউন্টির সবচেয়ে প্রভাবশালী জ্বি ক্রস র‍্যাঞ্চের মালিক। কিওয়া কাউন্টির মস্ত এলাকা জুড়ে জি ক্রস র‍্যাঞ্চ। এতই বড় যে ঘোড়া ছোটালে দু'দিনেও জি ক্রসের রেঞ্জ ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ক্যাপ্টেন গুটেনহফ কনফেডারেট আর্মির অফিসার হবার আগে ছিলেন টেক্সাস রেঞ্জার। আর্মির চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে এদিকের বুনো অঞ্চলে এসে র‍্যাঞ্চ করেন তিনিই প্রথম। সেসময়ে ইন্ডিয়ানদের উৎপাত ছিল। তাদের সঙ্গে লড়াই করে নিজের রাজত্ব কায়েম করেন তিনি। টুইন ওয়েলস শহরটা গড়ে ওঠার পেছনেও তাঁরই অবদান সবচেয়ে বেশি। এই এলাকার কেউ চোখে চোখ রেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সাহস রাখে না।

ম্যাপে জায়গাটার নাম লেখা আছে কিওয়া কাউন্টি, কিন্তু এদিকের লোকে বলে গুটেনহফ কাউন্টি।

'ফিঞ্চের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছে আমার,' বলল ডিউক। 'ওর র‍্যাঞ্চটা বেড়া দেবার চুক্তি। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আপনি বলছেন অন্যের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করেছি আমি। কিন্তু ফিঞ্চ...'

'ফিঞ্চ কোথায়,' মেঘগর্জনের মতো আওয়াজ বেরল ক্যাপ্টেন গুটেনহফের গলা দিয়ে। 'ফিঞ্চ, চাকবক্সের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াও।'

ভয়ে ভয়ে ধূসর ঘোড়াটার সামনে, ডিউকের পাশে এসে দাঁড়াল ফিঞ্চ। তার চেহারা থেকে সার্বক্ষণিক রাগের ভাবটা উবে গেছে কর্পূরের মতো। কাঁপছে অল্প অল্প। হাঁ করল কিছু একটা বলার জন্যে, তারপর সিদ্ধান্ত বদলে বন্ধ করে ফেলল মুখ। চোখ নামিয়ে ঘোড়ার খুরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ধারাল ছুরির মতো শানানো শোনাল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ, 'আমি ভাবতেও পারিনি, ফিঞ্চ, যে এত সাহস তোমার হবে কোনদিন। ঘোড়ায় উঠে রওয়ানা হয়ে যাও, এই এলাকায় তোমার বাস উঠে গেছে।'

ফেন্সিং ক্রুদের তীর্যক দৃষ্টি উপলব্ধি করেও না দেখার ভান করল ফিঞ্চ। মাথা নিচু করে মেসকিট ঝোপে বাঁধা ঘোড়াটার কাছে গেল। একটা কথাও না বলে চড়ে বসল ঘোড়ায়।

পেছন থেকে ক্যাপ্টেন বললেন, 'র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দূর হয়ে যাও, ফিঞ্চ।' জোরে বললেন না ক্যাপ্টেন। গলায় কাঠিন্যও নেই, কিন্তু অমোঘ নিয়তির মতোই নির্দেশটা। 'আর যেন তোমাকে এই অঞ্চলে না দেখি।'

স্পষ্ট বুঝতে পারল ডিউক, এই কথা ক'টাই যথেষ্ট। এই এলাকায় আর

থাকতে পারবে না ফিঞ্চ।

একবারও ডিউকের দিকে না তাকিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল লোকটা। চেহারা দেখে মনে হলো মুহূর্তে বয়স বেড়ে গেছে বিশ বছর। তার সঙ্গে চলল ফিঞ্চের কাউবয়রা। রয়ে গেল শুধু একজন। ড্যান্ডি নাম লোকটার। যাওয়ার আগে চোখের ভাষায় নীরবে ক্ষমা প্রার্থনা করল লোকটা ডিউকের কাছে। হোলস্টারে অস্ত্র নেই ড্যান্ডির। জি ক্রসের কোন কাউহ্যান্ড কেড়ে নিয়েছে নিজের ব্যবহারের জন্যে।

ড্যান্ডি বিদায় নিতেই ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি এসে স্থির হলো ডিউকের ওপর। বললেন, 'এটা ফিঞ্চের নয়, আমার রেঞ্জ। আমারই ছিল সবসময়।'

হাতের মুঠি শক্ত হলো ডিউকের। নিজেকে তিরস্কার করল ও। আগেই ওর বোঝা উচিত ছিল। ওকে জমি দখলের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিল ফিঞ্চ। নিজে কোন ঝুঁকি না নিয়ে ওকে ঠেলে দিয়েছে লোকটা বিপদের মুখে।

'ও বলেছিল এটা ওর জমি,' বলল ডিউক, 'ওকে সন্দেহ করার কোন কারণ দেখিনি আমি।'

শীতল চোখে তাকালেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। বোধহয় ভাবলেন ধরা পড়ে মিথ্যে বলছে ডিউক। পাশের কালো ডানে বসা লোকটাকে বললেন, 'বেশ, আর্চার, শুরু করতে পারো তুমি তোমার কাজ।'

মাথা কাত করে ইশারা দিল আর্চার। ঘোড়া থেকে নেমে সিডারের খুঁটিগুলো এক জায়গায় গাদা করতে শুরু করল জি ক্রসের কাউহ্যান্ডরা। সিডারের খুঁটির ওপর কাঁটাতারের বেড়ার বান্ডিল রাখা হলো। পেকো সানচেজের কেরোসিনের ক্যান থেকে খুঁটি আর তারের বান্ডিলের ওপর তেল ঢালল একজন।

'ক্যাপ্টেন গুটেনহফ!' মরিয়া হয়ে বলল ডিউক। 'আমি আপনাকে বলেছি আমি জানতাম না। ফিঞ্চ মিথ্যে কথা বলেছে আমাকে। এখানে যা আছে সেটুকুই আমার সম্বল। একটা পয়সাও ফিঞ্চ দেয়নি আমাকে এপর্যন্ত।'

গুটেনহফ যদি শুনেও থাকেন চেহারা দেখে তা বোঝা গেল না। বিশাল ধূসর ঘোড়াটায় বসে নীরবে কাউহ্যান্ডদের কাজ দেখতে লাগলেন তিনি। আর্চার নামের লোকটাকে নির্দেশ দিলেন, 'এবার আগুন লাগিয়ে দাও।'

লম্বা লোক আর্চার। দেহটা পাতলা হলেও পেশিগুলো দড়ির মতো পাকানো। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এতই মিল যে প্রথম দেখাতে লোকটাকে ক্যাপ্টেনের ছেলে বলে মনে হয়। গুটেনহফের মতোই এই লোকের চেহারাতেও রয়েছে আভিজাত্য আর দৃঢ়তার ছাপ। বোঝা যায় দুর্বার একটা চালিকা শক্তি পরিচালিত করছে লোকটাকে।

বুটের সোলে ম্যাচের কাঠি ঘষে আগুন জ্বালল আর্চার। কাঠিটা ধরল কেরোসিনে ভেজা সিডার পোস্টের গায়ে। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। মুহূর্তে গ্রাস করে নিল খুঁটি আর তারের বান্ডিল।

রেগে গিয়ে পা বাড়িয়েও থামতে হলো ডিউককে। একজন কাউহ্যান্ড

সিক্সগান উচিয়েছে ওর দিকে। গুটেনহফের লোকজন ফেন্সিং ক্রুদের বেডিং আর মালপত্র নিয়ে নিয়ে ফেলছে আগুনের ভেতর।

আর্চার লোকটা নির্বিকার চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে আগুনের সামনে। এই প্রথম আর্চারের চোখ দুটো খেয়াল করে দেখল ডিউক। কালো চোখ। পাপড়িগুলো লম্বা। ঘন কালো ভ্রূ। তবে সেসব নয়, লোকটার চোখে বেপরোয়া ভাবটা নজর কাড়ল ডিউকের। এই লোক ক্যাপ্টেনের মতোই নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত। নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন দৃষ্টি। এর ক্ষমতালিপ্সা বোধহয় ক্যাপ্টেনের চেয়েও বেশি।

মনে পড়ল ডিউকের, এই লোকের নামও আগে শুনেছে ও। লোকটার পুরো নাম আর্চার স্প্যান। জি ক্রসের ফোরম্যান। লোকে একে ক্যাপ্টেনের প্রতিরূপ বলেই মনে করে। গোপনে বলাবলি করে যে ক্যাপ্টেন আঁটকুড়ো হলে হবে কি, আর্চার স্প্যান ছেলের অভাব পূরণ করে দিয়েছে।

কেরোসিনের ক্যানটা হাতে নিয়ে চাক ওয়্যাগনে গিয়ে উঠল স্প্যান, বাকি তেল ঢেলে দিল চাকবক্স আর ওয়্যাগন বেডে।

এতক্ষণ চুপ করে সব সহ্য করেছে পেকো সানচেজ, কিন্তু এবার আর পারল না, বার ডি'র একমাত্র সম্পত্তি ওয়্যাগনটা আর্চার স্প্যান ধ্বংস করে দিচ্ছে দেখে দৌড়ে লোকটাকে ঠেকাতে গেল ও, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'না, আমার ওয়্যাগন পোড়াতে দেব না তোমাকে আমি।' লোকটা শুনছে না দেখে আর্চারের পা জড়িয়ে ধরে টেনে ওয়্যাগন থেকে নামাতে চেষ্টা করল সে।

বাধা পেয়ে কেরোসিনের ভারী ক্যানটা ঘুরিয়ে পেকোর মাথায় বাড়ি মারল স্প্যান।

ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল পেকো। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল পর মুহূর্তে।

এদিকে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি তেলে ভেজা ওয়্যাগন বেডে ফেলে দিয়েছে স্প্যান। আগুন ধরে যেতেই লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে।

উন্মাদের মতো হয়ে গেল পেকো। ওর পাশেই কাত হয়ে পড়ে আছে ওয়াশ বেসিন। ওটার ভেতর বালি ভরে বেসিনটা আগুনের ভেতর ছুঁড়ে দিল পেকো। কমল না আগুন।

পেকোর বাহু মুচড়ে ধরে আবার ওকে মাটিতে ফেলে দিল স্প্যান। একটা ঘোড়ার পাশে পড়ল পেকো। আতঙ্কিত হয়ে লাফালাফি শুরু করল ঘোড়াটা। স্প্যান হাসতে হাসতে ঘুরে দাঁড়াতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পেকো। এতই দ্রুত যে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এবার পেকোর হাতে পটহুক। হাত তুলল ও, পটহুকটা নামিয়ে আনবে স্প্যানের মাথায়।

চেঁচিয়ে সাবধান করল একজন কাউহ্যান্ড, 'স্প্যান, তোমার পেছনে ও!'

'না, পেকো!' কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দ্রুত পা বাড়াল ডিউক।

শেষরক্ষা হলো না। ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল স্প্যান। পেকো দু'ফুটের মধ্যে এসে গেছে দেখেই সিক্সগানে ছোবল মারল তার হাত। অস্ত্রটা বের

করেই পেকোর মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে দিল ফোরম্যান।

গুলির ধাক্কায় জ্বলন্ত ওয়্যাগনের সঙ্গে বাড়ি খেল পেকো। সেখান থেকে গড়িয়ে মাটিতে। মারা গেছে ও। কপালটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। শেষ ইচ্ছে পূরণ হয়েছে ওর, ডিউকের সঙ্গে কাজ করতে করতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে পেকো।

'পেকো!' দৌড়ে গিয়ে বুড়ো মেক্সিকানের পাশে বসল ডিউক। আগুনের কাছ থেকে দেহটা সরিয়ে অবুঝের মতো ঝাঁকাল। ভাবল এই বুঝি চোখ মেলে হাসবে পেকো। মিনিট খানেক লাগল ওর বুঝতে যে বেঁচে নেই পেকো। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। টেরও পেল না কখন যেন রাগে থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে সে।

দেখল নির্বিকার চেহারায় ওর দিকে সিক্সগান তাক করে দাঁড়িয়ে আছে স্প্যান।

'অস্ত্র সরাও, আর্চার,' শান্ত স্বরে বললেন ক্যাপ্টেন।

ফোরম্যানের ওপর ঝাঁপ দিল ডিউক। দেখেছে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আর্চার অস্ত্রের মুখটা সরিয়েছে। আর্চারের কব্জি চেপে ধরে মোচড় মারল ও। ট্রিগারে চেপে বসল আর্চারের আঙুল। গুলি বেরিয়ে গেল ডিউকের দেহের পাশ দিয়ে। হাতের তালুর পাশ দিয়ে কোপ মেরে সিক্সগানটা ফেলে দিল ডিউক, বুনো মোষের শক্তি ভর করেছে ওর গায়ে, দু'হাতে এবার চেপে ধরল আর্চারের গলা।

শক্তিশালী লোক আর্চার। দেহ মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। ভারসাম্য হারিয়ে সামনে বাড়ল ডিউক। চট করে সিক্সগানটা তুলে নিয়েই ওটার নল দিয়ে ডিউকের কানের পাশে বাড়ি মারল আর্চার। প্রচণ্ড আঘাত। ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল ডিউক। জিভে বালি লেগেছে টের পেল ও। উঠে বসল হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝিমঝিম ভাবটা কাটানোর চেষ্টা করে খুঁজল আর্চারকে, কিন্তু নেই আর্চার, ওর চোখের সামনে শুধু ঘুরছে কয়েকজন অশ্বারোহী। চোখেও বালি ঢুকেছে। ভাল দেখতে না পেলেও চারপাশে কি ঘটছে বুঝতে পারল ও। জ্বলছে ওর ওয়্যাগন, গায়ে আগুনের তাপ লাগছে। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ।

গুটেনহফের লোকরা গুলির আওয়াজে উত্তেজিত, ভীত ঘোড়াগুলোকে রাশ টেনে সামলে রেখেছে। কারও কারও চেহারায় সঙ্কোচ। পেকোর খুন হয়ে যাওয়াটা ওদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। এখন পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে অপেক্ষা করছে অনিশ্চিত লোকগুলো। চোখ থেকে বালু সরানোর চেষ্টা করল ডিউক। প্রতিটা মুহূর্ত আশঙ্কা করছে আরেকবার গর্জে উঠবে আর্চারের সিক্সগান।

'আমি তোমাকে সিক্সগান খাপে পুরতে বলেছি, আর্চার,' শান্ত স্বরে কর্তৃত্বের সঙ্গে বললেন ক্যাপ্টেন।

হোলস্টারে সিক্সগান ভরল আর্চার।

উত্তেজনা কেটে যাওয়াতে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার বুদ্ধি ফিরে পেল ডিউক। চোখ পিটপিট করে মাথা নেড়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করল।

বুঝতে পারছে এখন এদের সঙ্গে লড়তে গেলে পারবে না ও। অন্তরে শীতল একটা ক্রোধ অনুভব করল ডিউক। ভুলবে না ও। কিছুতেই ভুলবে না আজকের কথা। সময় আসবে। ওরও সময় আসবে। সেদিন, হ্যাঁ, সেদিন দেখে নেবে ও।

জ্বলন্ত ওয়্যাগনের মেঝেটা মাঝখান থেকে ভেঙে গেল। ফাঁক দিয়ে পড়তে শুরু করল ক্যাম্পের জিনিসপত্র। ভারী চাকবক্সটা একদিকে কাত হলো, এক সেকেন্ডের জন্যে থাকল কাত হয়ে, তারপর পড়ে গেল মাটিতে। আগুনের ফুলকি তুলে ঝনঝন করে ছড়িয়ে গেল টিনের কাপ-তস্তরি-প্লেট আর চামচ-কাঁটাচামচ।

ভয় পেয়ে পেছনে সরল ঘোড়াগুলো। শুধু ক্যাপ্টেনের বিশাল ঘোড়াটা নড়ল না। শক্ত হাতে ওটার রাশ ধরে আছেন ক্যাপ্টেন।

'আমরা এখানে কাউকে খুন করতে আসিনি, ট্রেভার্স,' বললেন তিনি। 'এরকমটা ঘটবে তা আমরা ভাবিনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পরিস্থিতি বদলে গেছে। এটা খোলা প্রান্তর। খোলা প্রান্তরই থাকবে এটা। কাঁটাতারের বেড়া এখানে সহ্য করা হবে না। তুমি যেতে পারো, ট্রেভার্স। এই এলাকা পেরনোর আগে ভুলেও থেমো না। তোমার চেহারা যেন আর না দেখি।'

কথা শেষ করে জবাবের অপেক্ষা করলেন না ক্যাপ্টেন, ধূসর ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে একবারও পেছনে না তাকিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কাউবয়রা সরে তাঁকে জায়গা করে দিল, তারপর পিছু নিল তাঁর। কয়েকজন কাউবয় ঘাড় ফিরিয়ে জ্বলন্ত ওয়্যাগনের দিকে তাকাল, কিন্তু একবারও পিছু ফিরে তাকালেন না ক্যাপ্টেন।

ক্লান্ত পায়ে পেকোর পাশে গিয়ে বসল ডিউক। চামড়া কুঁচকে যাওয়া শীর্ণ হাতটা ধরল দু'হাতে। চেহারায় ফুটে উঠল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। চোখের পাতা বুজে ফেলল যাতে অশ্রু না ঝরে। জোনাথন ক্রেইগ এসে হাত রাখল ডিউকের কাঁধে।

ধীরে ধীরে বলল ডিউক, 'এমন কোন সময় আমার মনে পড়ে না যখন পেকো ধারেকাছে ছিল না। মা মারা যাবার পর ও-ই আমাকে মানুষ করেছে।'

'সময় বয়ে যায়, ডিউক,' বলল ক্রেইগ, 'বয়ে যাবার সময় নিয়ে যায় যা কিছু পুরনো। যে ঝরে যাবার ঝরে যায়, শত চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারি না আমরা।'

চুপ করে থাকল ডিউক। ছেলেবেলার স্মৃতি মনে পড়ছে ওর। মনে পড়ছে পেকোর কাছে ঘোড়ায় চড়তে শেখা, সাঁতার শেখা, তারপর সিক্সগান চালানো; আরও কত কিছু। বাবা র‍্যাঞ্চের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন, সময় দিতে পারতেন না। পেকোই ছিল ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী। একই সঙ্গে ওর অভিভাবক, বন্ধু এবং শিক্ষক।

ফিরে গেল ক্রেইগ। ফেন্সিং ক্রুদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওয়্যাগনের আগুন নেভানোর কাজে।

কিছুক্ষণ পর পেকোর ওপর থেকে চোখ তুলে তাকাল ডিউক। দেখল

আগুন নিভিয়ে ফেলেছে ক্রুরা। বড় একটা চ্যাপ্টা পাথরের পাশে কবর খুঁড়ছে জোনাথন ক্রেইগ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিউক। পেকোকে আর দেখতে পাবে না ভাবতেই বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল ওর।

একজন ক্রু আধপোড়া একটা ব্ল্যাংকেট এনে ঢেকে দিল পেকোর মৃতদেহ।

কবর খোঁড়া শেষ করে ডিউকের পাশে এসে বসল ক্রেইগ। কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকল। খানিকপর বলল, 'বেশ কিছু জিনিস আমরা আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি। সিডার কাঠ সহজে আগুনে পোড়ে না, ফলে বেশিরভাগ খুঁটিই আমরা ব্যবহার করতে পারব। কাঠের স্পুলগুলো দ্রুত পুড়ে গেছে। তারগুলো এমন জটই পাকিয়েছে যে না ছিঁড়ে খোলা যাবে না। তাছাড়া টেম্পারও নষ্ট হয়ে গেছে। ওগুলো বাতিল।'

বুকের ভেতরটা ফাঁকা লাগছে ডিউকের। উঠে দাঁড়িয়ে পোড়া ওয়্যাগন আর কাঠের খুঁটিগুলোর ওপর নজর বোলাল ও। বুক চিরে বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস।

'তোমার মাথা দেখছি ফেটে গেছে, ডিউক!' বলল ক্রেইগ। 'ব্যান্ডেজ করতে হবে।'

'লাগবে না।' ফাঁপা শোনাল ডিউকের স্বর। 'এমনিই সেরে যাবে।'

শ্রাগ করল ক্রেইগ। কথা বাড়াল না। এ'কয়দিন একসঙ্গে কাজ করে শ্রদ্ধা জন্মেছে তার ডিউকের ওপর। বুঝে গেছে এই লোক নিজের অবস্থান সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। জিজ্ঞেস করল ও, 'এবার আমরা কি করব, বস্?'

'পেকোকে কবর দিতে হবে।'

একজন পাদ্রী জোগাড় করতে পারলে ভাল হতো। বাইবেলটা চাকবক্সে ছিল, পুড়ে গেছে। ওরা কেউ ধর্মকর্ম বিষয়ে পণ্ডিত নয়। কোনমতে কাজটা হয়তো চালিয়ে নিতে পারবে ও নিজে, তবে ঠিক করল ডিউক, শহর থেকে একজন যাজক এনে পেকোর কবরের সামনে প্রার্থনা করার ব্যবস্থা করবে।

ওরা কবরটা মাটি ফেলে মাত্র ভরাট করেছে, এসময়ে তিনটা ডারহ্যাম গাভী নিয়ে ফিরে এলো নোয়া হুইলার আর লিন্ডা। সোজা ওদের সামনে এসে থামল ওরা। দু'জনের চোখেই গম্ভীর দৃষ্টি। পোড়া ওয়্যাগন, তারের বান্ডিল আর ছেঁড়া তারের টুকরো দেখে এখানে কি ঘটেছে আন্দাজ করে নিয়েছে ওরা। কবরটা দেখে চোখ কুঁচকে গেল হুইলারের। মুখ ফিরিয়ে নিল লিন্ডা। দু'জনেই ওরা হাসিখুশি আন্তরিক পেকো সানচেজকে পছন্দ করেছিল। একটু আগের সেই লোকটা আর নেই ভাবতেই কেমন যেন করে উঠল লিন্ডার বুকের ভেতরটা।

ঘোড়া থেকে নামল হুইলার। লিন্ডাকে নামতে সাহায্য করল ডিউক। 'কে?' জানতে চাইল লিন্ডা ওর বিষণ্ণ চোখে চোখ রেখে।

'গুটেনহফ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল ডিউক।

'ক্যাপ্টেন?' অবিশ্বাস হুইলারের চেহারায়। 'শক্ত লোক সে, কিন্তু বিনা কারণে খুন করার মানুষ তো সে নয়!'

চুপ করে থাকল ডিউক।

'গুলিটা করেছে আর্চার স্প্যান,' বলল ক্রেইগ। 'আমরা জানতাম না এটা ফিঞ্চের জমি নয়।'

মাথা দোলাল গম্ভীর ফার্মার। 'সাপের মতো ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক স্প্যান। হ্যাঁ, এরকম একটা কাজ ওর পক্ষে করা সম্ভব। শুনেছি ক্যাপ্টেন মারা গেলে সেই নাকি হবে জি ক্রসের মালিক। তাই যদি হয় তাহলে এই এলাকায় বাস করা অসম্ভব হয়ে যাবে।' দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল হুইলার। 'এত কিছু ঘটত না। দোষটা আমার। তোমাদেরকে আমার বলা উচিত ছিল যে এটা গুটেনহফের রেঞ্জ। বলিনি, কারণ আমি ভেবেছিলাম তোমরা জানো।'

'বললেও কোন লাভ হতো না,' বলল ডিউক। 'এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। জানলেও আমরা সবকিছু গুছিয়ে সরে যেতে পারতাম না, তার আগেই হাজির হতো ওরা।'

সাবধানে আঙুল দিয়ে ডিউকের মাথার ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখল লিন্ডা। বলল, 'আঘাতটা ভাল নয়।'

'সেরে যাবে,' বলল ডিউক। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কিন্তু পেকো আর ফিরে আসবে না।'

'তোমরা বরং আমার ওখানে চলো, আজকে রাতটা আমার ফার্মেই কাটাবে,' বলল হুইলার।

সায় দিল লিন্ডা। বলল, 'হ্যাঁ, থাকার অসুবিধে নেই, তাছাড়া আমাদের ফার্মে খাবারও আছে। ব্ল্যাংকেট আর খাবার ছাড়া শীতের রাত কাটাবে কিভাবে!'

মাথা নাড়ল ডিউক। 'না। ক্যাপ্টেন আমাদের পেছনে লেগেছে। আমরা যদি তোমাদের ওখানে যাই তাহলে ঝামেলায় পড়বে তোমরা।'

'তা পড়ব না।' হাসল হুইলার, কিন্তু তার চোখ জোড়া হাসল না। 'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কোন গোলমাল নেই আমাদের। তাছাড়া সামান্য এক ফার্মার আমি, কেউ আমাকে বিরক্ত করে না। একবার যখন বলে ফেলেছি, কথাটা রাখো; চলো আমাদের সঙ্গে।'

পোড়া ওয়্যাগনের পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে পানির ব্যারেলটা। অল্প একটু পানি তাতে আছে এখনও। নিজের রুমালটা ভিজিয়ে ডিউকের সামনে এসে দাঁড়াল লিন্ডা। বলল, 'চুপ করে দাঁড়াও দেখি, তোমার ক্ষতটা পরিষ্কার করতে হবে।'

ডিউকের কোন আপত্তি কানে তুলল না লিন্ডা। মন দিয়ে নিজের কাজ শেষ করল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে সরে দাঁড়াল। বলল, 'অষুধ থাকলে ভাল হতো।'

'চাকবক্সে আয়োডোফর্ম ছিল,' বলল ক্রেইগ। 'বোতলটা ভেঙে গেছে।'

ডিউক উপলব্ধি করল প্রথম দেখায় লিন্ডা হুইলারকে শুধুই রূপসী এক মেয়ে মনে হলেও ও তা নয়, লিন্ডা পরিপূর্ণ একজন নারী। একজন ভদ্রমহিলা। যেকোন পুরুষ বর্তে যাবে এরকম একজন নারীকে আপন করে পেলে।

'ঘোড়াগুলো ধরো তোমরা,' ফেন্সিং ক্রুদের বলল লিন্ডা।

আর আপত্তি করল না ডিউক। চমকে গেছে ও লিন্ডার গলায় দৃঢ়তার আভাস পেয়ে। প্রথম দেখায় মেয়েটাকে ওর নরম স্বভাবের লাজুক একটা মেয়ে বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনে এই মেয়ে শক্ত হতে জানে।

'বেশ, আজকে রাতের জন্যে তোমাদের ফার্মে যাব আমরা,' চোখে প্রশ্ন নিয়ে ফেন্সিং ক্রুদের তাকাতে দেখে বলল ডিউক। এখানে থাকার কোন উপায় নেই, ভেবে দেখেছে ও। শেষ হয়ে গেছে ক্যাম্পটা। ক্লান্ত ওরা। রাতে ঘুমাবার মতো একটা জায়গা দরকার সবারই।

দশ মিনিট পর রওয়ানা হলো ওরা। পথে কোথাও না থেমে দু'ঘণ্টা ঘোড়া ছোটাল। তারপর পৌঁছল ওরা হুইলারের ফার্মে।

বিস্মিত হলো ডিউক। ও ভেবেছিল ওক ক্রীকের আর সব ফার্মের মতো কোনরকমে টিকে থাকা একটা ফার্ম দেখবে, কিন্তু হুইলারের ফার্মটা যথেষ্ট বড়, সুন্দর সাজানো গোছানো; বাড়িঘর, করাল, বার্ন ইত্যাদি দেখলে বোঝা যায় ফার্মের মালিক খেটেছে প্রচুর।

'চার সেকশন জমি নিয়ে আমার ফার্মটা,' গর্ব করে বলল হুইলার। 'ব্যাংকে এখনও কিছু ঋণ রয়ে গেছে, তবে শোধ করে ফেলব এবছরের মধ্যে। এখনও ফার্মের বেশিরভাগটাই ঘাসজমি, একা আমি মাত্র ষাট-সত্তর একর জমিতে চাষ দিতে পেরেছি; জমি ভাল, লোক রাখতে পারলে পুরো চার সেকশনেই ফসল ফলানো যাবে।'

চার সেকশন, ভাবল ডিউক, পঁচিশশো একরের চেয়েও বেশি জমি। এখনকার আইন অনুযায়ী এরচেয়ে বেশি জমিতে ক্লেইম ফাইল করতে পারে না টেক্সাসের কেউ। সেই বিচারে নোয়া হুইলারকে সাধারণ নেস্টার বলা যাবে না। তবে পুব টেক্সাসের মতো প্রচুর বৃষ্টি হয় না এই অঞ্চলে, ফলে বেশি জমি লাগে সমান ফসল ফলাতে। বেশিরভাগ লোকই তাই একর প্রতি ফসলের হিসেব না করে সেকশন প্রতি ফসলের হিসেবটাই রাখে।

ক্যাপ্টেন গুটেনহফ আইনত চার সেকশন জমিরও মালিক কিনা কে জানে, তিক্ত মনে চিন্তা করল ডিউক। বোধহয় মালিক। কারণ গরু ব্যবসায়ীরা নিজের জমিতেই হেডকোয়ার্টার তৈরি করে। আর কেনে পানির চারপাশের জমি। পানির অধিকার পেলে জমির দখল পাওয়া যায় সহজেই, যদিও জমির প্রকৃত মালিক হয়তো স্টেট, স্কুল বা কোন রেলরোড। দখলি স্বত্বই এখানে আসল কথা, কাগজে-কলমে মালিক কে তাতে যায় আসে না কিছু। কে যাবে জমি ক্লেইম করে খামোকা ফী দিতে, যখন এক সেকশন কিনলেই ভোগ করা যায় তার শতগুণ!

অনেক র‍্যাঞ্চারই আছে যাদের নিজের নামে এক কাঠা জমিও নেই। জমির মালিক না হয়েও র‍্যাঞ্চ বেচতে পারে যে কেউ। অলিখিত আইন অনুযায়ী আগে যে জমি দখল করবে, জমি তারই।

ডিউক দেখল পনেরো-বিশটা চমৎকার ডারহ্যাম গাভী চরছে একখণ্ড

ঘাসজমিতে। বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে জমিটা, ব্যাপারটা ওর নজর কাড়ল।

ওকে তাকাতে দেখে হুইলার বলল, 'লংহর্নের যুগ শেষ। আমি ডারহ্যামের পাল বড় করছি। একশো মাইলের মধ্যে এত ভাল গরু কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি। এখনই বেশ কয়েকজন র‍্যাঞ্চার আমার কাছ থেকে ষাঁড় কিনেছে, আশা করছি পালটা বড় হলে আরও অনেক বেচতে পারব। কয়েক বছরের মধ্যেই দেখবে এদেশ থেকে লংহর্ন গরু উধাও হয়ে গেছে।'

হুইলারের ধরে আনা গরু তিনটেকে বেড়া দেয়া জায়গাটায় ঢুকিয়ে দেয়া হলো। এখানে ওখানে থেমে কাঁচা জই খেতে খেতে পালের দিকে এগোল ওগুলো।

ফার্মারের দিকে তাকাল ডিউক। 'এই খোলা রেঞ্জে পালটাকে তুমি রাখবে কি করে, লংহর্ন ষাঁড় এসে গরুর সঙ্গে মিশতে চাইলে ঠেকানোর কোন পথ তো দেখছি না।'

'এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা,' বলল হুইলার। 'প্রতি একদিন দু'দিন পরপরই ঘোড়া দাবড়ে বেড়াতে হয় আমাকে, লংহর্ন ষাঁড়গুলোকে আমার ফার্ম থেকে খেদিয়ে দিয়ে আসতে হয়। তবুও মাঝে মাঝেই দেখা যায় দু'একটা গরু লংহর্ন বাছুর প্রসব করছে। বাছুরগুলোকে দিয়ে মাংসের চাহিদা মেটানো ছাড়া তখন আর কোন উপায় থাকে না।'

জই খেতের পাশ দিয়ে এগোল ওরা। খেতের পরেই হুইলারের খড়ের মাঠ। শীতকালটা এখান থেকেই গরুর খাবার আহরণ করা হয়। বাঁকাচোরা মেসকিটের খুঁটির সঙ্গে দুই সারি তার বেঁধে দিয়ে মাঠটা বেড়া দেয়া হয়েছে।

'ওই বেড়া কি গরু ঠেকাবে?' জানতে চাইল ডিউক।

মাথা নাড়ল হুইলার। 'সত্যি যদি চেষ্টা করে তাহলে ঠেকাবে না। মাঠ যখন সবুজ থাকে তখন চেষ্টার ত্রুটি করে না ওরা।'

পানি খেয়ে ফিরল একটা ডারহ্যাম ষাঁড় আর দুটো গাভী।

ষাঁড়টাকে দেখাল হুইলার। 'ওই যে আমার সেরা ষাঁড়। সাঙ্কো নাম দিয়েছি ওটার আমি।'

বড়সড় রোন ষাঁড় সাঙ্কো। লংহর্নের মতো লম্বা লম্বা পা নয়, তবে শরীরটা লংহর্নের তুলনায় ভারী। হেলে দুলে নিজের হারেম নিয়ে পালের দিকে এগোল ওটা গম্ভীর চালে।

'সাঙ্কোকে নিয়ে সমস্যা হলো,' বলল হুইলার, 'ও লংহর্ন ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে পারে না। এই সেদিনই ওকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকটু হলে ফুলার কুইনের একটা ষাঁড়কে গুলি করে মারতে হতো আমার। তবে একটা কথা ঠিক, শেষ পর্যন্ত বুড়ো সাঙ্কোই জিতবে; ওর বংশধর ঠিকই থাকবে, কিন্তু এদেশ থেকে গায়েব হয়ে যাবে লংহর্ন।'

হুইলারের কণ্ঠে গর্বের ছোঁয়া লাগল। 'ক্যাপ্টেন গুটেনহফের মতো হাজার হাজার গরু থাকলে গুনে তৃপ্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমি চাই অল্প কয়েকটা হলেও ভাল জাতের গরু।'

এক দঙ্গল মুরগি এদিক ওদিক ঘুরে খুঁটে খুঁটে খাবার খাচ্ছে। ফার্মহাউজের উঠনে মাটির একটা বড় চৌবাচ্চা। ওটাতে মনের আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে হাঁসের দল। বাড়ির পুবে বেশ খানিকটা দূরে কাদাময় নিচু জমিতে গড়াগড়ি করছে কয়েকটা শুয়োর।

নোয়া হুইলারের বাড়িটা একটা ঝর্নার পাশে। ছোটখাটো একটা ক্রীক তৈরি করেছে ঝর্নাটা। মাঠের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঘাসজমির ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে ক্রীকটা। হুইলারের বাড়ি আর বার্নটা উজ্জ্বল লাল রং করা। লাল রং সহজেই পাওয়া যায়, তাছাড়া দামেও সস্তা।

'বাড়িটা আমি নিজেই বানিয়েছি,' বলল হুইলার, 'স্ট্রিংটাউনে রেলরোড হবার পর ওখান থেকে নিয়ে এসেছি কাঠের গুঁড়ি।'

বাড়িটা ছোট, কিন্তু দেখতে চমৎকার। মজবুত। ফার্মার ওদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় করবে ভাবল ডিউক।

'বার্নের সঙ্গে আরেকটা ঘর আছে,' যেন ওর মনের কথা বুঝেই বলল হুইলার, 'আমার ছেলে ভার্নের জন্যে বানিয়েছিলাম। ওখানে থাকতে পারবে তোমরা। বিছানার অভাব হলে চিন্তার কিছু নেই, বাইরে প্রচুর খড় আছে, এনে পেতে নিলেই ঘুমানোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'তোমার ছেলের অসুবিধে সৃষ্টি করব না তো আমরা?' জানতে চাইল ডিউক।

মাথা নাড়ল ফার্মার। মুহূর্তের জন্যে তাকে বিষণ্ন দেখাল। 'ভার্ন খামারের কাজ পছন্দ করে না, ক্যাপ্টেনের ওখানে চাকরি নিয়েছে ও। ওখানেই থাকে, বাড়িতে আসে খুব কম।'

লিন্ডা হাসল। 'শহরের একটা মেয়েকে ভালবাসে ভার্ন। মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্যে টাকা জমাচ্ছে ও। সেজন্যেই র‍্যাঞ্চ থেকে নড়ে না। ওর ধারণা শহরে এলেই বাড়তি খরচ হয়ে যাবে ওর।'

বার্ন পেরিয়ে স্টিরাপে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে করালের ভেতরে উঁকি দিল হুইলার। ডিউককে কৌতূহল নিয়ে তাকাতে দেখে বলল, 'আমার সবচেয়ে পছন্দের গাভীটার বাচ্চা হবার কথা। ওটাকে ভেতরে রেখেছি।'

ডিউক দেখল চমৎকার একটা ডারহ্যাম গাভী খড়ের ওপর শুয়ে ঝিমাচ্ছে। পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে ওটার। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বাচ্চা প্রসব করতে আর বেশিদিন দেরি নেই।

'ওর নাম দিয়েছি আমি হুয়ানা,' বলল হুইলার। 'এত ভাল গরু খুব কমই দেখা যায়। সাক্কোর বাচ্চা নিয়েছে ও। আমার বুট বাজি ধরতে পারি, দেশের সেরা গরু হবে ওটা, দেখার মতো হবে তাতে সন্দেহ নেই কোন।'

হাসল লিন্ডা। 'বাচ্চারা যেমন ক্রিসমাসে উপহারের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করে, তেমনি করে অপেক্ষা করছে বাবা হুয়ানার বাচ্চার জন্যে।'

ঘোড়া থেকে নেমে করালের দরজা খুলল হুইলার। 'ঢুকে পড়ো।' ইশারা করল সে। 'তোমাদের ঘোড়ার জন্যে খাবারের অভাব হবে না এখানে। ঘোড়ার যত্ন নিয়ে বাড়ির দিকে চলে এসো, ততক্ষণে লিন্ডা আর ওর মা

তোমাদের খাবার তৈরি করে ফেলতে পারবে।'

শান্ত, কিন্তু শক্ত মহিলা মিসেস হুইলার। খাবার টেবিলে কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল যথেষ্ট বুদ্ধিমতি। স্বামীর সঙ্গে গরু, ফার্ম আর দেশের হালচাল নিয়ে কথা বলল মহিলা, একটা কথাও ফালতু নয়। বাড়ির কাজ চুপচাপ করে, কিন্তু করে নিখুঁত ভাবে। কোমলতা আর প্রয়োজনে কঠোর হয়ে ওঠার গুণগুলো লিন্ডা কার কাছ থেকে পেয়েছে বুঝতে অসুবিধে হলো না ডিউকের।

ওদেরকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে আশ্রয় নিয়েছে বলে যে অস্বস্তি ডিউক বোধ করছিল, ধীরে ধীরে কেটে গেল তা। সহজ সরল সাদাসিধে মানুষগুলোর উপস্থিতি ওকে নিজের সমস্যা ভুলে যেতে সাহায্য করল।

নোয়া হুইলার বলল, 'এখন তো কোন কাজ নেই তোমাদের, দু'একদিন থেকে যাও আমাদের এখানে। ভালমতো বিশ্রাম নিয়ে তারপর যেয়ো।'

'বলেছ সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল ডিউক, 'আজ রাতটা থাকছি, কিন্তু কাল সকালে রওয়ানা হয়ে যাব আমরা।'

'কি করবে বলে ভাবছ এবার?'

কালো হয়ে গেল ডিউকের চেহারা। বলল, 'কিছু ঠিক করিনি এখনও। তবে আমার প্রথম কাজ হবে গর্ডন ফিঞ্চের কাছ থেকে পাওনা টাকা উদ্ধার করা।'

তিন

দীর্ঘ একটা ঢালের মাঝামাঝি ফিঞ্চের হেডকোয়ার্টার। বাড়িটার সামনে একটা নিস্তরঙ্গ জলাশয়, গত মরশুমের বৃষ্টির পর এই শীতে কমে গেছে পানি; পাড়ের ঝোপঝাড় থেকে পিছু হটে নেমে গেছে অনেকদূর। বিকেলের সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে পানি। জলাশয়ের কিনারায় তৃষ্ণা মেটাচ্ছে নানা রঙের নানা জাতের গরু।

জলাশয় পাশ কাটিয়ে এগোল ডিউক। ওর পাশে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে জোনাথন ক্রেইগ। বাকিদের শহরে পাঠিয়ে দিয়েছে ও, সেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে ওরা। দুই অশ্বারোহীকে আসতে দেখে পানি ছিটিয়ে ছড়িয়ে গেল গরুগুলো, কিছুদূর দৌড়ে পিছু ফিরে দেখতে লাগল ওদের তাড়া করা হচ্ছে কিনা। তৈরি হয়ে আছে, তাড়া করলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে আবার।

'র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারের জন্যে চমৎকার জায়গা,' মন্তব্য করল ক্রেইগ। 'জিঙ্কস নামের এক বুড়ো বাড়িটা তৈরি করেছিল, শুনেছি তাকে ঠকিয়ে জায়গাটার দখল নেয় ফিঞ্চ।'

ঢালের গায়ে মাটি কেটে সমতল জায়গা বের করে তৈরি করা হয়েছে বিশাল একটা পাথরের বাড়ি। দেখতে দুর্গের মতো। পাথর আনা হয়েছে

মাইলখানেক দূরের একটা ক্রীকের পাড় থেকে। যদিও অন্য কারও তৈরি এতে সন্দেহ নেই, তবে ওটাই এখন ফিঞ্চের বাড়ি, আন্দাজ করল ডিউক। আরও কাছে যেতেই করাল চোখে পড়ল ওর। করালের তক্তা জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে, মেরামত করা দরকার। একটা দরজা খসে গেছে, কোনমতে তার দিয়ে বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে ওটা। একটা পুরনো ওয়্যাগন দেখতে পেল ও পথের মাঝে। যেখানে অ্যাক্সেল ভেঙেছে সেখানেই ফেলে রাখা হয়েছে ওটা, মেরামত করা বা পথ থেকে সরানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ। ওয়্যাগনবেডের কাঠ পচে গেছে, ফাঁক দিয়ে মাথা তুলেছে ঝোপঝাড়।

বাড়িটার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠল ডিউক, কাঠের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে সদর দরজায় টোকা দিল। কোনা ঘুরে ছুটে এলো একটা কুকুর, দাঁত খিঁচিয়ে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল, কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। আবার টোকা দিল ডিউক, দেখার চেষ্টা করল অস্বচ্ছ ডিম্বাকৃতি কাঁচের ভেতর দিয়ে। বোধহয় ভেতরেই আছে গর্ডন ফিঞ্চ, কিন্তু জবাব দিচ্ছে না। তবে জোর করে ভেতরে ঢোকার কোন চেষ্টা করল না ডিউক, এ'কয়দিনে লোকটাকে চিনেছে ও, ও জানে, সুযোগ পেলেই অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে শেরিফকে লেলিয়ে দেবে ফিঞ্চ, যাতে টাকা পরিশোধ করতে না হয়। সিঁড়ি বেয়ে নেমে ঘোড়ার কাছে চলে এলো ডিউক। কুকুরটাও এলো ওর পিছু পিছু।

উঠনের অপর প্রান্তে লম্বা একটা একতলা বাড়ি। কুকশ্যাক। পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া উঠছে ওটার টিনের চিমনি থেকে।

'চলো, ক্রেইগ, কুকশ্যাকে খোঁজ নেব আমরা,' বলল ডিউক। 'কোন সন্দেহ নেই যে খেতে ভালবাসে ফিঞ্চ।'

ওরা এগোতেই কুকশ্যাকের দরজা খুলে গেল। ডিউকের পথ রোধ করে দাঁড়াল এক র‍্যাঞ্চহ্যান্ড। ঠিক জায়গাতেই এসেছে, বুঝল ডিউক।

'মিস্টার ফিঞ্চ এখানে নেই,' বলল লোকটা। ভ্রূ কুঁচকে গেল ডিউকের। এই লোকেরও দায়িত্ব ছিল ওর ক্যাম্পে কোন গোলযোগ হলে সেটা সামলানো।

নিষ্পলক চোখে লোকটার দিকে তাকাল ডিউক। 'তুমি ঠিক জানো যে ফিঞ্চ নেই?'

'বলেছি তো একবার।'

'আমিও শুনেছি যে তুমি বলেছ।' পা বাড়াল ডিউক।

দরজার আড়াল থেকে একটা শটগান বের করে ডিউকের দিকে তাক করল লোকটা। সাবধান করল, 'খবরদার, এগোবে না, ট্রেভার্স!'

পেছনে পায়ের শব্দ পেল ডিউক। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। দুই শত্রুর মাঝখানে পড়তে চায় না। দেখল পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ড্যান্ডি নামের সেই কাউহ্যান্ড। গতকাল ক্যাম্পে দুর্ঘটনার পর একমাত্র এর চোখেই ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টি ছিল।

'ওকে পাত্তা দেয়ার দরকার নেই, ডিউক,' বলল ড্যান্ডি। কৌতুকে চকচক করছে ওর বাদামী দু'চোখ। 'শটগান ব্যবহার করবে না মোনাহান।

আর হ্যাঁ, ফিঞ্চ ভেতরেই আছে; লুকিয়ে আছে যাতে তোমার সঙ্গে দেখা না হয়। গতকাল থেকেই একটু পর পর পেছন ফিরে দেখছে তুমি আসো কিনা।'

কৌতূহলী চোখে ড্যান্ডিকে দেখল ডিউক, তারপর তাকাল র‍্যাঞ্চহ্যান্ডের দিকে। 'কি বলার আছে বলে ফেলো, ভেতরে আমি ঢুকবই।'

দ্বিধা করল র‍্যাঞ্চহ্যান্ড, তারপর নামিয়ে নিল শটগান। পেছনে হটে ওকে ঢোকার জায়গা করে দিল। দরজা পেরিয়ে চোখ পিটপিট করে কম আলোয় নিজেকে মানিয়ে নিল ডিউক। দেখল টেবিলের ওপর এক কাপ কফি আর একটা হুইস্কির বোতল সামনে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে মস্ত ভুঁড়ি এলিয়ে বসে আছে ফিঞ্চ। ওকে দেখে চোখ সরু হয়ে গেল লোকটার। চেহারা যেমনই করুক, ফিঞ্চের চোখে স্পষ্ট আতঙ্ক দেখতে পেল ডিউক।

'কি চাও, ট্রেভার্স?'

'আমার প্রাপ্য টাকা।'

'কাজ শেষ করোনি তুমি, কাজেই তোমার কোন পাওনা নেই আমার কাছে।'

কঠিন হয়ে গেল ডিউকের চেহারা। 'তুমি সারাজীবনে যত জমি আর গরুর মালিক হবে, সেসবের সমস্ত কিছুর চেয়েও পেকো সানচেজের দাম আমার কাছে বেশি ছিল। তুমিই ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী। যদি দুর্বলচিত্তের লোক না হতে, তোমাকে খুন করতাম, কিন্তু এখন সে প্রসঙ্গে কথা বলতে আসিনি আমি। দু'মাইল বেড়ার দাম দেবে তুমি আমাকে। একুশ স্পুল কাঁটাতার পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে, পুড়েছে দুটো ওয়্যাগন, খুঁটিগুলোও আছে ক্যাপ্টেনের জমিতে, আমি আনতে চাই না, ওগুলো তোমার, কাজেই দামটাও তোমারই দিতে হবে। সব মিলিয়ে আমার হিসেবে চব্বিশশো ডলার। চেক দিলেও চলবে, কিন্তু দিতে হবে এখনই।'

চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ফিঞ্চ। 'এক পয়সাও তোমাকে দেব না আমি, ট্রেভার্স। একটা কাজ হাতে নিয়েছিলে তুমি, কিন্তু কাজটা শেষ করোনি। কিছুই প্রাপ্য হয় না তোমার।'

'নিজের নীচ স্বার্থে আমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলে তুমি, ফিঞ্চ,' জ্বলে উঠল ডিউকের চোখ। 'নিজের মুরোদ নেই, আমাকে ব্যবহার করেছ ঢাল হিসেবে। দায়িত্ব পালন না করে ভীতু কুকুরের মতো পালিয়েছ আমাকে আর আমার ক্রুদের ফেলে। সেজন্যে হলেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তোমাকে।'

দরজায় দাঁড়ানো র‍্যাঞ্চহ্যান্ডের দিকে তাকাল ফিঞ্চ। আঙুল তুলে নির্দেশ ঝাড়ল, 'মোনাহান, বের করে দাও ওকে। যদি যেতে না চায় তো শটগানটা ব্যবহার করবে।'

বন্দুক তুলল মোনাহান, চেহারায় ফুটে উঠল দ্বিধা, বুঝতে পারছে না নির্দেশ পালন করবে কিনা। এগিয়ে এসে ওর কনুই চেপে ধরল ড্যান্ডি। শান্ত স্বরে বলল, 'পারলে ও নিজে ট্রেভার্সকে বের করে দিক।'

রাগে লাল হয়ে গেল ফিঞ্চের চেহারা। হিসহিস করে বলল, 'ড্যান্ডি, তোমাকে বরখাস্ত করলাম আমি।'

নির্বিকার চেহারায় শ্রাগ করল ড্যান্ডি। 'এমনিতেই আমি চলে যেতাম। এই র‍্যাঞ্চের দিন শেষ।'

ড্যান্ডি ফিঞ্চের পক্ষ নিতে পারে ভেবে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ক্রেইগ, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। চোখের ভাষায় ড্যান্ডিকে ধন্যবাদ জানাল ডিউক, তারপর ফিরল ফিঞ্চের দিকে। বলল, 'তোমার কাছে ব্ল্যাঙ্ক চেক না থাকলে বলে ফেলো, আমার কাছে আছে।' কথা শেষ করেই শার্টের পকেট থেকে একটা চেকবই বের করে টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখল ও। চোখ সরল না ফিঞ্চের ওপর থেকে। বলল, 'চেক আমি লিখেই রেখেছি, শুধু তোমার সইয়ের অপেক্ষা।'

সাপের মতো ফোঁসফোঁস করে উঠল ফিঞ্চ। 'পার পাবে না তুমি। এ স্রেফ ডাকাতি!'

মাথা নাড়ল ডিউক। 'আমি শুধু আমার কাজের বিনিময়ে মজুরি নিচ্ছি। সাক্ষীও আছে আমার।' ড্যান্ডির দিকে তাকাল ও, ফলে অপ্রস্তুত অবস্থায় ওকে পেয়ে গেল ফিঞ্চ। এগিয়ে এসে ওর নাকে গায়ের জোরে ঘুসি মেরে বসল লোকটা। হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে গেল ডিউক, একটা ক্যাবিনেটে গিয়ে বাড়ি খেল ওর দেহ। কাত হয়ে গেল ক্যাবিনেট, একগাদা টিনের প্লেট আর কাপ ছড়িয়ে গেল মেঝেতে। গড়িয়ে পড়ে ভাঙল একটা বোতল।

সামলে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ডিউক। রাগে গা জ্বলছে ওর। নিশপিশ করছে দু'হাত কাপুরুষ লোকটাকে পিটিয়ে তক্তা বানাবার জন্যে। ঝড়ের বেগে সামনে বেড়ে ফিঞ্চের চোয়ালে ঘুসি মারল ও। ঝাঁকি খেয়ে পেছনে হেলে গেল লোকটার মাথা। কয়েক পা পিছাল ফিঞ্চ। চোখে ফুটে উঠেছে মার খাওয়া ভীতু কুকুরের চাহনি। ঝোঁকের মাথায় মারামারিতে জড়িয়েছে লোকটা। এখন বুঝতে পারছে ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু পিছাবার কোন পথ দেখতে পাচ্ছে না।

রাগে চোখ কুঁচকে গেল ডিউকের, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল ও। এগিয়ে গিয়ে ফিঞ্চের কলার ধরে লোকটাকে গায়ের কাছে টেনে আনল, তারপর ঠেলে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে।

'চেকে সই করো, ফিঞ্চ।'

কাঁপা হাতে সই করল লোকটা। নাকের রক্ত মুছে চেকটা পরীক্ষা করে দেখল ডিউক, ঠিক আছে।

দরজার ভেতরে এসে দাঁড়াল ড্যান্ডি। 'আমার জন্যেও একটা লিখে ফেলো, ফিঞ্চ। এক মাসের বেতন পাই আমি তোমার কাছে।'

একবারও না তাকিয়ে ওয়ালেট থেকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক বের করে খালি ঘরগুলো পূরণ করে টেবিলে রাখল ফিঞ্চ, তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। হতাশায় ঝুঁকে গেছে কাঁধ।

এখনও সিক্সগানের বাঁটে হাত রেখে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ক্রেইগ। পরিস্থিতি ডিউকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সাহায্য করবে।

'চলো, ক্রেইগ,' বলল ডিউক, 'এদিকের কাজ শেষ। এবার শহরে যেতে

হবে।'

ওদের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরল ড্যান্ডি। 'কোন অসুবিধে আছে আমি তোমাদের সঙ্গে গেলে? এখানের পাট চুকেছে আমার।'

শ্রাগ করল ডিউক। 'তোমার ইচ্ছে।'

'তাহলে দাঁড়াও, বাঙ্ক হাউজ থেকে আমার ওয়ারব্যাগ আর বেডরোল নিয়ে আসি।' পা বাড়াল ড্যান্ডি।

তিন মিনিটের মাথায় ফিরে এলো সে। স্যাডলের পেছনে বেঁধেছে বেডরোল, স্যাডল হর্নের সঙ্গে ঝুলছে ওয়ারব্যাগ। লম্বা পায়ের চমৎকার একটা বে ঘোড়ায় চড়েছে সে। এক পলক দেখেই বলে দেয়া যায় অত্যন্ত ভাল জাতের ঘোড়া। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল ডিউক।

'চিন্তা কোরো না, এটা আমারই,' বলল ড্যান্ডি। 'এখানে চাকরির আগেও এটা আমারই ছিল, চোরাই মাল না। নিজেই ধরে পোষ মানিয়েছি। এটা যত চানা খেয়েছে সব টাকা ফিঞ্চকে শোধ করতে হয়েছে আমার।'

আবার গরুর পালকে ছড়িয়ে দিয়ে লেকের পাশ দিয়ে এগোল ওরা। শহরের ট্রেইল খুঁজে বের করতে ডিউকের অসুবিধে হচ্ছিল, ড্যান্ডি সাহায্য করল ওকে।

'এখন তুমি কি করবে?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল ডিউক।

শ্রাগ করল ড্যান্ডি। একটা সিগারেট রোল করে ধরাল। 'কাজ খুঁজে নেব। তুমি?'

'নতুন করে সরঞ্জাম কিনে আবার শুরু করব।'

ভ্রূ কপালে তুলল ড্যান্ডি। 'বলতে চাও এতকিছুর পরেও বেড়া দেয়ার কাজ করবে?'

'কেন নয়? এটা একটা পেশা।'

'কিন্তু তুমি এখন গুটেনহফের নজরে পড়ে গেছ। আরেকটা বেড়া যদি তৈরি করো, নির্ঘাত তোমার গলায় কাঁটাতার পেঁচাবে ক্যাপ্টেন।'

'এবার অত সহজে আমাকে বাগে পাবে না,' গম্ভীর গলায় বলল ডিউক।

ভর দুপুরে শহরে পৌঁছল ওরা। সেলুনের দিকে তাকিয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছিল ক্রেইগ, কিন্তু ডিউকের নজর ব্যাঙ্কের দিকে।

'ফিঞ্চ এসে বাগড়া দেবার আগেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হবে,' বলল ও।

ড্যান্ডি বলল, 'আমারও টাকা তোলা দরকার।'

এক পাশে ঘোড়া সরিয়ে নিল ক্রেইগ। 'তোমরা যাও তাহলে, ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে যেখানে পাওয়া উচিত সেখানেই পাবে আমাকে।' কাছের সেলুনটার সামনে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকে গেল সে।

মধ্যবয়স্ক ছোটখাটো লোক ব্যাঙ্কের টেলার। টাক মাথা। চোখে বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি। ডিউকের হাত থেকে চেক নিয়ে চোখ বোলাতেই বিস্ময়ে কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল তার।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল ডিউক। দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে ওকে। টাকা আছে তো ফিঞ্চের অ্যাকাউন্টে?

মাথা নাড়ল টেলার। 'কিছু না, কিছু না, কোন অসুবিধে নেই। এনডোর্স করে দাও, টাকা পেয়ে যাবে।'

চেকে নিজের নাম সই করছে ডিউক, এমন সময় ব্যাঙ্কের ভেতর অফিস থেকে বেরিয়ে এলো বিশালদেহী, বয়স্ক এক লোক। কম করেও তিনশো পাউন্ড হবে তার ওজন। হাসিমুখে তার দিকে তাকাল টেলার। বলল, 'এই যে, অ্যালবার্ট, এদিকে এসো।' ডিউকের দিকে তাকাল সে। 'মিস্টার ট্রেভার্স, এ হচ্ছে অ্যালবার্ট ব্রাউন, এই ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট। একটা বাজিতে হেরে গেছে অ্যালবার্ট।'

নাকের ওপর চশমাটা ভালমতো বসিয়ে নিয়ে ডিউকের চেকটা পরীক্ষা করে দেখল ব্যাঙ্কার। হাসির সূক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠল ঠোঁটে। 'বেশ, বেশ!' বিড়বিড় করল সে। 'নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না আমি।'

ব্যাখ্যা করল টেলার। 'বুঝলে, মিস্টার ট্রেভার্স, তুমি যখন প্রথম এলে, অ্যালবার্ট আমার সঙ্গে দশ ডলার বাজি ধরেছিল, ফিঞ্চ তোমাকে টাকা শোধ না করেই পার পেয়ে যাবে। গতকাল যখন শুনলাম কি ঘটেছে তোমার ক্যাম্পে, হেরে গেছি ধরে নিয়ে আরেকটু হলেই অ্যালবার্টকে টাকা শোধ করে দিচ্ছিলাম।'

হাসল বয়স্ক ব্যাঙ্কার। 'হেরে গেছি তাতে দুঃখ নেই। তবে খুশি হতাম যদি আমাদের পাওনা টাকাটাও ফিঞ্চের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারতাম।' ডিউকের ডান হাতের দিকে তাকাল ব্যাঙ্কার। ছাল উঠে যাওয়া মুঠোর ব্যাপারে হঠাৎ করেই সচেতন হয়ে উঠল ডিউক। ব্যাঙ্কার বলল, 'টাকা হয়তো আদায় করতে পারতাম, যদি আমাদের বয়স একটু কম হতো আর তোমার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারতাম।'

ফিকফিক করে হাসল টেলার। 'তুমি ওর ওপরে বসে দেখতে পারো, অ্যালবার্ট।'

'মুখ সামলে না রাখলে এক দিন ঠিক তোমার ওপরেই বসব আমি,' গজগজ করে বলল ব্যাঙ্কার।

ক্রুদের পাওনা মেটাবার মতো টাকা তুলে বাইরে এসে বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল ডিউক। চেক ভাঙাচ্ছে ড্যান্ডি।

টুইন ওয়েলস শহরটা পশ্চিম টেক্সাসের আর সব কাউটাউনের মতোই, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। যা কিছু জরুরী তার বাইরে কিছু নেই শহরে। ব্যাঙ্কের বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে দুটো মার্কেন্টাইল স্টোর, পাঁচটা সেলুন, একটা চার্চ আর একটা স্কুল দেখতে পাচ্ছে ও। রাস্তার দু'পাশে দুটো হোটেল। একটা ভাল, অন্যটা কম দামী। রাস্তার মাথায় বড় একটা লিভারি বার্ন। আরেকটা রাস্তার শেষ মাথায়। ছোট ওটা। প্রতিযোগিতা জিইয়ে রেখে বড়টার মালিককে সৎ থাকতে উৎসাহিত করছে। এছাড়া আছে একটা ব্ল্যাকস্মিথের দোকান।

সেটার পাশেই রেস্টুরেন্ট।

শহরের সবচেয়ে বড় বাড়িটা কোর্টহাউজ। সামনে মস্ত প্রাঙ্গণ ওটার। কাঠের খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। কোর্টহাউজটা শহরের ব্যবসা কেন্দ্রের চেয়েও বড়। গ্রীষ্মের মৌসুমে রোদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে দোকান আর সেলুনের সামনের হিচর‍্যাকের বদলে কাউবয়রা কোর্টহাউজের আঙিনায় ছায়া দেয়া ওক গাছের সঙ্গে ঘোড়া বাঁধে।

কোর্টহাউজের পেছনে একই রকম পাথর দিয়ে তৈরি ছোট একটা বিল্ডিং আছে। দেখতে বাড়িটা একই রকম, কিন্তু জানালাগুলোয় মজবুত লোহার শিক দেয়া।

ড্যান্ডি ব্যাঙ্ক থেকে বেরতেই ডিউক বলল, 'আমি যাচ্ছি, শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে।'

'তুমি কিছু মনে না করলে আমিও আসতে চাই,' বলল ড্যান্ডি। 'জানার কৌতূহল হচ্ছে শেরিফ কি বলে।'

'যেতে পারো, আমার আপত্তি নেই। কি নাম লোকটার?'

'বাড স্পেন্সার।'

খুরের চিহ্নময় ধুলো-ভরা রাস্তাটা ধরে এগোল দু'জন। ওদের পাশ কাটিয়ে গেল একজন রাইডার আর একটা ওয়্যাগন। রাস্তার দু'ধারে ওক গাছ, পাতাগুলো গাঢ় সবুজ হয়ে গেছে, সামনের বসন্তে নতুন পাতা গজালেই ঝরে যাবে। ওদের পায়ের তলায় পড়ে মুচমুচ করে ভাঙছে শুকনো পাতা। বড় বড় গাছের তলা দিয়ে এগিয়ে জেল হাউজের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা।

শেরিফ বসে আছে তার ডেস্কে। গভীর মনোযোগে চেয়ে আছে পত্রিকার শব্দফাঁদের দিকে। চল্লিশ হবে বাড স্পেন্সারের বয়স। দেখলেই মনে হয় এই লোক আইনের প্রতিনিধি, তবে যার চোখ আছে তার নজর এড়াবে না যে স্পেন্সারের মধ্যে কাউবয়ের ছাপও আছে। ল-ম্যান হবার আগে লোকটা কাউবয় ছিল, আন্দাজ করল ডিউক। তবে দীর্ঘদিন শহরে বাস করার ফলে এখন অনেকটা নরম হয়ে গেছে, কোমরে জমেছে চর্বি।

'আমি ডিউক ট্রেভার্স।' নিজের পরিচয় দিল ও।

ক্লান্ত ধূসর চোখ তুলে ওকে দেখল শেরিফ। চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়িয়ে দিল। 'ইভনিং। আঁচ করেছিলাম আগে হোক পরে হোক আসবে তুমি। বসো। ড্যান্ডি, তুমিও বসো।'

দেয়ালের পাশ থেকে চেয়ার টেনে বসল ওরা।

'গতকালের ঘটনা তুমি শুনেছ?' জানতে চাইল ডিউক।

নড করল স্পেন্সার। 'আর্চারকে নিয়ে ক্যাপ্টেন এসেছিলেন। তাদের মুখে শুনলাম।'

'তুমি তদন্ত করতে যেতে পারতে।'

সোজা ডিউকের চোখে তাকাল শেরিফ। 'গিয়েছিলাম। একটা কবর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি আমার।'

কথাটা ওভাবে বলা ঠিক হয়নি, বুঝতে পেরে অনুশোচনা হলো ডিউকের।

ও ধরেই নিয়েছিল যে গা নাড়ায়নি শেরিফ।

'তোমার উচিত ছিল আমি না যাওয়া পর্যন্ত ওখানে থাকা,' বলল শেরিফ, 'লোকটাকে তদন্তের আগেই কবর দেয়াও ঠিক কাজ হয়নি।'

'কিছু করার ছিল না আমার। খাবার, পানি, বিছানাপত্র–সবই ধ্বংস করে দিয়ে গেছে ওরা, ওখানে থাকার আর কোন মানে ছিল না।'

শ্রাগ করল শেরিফ। 'যাকগে, তাতে এখন আর কিছু যায় আসে না।'

'আমার যায় আসে।' শেরিফের চোখে চোখ রাখল ডিউক। 'এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি পদক্ষেপ নিচ্ছ তুমি?'

এক দৃষ্টিতে তাকাল স্পেন্সার। 'কি করা উচিত আমার?'

'এক জন মানুষকে খুন করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি খুনটা কে করেছে। খুনীর বিচার দাবি করছি আমি।'

'খুন?' আঙুল তাক করল শেরিফ ডিউকের দিকে। 'তুমি বলছ খুন, কিন্তু আমার পক্ষে ওটাকে খুন ভাবা সম্ভব নয়। প্রথম কথা, তুমি পরের জমিতে অনধিকার অনুপ্রবেশ করেছিলে; ওখানে তোমার থাকার কথা ছিল না।'

'ফিঞ্চের কাজটা আমি বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। আমি জানতাম না অনধিকার অনুপ্রবেশ করছি।'

'তুমি জানতে কি জানতে না সেটা বিবেচ্য নয়। কেসটা কোর্টে নিয়ে যাও, ওরা বলবে ক্যাপ্টেন শুধু নিজের জমি রক্ষা করেছেন। দ্বিতীয় কথা, তোমার লোকটার হাতে একটা পটহুক ছিল। ওটা দিয়ে সে মারতে যাচ্ছিল। আমি মানি যে আর্চারের কোন দরকার ছিল না লোকটাকে খুন করা, কিন্তু কাজটা সে করেছে, এবং আমি বাজি ধরে বলতে পারি কোর্টের একজন জুরিও তাকে আত্মরক্ষা করায় অভিযুক্ত করবে না।

'পছন্দ হোক না হোক বাস্তব অবস্থা তোমাকে মানতেই হবে, ট্রেভার্স। পেকো সানচেজ তোমার কাছে যেই হোক, এখানের সবার কাছে সে একজন অপরিচিত মেক্সিকান ছাড়া আর কিছুই নয়। তারওপর লোকটা অন্যের জমিতে বেড়া দেয়ার কাজে সাহায্য করছিল।'

'তোমার মনোভাবও কি এমনই, স্পেন্সার?'

ডিউককে রাগতে দেখে চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো শেরিফের। 'না। কেউ মারা গেলে, সে যেই হোক, খারাপ লাগে আমার। তবে সেজন্যে ঝোঁকের বশে কিছু একটা করে বসাও আমার উচিত নয়। আর্চারকে গ্রেফতার করে জেলে রেখে কাউন্টির খরচ বাড়িয়ে লাভ কি, জুরিরা ওকে এমনিতেই ছেড়ে দেবে। তোমার বা আমার কিছু করার নেই। যা হওয়ার হয়েছে, ভুলে যাও।'

চেয়ারের হাতলে চেপে বসল ডিউকের আঙুল। 'ভুলে যাব? এত সহজে? আমাকে মানুষ করেছে ওই পেকো সানচেজ। ওর খুনী শাস্তি পাবে না?'

'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ট্রেভার্স,' সামনে ঝুঁকে ওর চোখে চোখ রাখল শেরিফ। 'আমার পরামর্শ হচ্ছে, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যাও এই এলাকা থেকে। আমার দায়িত্ব শান্তি রক্ষা করা। বুঝতে পারছি, তুমি

যতদিন এই এলাকায় থাকবে, গোলমাল বাধার সম্ভাবনা থেকেই যাবে।'

'তুমি কি আমাকে হুকুম দিচ্ছ, স্পেন্সার?'

মাথা নাড়ল শেরিফ। 'না। সুপরামর্শ।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ডিউক। 'আমি যাওয়ার জন্যে এখনও তৈরি নই, শেরিফ। কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, আপাতত পেকোর খুনীর ব্যাপারে কিছুই করার নেই আমার। তবে একটা কথা জেনে রেখো, সুবিচারের ব্যবস্থা না করে এখান থেকে এক পাও নড়ব না আমি।'

'দাঁড়াও একমিনিট, ট্রেভার্স!' ডাক দিল শেরিফ। পেছন ফিরে লোকটার চোখে শীতল দৃষ্টি দেখতে পেল ডিউক। 'তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, রাগের কারণ আছে তোমার, কিন্তু একটা কথা বলে দিই, গোলমাল পাকানোর কোন সুযোগ তোমাকে দেব না আমি। বাড়াবাড়ি করতে চেষ্টা কোরো না, তোমার ওপর নজর থাকবে আমার। প্রথম সুযোগেই জেলে ঢোকাব।'

'দেখা যাবে,' ঠাণ্ডা গলায় কথাটা বলে বেরিয়ে এলো ডিউক।

চার

রাস্তায় বেরিয়ে এসে রাগ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারল ডিউক। ড্যান্ডিকে জিজ্ঞেস করল, 'লোক কেমন শেরিফ?'

শ্রাগ করল ড্যান্ডি। 'মিথ্যে কোন কথা তোমাকে বলেনি শেরিফ। ওকে শেরিফ করার আগে কাউবয় হিসেবে রেখেছিল ক্যাপ্টেন। ধরে নিতে পারো সে জি ক্রস র‍্যাঞ্চেরই লোক। তবে সময় এখন বদলাচ্ছে, নতুন লোক আসছে যারা ক্যাপ্টেনের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব মেনে নিতে রাজি নয়। আমার ধারণা দু'পক্ষের শেরিফ হয়ে নিরপেক্ষ থাকতে গিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয় বাড স্পেন্সারকে। মানুষ ভাল সে। সৎ থাকতে চায়। দ্বিধায় পড়েছে সততা কোন্‌টা সেটা বুঝে উঠতে গিয়ে।'

ক্রেইগ যে সেলুনে ঢুকেছে সেটার সামনের বোর্ডওয়াকে উঠল ওরা। ছোট একটা সাইন বোর্ডে লেখাঃ টেক্সাস টাউন, ক্রিসটোফার হ্যাডলি, প্রোপ্রাইটার। পোর্চে বসে বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে বয়স্ক দু'জন লোক। ডিউকের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল তারা। গতকালকের ঘটনা শহরের সবাই জানে, কাউন্টির কারও অজানা নেই, আন্দাজ করল ডিউক।

সেলুনটা শটগানের নলের মতো। চওড়ায় কম হলেও দৈর্ঘ্যে অস্বাভাবিক লম্বা। পেছনদিকের একটা টেবিলে বসে আছে জোনাথন ক্রেইগ। ওর সঙ্গেই বসেছে বাকি ফেন্সিং ক্রু। ড্যান্ডি আর ডিউকের জন্যে দুটো গ্লাস দিয়ে গেল সেলুনমালিক। সামনে রাখা বোতল থেকে দু'পেগ আন্দাজ হুইস্কি দ্রুত গলায় ঢালল ক্রেইগ। গ্লাস খালি করে বলল, 'হ্যাঁ, এবার একসঙ্গে শুরু করা যেতে পারে।' সবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে।

ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল ডিউক। তিক্ত মনে ভাবল, এ জিনিসের কোন প্রয়োজন তার ছিল না।

নিজের গ্লাসটা খালি করে ক্রেইগ বলল, 'সবাই আজকে তোমার ব্যাপারে কথা বলছে, ডিউক। এখানে এসে দেখি ক্যাপ্টেনের কয়েকজন কাউহ্যান্ড মদ খাচ্ছে। ওরাও তোমার ব্যাপারেই আলাপ করছিল। পরে আমাকে চিনতে পেরে চুপ হয়ে যায়। ওরা বাজি ধরছিল কত তাড়াতাড়ি তুমি এই কাউন্টি ছেড়ে সরে পড়বে।'

'আমার পক্ষে বাজি ধরে টাকা জিততে পারতে তুমি,' শুকনো গলায় মন্তব্য করল ডিউক।

সেলুনমালিক এতক্ষণ ডিউককে দূর থেকে দেখছিল, এবার ওর পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে একটা বোতল হাতে হাসিমুখে এগিয়ে এলো।

'আমি ক্রিসটোফার হ্যাডলি, মিস্টার ট্রেভার্স, এই সেলুনের মালিক।' ক্রেইগের সামনে থেকে খালি বোতলটা তুলে নিয়ে হাতের ভরা বোতলটা নামিয়ে রাখল সে। 'এটার জন্যে পয়সা দিতে হবে না, এটা সেলুনের পক্ষ থেকে। ক্যাপ্টেনের পা মাড়ানোর দুঃসাহস করার পুরস্কার।'

পলক না ফেলে লোকটার চোখে তাকাল ডিউক। বলল, 'তুমি ভুল ভাবছ, মিস্টার হ্যাডলি, পা যা মাড়ানোর মাড়িয়েছে ক্যাপ্টেন, আমি নই।'

'কিন্তু শহর ছেড়ে যাওনি তুমি।' হাতের ঝাপটায় ওর কথা উড়িয়ে দিল সেলুনমালিক। লোকটা বেঁটে মতো। মোটাই বলা যায়। বয়স চল্লিশের কোঠা ছাড়াবে শিগগিরই। মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে। চেহারায় কিছু একটা আছে যেজন্যে তাকে ঠিক সেলুনমালিক বলে মেনে নেয়া যায় না। সম্ভবত আভিজাত্য। দেখলেই মনে হয় এই লোকের অতীতটা বর্তমানের মতো সাধারণ ছিল না।

সেলুনের সামনের দিক থেকে লোকজনের আওয়াজ পেয়ে তাকাল ডিউক। দেখল ভেতরে ঢুকেছে দু'জন কাউহ্যান্ড। সেলুনের অল্প কয়েকজন কাস্টোমারের মাঝে কাকে যেন গলা উঁচু করে খুঁজছে তারা। পরনে তাদের উলের কোট। বোতাম খোলা, কারণ দিনটা অপেক্ষাকৃত গরম। চ্যাপস আর স্পার লাগিয়েছে তারা। একজনের হাতে চামড়ার গ্লাভস্। ডিউককে দেখতে পেয়ে স্পারের শব্দ তুলে সামনে বাড়ল।

শক্ত হয়ে গেল ডিউকের পেশি। রাগে লাল হয়ে উঠল চেহারা। সামনের ওই লম্বা লোকটা আর্চার স্প্যান।

ওর সামনে এসে থামল স্প্যান। চোখে খেলা করছে তৃপ্তির ছটা। নির্দেশ দেয়ার সুরে বলল, 'ক্যাপ্টেন বাইরে অপেক্ষা করছেন, ট্রেভার্স। তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

উঠে দাঁড়াল ডিউক, পরক্ষণেই রাগের বদলে স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে এলো ওর। আবার বসে পড়ে বলল, 'তাকে বলো গিয়ে, সে যদি দেখা করতে চায় তো সে জানে কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে।'

ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল আর্চারের। 'ক্যাপ্টেন যখন কাউকে দেখা

করতে বলেন, তাকে দেখা করতে হয়, ট্রেভার্স।'

'ওকথা হয়তো অন্যের বেলায় প্রযোজ্য, আমার বেলায় নয়।' রাগ চেপে বসে আছে ডিউক। মনে মনে আশা করছে আর্চার লোকটা অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াবে। একবার চেষ্টা করে দেখুক, তৈরি হয়ে আছে সে, সিক্সগানের নল বাঁকা করবে ও লোকটার চোয়ালে।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দেহের ভর অন্য পায়ের ওপর চাপাল আর্চার। বোঝা যাচ্ছে এরকম সরাসরি বিরোধিতার মুখোমুখি লোকটাকে হতে হয়নি আগে আর। তবে ডিউকের চোখে আক্রোশের ভাব ঠিকই বুঝতে পারল আর্চার। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল সে।

সামনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সেলুনমালিক। বলল, 'ক্যাপ্টেন গুটেনহফই তো দেখছি! বাইরে ধূসর ঘোড়াটায় বসে অপেক্ষা করছে লোকটা।'

বিচলিত ভঙ্গিতে অ্যাপ্রনে হাত মুছল হ্যাডলি। 'চার বছর এখানে সেলুন দিয়েছি আমি, একবারের জন্যেও এখানে পা ফেলেনি ক্যাপ্টেন। কোন্ কাজ করবে আর কোন্‌টা করবে না সবাই তাকে জিজ্ঞেস করে নেয়, যাতে ঝামেলায় পড়তে না হয়। আমি সেলুন করার ব্যাপারে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, সেজন্যে কয়েক বছর জি ক্রস র‍্যাঞ্চের কেউ আমার এখানে আসেনি। ইদানীং আসতে শুরু করেছে ওরা। আগের তুলনায় কমে গেছে বুড়ো ক্যাপ্টেনের কর্তৃত্ব।'

আগে ভেতরে ঢুকল স্প্যান। দরজাটা মেলে রাখল সে। গম্ভীর চেহারায় আড়ষ্ট পায়ে ভেতরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। একমুহূর্তের জন্যে থামলেন কম আলোয় চোখ সইয়ে নেয়ার জন্যে, তারপর তাকালেন আর্চারের দিকে।

'ও পেছন দিকে আছে, ক্যাপ্টেন,' হাত নেড়ে ডিউকের টেবিলটা দেখাল স্প্যান।

ডিউককে খুঁজে বের করতে কয়েক সেকেন্ড লাগল ক্যাপ্টেনের। চেয়ার পেছনে ঠেলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ডিউক। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম চলে গেছ তুমি।'

'ভুল ভেবেছিলেন,' শান্ত স্বরে জানাল ডিউক।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্যাপ্টেনের চোখে, মানুষের হৃদয়ের গভীরে ঢুকে যায়, অথচ চোখের ভাষা পড়ে মনে কি চলছে বোঝার কোন উপায় নেই। 'হয়তো তোমার কাছে টাকা-পয়সা কিছুই নেই,' বললেন তিনি। 'বেশ, ট্রেইসির মার্কেন্টাইলে তোমার যে কাঁটাতার এখনও রয়ে গেছে ওগুলো কিনে নেব আমি। আশা করি চলে যাওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা তাতে হয়ে যাবে তোমার।'

'আমি ফতুর হয়ে যাইনি,' বলল ডিউক। 'আপনি বুঝতে ভুল করছেন, আসলে চলে যাবার কথা আমি চিন্তা করছি না। যাবার জন্যে তৈরি হলে তখন যাব আমি। এখনও তৈরি হইনি।'

'আমি তোমাকে কোন বাজে প্রস্তাব দিয়েছি বলে তো মনে হয় না।' শীতল শোনাল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। 'আমি সৎ থাকার চেষ্টা করছি। ভেবে দেখো,

ট্রেভার্স, দ্বিতীয়বার তোমার সামনে এরকম সুযোগ নাও আসতে পারে।'

'কালকে যেমন সৎ ছিলেন? যেমন সুযোগ কালকে দিয়েছিলেন?' তিক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ডিউক।

'কালকের ব্যাপারটা ছিল আকস্মিক, পরিকল্পনা করে কাজটা করা হয়নি। তোমার উচিত কালকের কথা ভুলে যাওয়া।'

ভুলে যাওয়ার কথা দ্বিতীয়বারের মতো শুনতে হলো ওকে। শান্ত স্বরে বলল ডিউক, 'আপনি আমার ওয়্যাগনগুলো পুড়িয়েছেন, সাপ্লাই ধ্বংস করেছেন, খুন করিয়েছেন নিরীহ একজন বুড়ো মানুষকে। কি করে ভাবতে পারলেন যে ভুলে যাব আমি?'

'কখনও কখনও নিজের স্বার্থে ভুলে যাওয়াটাই ভাল, ট্রেভার্স।'

'আমি বাজি ধরতে পারি আপনি কখনও ভোলেননি, ক্যাপ্টেন। কালকে যেমন নিয়েছেন তেমন অন্যায় সুযোগ নিতে দেননি কাউকে।'

কান দুটো লাল হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ট্রেভার্স, আমি যখন এই এলাকায় আসি তখন তুমি বড়জোর মায়ের দুধ ছেড়েছ। আমি যখন এখানে বসতি করি তখনও কারও আসার সাহস ছিল না। ইন্ডিয়ানদের রাজত্ব ছিল এখানে। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয়েছে আমাকে।' আবেগে কেঁপে গেল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। 'পরে যারা এসেছে, তারা থাকতে পেরেছে, কারণ আমি তাদের থাকতে দিয়েছি। এই এলাকাটা আমার এলাকা। আমার আইন চলে এখানে। অন্যায় করি না আমি। তবে দেখে থাকি যাতে আমার আইন মেনে চলা হয়।' একটু থামলেন ক্যাপ্টেন। দম নিয়ে শুরু করলেন আবার। 'অনেকে বলে কঠোর লোক আমি। হ্যাঁ, আমি তাই। কঠোর লোক না হলে গরুচোরদের ঠেকাতে পারতাম না। সুযোগ সন্ধানী অজস্র লোক এদিকে আসতে চায়, পারছে না আমার জন্যে। ওরা চায় কিওয়া কাউন্টি টুকরো টুকরো হয়ে যাক। তোমার জানা উচিত কাঁটাতারের বেড়া মানুষকে আলাদা করে দেবে। দিয়েছে অন্যান্য জায়গায়। সেজন্যেই তোমাকে বিভেদ সৃষ্টির কোন সুযোগ আমি দেব না। একবার তোমাকে বলেছি চলে যেতে। ভবিষ্যতে আর বলব না।'

বয়স্ক মানুষের সামনে স্বাভাবিক ভদ্রতা হিসেবে এতক্ষণ নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে ছিল ডিউক। ব্যাপারটা খেয়াল করতেই চেয়ারে বসল ও। মুখে বলল না কিছুই, কিন্তু ওর চোখের ভাষায় স্পষ্ট বিরোধিতা থেকে জবাব কি হতে পারে বুঝে নিলেন ক্যাপ্টেন। হাত মুঠি পাকিয়ে গেল তাঁর।

ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল আর্চার স্প্যান। 'আমি ওর ব্যবস্থা করছি, স্যার।'

'না।' মানা করলেন ক্যাপ্টেন। 'আমার লোক সেলুনের মারামারিতে জড়াবে না।' বলার ভঙ্গিতে বোঝা গেল সেলুনে গোলমাল পাকানোর তুলনায় অনেক বেশি গর্বিত মানুষ তিনি। বললেন, 'ট্রেভার্স, তুমি রেগে আছ কারণ তোমার একজন লোক মারা গেছে। আপাতত ব্যাপারটা আমি বিবেচনায় আনলাম, কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, বেরিয়ে

গেলেন সেলুন থেকে।

'কথা বলে ক্যাপ্টেনকে যত সহজে সামলাতে পারলে, আমার বেলায় ততটা সহজ হবে না তোমার জন্যে,' তাঁর পেছনে পা বাড়িয়ে বলল আর্চার স্প্যান।

বাঁকা হাসল ডিউক। 'তুমিও জেনে রেখো, পটহুক হাতে বুড়ো একজন মেক্সিকানকে যেভাবে মারতে পেরেছ, আমাকে মারা ততখানি সহজ হবে না তোমার পক্ষে।'

জানালায় দাঁড়িয়ে রাইডারদের চলে যেতে দেখল সেলুনমালিক ক্রিসটোফার হ্যাডলি, তারপর ফিরে এলো ডিউকের টেবিলে। এখনও একটু বিচলিত লাগছে তাকে। বলল, 'টুইন ওয়েলসের ইতিহাসে তুমিই প্রথম যে ক্যাপ্টেনের মুখে মুখে কথা বলার সাহস দেখাল। এবার কি করবে বলে ভাবছ তুমি?'

'যদি পারি তো বেড়া দেবার কাজ করব। আর যাই করি, পালাব না আমি।'

সাধারণ বারকীপার নয় হ্যাডলি, দূরদর্শী লোক সে। বলল, 'ট্রেভার্স, হয়তো তুমিই সেই লোক যার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছে এদিকের মানুষ। হয়তো তুমিই পারবে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে। ক্যাপ্টেন পুরনো আমলের মানুষ। তখন এলাকাটা ছিল বন্য, দুর্গম। এই জায়গাটা পোষ মানিয়েছে ক্যাপ্টেন, সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, কিন্তু এখন তার কর্তৃত্ব প্রয়োজন নেই, পুরনো যা কিছু সব ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার সময় এসেছে, সেটা সে বুঝতে পারছে না। দক্ষিণে এধরনের লোককে সহৃদয় স্বৈরাচারী বলে।'

'সহৃদয়তার কি দেখলে তুমি ক্যাপ্টেনের মধ্যে?' তিক্ত স্বরে জানতে চাইল ডিউক।

শ্রাগ করল হ্যাডলি। 'বিশ্বাস করো আর না করো, ভাল গুণও আছে লোকটার। তবে একথাও ঠিক যে সে স্বৈরাচারী। এদেশে এই ধরনের লোকদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, ট্রেভার্স। আমরা তা জানি, তবে কিছু করার তুলনায় আমাদের শক্তি একেবারেই কম।'

দু'জন লোক সেলুনে ঢুকে বার কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল। তাদের একজন হ্যাডলিকে জিজ্ঞেস করল, 'মনে হলো ক্যাপ্টেনকে তোমার এখানে ঢুকতে দেখলাম?' হ্যাডলি মাথা দোলাতেই মৃদু শিস দিয়ে উঠল সে। বলল, 'দুনিয়ায় আর কিছুই দেখতে বাকি থাকল না।'

অন্যজন বলল, 'ক্যাপ্টেনের শহর ছাড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হলো কাউকে লিঞ্চ করতে যাচ্ছে। সঙ্গে পনেরো-বিশজন কাউবয় ছিল, সবাই তার পেছন পেছন গেল।'

'একজন বাদে,' ভুল ধরিয়ে দিল প্রথমজন। 'নোয়া হুইলারের ছেলে শহরে রয়ে গেছে।'

'হুইলার? ভার্ন হুইলার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল হ্যাডলি। 'কোনদিকে গেছে ও?'

'শেষবার যখন দেখলাম, তোমার বাড়ির দিকে যাচ্ছিল।' হাসল লোকটা।

কাস্টোমারদের ব্যাপারে আগ্রহ হারাল হ্যাডলি, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মুছল বার কাউন্টার। চিন্তিত চোখ সেঁটে থাকল সেলুনের জানালার ওপর। ওদিকেই তার বাড়ি।

একুশ বছর হতে ভার্ন হুইলারের আর তিন মাস বাকি। বাবার মতোই লম্বা চওড়া হয়েছে সে। চেহারাটা একটু চৌকোনা, তবে দেখতে সে সুদর্শন। সবচেয়ে বেশি যেটা প্রথম দেখায় নজর কাড়ে সেটা হচ্ছে তার মুখের সারল্য আর সততার ছাপ। কোন সন্দেহ নেই, তিরিশ বছর আগে নোয়া হুইলারও এরকমই ছিল দেখতে। তবে চলাফেরায় একটা দৃঢ়তা আর ড্যাম কেয়ার ভাব আছে ভার্নের, যেটা ওর একান্তই নিজস্ব।

ক্রিসটোফার হ্যাডলির বাড়ির পোর্চে দাঁড়িয়ে দরজায় নক করল সে। দরজা খুলল পলা হ্যাডলি, ভার্নকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে গেল দু'চোখ। মুখে বলল, 'ভার্ন! কি করছ এখানে তুমি?'

'কি মনে হয় তোমার? তোমাকে দেখতে এসেছি। ভেতরে ঢুকতে দেবে, নাকি সারাদিন এই ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে?'

দ্বিধায় পড়ে গেল মেয়েটা। 'ভার্ন, তুমি জানো বাবা···' কথা শেষ না করেই দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল সে যুবককে পথ করে দিতে। 'বেশ, চলে এসো ভেতরে। শহরের লোকরা এমনিতেই নানা কথা বলবে।'

'পাত্তা দিয়ো না ওসব।' ভেতরে ঢুকল ভার্ন।

দরজা বন্ধ করে বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল পলা, বাদামী চোখে ভালবাসা নিয়ে ভার্নের দিকে তাকাল। পলা হ্যাডলি এমনিতেই হালকা-পাতলা ছোটখাটো মেয়ে, বিশালদেহী ভার্নের পাশে ওকে আরও ছোট দেখাল। সাদামাঠা পোশাক ওর পরনে, কারণ ওর বাবা আতিশয্য পছন্দ করে না। সেলুনমালিকের মেয়ে হিসেবে সমাজের সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে গিয়ে ঘরোয়া থাকতে বাধ্য হয়েছে ও, কিন্তু তাতে ওর কোমল সৌন্দর্য চাপা থাকেনি। এই মুহূর্তে ভালবাসার মানুষকে কাছে পাবার আনন্দে সেই সৌন্দর্য বেড়ে গেছে বহুগুণ।

'ওহ্, ভার্ন, কতদিন পরে এলে! আরও ঘন ঘন আসতে পারো না?'

'তুমি তো জানো, পলা, কাজ করছি আমি। আমাকে র‍্যাঞ্চের উত্তর প্রান্তে একটা লাইন ক্যাম্পে পাঠিয়েছেন ক্যাপ্টেন।'

'তুমি ফেন্সিং ক্যাম্পের গণ্ডগোলের সময় ছিলে না, ছিলে, ভার্ন?'

'না। ঘটনাটা গতকাল রাতে শুনেছি।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল পলা। বলল, 'দুটো মাস তুমি আসোনি, আমার কাছে মনে হয়েছে অনন্তকাল।'

'শহরে এলে পয়সা খরচ হয়, পলা। তুমি তো জানো কেন আমি টাকা জমাচ্ছি।'

মাথা দোলাল পলা। 'সে আমি জানি, ভার্ন।···আচ্ছা, লাইন ক্যাম্পে

তোমার সঙ্গে কে আছে?'

'লেফটি জোন্স নামের এক লোক। আমার মনে হয় না তুমি ওকে চেনো।'

'চিনি না। আমি খুশি যে লোকটা তোমার ছোটবেলার বন্ধু লালচুলো রুস্টার প্রীচ নয়। ওকে আমার ভয় হয়। মনে হয় একদিন ও তোমাকে কোন না কোন বিপদে ফেলে দেবে।'

'ক্যাপ্টেন রুস্টারকে কোনদিনও কাজে নেবে না।'

'স্বাভাবিক। ও একটা বাজে লোক।'

হাসল ভার্ন। 'তা বোধহয় নয়। আসলে লোকে বুঝতে পারে না ওকে।'

'আমি বুঝতে পারি। ও সৎ পথে টাকা আয় করার তুলনায় বেশি চতুর।'

দু'হাত বাড়িয়ে সামনে এগোল ভার্ন। হাসছে। 'পলা, আমি ওর ব্যাপারে কথা বলার জন্যে আসিনি এখানে!'

ভার্নের দু'হাতে নিজেকে সঁপে দিল পলা। চোখে চোখে তাকিয়ে নিরাপত্তা খুঁজল।

'দারুণ লাগছে তোমাকে দেখতে, পলা,' অকৃত্রিম প্রশংসা ঝরল ভার্নের কণ্ঠ থেকে। 'চলো না, পলা, আমাদের ব্যাপারে সবকিছু খুলে বলি তোমার বাবাকে; বলি আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, বিয়ে করতে চাই?'

আপত্তি জানাল পলা। 'বাবার মনোভাব তো তুমি জানো, ভার্ন। বাবা ঠিক করেছে যেভাবেই হোক আমাকে পুবের স্কুলে পাঠাবে। সেজন্যে টাকাও জমিয়েছে এতদিন। এখন যদি একথা জানে তাহলে মনের দুঃখে মরেই যাবে।'

'কিন্তু একদিন না একদিন তো জানবেই, পলা।'

'আমার ধারণা বাবা কিছুটা আঁচ করেছে, তবে বোঝেনি আমরা কতখানি গভীর ভাবে দু'জন দু'জনকে ভালবাসি। আমাকে কিছুদিন সময় দাও, বাবাকে বলার একটা না একটা উপায় আমি বের করেই ফেলব।'

'তোমার বাবাকে বোলো টাকা জমাচ্ছি আমি, এমন নয় যে পথের ফকির কোন কাউহ্যান্ডকে বিয়ে করতে হবে তোমার। জি ক্রসের কাছে এক বছরের মজুরি পাই আমি। তামাকের পয়সা আর কাপড় কেনার টাকা বাদে একটা পয়সাও আমি খরচ করিনি।

'ঠিক করেছি টিলার মাঝে একখণ্ড জমি কিনব আমি। ওই জমিতে ঘাসের অভাব নেই, তাছাড়া ঝর্না আছে, পানির সংকট হবে না। আর কয়টা দিন, পলা, আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই আমি জমিটা কেনার মতো যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারব। হাতে আরও কিছু টাকা থাকবে, সেই টাকায় কিনতে পারব গরু। তুমি তোমার বাবাকে বলবে এমন একজনকে তুমি বিয়ে করছ যে খাটতে জানে, টাকা জমাতে জানে; একদিন দেখবে স্বচ্ছলতায় কাটবে আমাদের জীবন।'

'সে আমি জানি, ভার্ন। বাবার কথা ভেবে তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না।' ভার্নের আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল পলা। 'রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি,

এবার তুমি যাও, নইলে গুজব রটাবে লোকে।'

'যাচ্ছি, পলা,' হাসল ভার্ন হুইলার, 'তবে একদিন ঠিক তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব আমি।' প্রেয়সীকে চুমু খেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে। দৃঢ় পায়ে পোর্চ থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হয়ে গেল র‍্যাঞ্চের পথে।

বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটাকে চলে যেতে দেখল ক্রিসটোফার হ্যাডলি। ডুবে গেল গভীর চিন্তায়।

'আজকে তুমি অনেক তাড়াতাড়ি চলে এসেছ, বাবা,' সে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই বিস্মিত হয়ে বলল পলা। 'সাপার এখনও তৈরি হয়নি।'

'ব্যবসা নেই, তাছাড়া শরীরটাও ভাল ঠেকছে না,' বলল হ্যাডলি। চিন্তিত চোখে দেখল অ্যাপ্রন পরে কিচেনে ঢুকল পলা। কিচেনের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। জানতে চাইল, 'ভার্ন হুইলার এখানে এসেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, দেখা করতে এসেছিল।'

'ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলে তুমি?'

একটু থমকে গেল পলা। তারপর বলল, 'তুমি তো জানো অন্যায় কিছু করিনি আমরা, বাবা।'

'তা জানি, পলা, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীদের ধারণা কিন্তু অন্যরকম হবে। তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তুমি সেলুনমালিকের মেয়ে। তুমি খারাপ কিছু করো আর না করো অনেকেই বলবে তুমি করে থাকতে পার।'

স্টোভের সামনে গিয়ে কফি পটে কফি আছে কিনা দেখল হ্যাডলি। 'পলা, তোমাকে আমি পুবে, ভদ্রলোকদের মাঝে পাঠাব। তোমার মায়ের আত্মীয়রা ওখানে আছে।'

'ওদের কথা মনে আছে আমার,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল পলা। 'মা মরার পর, আমি যখন একেবারেই শিশু, ওদের ওখানে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলে তুমি আমাকে। আমার মনে আছে ওরা আমাদের পাত্তা দেয়নি, এমন ভাব করেছিল যে আমরা ওদের তুলনায় অতি নগণ্য। ভুলে গেছ, বাবা? তোমার টাকা ছিল না বলে ওদের কাছে তুমি মানুষ বলে গণ্য হওনি।'

'ওরা তোমাকে নয়, আমাকে অপছন্দ করেছিল, পলা। তার কারণও আছে। ওদের মতের বিরুদ্ধে পালিয়ে তোমার মাকে বিয়ে করেছিলাম আমি। ফল ভাল হয়নি তার, ওদের আশংকা মিথ্যে হয়নি, নিরাপদ কোন আশ্রয় দিতে পারিনি আমি তোমার মাকে। শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরেছি ভবঘুরের মতো।'

'মা কখনও সেজন্যে অভিযোগ করেছিল?'

'অভিযোগ করার মানুষ ছিল না ও। কিন্তু কথা সেখানে নয়, কথা হচ্ছে তোমার মায়ের জীবনটা তছনছ হয়ে গেছে আমার জন্যে। এখন আমি ক্ষতিপূরণ করতে চাই। আমি চাই তোমার মা যে বিলাস পায়নি তুমি তা পাও।'

'হয়তো বিলাস চাই না আমি, বাবা।'

গভীর দৃষ্টিতে মেয়েকে দেখল ক্রিসটোফার। 'পলা, তোমার বয়স এখনও

কম তাই বুঝতে পারছ না তুমি, কিন্তু আমার কথাটা শোনো–হ্যাঁ, সন্দেহ নেই খুব ভাল ছেলে ভার্ন, তবে ও তোমার যোগ্য নয়। যেকোন কাউহ্যান্ড বা ওক ক্রীকের মহিলাদের দেখো, তুমি কি মনে করো ওদের মতো নিঃস্ব, রিক্ত, আশাহীন দেখতে চাই আমি তোমাকে? তেমন আমি হতে দেব না।' মাথা নাড়ল হ্যাডলি। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'পলা, আমি চাই না ভার্নের সঙ্গে আর কখনও দেখা করো তুমি।'

পাঁচ

কিওয়া কাউন্টির সবচেয়ে অনুর্বর আর পতিত জায়গাটার নাম ওক ক্রীক। ঘাস এখানে হাল্কা হয়ে জন্মেছে, রুক্ষ জমিনে টিকে আছে কোনরকমে। মাটি এমনই যে সহজেই ঝোপঝাড় গজায়, হটিয়ে দেয় ঘাসজমি। কেউ যখন বসতি করেনি তখনও ক্যাপ্টেনের গরু ওক ক্রীকে কমই আসত। দলছুট একলষেঁড়ে গরুগুলোই শুধু আশ্রয় নিত এখানে।

সব অসুবিধে সত্ত্বেও এই সেকশনের একটা সুবিধে কিন্তু আছে। সেটা ক্রীক। পশ্চিম টেক্সাসে পানি সব সময়েই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনা হয়, কারণ বৃষ্টি এখানে হয় না বললেই চলে, তাছাড়া কখন হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

সেকারণেই ফার্মাররা যখন এলো, ওক ক্রীকে বসতি করল তারা। প্রথম দিকে কয়েকজন র‍্যাঞ্চার বিরোধিতা করেছিল, ফলে শুরুর দিকের ফার্মাররা চলে যেতে বাধ্য হয়, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা সবাই বুঝতে পারল, চিরদিনের জন্যে ফার্মারদের হটিয়ে রাখা যাবে না।

ক্যাপ্টেন বুঝতে পেরেছিলেন ফার্মারদের তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে ঝামেলা হবে, আসবে টেক্সাস রেঞ্জাররা। ফল হবে মারাত্মক। রেঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকগুলোকে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেবে রেঞ্জাররা। তার চেয়ে ফার্মারদের এক জায়গায় আটকে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। ওদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খড় কেনা যাবে, তাছাড়া পনির, শাকসব্জি ইত্যাদির চাহিদাও মিটবে সহজেই। এছাড়া ফার্মের কাজ যখন কম থাকে তখন ফার্মারদের চাকরি দিয়ে স্বল্প মজুরিতে এমন সব ছোটখাটো কাজ করিয়ে নেয়া যায় যেগুলো করতে চায় না কোন কাউহ্যান্ড। ফার্মারদের থাকার ব্যাপারে মৌখিক অনুমতি দিলেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। এবার ওক ক্রীকে নিশ্চিন্তে বসতি স্থাপন করল ফার্মাররা।

ওক ক্রীকে ফার্ম করার অলিখিত নিয়ম ভেঙেছে মাত্র একজন ফার্মার। কাউকে কিছু না বলে, একবারও ক্যাপ্টেনের সামনে হ্যাট না খুলে, চার সেকশন সেরা ঘাসজমি কিনে পুব টেক্সাস থেকে পরিবার পরিজনসহ এসে ফার্ম করেছে নোয়া হুইলার।

এব্যাপারে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। ফুলার কুইন, ওয়্যাগনলিম ক্রীকের রাগী-রাগী চেহারার র‍্যাঞ্চার, স্থির করেছিল ফার্মটা দাঁড়াবার আগেই লোকজন নিয়ে হামলা চালিয়ে হুইলারের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে। বলেছিল, 'এই লোককে যদি আমরা ওখানে থাকতে দিই তাহলে বাকিরাও রেঞ্জে ফার্ম করার সাহস পেয়ে যাবে। শেষে ঘাসজমির অভাবে র‍্যাঞ্চের ব্যবসা ছাড়তে হবে আমাদের। ওরা আমাদের কোণঠাসা করে ফেলবে।'

আসলে বরং ফুলার কুইনই স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে ফার্মারদের কোণঠাসা করে অভ্যস্ত। তার রেঞ্জের আয়তনের তুলনায় অনেক বড় একটা লংহর্নের পাল পুষছে সে। সুযোগ পেলেই ছেড়ে দিচ্ছে গরুগুলোকে ওক ক্রীকের ফার্মারদের খেতেখামারে। একটা ব্যাপারেই শুধু সতর্ক থাকে সে, ক্যাপ্টেন গুটেনহফের রেঞ্জের অনেকটা দূরে থাকতেই গরুর পালকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় তার রাইডাররা।

কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই সবাইকে অবাক করে নোয়া হুইলারকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনায় ফুলার কুইনকে বাধা দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। 'আর কেউ যদি হুইলারের মতো রেঞ্জে ফার্ম করতে চায় আমরা তাকে নিরুৎসাহিত করব,' বলেছিলেন তিনি, 'কিন্তু হুইলার থাকবে যেখানে সে আছে।'

এরপর আর কেউ হুইলারকে বিরক্ত করার চেষ্টা করেনি, উপরন্তু তাকে পছন্দই করে ফেলেছে বেশ কয়েকজন র‍্যাঞ্চার। সাধারণ নেস্টার নয় হুইলার। বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কি হতে পারে তা বোঝার সহজাত একটা ক্ষমতা আছে তার। খুশি হয়ে তার কাছ থেকে খড় কিনছে ইদানীং র‍্যাঞ্চাররা। তাছাড়া উন্নত প্রজাতির গরু পাললে লাভ বেশি, সেজন্যে তার ষাঁড়ের কদরও বাড়ছে।

কিন্তু একটা ব্যাপার পরিবর্তিত হয়নি, বাকি ফার্মাররা এখনও ওক ক্রীকে রয়ে গেছে। একসঙ্গে থাকায় চারপাশের রেঞ্জ থেকে আসা গরুগুলোকে ফিরিয়ে দেয়া তাদের জন্যে খানিকটা সহজ হয়েছে। তবে একটা কথা ঠিক, ফসল ভাল হলে কাকতালীয় ভাবে ফুলার কুইনের গরু ভরা-মাঠে পাওয়া যাবেই। ওগুলোকে ড্রাইভ করাতে কেউ ফুলার কুইন বা তার কাউহ্যান্ডদের দেখেনি, আর দেখলেও যে কিছু করতে পারত তা নয়, তবে বিষয়টা ফার্মারদের জন্যে সার্বক্ষণিক চিন্তার কারণ।

একটু অসতর্ক হলেই প্রচুর ফসল নষ্ট হয়ে যায় ওদের। সেকারণেই ওক ক্রীকের ফার্মাররা বেড়া দেবার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছে।

'সাধারণ তার আর ঝোপের বেড়া ক্ষুধার্ত গরু ঠেকাতে পারে না,' ডিউকের কাছে অভিযোগের সুরে বলেছে ফস্টার লজ। 'প্রতিদিন সকালে তিন-চারটে করে ফুলার কুইনের হতচ্ছাড়া গরু আমার যব-খেত থেকে তাড়াতে হয়। দামে যদি বনে তাহলে তোমার ওই কাঁটাতারের বেড়া আমি ব্যবহার করে দেখতে চাই।'

'দামে বনবে,' নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে ডিউক। 'ফিঞ্চের কাজটা শেষ করেই তোমার সঙ্গে দেখা করব আমি।'

ফিঞ্চের কাজ শেষ না হতেই আচমকা শেষ হয়ে গেল। ফলে আজকের এই শীতার্ত সকালে ঘোড়ায় চেপে ওক ক্রীকের দিকে চলেছে ডিউক ট্রেভার্স। ওর পাশে ঘোড়া ছোটাচ্ছে বেঁটেখাটো, শক্তপোক্ত গড়নের জোনাথন ক্রেইগ।

'সামনেই লজের আস্তানা,' শীতল পানির ওক ক্রীক পেরনোর পর বলল ক্রেইগ। 'এদিকের সেরা ফার্মার লজ, কিন্তু তবু হুইলারের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না।'

হুইলারের ফার্মের মতোই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফস্টার লজের ফার্মটা। খেতগুলো ঝোপের বেড়া দেয়া, মাঝখানে টিলার গায়ে লাগানো লজের বাড়ি, সবমিলিয়ে দেখতে লাগছে পাখির বাসার মতো। একারণেই ফার্মারদের নেস্টার বলে, ভাবল ডিউক। দেখল নোয়া হুইলারের অনুকরণে গোয়ালঘর আর খোঁয়াড় তৈরি করেছে লজ।

'এরা সবাই হুইলারকে অনুকরণ করে, তাই না?' প্রশ্ন করল ও।

'ভালটা গ্রহণ না করলে তাকে বোকা বলতে হবে,' মন্তব্য করল ক্রেইগ।

লজের অবস্থা কিছুটা ফিরেছে, মাটির চাপড়ার বদলে তার বাড়ির ছাদে টিন দেখতে পেয়ে বুঝল ডিউক। এখন লোকটাকে বৃষ্টির দিনে ভিজতে হবে না। বাড়িটাকে বড় করছে লজ। একপাশে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘর তৈরি করেছে, ছেলেমেয়ে বড় হলে কাজে লাগবে ভেবে।

কুকুরের ঘেউঘেউ শুনে বাড়ির দরজায় ডিউক আর ক্রেইগের সঙ্গে করল ফস্টার লজ। 'এসো, এসো, ভেতরে এসো। শীত পড়েছে বেশ, কি বলো? কোনরকমে বাইরের কাজ সেরেই ঘরে এসে ঢুকেছি। বাড়িতে আগুনের পাশে বসে থাকার মজাই আলাদা।'

ঘর গরম করে রেখেছে একটা ক্যাসটিরন কুক স্টোভ। ওটার পেছনে একটা বাক্সে উঁচু টাল করে রাখা আছে কুঠার দিয়ে ছোট ছোট করে কাটা শুকনো মেসকিটের ডালপালা আর শিকড়।

মিসেস লজ রুগ্ন এক বিমর্ষ চেহারার মহিলা। আচরণ দেখে মনে হলো না আগন্তুকদের আগমনে খুশি হয়েছে সে, তবে গরম কফি দিল ডিউক আর ক্রেইগকে। মহিলার চোখের কড়া দৃষ্টি অন্যদিকে তাকিয়ে এড়িয়ে গেল ডিউক। বুঝতে পারছে ওকে পছন্দ করতে পারছে না মিসেস লজ। স্বাভাবিক। পুবের নিরাপদ নির্বিঘ্ন প্রশান্তি ছেড়ে ভাল কিছু একটা গড়বার আশায় তাকে পশ্চিমে নিয়ে এসেছে তার স্বামী, কিন্তু এখনও উল্লেখযোগ্য কিছুই গড়তে পারেনি। ফলে স্বামীর সঙ্গে মানসিকতার মিল আছে এমন কাউকেই সে ভাল চোখে দেখতে পারছে না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ডিউক, যখন পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল মহিলা।

'জানতে এলাম তুমি এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেবার ব্যাপারে কিছু ভাবছ কিনা,' বলল ডিউক। 'হাতে কোন কাজ নেই, তুমি চাইলে যে-কোনদিন কাজটা শুরু করতে পারব আমরা।'

ফিঞ্চের ওখানে কি ঘটেছে তা জানে এমন কোন লক্ষণ দেখাল না লজ। লোকটা বোধহয় শহরে যায়নি, ভাবল ডিউক।

'হ্যাঁ, বেড়া দেব আমরা,' বলল লজ। 'আমার কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সবাই মিলে খরচটা দিলে কারও গায়ে লাগবে না।' ভ্রূ কুঁচকাল ফার্মার। 'তবে একটা কথা, ট্রেভার্স, আমরা প্রায় প্রত্যেকেই অল্প কিছু হলেও গরু পালি, তাছাড়া ঘোড়া আর খচ্চর আছে প্রত্যেকের, অনেকেই ভাবছে কাঁটাতারের বেড়া ওগুলোর জন্যে বিপজ্জনক হতে পারে। ফুলার কুইনের গরুর যদি কোন ক্ষতি হয় তাতে আমাদের কিছু যায় আসবে না, কিন্তু আমাদের গরু-বাছুর না মারা পড়ে।'

'তেমন কিছু হবে না,' অভয় দিল ডিউক। 'একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে দেখবে ভুলেও ওরা আর কাঁটাতারের ধারে-কাছে ঘেঁষবে না।'

'ঠিক জানো?' অনিশ্চিত চোখে ওকে দেখল ফার্মার। 'কাঁটাতার দেখলেই কিন্তু ভয় লেগে ওঠে। বেড়া দেবার চুক্তি করার আগে ওগুলো গরুর ক্ষতি করে কিনা দেখতে চাইবে সবাই।'

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল ডিউক। চারপাশে কোথাও কাঁটাতারের বেড়া নেই, কিভাবে ও প্রমাণ করবে যে কাঁটাতার গরু-বাছুরের জন্যে নিরাপদ? হঠাৎ স্যান অ্যান্টোনিয়োতে দেখা একটা মেলার কথা মনে পড়ল ওর।

'আমার বিশ্বাস তোমাদের সন্তুষ্ট করতে পারব আমি।' ফার্মারের দিকে তাকাল ডিউক। 'কয়েকটা গরু হারানোর ঝুঁকি নিতে রাজি আছ তুমি?'

'ঝুঁকি?' ইতস্তত করল লজ। 'আমি বড়লোক নই, ট্রেভার্স। বাড়তি গরু নেই যে ঝুঁকি নিতে পারি আমি।'

'ঠিক আছে, তাহলে ঝুঁকিটা আমিই নেব,' বলল ডিউক। 'কোন গরু যদি আহত হয় তাহলে তোমাকে ক্ষতিপূরণ দেব, ঠিক আছে?'

'বেশ। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না কি করতে চাইছ তুমি।'

'সবাই দেখতে পাবে ক্রীকের পাড়ে এমন একটা জায়গা বেছে কাঁটাতার দিয়ে একটা করাল তৈরি করব আমি। ওটার ভেতরে ছেড়ে দেব কয়েকটা গরু। তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে কত তাড়াতাড়ি ওরা অভ্যস্ত হয়ে যায় কাঁটাতারের বেড়ায়। যদি তোমরা সন্তুষ্ট হও তাহলেই শুধু আমার সঙ্গে চুক্তিতে আসবে, ঠিক আছে?'

চিন্তাযুক্ত চেহারায় চোয়াল ডলল লজ। 'বেশ, তুমি প্রমাণ করে দেখাও যে বেড়া আমাদের গরু মারবে না, আমরা তোমাকে কাজটা অবশ্যই দেব।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধূসর ঘোড়া থেকে নেমে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। সারাদিন ঘোড়ায় চড়ে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন তিনি। নিজের ওপর রেগে যাচ্ছেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বলে। আগে তো একটানা আঠারো ঘণ্টাও রাইডিং করেছেন, তখন তো এমন হতো না।

'আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিই, ক্যাপ্টেন?' ঘোড়া থেকে নেমে জানতে চাইল আর্চার স্প্যান।

'না। ধন্যবাদ।'

'আপনি পরিশ্রান্ত, ক্যাপ্টেন। দিন, আপনার ঘোড়ার স্যাডল আমি খুলে দেব।'

ক্যাপ্টেনের চেহারায় অধৈর্যের ছাপ ফুটল। বললেন, 'চিরদিন নিজের ঘোড়ার স্যাডল বাঁধা এবং খোলার কাজটা আমি নিজেই করেছি। এখন সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করার কোন প্রয়োজন দেখছি না।'

গার্থ ঢিলে করে দিয়ে ঘোড়া থেকে স্যাডল আর ব্ল্যাংকেট খুলে মাটিতে রাখলেন ক্যাপ্টেন। আদর করে চাপড় দিলেন ঘোড়াটার ঘাড়ে। ঘোড়া ভালবাসেন তিনি, বিশেষ করে সেটা যদি ধূসর হয়। অনেকদিন হয়ে গেল ধূসর ঘোড়া ছাড়া চড়েন না তিনি। ধূসর ঘোড়ায় কি যেন একটা আছে যেটা মানুষকে আর সবার তুলনায় উঁচু করে তোলে।

ব্রিডল খুলে দিতেই ঘোড়াটা মাটিতে নাক ঠেকিয়ে চওড়া করালের অপর প্রান্ত লক্ষ্য করে হাঁটা দিল। পছন্দের জায়গাটা পেয়ে যেতেই শুয়ে পড়ল বিশ্রাম নিতে। শুরু করল ধুলোতে গড়াগড়ি। দৃশ্যটা সব সময়েই ক্যাপ্টেনের মনে প্রশান্তির ছায়া ফেলে। পুরনো অভ্যাস মতো ঘোড়াটা কয়বার গড়ায় গুনতে লাগলেন তিনি। এক, দুই, তিন। পুরনো একটা প্রবাদ আছে, ঘোড়া একবার গড়ান দিলে বুঝতে হবে ওটার দাম কমপক্ষে একশো ডলার। সেই হিসেবে ক্যাপ্টেনের ঘোড়াটা তিনশো ডলার দামের।

'আজ রাতে আর কিছু করতে হবে?' জানতে চাইল আর্চার স্প্যান।

'না। ধন্যবাদ।' বাস্তবে ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন। একটা কাঠের র‍্যাকে স্যাডলটা রেখে তার ওপর ব্ল্যাংকেটটা রাখলেন যাতে ঘাম দ্রুত শুকায়। আর্চারকে বার্ন থেকে বেরতে দেখে মুহূর্তের জন্যে খারাপ লেগে উঠল তাঁর, ওর সঙ্গে এত কড়া গলায় কথা বলা ঠিক হয়নি।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার দক্ষ লোক আর্চার। র‍্যাঞ্চের সব কাজই পারে, এবং পারে আর সবার চেয়ে ভালভাবে। যে কাজই হোক, দ্রুত নিখুঁতভাবে সারতে ওর জুড়ি নেই। ওর মাঝে নিজের যৌবনকে দেখতে পান ক্যাপ্টেন। কাউহ্যান্ডদের সঙ্গে আচরণে স্প্যান রুক্ষ, কখনও কখনও অতি কর্তৃত্বপরায়ণ, খাটিয়ে নিতে জানে, আশা করে ওর মতোই নিখুঁতভাবে কাজ করবে সবাই।

স্প্যানের ভেতরে প্রচণ্ড একটা শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেন ক্যাপ্টেন। এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। কখনও কখনও বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়েই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে সে। সেরকমই ঘটেছিল সেদিন ডিউক ট্রেভার্সের ফেন্সিং ক্যাম্পে।

খুনটা হবার পরপরই খারাপ লেগে উঠেছিল ক্যাপ্টেনের, তিনি জানেন কাউকে যদি খুন করার ন্যায্য কারণ থেকে থাকে তো সেই লোকটা হচ্ছে গর্ডন ফিঞ্চ। জমির লোভে কাপুরুষ লোকটা ট্রেভার্সকে ব্যবহার করেছে নিজে পেছনে থেকে। এখন ক্যাপ্টেন নিশ্চিত যে ডিউক ট্রেভার্স পরিস্থিতির অসহায় শিকার। আজকে সেজন্যেই তিনি লোকটাকে সুযোগ দিয়েছিলেন, চেয়েছিলেন ক্ষতিপূরণ করতে, কিন্তু তাঁর সম্মান রক্ষা করেনি ট্রেভার্স। কথা রাখেনি।

জল এখন অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। ট্রেভার্স যে-ই হোক না কেন সে

এখন ক্যাপ্টেন গুটেনহফের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এখন থেকে তাকে দেখতে হবে একজন শত্রু হিসেবে।

গোঁফে তা দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউজের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ।

দ্রুত আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ। ছায়া ঘনিয়েছে তাঁর র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারের ওপরে। সন্ধে হতে আর দেরি নেই। বাড়ছে হিমেল হাওয়ার অত্যাচার। কোটের বোতামগুলো লাগিয়ে নিলেন গুটেনহফ। ভাবলেন, শীতও আগের চেয়ে বেশি লাগে তাঁর। ধরেছে বাত, যখন রেঞ্জার ছিলেন কাঁধে একবার কোমাঞ্চি ইন্ডিয়ানদের তীর ঢুকেছিল, সেই জায়গাটা বড় ব্যথা করে।

ক্লান্ত পায়ে কাঠের ধাপ বেয়ে সামনের পোর্চে উঠলেন ক্যাপ্টেন, বুটের ভারী আওয়াজ উঠল মেঝেতে, নিস্তব্ধ রাতে জোরাল ঝুনঝুন শব্দ করল স্পার জোড়া। দরজা খুলে পাথরের বিশাল বাড়িটাতে ঢুকলেন তিনি। শুনতে পেলেন সারার কণ্ঠ, 'কে, হ্যারি?'

তিনি বাড়িতে ফিরলে সব সময় এই একই প্রশ্ন করে সারা। গত চল্লিশ বছর করে এসেছে। অভ্যাস। প্রশ্ন নয়, এটা অভ্যর্থনার নিজস্ব ধরন। শরীর যখন ভাল ছিল, তাঁর জন্যে দরজায় দাঁড়াতে কোন দিন ভুল হয়নি সারার।

বয়স হয়েছে, এখন ও অসুস্থ, বিছানাতেই কাটে বেশিরভাগ সময়। তবে তাই বলে তিনি ঘরে ঢুকলে ডাকতে ভুল করে না কখনও। ভাবতেই ক্যাপ্টেনের ভয় হয় যে এমনও দিন আসতে পারে যেদিন তিনি বিশাল এই পুরনো বাড়িতে ঢুকবেন অথচ শুনতে পাবেন না সারার কণ্ঠ।

হ্যাট খুলে র‍্যাকে রাখলেন গুটেনহফ। র‍্যাঞ্চটা তাঁর হতে পারে, কিন্তু বাড়িটা নিঃসন্দেহে তাঁর স্ত্রীর। শোবার ঘরে ঢুকে আবছা আঁধারে সারাকে শুয়ে থাকতে দেখলেন তিনি।

'আজকে তোমার ফিরতে অনেক দেরি হয়েছে, হ্যারি,' কপালে ভাঁজ পড়েছে সারার, তবে তাঁর কণ্ঠ ভালবাসায় কোমল।

'এত আঁধার এখানে,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'জোসেফাকে বলোনি কেন, আলো জ্বেলে দিত?' ম্যাচের কাঠি জ্বেলে সলতেয় আগুন দিয়ে ল্যাম্পের কাঁচের চিমনি জায়গা মতো বসালেন তিনি।

'সন্ধের আলো-ছায়া ক্লান্ত চোখে ভালই ঠেকে,' জবাব দিলেন সারা। বিছানায় উঠে বসে স্বামীর হাতটা ধরলেন।

বিছানার কিনারে বসে স্ত্রীর দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। অসহায় রাগ হলো তাঁর, এত ক্ষমতা, অথচ সারার জন্যে কিছুই তিনি করতে পারছেন না। সব সময়েই শক্ত লোক ছিলেন তিনি। যা করবেন বলে মনস্থ করেছেন, তাই করে ছেড়েছেন; যা পেতে চেয়েছেন, প্রয়োজনে কেড়ে নিয়েছেন; কথা যখন বলেছেন, মানুষকে শুনতে হয়েছে। তাঁর আধিপত্য মেনে নিতে হয়েছে সবাইকে।

কিন্তু ভালবাসার মানুষকে সুস্থ করার কোন ক্ষমতাই তাঁর নেই। কখনও কখনও সপ্তাহ খানেকের জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে সারা, তারপর আবার

অসুস্থ হয়ে পড়ে। একটা বাচ্চার চেয়েও দুর্বল আর অসহায় হয়ে যায় ও তখন। ইদানীং অজান্তেই ক্যাপ্টেন ভাবতে শুরু করেছেন জীবনটা তাঁর কেমন হবে সারাকে ছাড়া। অনুভব করেছেন, শূন্যতায় ভরা একাকী জীবন ভয়াবহ লাগবে তাঁর কাছে।

'ডাক্তার আজ এসেছিল?' জানতে চাইলেন তিনি।

আস্তে করে মাথা দোলালেন সারা। 'জঘন্য বড়ি যে দেয়, সেগুলো দিয়ে গেছে একটু আগে। আমার ধারণা ওগুলো লোকটা ব্যবহার করে রোগীদের অসুস্থ রাখতে, যাতে আয়-রোজগার কমে না যায়।'

স্ত্রীর চোখে কৌতুকের ঝিলিক দেখে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ক্যাপ্টেন। সারা সবসময়েই তাঁর আশ্রয়। জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, কোন না কোন ভাবে হাসির জোগান দিয়ে পরিস্থিতি সহজ করে তোলে সারা।

'বাড স্পেন্সারকে খবর পঠিয়েছিলাম,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'এসেছে সে?'

'এসেছে। কুকশ্যাকে খেতে গেছে।'

উঠে দাঁড়ালেন গুটেনহফ। 'যাই ওখানে। ওর সঙ্গে কথা আছে।'

সামনে ঝুঁকে স্বামীর শার্টের আস্তিন ধরে ফেললেন সারা। বললেন, 'হ্যারি, ল্যুক ম্যাককেলভির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'কি?'

'আজকে ও আমাকে বলেছে চাকরিতে ইস্তফা দেবে। হ্যারি, একেবারে শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে আছে ও।'

স্ত্রীর হাতে হাত বোলালেন ক্যাপ্টেন। 'সমস্যা কি ওর?'

'আর্চার স্প্যান। ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আর্চার। এতদিন ধরে আছে বলে ল্যুক চায় ওর সঙ্গে ভদ্র আচরণ করা হোক। চাইতেই পারে ও। বয়স হয়েছে, এখন সব কাজ সমান মনোযোগে করতে পারে না, তাই বলে ওকে কমবয়সী একজনের ধমক খেতে হবে? তাছাড়া সেদিন ফেন্সিং ক্যাম্পে যা ঘটেছে সেটাও সহজ ভাবে নিতে পারেনি ল্যুক। হ্যারি, আমি চাই এব্যাপারে আর্চার স্প্যানের সঙ্গে কথা বলো তুমি।'

'স্প্যান আমাদের এযাবৎকালের সেরা লোক, সারা। কঠোর, সন্দেহ নেই, কিন্তু কঠোর না হলে ফোরম্যানের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারত না।'

'কিন্তু তুমি আর্চারকে বলবে, বলবে না, হ্যারি? লুকের সঙ্গেও কথা বোলো?'

'ঠিক আছে, বলব। ল্যুককে চাকরি ছাড়তে দেব না আমি, খুশি?'

এল-এর মতো একটা নিচু কাঠের বাড়িতে কুকশ্যাক আব ব্ল্যাঙ্কহাউজ। তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় ওয়াশ বেসিনের সামনে থামলেন ক্যাপ্টেন। আবছা অন্ধকারে একটা বেঞ্চিতে বসে সিগারেট ফুঁকছে শেরিফ বাড স্পেন্সার। ক্যাপ্টেনকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

BOIGHAR. COM

হাত মেলালেন ক্যাপ্টেন।

'জায়গাটা একটুও বদলায়নি, ক্যাপ্টেন,' খুশি খুশি গলায় বলল শেরিফ।

'আমি যখন এখানে কাজ করতাম, তখনও ঠিক এমনিই ছিল। এত বছর পরেও এখানে এলেই মনে হয় বাড়িতে ফিরলাম।'

'তা বদলায়নি,' সায় দিলেন ক্যাপ্টেন। তারপর বললেন, 'যতদিন বদলানোর প্রয়োজন না পড়ছে, ততদিন বদলানোর দরকারটা কি, কোন দরকার নেই, তাই না?'

মাথা দোলাল শেরিফ। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'খাননি নিশ্চয়ই এখনও? দারুণ সাপার রেঁধেছে আজ কুক।'

বিরক্ত হলেও বিরক্তি প্রকাশ করলেন না ক্যাপ্টেন। এরা সবাই আচরণ দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বুড়ো হয়ে গিয়েছেন তিনি। বললেন, 'সাপার পরেও খাওয়া যাবে, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমার। শুনেছ তুমি ডিউক ট্রেভার্স কি করতে যাচ্ছে?'

'সামান্য।'

'ট্রেইসির মার্কেন্টাইল শপে এক বান্ডিল কাঁটাতার রেখেছিল লোকটা। আজকে তার থেকে কিছুটা ওক ক্রীকে নিয়ে গেছে। সিডারের পোস্টও আনিয়েছে। শুনলাম কাঁটাতার দিয়ে একটা করাল তৈরি করবে লোকটা।'

'জানি, আমি গিয়েছিলাম ওখানে। একপাল গরু করালে ছাড়বে সে ফার্মারদের দেখানোর জন্যে যে কাঁটাতারের বেড়া গরুগুলোকে খুন করবে না।'

'ওর উদ্দেশ্য বুঝতে নিশ্চয়ই তোমার দেরি হয়নি, বাড? ফার্মারদের প্রভাবিত করে ওদের জমিতে বেড়া দিতে চায় লোকটা।'

'প্রভাবিত করতে দেরি হবে না, যদি দেখা যায় কাঁটাতারের বেড়া ক্যাটলের কোন ক্ষতি করছে না। ফার্মাররা বেড়া দিতে রাজি আছে।'

'রাজি আছে!' অজান্তেই একপর্দা চড়ে গেল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। 'ওদের ঠেকাও, বাড!'

'ঠেকাব?' সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে নিভিয়ে দিল শেরিফ। 'কিভাবে?'

'কিভাবে তা আমি জানি না। দরকার হলে ওকে জেলে ঢোকাও। প্রয়োজনে শহরছাড়া করো। যা ইচ্ছে করো, কিন্তু ওকে ঠেকাও।'

'কাউকে আমি অপছন্দ করি বা তার কাজ আমার পছন্দ নয় বলেই তাকে আমি জেলে পুরতে পারি না, ক্যাপ্টেন। সে অধিকার আমার নেই। অন্যায় না করলে ওকে ছোঁয়ার ক্ষমতা আমার নেই।'

'কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া আমাদের সর্বনাশ করবে, বাড! ফার্মাররা বেড়া দেয়া শুরু করলে র‍্যাঞ্চাররাও দেবে। কয়েক বছরের মধ্যে একশো টুকরো হয়ে যাবে রেঞ্জটা! বেড়ার কারণে অর্ধেক পানি থেকে বঞ্চিত হব আমরা। শুকনো মৌসুমে ঘাসজমিতে সরে যেতে পারবে না গরুর পাল। একই জমিতে থেকে ঘাস শেষ করে ফেলবে ওরা, এক সময় মরুভূমি হয়ে যাবে এলাকাটা!'

আবার বেঞ্চিতে বসল স্পেন্সার। 'আইনত কিছুই করতে পারব না আমি,

ক্যাপ্টেন। যার যার জমিতে যা ইচ্ছে করার অধিকার আছে সবার।'

রাগে লাল হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের চেহারা। 'আইনের সাহায্য না পেলে অন্যভাবে হলেও ওদের ঠেকাব আমরা।'

'সেক্ষেত্রে আমাকে হিসেবের বাইরে ধরতে হবে, ক্যাপ্টেন।'

'বাড, তুমি কি ভুলে গেছ কে তোমাকে শেরিফ করেছে?'

'না।'

'মনে রেখো কার হয়ে কাজ করছ তুমি।'

'কিছুই আমি ভুলিনি, ক্যাপ্টেন। হ্যাঁ, বহুদিন আগে আপনিই আমাকে শেরিফের অফিসে বসিয়েছিলেন। সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আপনাকে আমি বাবার মতো শ্রদ্ধা করি, ক্যাপ্টেন। আপনার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি আমি। কিন্তু সময় এখন বদলাচ্ছে, কাউন্টিতে নতুন লোক আসছে। তাদের জন্যে কাজ করাও আমার দায়িত্ব। আপনি কি চান আইনের লোক হয়েও কারও পক্ষ নিয়ে অন্যায় করি আমি?'

'তা চাই না, বাড, তবে তোমার ওপর নির্ভর করেছিলাম আমি, ভেবেছিলাম কিছু না কিছু উপায় তুমি বের করতে পারবে। ইদানীং কেন যেন মনে হচ্ছে নির্ভর করার মতো কোন বন্ধু নেই আমার।'

'আমি আপনার শুভানুধ্যায়ী, ক্যাপ্টেন। সেজন্যেই বলছি, তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। পুরনো দিন গত হয়েছে।' উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল শেরিফ। 'এবার আমাকে যেতে হয়, ক্যাপ্টেন।'

'বেশ, যাও।' হাতটা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিলেন গুটেনহফ। 'তোমাকে আর কিছু বলার নেই আমার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে আড়ষ্ট পায়ে বাড়ির দিকে চললেন তিনি। রাগ লাগছে তাঁর। *স্পেন্সার বলছে আগের দিন আর নেই! কথাটা সত্য নয়।*

বয়সের কারণে হয়তো ধীর হয়ে গেছি, কিন্তু নরম হয়ে যাইনি। যতক্ষণ লড়াই করা সম্ভব লড়ব আমি, পিছিয়ে যাব না। একটা সময় ছিল যখন কেউ আমার কথার ওপরে কথা বলত না। কিসে কাউন্টির ভাল তা আমি বুঝেই পা ফেলেছি। লোকে জানত আমি যা করছি ভালর জন্যেই করছি।

এখন আমি নরম হয়ে গেছি, আগের মতো কঠোরতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিই না। আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, চারপাশে কি চলছে নজর রাখতে পারি না। কিন্তু এটুকু আমি ঠিকই বুঝি, লোকে আমার দিকে আঙুল তাক করে কথা বলতে শুরু করেছে। সর্বক্ষণ নতুন লোক আসছে, ঈর্ষা ভরে দেখছে আমার যা কিছু আছে, ষড়যন্ত্র করছে ছিনিয়ে নেবার।

জাহান্নামে যাক ওরা। আমি এখানে বসতি না করলে আজও বুনোই থাকত জায়গাটা। এই রেঞ্জের জন্যে যুদ্ধ করেছি আমি, রক্ত দিয়েছি, ঝরিয়েছি ঘাম। এখন আমি বুড়ো হয়েছি বলে লোকে ভাবছে আমার কাছ থেকে এসব কেড়ে নিতে পারবে! তা পারবে না ওরা। এখনও আমার বন্ধুরা আছে, এমন মানুষ এখনও আছে যারা বেড়াজাল মানতে নারাজ। যে-ই লাগতে আসুক শিগগিরই বুঝে যাবে যে জি ক্রস দুর্বল কোন র‍্যাঞ্চ নয়।

কুকশ্যাক থেকে বেরিয়ে এলো আর্চার স্প্যান।

সবাই বলে কঠোর লোক আর্চার স্প্যান, তবে তাকে যে-কোন কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। থেমে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। ডাক দিলেন ফোরম্যানকে। 'আর্চার, বার্নে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

ছয়

দ্রুত গতিতে নির্বিঘ্নে এগোল বেড়া দেবার কাজ। ওক ক্রীকের জমি পাথুরে নয়, ফলে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হলো না। ডিউক আর ক্রেইগ মিলে খুঁটি বসিয়ে চার সারি লাল কাঁটাতার বেঁধে ফেলল ছয় ঘণ্টায়। করালটা চৌকো হলো। লম্বায় একশো ফুট আর চওড়ায় চল্লিশ।

যেহেতু অস্থায়ী করাল, সেজন্যে গভীর করে খুঁটির গর্ত করল না ওরা। কাঁটাতারও স্বাভাবিকের চেয়ে কম আঁটো করে বাঁধা হলো। তবে খাটুনি শেষে সন্তুষ্ট হলো ওরা। কাজ চলে যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

'আমরা তৈরি,' ফস্টার লজকে বলল ডিউক। 'লোক যত বেশি আসে ততই ভাল।' লজের গোয়ালের দিকে তাকাল ডিউক। 'খাওয়ার দাওয়াত দিলে সাধারণত সুযোগটা হেলায় হারায় না কেউ। মোটসোটা কোন বাছুর আছে তোমার? দামটা আমি দেব।'

ডিউকের কথায় মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল লজের, তাকে গচ্চা দিতে হবে না শুনে খুশি হয়ে উঠল, বলল, 'বাছুর একটা আছে। ঠিক আছে, ওটা তোমার কাছে বেচব আমি।'

ফস্টার চলে যেতেই ডিউকের হাত ধরে ফেলল চিন্তিত ক্রেইগ। 'কি করছ ঠিক জানো নিশ্চয়ই তুমি? করালটা দেখে কিন্তু নিরাপদ মনে হচ্ছে না। একটু বেচাল হয়ে গেলে একগাদা আহত গরুর মালিক হয়ে যাবে কিন্তু।'

'খারাপ কিছু ঘটবে না। ভেতরে গরু ঢুকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় দেব, যাতে ওরা কাঁটাতারের বেড়া চিনে নিতে পারে। একবার যখন বুঝে যাবে কাছে ঘেঁষলেই খোঁচা লাগে, দেখবে একটা গরুও বেড়ার কাছে যাচ্ছে না।'

'তোমার কথাটা খাটলে হয়,' বলল গম্ভীর ক্রেইগ।

নির্ধারিত দিনে ডিউকের মনে হলো একটা বাছুরে বোধহয় চলবে না। এমনকি ফস্টার লজও ভিড়ের আয়তন দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। ওক ক্রীকের একজন ফার্মারও বাদ যায়নি, প্রত্যেকেই তাদের পরিবার নিয়ে এসেছে। বাচ্চারা ক্রীকের পাড় আর গাছগাছালির মধ্যে খেলছে। কিছুক্ষণ পরেই একটা বাচ্চা বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে পড়ে গেল। একজন ফার্মার তাকে ক্রীক থেকে তুলে লজের বাড়িতে গুজবে নিমগ্ন মহিলাদের কাছে দিয়ে এলো। মিসেস লজ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আতিথেয়তা করছে বটে, তবে সেটা সহজে বোঝার উপায় নেই অতিথি মহিলাদের।

কয়েকজন বেকার র‍্যাঞ্চ কুককে লাঞ্চ তৈরির দায়িত্ব দিয়েছে ডিউক। তাছাড়া মহিলারাও পুটলিতে করে নিয়ে এসেছে বাড়িতে বানানো কেক আর পাই। খুশিই হলো ডিউক। খাবারে বৈচিত্র্য আসবে। র‍্যাঞ্চ কুক যতই চেষ্টা করুক, ওদের বানানো পাই বা কেক সাধারণত মুখে তোলা যায় না। পেকোর কথা মনে পড়তেই দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। পেকো সবদিক থেকেই ছিল ব্যতিক্রম।

টুইন ওয়েলস শহর থেকেও অনেকে এসেছে ওর অদ্ভুত করাল দেখে কৌতূহল মেটাতে। অ্যালবার্ট ব্রাউন, শহরের বুড়ো ব্যাঙ্কার, বিশ্বস্ত টেলারের হাতে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে কাবাবের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে জমিয়ে গল্প করছে, হাসছে হো-হো করে। এ এমনই এক লোক, যে ঋণ দেবে না, এবং দেয়নি সেজন্যে ঋণ চাইতে যাওয়া লোকটাকে কৃতজ্ঞ করে ফেলতে পারবে, ভাবল ডিউক।

ওক ক্রীকের উজানের ছোট তিন-চারজন র‍্যাঞ্চারও এসেছে কি ঘটে দেখতে। ফার্মার আর শহরের লোকদের সঙ্গে গল্প গুজব করছে তারা। এরা সবাই সহজ সরল মানুষ। কাজের ফাঁকে ব্যস্ত ডিউক আলাপ করল কয়েকজন র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে।

বেশিরভাগ লোকই করালের কাছে ঘুরঘুর করছে, আঙুলে ছুঁয়ে পরীক্ষা করে দেখছে কাঁটাতার। কেউ কেউ টেনে দেখছে কতখানি শক্ত। বেশ কয়েকজনের শার্ট ছিঁড়ল অসতর্ক হয়ে।

'একবার এর স্বাদ পেলে,' একজনকে বলতে শুনল ডিউক, 'একবার এর স্বাদ পেলে লেজ তুলে ভাগবে ফুলার কুইনের গরু।'

'আমার যত টাকার ফসল ফুলার কুইনের গরু খেয়েছে, তার দাম শোধ করতে হলে ব্যাটাকে এতই গরীব হতে হবে যে খরগোস শিকার করে পেট ভরাতে হবে,' বলল আরেকজন।

দুপুরের একটু আগে হাজির হলো শেরিফ বাড স্পেন্সার। কারও সঙ্গে কথাবার্তা তেমন একটা বলল না, তীক্ষ্ণ নজর রাখল পরিস্থিতির ওপর। একবার গিয়ে কাছ থেকে দেখল কাঁটাতারের বেড়া। কাঁটায় আঙুল ছুঁইয়ে অসন্তুষ্ট চেহারায় বিড়বিড় করে বলল কি যেন।

লোকটা এখনও ক্যাপ্টেনের পক্ষেই আছে, অনুভব করল ডিউক। শেরিফ কেন এসেছে বুঝে পেল না ও। কোন উদ্দেশ্য আছে?

'ট্রেভার্স,' বলল শেরিফ, 'এত কিছু করে কি পাবে বলে ভাবছ তুমি?'

'এটা আমার জীবিকা, শেরিফ,' জবাব দিল ডিউক। 'তোমার যেমন পেশা শান্তি রক্ষা করা, তেমনি আমার পেশা কাঁটাতারের বেড়া দেয়া।'

শুকনো হাসি হাসল স্পেন্সার। আন্তরিকতার কোন ছাপ থাকল না সেই হাসিতে। 'শান্তি রক্ষা করা আমার জন্যে কঠিন করে তুলছ তুমি, ট্রেভার্স। এই এলাকার অনেকেই কাঁটাতারের বেড়া পছন্দ করতে পারছে না।'

'কিন্তু অনেকে আবার খুবই পছন্দ করছে।'

শ্রাগ করল স্পেন্সার। 'বেড়া তৈরির অধিকার আছে তোমার। এই ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। তবে, একটা কথা বলে রাখি, ট্রেভার্স,

জিনিসটা ব্যক্তিগতভাবে আমি পছন্দ করতে পারছি না। এই এলাকাটা যেমন ছিল খারাপ ছিল না। হয়তো বলবে আমি পুরনো ধ্যানধারণার মানুষ, কিন্তু তবুও বলব পরিবর্তন আমি দেখতে চাই না।'

'পরিবর্তনই দুনিয়ার একমাত্র ব্যাপার যে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো যে ঘটবেই।'

করালের দিকে তাকাল শেরিফ। ফার্মাররা এখনও ভিড় করে আছে। আবার ডিউকের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'র‍্যাঞ্চারদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করো, ট্রেভার্স। ওদের তরফ থেকেই মূল বাধাটা আসবে। একবার কাঁটাতারের বেড়া দেয়া শুরু হলে পানির অনেক উৎস থেকে বঞ্চিত হবে একজন র‍্যাঞ্চার, হারাবে দীর্ঘদিনের খোলা রেঞ্জ। তাছাড়া রাউন্ডআপের পর বাজারে গরু বেচতে হলে যে রাস্তা প্রয়োজন সেটাও পাবে না।

'তাছাড়া কাউহ্যান্ড, সেলুনমালিক, নাপিত এরকম বিভিন্ন পেশার লোকদের কথা চিন্তা করো, ওদের অনেকেরই দশ-বারোটা করে গরু চরছে খোলা রেঞ্জে। একজন বেড়া দিলে আরও অনেকেই দেবে। সবাই বেড়া দিয়ে রেঞ্জটা ভাগ করে নিলে ওদের মতো মানুষদের কি হবে?

'কাউবয়দের কথাও চিন্তা করে দেখো, খোলা প্রান্তরে গরু সামলাতে অনেক লোকের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বেড়া দিলে রাউন্ডআপের সময় ছাড়া কোন লোকই প্রায় দরকার হবে না। বেকার হয়ে যাবে কাউহ্যান্ডরা। বেড়া যে ওদের স্বার্থের পরিপন্থী সেটা ওরা সবাই বুঝতে পারছে।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল ডিউক। 'তোমার কথায় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় এসেছে। অনেক চিন্তা ভাবনা করেছ তুমি। তোমার যুক্তি আমি বুঝেছি। এবার এসো আরেক দিক থেকে ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখি। যতক্ষণ পর্যন্ত আরেকজনের গরু এসে ফসল খেয়ে যাচ্ছে, পানির জন্যে প্রতিযোগিতা করছে, ততক্ষণ একজন মানুষ তার জমির উন্নতি কিভাবে করবে, বলো? ফুলার কুইনের কথাই ধরো, নিজের জমিতে যে কয়টা গরু রাখা যায় তার দ্বিগুণ গরু শুধু অন্যের জমিতেই ছেড়ে রেখেছে লোকটা। কেউ উন্নত প্রজাতির গরুর পাল রাখতে পারছে না, কারণ অসংখ্য লংহর্ন ষাঁড় ঘুরে বেড়াচ্ছে খোলা রেঞ্জে। রাসলাররা সহজেই রাসলিং করতে পারছে, ব্র্যান্ডিঙের সময় আসার আগে টেরও পাচ্ছে না র‍্যাঞ্চার।

'কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া যদি কেউ দেয়, নিজের জমি পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে সে। ইচ্ছে করলে দেশের সেরা জাতের গরুর পাল তৈরি করতে পারবে, ফুলার কুইনের মতো মানুষরা বাগড়া দিতে পারবে না। রাসলিং বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ আট-দশটা বেড়া ডিঙিয়ে গরু নিয়ে যেতে চাইলে কোথাও না কোথাও ধরা পড়তেই হবে।

'আমি এটুকুই শুধু বলব, কাঁটাতারের বেড়ার প্রচলন হলে জমির সত্যিকার অধিকার পাবে মালিক। উৎপাদন বাড়বে, ফলে লোকের কর্মসংস্থানও বাড়বে। নতুন শহর গড়ে উঠবে। এটা ঠিক যে কাঁটাতারের বেড়া কিছু লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তবে উপকার করবে তারচেয়ে অনেক বেশি

লোকের।'

বাড স্পেন্সার একটা সিগারেট রোল করে দু'আঙুলের ফাঁকে ধরে ডিউকের দিকে তাকাল। 'আমরা দু'জনেই অনেক বড় বড় কথা বললাম। এবার এসো আসল কথায় আসি। তোমার কাঁটাতার আমি পছন্দ করতে পারছি না তার প্রধান কারণ এই বেড়া ক্যাপ্টেনের ক্ষতি করবে। তুমি ব্যাপারটা বুঝবে না, এই কাউন্টির পেছনে কতখানি অবদান আছে ক্যাপ্টেনের। যতদূর বুঝি কিওয়া কাউন্টির ভালমন্দে তোমার কিছু যায় আসে না, কেউ বেড়া দিল কি দিল না সেটাও তোমার মাথা ব্যথা নয়, সেদিন তোমার ক্যাম্পে যদি দুর্ঘটনা না ঘটত, এতক্ষণে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে তুমি, এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে না। তুমি রয়ে গেছ কারণ সেদিনের ঘটনায় ক্যাপ্টেনকে ঘৃণা করো তুমি। ক্যাপ্টেনের ক্ষতি করা ছাড়া আর কোন কিছুই তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

অস্বস্তির সঙ্গে পায়ের ভর বদল করল ডিউক। 'একটা কাজ আমি যখন হাতে নিই, স্পেন্সার, কাজটা শেষ করাই আমার স্বভাব। অনেকদূর এগিয়ে গেছি আমি, এখন আর পিছু ফেরার উপায় নেই।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম।' মাথা দোলাল শেরিফ। 'তবু তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম আমার মনোভাব।' পা বাড়িয়েও ঘুরে তাকাল সে। বলল, 'যখন কোন মানুষের হৃদয়ে শুধু প্রতিশোধের চিন্তা থাকে, তখন বোধহয় তার ভেতরে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু থাকে না।' কথা শেষ করে ধীর পায়ে হেঁটে অন্যদিকে চলে গেল শেরিফ।

গরুর কাবাব তৈরি, সবাইকে খেতে ডাকবে ডিউক, এমন সময় দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে শেরিফ স্পেন্সারের খোঁজে এলো জি ক্রসের একজন কাউবয়। শেরিফকে খুঁজে বের করে বলল, 'শেরিফ, ফুলার কুইনের র‍্যাঞ্চে একটা মারামারি হয়েছে, তোমাকে নিয়ে যেতে ওরা পাঠাল আমাকে।'

'মারামারি?' তরুণের দিকে তাকিয়ে যাবে কি যাবে না ভাবল শেরিফ। 'কিসের মারামারি? আহত হয়েছে কেউ?'

'বলতে পারব না। আমি ওখানে ছিলাম না। ট্রেইলে দেখা হতেই জি ক্রসের ফোরম্যান স্প্যান বলল।'

চিন্তিত চোখে কাঁটাতারের করালটা দেখল স্পেন্সার। তার দৃষ্টি স্থির হলো ডিউকের ওপর। তারপর তাকাল তরুণের দিকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলো যাওয়া যাক।'

লাল বীন বেড়ে দিল ডিউক। ওর পাশে ক্রেইগ দাঁড়িয়ে, কাঁটাচামচে করে কাবাব তুলে দিচ্ছে লোকের প্লেটে। ওদের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই।

'ব্যাঙ্কার ব্রাউন এলে ওর প্লেটে বেশি কাবাব দিতে ভুলো না,' বলল ডিউক। 'আমাদের বেড়ার জন্যে ভবিষ্যতে প্রচুর টাকা ঋণ পাওয়া যাবে তার কাছ থেকে।'

আধঘণ্টা পরে খাওয়ার পালা চুকল। বাছুরের খুব অল্পই আর অবশিষ্ট আছে তখন।

'এত খেল কি করে!' দুঃখের সঙ্গে বলল ক্রেইগ। একেবারে শেষদিকে খেয়েছে ওরা। তখন ভাল মাংস আর ছিল না বললেই চলে। ক্রেইগের কপালে হাড় পড়েছিল।

খাওয়া শেষ হতেই উসখুস শুরু করল লোকগুলো।

'ওদের খেলা দেখানোর সময় হয়েছে, ক্রেইগ,' বলল ডিউক।

লজের বার্নের পেছনে একটা যব-খেতে চরছে ওদের বাছাই করা গরুগুলো। ঘোড়ায় চড়ে ওগুলোকে খেদিয়ে ক্রীকের দিকে নিয়ে এলো ওরা। দলে ভদ্র দুধেল গাই যেমন আছে, তেমনি কিছু আছে গোঁয়ার লংহর্ন। ওগুলোই আগে চলে দলের নেতৃত্ব দিল। মাথা উঁচু করে শিং বাগিয়ে রেখেছে, প্রয়োজনে লড়াই করতে প্রস্তুত।

ভিড় দেখে বারবার দূরে সরে যেতে চাইল গরুগুলো। তৃতীয়বারের চেষ্টায় ওগুলোকে করালের ভেতরে ঢোকাতে পারল ডিউক আর ক্রেইগ। বাইরে রয়ে গেল ক্রেইগ। ডিউক ভেতরে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল করালের গেট।

করালের আরেক প্রান্তে গিয়ে থামল গরুগুলো। বিচলিত ভাবে শুঁকল কাঁটাতারের বেড়ার গন্ধ। জিনিসটা ওদের কাছে একেবারেই নতুন, কাজেই অস্বস্তি বোধ করছে। বিশেষ করে লংহর্নের রক্ত আছে যেগুলোর গায়ে, সেগুলো দূরে সরে রইল। কয়েকটা গাভী অতি কৌতূহল দেখাতে গিয়ে কাঁটার খোঁচা খেল নাকে। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল ওগুলো। দুটো শান্ত গাভী তার চাটতে গিয়ে কাঁটার ঘায়ে রেগে গেল।

করালে গরুগুলোকে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে সময় দিল ডিউক, তারপর ঘোড়া সামনে বাড়িয়ে ধাওয়া করল ওদের। হাতের দড়ি চাবুকের মতো বাড়ি মারছে নিজের পায়ে।

দৌড় শুরু করল গরুর দল। বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজছে, কিন্তু একবারও কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ঘেঁষল না।

করালের বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছে ফার্মারের দল।

'আশ্চর্য!' বলল একজন ফার্মার, 'দেখে মনে হয় ভয়ঙ্কর জিনিস এই কাঁটাতার, অথচ কয়েক মিনিটেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে গরুগুলো!' বেড়ার কাছ থেকে সে সরতেই কাঁটা বেধে ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল তার কোট।

'গরুগুলো তোমার চেয়ে তাড়াতাড়ি শিখেছে,' মন্তব্য করল তার বউ।

লোকগুলোকে প্রভাবিত করতে পেরেছে বুঝতেই করাল থেকে বেরিয়ে এলো ডিউক, আটকে দিল করালের গেট। ফস্টার লজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। লোকটার চারপাশে জড় হয়েছে দশ-বারোজন ফার্মার।

'কি বুঝলে?' জানতে চাইল ডিউক।

তৃপ্তির সঙ্গে মাথা দোলাল লজ। 'বেড়া দেব আমরা। ইচ্ছে করলে এখানেই ব্যবসার আলাপ সেরে নিতে পার।'

'আমার কোন অসুবিধে নেই।'

ফার্মারদের প্রতিক্রিয়া দেখতে ডিউক এতই মনোযোগ দিয়েছে যে অন্যদিকে ওর নজর নেই। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একটা গুঞ্জন শুনে সচকিত হয়ে উঠল ও। দেখল আঙুল তুলে কি যেন দেখাচ্ছে একজন মহিলা। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল ও।

একদল কাউবয়, দলে অন্তত বিশজন হবে, ক্রীকের উল্টোদিকের পাড় ধরে আসছে। ক্রীকে নেমে পানি ছিটিয়ে এপাড়ে উঠে এলো ওরা। ছড়িয়ে পড়ে সামনে বাড়াল ঘোড়াগুলোকে। চেঁচাচ্ছে সবাই। কয়েকজন অস্ত্র বের করে গুলি ছুঁড়ল।

মহিলারা আতঙ্কিত হয়ে বাচ্চাদের জড় করতে লাগল। বয়সে একটু বড় ছেলে আর মেয়েরা লুকাল বনের ওক গাছের পেছনে। করালের কাছ থেকে হুড়মুড় করে সরে এলো লোকজন।

বিস্মিত ডিউক অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকল। ভাবতেই পারেনি এরকম কিছু ঘটতে পারে, ফলে অস্ত্র বহন করছে না সে। ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে আসছে কাউবয়রা। বিভক্ত হয়ে গেল দলটা, করাল ঘিরে ঘোড়া থামাল। ল্যাসো ছুঁড়ে ঘোড়া পিছিয়ে এনে খুঁটিগুলো উপড়ে ফেলল।

করালের ভেতরের গরুগুলো উন্মাদের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। বেড়ার একাংশ মাটিতে পড়ে যেতেই একসঙ্গে দৌড়াল ওগুলো খোলা জায়গার দিকে। ফাঁকটা তখনও যথেষ্ট চওড়া হয়নি, ফলে কিছু গরু বেরতে পারলেও বাকিগুলো হোঁচট খেল কাঁটাতারের বেড়ায়। কাউবয়দের তাড়া খেয়ে ওই অবস্থাতেই পালাবার চেষ্টা করল। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কাউবয়দের তাণ্ডব। করালটা ধ্বংস করতে ওদের দশ মিনিটও লাগল না। শেষ পর্যন্ত বাকিগুলো নিজেদের ছাড়াতে পারলেও কাঁটাতারের বিভ্রাটে আটকে দুটো গরু মারাত্মক আহত হলো।

অস্ত্র হাতে ওগুলোর সামনে এসে ঘোড়া থামাল আর্চার স্প্যান। শীতল চোখে ডিউককে একবার দেখে নিয়ে দু'বার গুলি করল। অসহ্য যাতনা থেকে মুক্তি পেল গরু দুটো।

সম্বিত ফিরে পেতেই বেশিরভাগ লোক বনের মধ্যে পালিয়েছে। গাছের আড়াল থেকে দেখছে বিধ্বস্ত করাল আর কাউবয়দের। কেউ কেউ গেছে লজের কেবিনের দিকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায় রাগে কাঁপছে ডিউক, বুঝতে পারছে এদের ঠেকানোর কোন ক্ষমতা নেই ওর।

কয়েক মিনিটেই কাউবয়দের কর্মব্যস্ততা থেমে গেছে। করালটা নেই, সেই জায়গায় পড়ে আছে তার আর খুঁটির জঞ্জাল।

আর্চার স্প্যানের দু'পাশে ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষা করছে কাউবয়রা। একজন কাউবয় ঘোড়া থেকে কাঁটাতারের বেড়ার ওপরে পড়ে গিয়েছিল, উলের শার্টটা ছিঁড়ে গেছে তার। এক হাতে ধরে আছে অন্য হাতের কনুই। গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে বাহুতে। কয়েকজন ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখছে। ঘোড়া ফিরিয়ে বনে লুকানো ফার্মারদের মুখোমুখি হলো আর্চার।

চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা আমার কথা শুনে রাখো, ক্যাপ্টেন বলেছেন এখানে কোন কাঁটাতারের বেড়া দেয়া চলবে না।'

এবার ডিউকের মুখোমুখি হলো সে। ক্রেইগ আর ডিউক শুধু দাঁড়িয়ে আছে ফাঁকা জায়গায়।

'তোমাকে শেষ বারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি, ট্রেভার্স; সময় থাকতে চলে যাও কিওয়া কাউন্টি ছেড়ে। এর পরেরবার তোমাকে কাঁটাতারের বেড়া গেলাব আমি।'

মুঠো পাকিয়ে গেল ডিউকের দু'হাত। দাঁতের ফাঁকে বলল ও, 'ঈশ্বরের শপথ, স্প্যান, শোধ নেব আমি। বিশ বছরও যদি অপেক্ষা করতে হয়, তবুও শোধ নেব।'

শান্ত সমাহিত চেহারায় তারের জট আর উপড়ানো খুঁটি দেখল শেরিফ বাড স্পেন্সার। মৃত গরু দুটোর ওপর থেকে ঘুরে এসে দৃষ্টি স্থির হলো ডিউকের ওপরে। 'যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরেছি আমি এখানে। ছেলেটা আমাকে ডাকতে আসায় মনে হয়েছিল সন্দেহজনক কি যেন আছে এসবের পেছনে। ওটা ছিল আমাকে এখান থেকে সরানোর কৌশল।'

শ্রাগ করল ডিউক। এখনও অসম্ভব রেগে আছে। বুঝতে পারল না শেরিফের কথা বিশ্বাস করা যায় কিনা। মুখে যাই বলুক, হয়তো জানত শেরিফ।

'যা ঘটার ঘটে গেছে,' বলল ও। 'তুমি যদি অপরাধীদের গ্রেফতার না করো তাহলে আমাদের কিছু করার নেই।'

ডিউকের কণ্ঠস্বরের সন্দেহ শেরিফের কান এড়াল না। বিরক্ত বোধ করল শেরিফ। 'গ্রেফতার করতে পারি, যদি তুমি অভিযোগনামায় সই করো। তবে একটা কথা বলে রাখি, ওদের জেলে পুরলেও কিছুই করতে পারবে না তুমি। টেক্সাসের আইন অনুযায়ী আরেকজনের বেড়া কেটে দেয়া অতি সামান্য একটা অপরাধ। ওদের যদি আমি জেলেও ভরি, সহজেই জামিনে ছাড়িয়ে নেবেন ক্যাপ্টেন। জাজও খুব কম টাকাই জরিমানা করবেন, কারণ তিনি ক্যাপ্টেনের কাছে ঋণী।'

'অর্থাৎ অভিযোগনামায় সই করে ওদের গ্রেফতার করালেও কোন লাভ হবে না, এই তো?' জানতে চাইল ডিউক তিক্ত স্বরে।

জবাব না দিয়ে মাথা দোলাল শেরিফ।

শেরিফের সঙ্গে শহরের পথে এগোল ডিউক আর ক্রেইগ। কিছুদূর যাওয়ার পর ডিউক বলল, 'স্প্যানের বিরুদ্ধে গুরুতর একটা অভিযোগ আনতে পারি আমি। অন্যের গরু গুলি করে মেরেছে ও।'

'তা ঠিক,' সায় দিল শেরিফ। তারপর বলল, 'কিন্তু যখন গুলি করে তখন গরুর মালিক ছিল ফস্টার লজ। তোমার কি মনে হয় অভিযোগনামায় সই করবে সে?'

কালো হয়ে গেল ডিউকের মুখ। 'না, তা বোধহয় করবে না।' হতাশ

লাগল ওর। বেড়া দেবার ব্যাপারে ফার্মারদের প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিল ও, কিন্তু এখন লোকগুলো পিছিয়ে গেছে। ওদের ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে গুলি ভরা শটগান কেউ তাক করেছে ওদের দিকে।

'ওদের তো দেখেছ, ট্রেভার্স,' ফ্যাকাশে মুখে বলেছে ফস্টার লজ, 'ক্যাপ্টেনের লোকের সঙ্গে ফুলার কুইনের কাউহ্যান্ডও ছিল। ওদের মতো বড় র‍্যাঞ্চের সঙ্গে লড়তে গেলে পারব না আমরা। সেই চেষ্টা করাও আমাদের উচিত হবে না।'

পাথরের কোর্টহাউজের সামনে ঘোড়া থামাল শেরিফ। 'কি সিদ্ধান্ত নিলে জানিয়ো আমাকে। তবে আমার পরামর্শ যদি চাও তো বলব তোমার উচিত এই শহর থেকে চলে যাওয়া।'

'তোমার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ,' রাগ চেপে বলল ডিউক। তাকাল না স্পেন্সারের দিকে। হ্যাডলির সেলুনের দিকে চলল। এই মুহূর্তে একটা ড্রিঙ্ক দরকার হয়ে পড়েছে ওর।

অস্কার ট্রেইসি, মার্কেন্টাইল দোকানের মালিক, ডিউককে দেখে হাত তুলে ডাকল। একটু দ্বিধা করে লোকটার সামনে ঘোড়া থামাল ডিউক।

ট্রেইসি লোকটা যেমন লম্বা তেমনি পাতলা। বয়স সত্তরের কম হবে না। বিচলিত ভঙ্গিতে পোর্চ থেকে নেমে ডিউকের পাশে দাঁড়াল সে। চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে। 'মিস্টার ট্রেভার্স, একটু আসবে আমার সঙ্গে?'

লোকটাকে অনুসরণ করে দোকানের পেছনের উঠনে এলো ডিউক আর ক্রেইগ। দেখল ছাইয়ের স্তূপের মধ্যে পড়ে আছে একগাদা কালো তার। পরস্পর চেপে বসল ডিউকের ঠোঁট। মার্কেন্টাইল স্টোরে এই তারের বান্ডিলগুলো রেখেছিল সে। অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে গেল।

'ওরা দুপুরের খাবারের একটু আগে আসে,' বলল বুড়ো। 'জোর করে তোমার তার নিয়ে কাঠের গাদায় রেখে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে; বলেছে আমি যদি আবার আমার দোকানে কাঁটাতার রাখি, তাহলে পুরো দোকানে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ট্রেইসি। 'আমি দুঃখিত, মিস্টার ট্রেভার্স, তোমার যেকোন সাহায্যে লাগতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বোঝ কিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে আমাকে? নতুন করে সব শুরু করার তুলনায় অনেক বয়স হয়ে গেছে আমার। যতটুকু আছে, সেটুকু রক্ষা করতে হবে আমাকে। তুমি নিশ্চয়ই আমার দিকটা বুঝছ, মিস্টার ট্রেভার্স?'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল ডিউক। 'বুঝেছি, মিস্টার ট্রেইসি। যা তুমি করেছ সেজন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি চাই না আমার জন্যে বিপদে পড়ো তুমি। বুঝতে পারছি এখানে কাঁটাতারের বেড়া দেবার কাজ আর পাব না, শেষ হয়ে গেছে ব্যবসার শেষ সম্ভাবনা।'

কাঁধ ঝুঁকে গেল ডিউকের। ঘোড়ার রাশ ধরে হ্যাডলির সেলুনের দিকে এগোল সে। দ্রুত পা বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেলল ক্রেইগ। 'তুমি কি হাল ছেড়ে দিয়েছ, ট্রেভার্স? চলে যাচ্ছ?'

শ্রাগ করল ডিউক। 'আর কিছু করার আছে বলে তো মনে হয় না।' চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠল ওর। 'তবে যাবার আগে পিটিয়ে আর্চার স্প্যানকে আধমরা করে রেখে যাব।'

হ্যাডলির সেলুনে ঢুকে পেছন দিকে বসল ওরা। একটা বোতল আর দুটো গ্লাস টেবিলে রাখল হ্যাডলি। লোকটার চোখে নীরব সমবেদনা। শহরে পৌঁছে গেছে খবরটা।

'বাজে একটা দিন,' মন্তব্য করল হ্যাডলি।

তিক্ত চেহারায় নড করে গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে সোনালী তরল গলায় ঢালল ডিউক।

'ক্যাপ্টেন এখনও তাহলে ধূসর ঘোড়ায় বসে থাকা এই কাউন্টির সবচেয়ে বড় মানুষ,' বলল হ্যাডলি। আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'এই এলাকাটা অনেক লোকের জন্যে চমৎকার বসতি হতে পারত, কিন্তু ক্যাপ্টেন যতদিন ঈশ্বরের মতো হাতের মুঠোয় ক্ষমতা আটকে বসে থাকবে, ততদিন অবস্থার কোন উন্নতি হবে না। অল্প কিছু সময়ের জন্যে আমার মনে হয়েছিল হয়তো সময় এসেছে, লড়াই করে তলা থেকে উঠে আসতে পারব আমরা, কিন্তু আসলে ভুল ভেবেছিলাম।'

ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে পা বাড়াল নোয়া হুইলার, ডিউককে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো ওদের টেবিলের দিকে। তার লম্বা-চওড়া দেহ সামনের জানালা থেকে আসা আলো অনেকটা আটকে দিল।

'তোমাকে খুঁজছিলাম, মিস্টার ট্রেভার্স।'

উঠে দাঁড়িয়ে বয়স্ক ফার্মারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল ডিউক। 'ভাল লাগল আবার তোমাকে দেখে, মিস্টার হুইলার।' হাতের ইশারায় ও চেয়ার দেখাতেই বসল ফার্মার।

'ড্রিঙ্ক করো আমাদের সঙ্গে?'

একটু দ্বিধা করল হুইলার। 'আমার তেমন একটা অভ্যাস নেই। অবশ্য...'

'আমিও অভ্যস্ত নই,' বলল গম্ভীর ডিউক। 'আজকে খেতে বাধ্য হচ্ছি।' অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল ও। 'তোমার বাড়ির সবার কি খবর?'

'ভাল। খুবই ভাল।'

'তোমার গাভীটা বাছুর প্রসব করেছে?'

হঠাৎ করে কালো হয়ে যেতে দেখল ও হুইলারের চেহারা। পরস্পর চেপে বসল ফার্মারের দু'ঠোঁট। 'করেছে।' রিক্ত চেহারায় হাতের গ্লাসটা দেখল হুইলার। 'আমার সেরা গরু হুয়ানা। আর সাঙ্কো, ওর মতো ষাঁড় গোটা দেশে আর একটাও খুঁজে পাবে না তুমি। মাসের পর মাস আমি ওদের বাচ্চার জন্যে অপেক্ষা করেছি। সেই বাচ্চা জন্ম নিয়েছে।'

গ্লাসটা ঠোঁটে তুলে খালি করে ফেলল ফার্মার। 'সাঙ্কোর বাচ্চা নয় ওটা। বাচ্চাটা ফুলার কুইনের লংহর্ন ষাঁড়ের। লম্বা লম্বা পা, গায়ে রামধনুর সবকয়টা রং, বড় একটা বাছুর। একেবারে সাধারণ একটা বাছুর।'

ডিউকের দিকে তাকাল বয়স্ক ফার্মার। লোকটার চোখে স্পষ্ট হতাশা

দেখতে পেল ডিউক। 'আমি ভাল জাতের গরুর পাল গড়তে চেয়েছি। একটাই মাত্র উপায় আছে ভাল জাতের গরুর পাল গড়ার, হুয়ানার মতো ভাল গরু থেকে ভাল বাছুর হওয়া। যতদিন বুনো লংহর্ন ষাঁড় আমার জমিতে ঢুকতে পারবে, ততদিন আমি অসহায়। সেজন্যেই আমি তোমার কাঁটাতারের বেড়া চাই, মিস্টার ট্রেভার্স।'

আরেকটু হলে গলায় মদ আটকে যাচ্ছিল ডিউকের। কোনমতে ঢোক গিলে জিনিসটা নামাল ও। 'যা বলছ বুঝে বলছ তো তুমি?'

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল হুইলার। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তিনদিন শুধু ভেবেছি। আমি চাই তুমি আমাকে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করে দাও।'

'ওক ক্রীকে কি ঘটেছে আজকে সেটা তুমি শোনোনি?'

'শুনেছি।'

'তারপরও এগোতে চাও?'

'জমিটা আমার,' একগুঁয়ে সুরে বলল হুইলার।

মনের গভীরে বিবেক ডিউককে বলল কাজটা হাতে না নিতে। এতদিনের আশা নষ্ট হওয়ায়, বাজে একটা বাছুর দেখে বুড়ো মানুষটা রেগে আছে, হয়তো পুরোপুরি বুঝতে পারছে না কোন্ ঝামেলায় সে জড়াতে যাচ্ছে। বিবেক বলল লোকটাকে ওর নিরুৎসাহিত করা উচিত।

কিন্তু বিবেকের কথায় বিন্দুমাত্র কান দিল না ডিউক, হঠাৎ করে বুকের মাঝে আশা জেগে উঠেছে ওর, হতাশার মেঘ কেটে যাচ্ছে দ্রুত। নিশ্চিত পরাজয়ের মধ্যেও জয়ের একটা জোর সম্ভাবনা উঁকি দিতে দেখে খুশি হয়ে উঠল ও।

'তাহলে যাই ঘটুক,' অবশেষে বলল ও, 'আমরা তোমাকে অবশ্যই কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করে দেব।'

সাত

শহরের ছোট লিভারি স্টেবলটায় ঢুকে মালিককে খুঁজে বের করল ডিউক ট্রেভার্স। ধৈর্যের সঙ্গে একটা ছটফটে সোরেলকে লম্বা শ্যাফটের একটা হালকা বাগিতে জুড়ছিল লোকটা। শ্যাফট লম্বা, যাতে সোরেলটা লাথি মেরে বাগিটা ভেঙে ফেলতে না পারে। লোকটাকে ঘোড়ার সামনের এক পায়ে দড়ি পরাতে দেখে কৌতূহল বোধ করল ডিউক। হেমের রিঙের ভেতর দিয়ে দড়িটা গলিয়ে দিল লিভারিমালিক। ডিউককে তাকাতে দেখে বলল, 'ব্যাটা যদি দৌড়াতে শুরু করে তো দড়ি টেনে একটা পা আটকে রাখব। তিন পায়ে জোরে ছুটতে পারবে না, কি বলো?'

সাবধানে বাগিতে উঠল লোকটা। দেখে মনে হলো এখনই দড়িদড়া ছিঁড়ে পালাবে ঘোড়াটা। 'হোয়া!' বলল সে। 'শান্ত থাক্।'

'ড্যান্ডিকে দেখেছ?' ঘোড়াটা যেকোন সময়ে দৌড় শুরু করতে পারে বুঝে তাড়াতাড়ি জানতে চাইল ডিউক। 'শুনলাম ড্যান্ডি নাকি এখানে এসেছে?'

শক্ত করে রাশ ধরে চিবুক নেড়ে স্টেবলের পেছনদিকটা দেখাল লোকটা। 'ওখানে আছে, ঘোড়ার নাল লাগাচ্ছে।'

দৌড় লাগাল ঘোড়াটা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছনে ধেয়ে আসা বাগিটার দিকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই ওটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো লিভারিমালিক।

দরজায় লেখা একটা নোটিশ দেখে হাসল ডিউক। *কাউবয়, হয় তোমার ম্যাচের কাঠিতে থুতু মাখাও, নয়তো আস্ত ম্যাচ গিলে ফেলো।* লিভারি স্টেবলে আগুন লাগলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে বেশি সময় নেয় না।

আবছা অন্ধকারে পা বাড়াল ডিউক। বাতাসে ভেজা খড়ের গন্ধ। বার্নের পেছনের শেডে ড্যান্ডিকে পেল ও। চমৎকার বে ঘোড়াটায় নাল পরাচ্ছে ড্যান্ডি। পেছনের পায়ে নাল পরানো হয়ে গেছে, এখন সামনের পায়ে লাগাচ্ছে। ঘোড়াটা একটু কাত হয়ে ওর দেহে ভর চাপাতেই বলল, 'আমার ওপর থেকে ওজন সরা, আলসে ঘোড়া!'

ডিউকের দিকে তাকাল ড্যান্ডি। 'লম্বা একটা যাত্রার জন্যে ওকে প্রস্তুত করছি। খাওয়া জোটাতে হলে এখানে আর বেকার বসে থাকা চলে না। ক্যাপ্টেন খবর ছড়িয়ে দিয়েছে, ফিঞ্চের ওখানে কাজ করত এমন কাউকে এখানে কেউ চাকরি দেবে না।'

'তো কোথায় যাবে ভাবছ?'

শ্রাগ করল ড্যান্ডি। 'ভাবিনি কিছু। কখনোই ভাবিনি জীবনে। এক জায়গায় থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেলে সবসময় অন্য কোথাও গিয়ে কাজ খুঁজে নিয়েছি। এমনিতেও এখান থেকে চলে যেতাম আমি।'

ড্যান্ডির নাল পরানো দেখল ডিউক। তারপর জানতে চাইল, 'আমার হয়ে কাজ করবে তুমি?'

'কি কাজ?'

'বেড়া দেয়ার কাজ।'

হাসল ড্যান্ডি। 'এখনও হাল ছাড়োনি? আমাকে কাজ দেবার আগে কারও একটা কাজ তো তোমাকে পেতে হবে, ওক ক্রীকে যা ঘটে গেল তারপর কে দেবে তোমাকে কাজ?'

'একজন কিন্তু তারপরও দিয়েছে।'

'কে?'

'নোয়া হুইলার। খবরটা এখনও কেউ জানে না। আমিও চাই না আপাতত কেউ জানুক।'

'আমি কাউকে বলব না।'

'কি ভাবছ, আমার সঙ্গে কাজ করবে?'

ঘোড়ার পা-টা নামিয়ে শার্টের হাতায় কপালের ঘাম মুছল ড্যান্ডি। 'আমি কখনও শাবল বা ক্রোবার হাতে নিইনি।'

'অস্ত্র তো নিয়েছ, নাকি?'

হাসল ড্যান্ডি। 'সহজে গুলি ফস্কায় না আমার।'

'তোমার অস্ত্রটাই হয়তো বেশি কাজে আসবে আমার। নিজে আমি কখনোই গোলাগুলিতে ভাল ছিলাম না।'

'আমি ছাড়াও আরও লোক লাগবে তোমার। টিকে থাকতে হলে ভাল আর শক্ত লোক দরকার তোমার, ট্রেভার্স।'

'সেজন্যেই তোমাকে আমার প্রয়োজন, ড্যান্ডি। বিশ্বস্ত ক্রু দরকার আমার। আমার বেশিরভাগ লোকই এখান থেকে চলে গেছে। তুমি হয়তো প্রয়োজনে লড়তে পারে এমন কয়েকজন লোক জোগাড় করতে পারবে, বেশ অনেকদিন হলো এদিকে আছ তুমি।'

আগ্রহ দেখা দিল ড্যান্ডির চোখে। 'হয়তো কয়েকজনকে আমি জোগাড় করতে পারব।'

নিশ্চিন্ত হলো ডিউক। 'তাহলে এই কথাই রইল? ক্রেইগ ছাড়া আরও দু'একজন এখনও রয়ে গেছে আমার সঙ্গে, ওদের কাজে লাগাতে পারব আমি। কাউবয়দের বেতন কত এখানে?'

'লোক কেমন তার ওপর নির্ভর করে। গড়ে ধরো তিরিশ ডলার।'

'চল্লিশ ডলার করে দেব আমি। জি ক্রসের সঙ্গে বড় কোন ঝামেলায় ক্ষয়-ক্ষতি না হলে বোনাসও দেব।'

ড্যান্ডির হাসিতে প্রশংসা। 'একবার কিছু একটা শুরু করলে শেষ না করে থামো না তুমি, তাই না? আমি ভেবেছিলাম ঈশ্বর এমন মানুষ বানানো বন্ধ করে দিয়েছেন।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বে ঘোড়াটার ঘাড়ে আদরের চাপড় মারল সে। 'বুড়ো ঘোড়া, মনে হচ্ছে আমরা এখানে কি ঘটে তা দেখে তবেই অন্য কোথাও যাব।'

কিওয়া কাউন্টি পেরিয়ে নদীর ধারে কাঠুরেদের ক্যাম্পে পৌঁছতে পঞ্চাশ মাইল ঘোড়া দাবড়াতে হলো ডিউক ট্রেভার্সকে। ওয়্যাগনে করে সিডারের খুঁটি নিয়ে আবার ফিরে যাওয়া ঝামেলার হবে সন্দেহ নেই, তবে মেসকিট বা ওক গাছের তুলনায় সিডার-খুঁটি ভাল হবে বলেই এখানে এতদূরে ওর আসা।

সাপারের আগেই ক্যাম্পে হাজির হলো ডিউক। দক্ষিনা বাতাসে ভেসে আসা রাতের ঠাণ্ডা তখন জেঁকে বসতে শুরু করেছে। মস্ত তাঁবুটা চোখে পড়তে খুশি হয়ে উঠল ও। ওটাই ব্লেসিংগেমদের বাড়ি। সিডারের বনে তাঁবু গাড়ে ওরা, তারপর চারপাশের সিডার কাটতে কাটতে এগোয়। কাজ শেষ হলে খুঁজে নেয় সিডারের আরেকটা বন।

ক্যাম্পের এক প্রান্তে প্রায়-শুকনো সিডারের ডালপালা আর শুকনো বাদামী পাতার মাঝে তিরিশ-চল্লিশটা সিডারের খুঁটি দেখতে পেল ও। কিছু আছে যেগুলো মোটায় তিন ইঞ্চির বেশি হবে না, আবার কিছু আছে তিনফুটেরও বেশি মোটা – ওগুলো দিয়ে হাতির জন্যে করাল বানানো যাবে।

প্লেট-তস্তরি-চামচের ঝনঝন শুনতে পেল ও। শব্দটা থেমে গেল,

ঘোড়ায় চড়ে কে এসেছে দেখতে তাঁবুর ফ্ল্যাপ উঠিয়ে বেরিয়ে এলো বিশালদেহী রালফ ব্লেসিংগেম। ডিউককে দেখে তার ভারী গলা থেকে বাজ ডাকার মতো আওয়াজ বেরল। 'নেমে পড়ো, ডিউক, চলে এসো এখানে। খাবার প্রায় তৈরি।'

ডিউক জানে যে রালফ ব্লেসিংগেমের বয়স প্রায় ষাট। যদি না জানত তাহলে চল্লিশের বেশি কিছুতেই ভাবতে পারত না। ও নিজে ছয় ফুট লম্বা, কিন্তু রালফ ওর চেয়েও দেড় মাথা উঁচু। প্রকাণ্ড কাঁধ দেখে বোঝা যায় গায়ে বুনো ষাঁড়ের শক্তি ধরে। হাত দুটো ডিউকের উরুর সমান মোটা। বাতাসে উড়ছে তার লম্বা লালচে দাড়ি। চওড়া হাসি হাসছে রালফ।

'সাপারটা অবশ্য তোমার পছন্দ হবে না,' বলল রালফ, 'তবে সান্ত্বনার কথা হচ্ছে আমাদেরও ওই একই মাল খেতে হবে। গতকাল একটা খচ্চর ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করেছিল। ওটার পেছনে ছিল সিডারের খুঁটি ভরা একটা ওয়্যাগন। ওয়্যাগনটা আমার হাতের ওপর দিয়ে গেছে। হাতটা কুঠার চালাবার উপযোগী হবার আগে পর্যন্ত আমার ওপরে পড়েছে রান্নার ভার।'

'তোমার ছেলেরা কোথায়?'

'বাইরে কাজ করছে।'

কান পাততেই বনের মধ্যে সিডারের গায়ে কুঠারের আওয়াজ পেল ডিউক। বিস্ময় গোপন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'হাতটা শুধু জখম হয়েছে, আর কোন ক্ষতি হয়নি?'

'হয়েছে। ওয়্যাগনটা উল্টে পড়ে ভেঙে গেছে।' ঘোড়াটা দেখাল ব্লেসিংগেম। 'স্যাডল নামিয়ে ভেতরে চলো। নিজেই আমাদের ঘোড়াগুলোর কাছে চলে যাবে ওটা। বাচ্চারা খানিকটা বাড়তি খাবার রেখে আসবে ওখানে।'

স্যাডল খসিয়ে ব্লেসিংগেমের পিছু পিছু তাঁবুতে ঢুকল ডিউক। বড় একটা স্টোভ ভেতরটা গরম করে রেখেছে, কিন্তু বাতাসে পোড়া চর্বি আর রুটির গন্ধ।

'রান্নার আমি কি বুঝি!' কৈফিয়ত দিল রালফ। 'রান্না জানত বটে আমার বউ। ময়দার কৌটোয় হাত দেবার বদলে আমি বরং ভোঁতা কুড়াল দিয়ে পঞ্চাশটা সিডার গাছ কাটতেও রাজি আছি। এতদিন ছেলেদের দিয়েই কাজটা করিয়েছি। রান্না প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সাজে না।'

'দাও, আজকে বরং আমিই রাঁধি,' বলল ডিউক।

সঙ্গে সঙ্গে সরে দাঁড়িয়ে ওকে জায়গা ছেড়ে দিল ব্লেসিংগেম। 'কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাকে...'

পেকো সানচেজের কাছে রান্না শিখেছে ডিউক। পোড়া রুটির ব্যাপারে আর কিছু করার নেই ওর। একটু পরেই খেতে চলে আসবে রালফের ছেলেরা। ভেনিসন স্টেক ময়দা মাখিয়ে ঝটপট ভেজে ফেলল ডিউক।

একটা চৌকির কিনারায় বসে হাসছে রালফ। 'ভুল পেশা বেছে নিয়েছ তুমি, ডিউক। তোমার উচিত ছিল ওয়্যাগন কুক হওয়া।'

কথাটা পেকোর স্মৃতি মনে পড়িয়ে দিল, গম্ভীর হয়ে গেল ডিউকের চেহারা। পরিবর্তনটা খেয়াল করল ব্লেসিংগেম।

'শহরে গিয়ে দু'দিন আগে একটা গুজব শুনে এসেছে আমার ছোট ছেলে। শুনেছে তোমার বুড়ো কৃক নাকি কার হাতে মারা গেছে।'

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে ধীর কণ্ঠে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল ডিউক।

সব শুনে মাথা দোলাল ব্লেসিংগেম। 'শুনে মনে হচ্ছে বুদ্ধিমান লোকের ওই এলাকা থেকে দূরে সরে থাকা উচিত। দেশে এমন জায়গার অভাব নেই যেখানে বেড়া দেয়ার লোকের দরকার।'

'আমি ওখান থেকে সরছি না,' বলল ডিউক।

দাড়ির ফাঁকে ব্লেসিংগেমের দাঁত দেখা গেল। 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। সেই জন্যেই বুদ্ধিমান লোক হলে কি করত তাই বলেছি।'

সাপার তৈরি হতেই তাঁবুর বাইরে গিয়ে প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল ব্লেসিংগেম। মনে হলো একসঙ্গে গলা ছেড়ে ডেকে উঠল কয়েকটা ষাঁড়।

ফিরে এসে বলল, 'ছেলেরা এসে পড়বে এক্ষুণি।'

'ছেলেরা' চারজন বাবার মতোই বিশালদেহী দানব একেকটা। লাল দাড়িতে ঢেকে আছে গোটা মুখ। ফয়, কয়, জয় আর জন। খুবই ভদ্র লোক তারা। বেশিরভাগ সময়েই কারও সাতেপাঁচে থাকে না। কিন্তু দু'তিন মাসে একবার যখন মনটা একটু ভাল করতে শহরে যায়, বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় শহরের লোক। লুকিয়ে ফেলে মেয়েদের।

পনেরো বছর হলো রালফ ব্লেসিংগেমের বউ মারা গেছে, কাজেই মেয়েদের সঙ্গে নাচার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে ছেলেদের চেয়ে কম যায় না সে। কেউ বয়স নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে, 'কেবিনের ছাদে বরফ জমেছে মানেই এই নয় যে ভেতরের চুলোয় আগুন নিভে গেছে।'

মদ্য পান এবং তাণ্ডবের পর মাথা-ধরা যখন দূর হয়, সবসময় একা শহরে ফিরে যায় সে। দুঃখের সঙ্গে ভাঙচুর করা আসবাবপত্রের ক্ষতিপূরণ দিতে দিতে বলে, 'আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে ছেলেগুলো, সব সময় ওদের নজরে রাখা মুশকিল।'

ছেলেরা এখনও কেউ বিয়ে করেনি। চিন্তা করে দেখেছে ডিউক, ওদের দেখলেই পালাবার কথা যেকোন মেয়ের। ছেলেদের কাউকে যদি কোন মেয়ে ভালওবাসে, তবু বিয়ে কিছুতেই করবে না। বিয়ে করার অর্থ হচ্ছে গোটা পরিবারের জন্যে রান্না করা থেকে শুরু করে কাপড়চোপড় গোছগাছ এবং অন্যান্য সমস্ত কাজের দায়িত্ব কাঁধে নেয়া।

পাঁচটা চৌকি আর কুকস্টোভটা রাখার পর তাঁবুতে আর জায়গা নেই বললেই চলে। প্যানে সাপার রেখে সরে দাঁড়াল ডিউক। লাইন ধরে চাহিদা মতো নিল বাপ-বেটারা। খুব কমই অবশিষ্ট থাকল।

খেতে খেতে ছেলেদের বলল রালফ, 'কিওয়া কাউন্টির কিছু লোক বুঝতে পারছে না যে ডিউক ট্রেভার্স চায় ওর বেড়া যাতে না ছেঁড়ে। আমার মনে হচ্ছে ওখানে গিয়ে লোকগুলোকে একটু উপদেশ দেয়া দরকার আমাদের।'

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল ডিউক। 'সেজন্যে আমি এখানে আসিনি। সিডার-খুঁটির বড় একটা চালান দরকার আমার।'

'কোন অসুবিধে নেই,' জানাল রালফ, 'যত গাছ আমরা কেটেছি তার অর্ধেকও বিক্রি করতে পারিনি।'

'ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি,' বলল ডিউক। 'আমার মনে হয়েছে কিছুদিনের জন্যে কাঠ কাটা বাদ দিয়ে তোমাদের উচিত চাহিদা-যোগান সমান করা।'

'রোজগার না করলে খাব কি?' বলল রালফ।

'আমার ওখানে কাঁটাতারের বেড়া দেবার কাজ নিতে পার তোমরা।'

ভ্রূ কুঁচকাল রালফ। 'শুনে মনে হচ্ছে কঠিন পরিশ্রমের কাজ। কাজের ভয়েই পুব-টেক্সাসের ফার্ম ছেড়ে চলে এসেছিলাম আমি।'

হাসল ডিউক। ও ভাল করেই জানে সিডার গাছ কাটার মতো কঠোর পরিশ্রমের কাজ দুনিয়াতে খুব কমই আছে, এবং কথাটা রালফ ওর চেয়ে ভাল করেই জানে।

'আর কেউ যখন প্রথম পোস্টহোল খোঁড়ার কথা চিন্তা করবে ততক্ষণে তুমি আর তোমার ছেলেরা একশো ফুট বেড়া দিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া ওখানে তোমাদের দেখলে ঝামেলা পাকানোর ইচ্ছে থাকলেও দশবার ভাববে যে কেউ।'

'আমিও খেয়াল করেছি কেউ আমাদের রাগাতে চায় না,' বলল রালফ। 'অবশ্য এমন নয় যে আমার ছেলেরা সহজে রাগে। শান্ত ধরনের নিরীহ মানুষ আমরা।'

শক্ত লোক দরকার ডিউকের। 'কথা দিতে পারি পারিশ্রমিক খারাপ পাবে না।'

'সে নিয়ে চিন্তা করছি না। ভাবছি। আগে সচরাচর আর কারও জন্যে কাজ করিনি, সব সময় নিজেই নিজের নিয়োগকর্তা হওয়া পছন্দ আমার। এতে করে ঝগড়ার সম্ভাবনা থাকে না। একবার তরুণ বয়সে এক লোকের চাকরি নিয়েছিলাম, এক সকালে সে বেশি বাড়াবাড়ি করাতে আর মেজাজ সামলে রাখতে পারলাম না। পরে যতবার ভেবেছি, লোকটার জন্যে খারাপ লেগেছে আমার। এতই খারাপ লেগেছিল যে ঘোড়ায় উঠে চলে এসেছিলাম, পাওনা বেতনটা পর্যন্ত নিইনি।'

দূরে তাকিয়ে অতীতে ফিরে গেল রালফ। 'অবশ্য বেতন পেতে হলে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হতো আমাকে। জ্ঞান ফিরলে তবে না বেতন।'

ছেলেদের প্লেটগুলো নিয়ে টাবের মধ্যে রাখল রালফ। 'ডিউক,' বলল খুশি খুশি গলায়, 'পোকার খেলতে কেমন লাগে তোমার?'

শ্রাগ করল ডিউক। 'একসময় ভালই লাগত খেলতে।'

'পোকার খেলার সুযোগ পেলে নাওয়া খাওয়া বাদ দিতেও আমার আপত্তি নেই,' বলল রালফ। 'দুঃখের কথা কি জানো, এই ছোঁড়াগুলো আর খেলতে চায় না।'

খেলার ইচ্ছে ছিল না ডিউকের, তাছাড়া ব্লেসিংগেমের ছেলেদের চোখে সাবধান করার দৃষ্টি ওর নজর এড়ায়নি, তবুও রালফকে হতাশ করতে মন চাইল

না ওর। রাজি হয়ে গেল। 'কম পয়সায় খেলতে যদি রাজি থাকো তাহলে দু'এক দান খেলব, তার বেশি নয় কিন্তু।'

'দান প্রতি দশ সেন্ট। চলবে? কয়, কয়টা ম্যাচের কাঠি নিয়ে এসো তো, হিসেব রাখার কাজে লাগবে।'

দু'ঘণ্টায় মাত্র একবার হারল রালফ। ওর সামনে ম্যাচের কাঠির স্তূপ জমে গেল। অত কাঠি খরচ করলে তিনটে কাউন্টির সব ঘাস পুড়িয়ে দেয়া যাবে। এরকম কপালের জোর আর কারও দেখেনি কখনও ডিউক। দশ সেন্ট করে খেলেও যতটুকু হারতে রাজি ছিল তারচেয়ে বেশি টাকা হেরে গেল ও।

'ঘুমানোর সময় হয়ে গেছে,' অনেকক্ষণ পর বলল রালফ। ম্যাচের কাঠি গুনতে গুনতে বলল, 'অবশ্য হারা টাকা জিতে নিতে চাইলে আরও খেলতে পার তুমি।'

মাথা নাড়ল ডিউক। 'তোমার যা কপাল, তোমাকে হারাতে পারব না।'

বোধহয় টয়লেট সারতে বাইরে গেল রালফ। এই ফাঁকে জন ব্লেসিংটন ফিসফিস করে ডিউককে বলল, 'আমরা তোমাকে সাবধান করার চেষ্টা করিনি বলতে পারবে না। কপাল না কচু! চুরি করে বুড়ো!'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ক্যাম্প ছেড়ে রওয়ানা হয়ে যাবার আগে নাস্তা তৈরি করল ডিউক। রালফ বলল, 'মেয়ে হওয়া উচিত ছিল তোমার। কিন্তু ভাগ্যিস হওনি। হলে এখানে এসে রেঁধে খাওয়াতে না।'

'কি ঠিক করলে, কাজ করবে আমার হয়ে?' জানতে চাইল ডিউক।

মাথা দোলাল রালফ। 'পেট ভরা থাকলে আমার বিচার-বুদ্ধি কমে যায়, ডিউক। আমি রাজি, তবে শর্ত আছে একটা।'

'কি শর্ত?'

'তোমার আউটফিটের কাউকে না কাউকে পোকার খেলা জানতে হবে। তোমাকে দিয়ে চলবে না, বড় বাজে খেল তুমি।'

ব্লেসিংগেমদের ক্যাম্প ত্যাগ করে স্ট্রিংটাউনে উপস্থিত হলো ডিউক। টুইন ওয়েলস থেকে সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন এই শহরটা। রেল লাইন ধরে এগিয়েই শহরে পৌঁছেছে ও। বড়, কিন্তু নতুন শহর, রেল রোড পাশ দিয়ে যাওয়ায় গড়ে উঠেছে, এখনও বাড়িঘরের রং রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে মলিন হয়নি।

প্রথমেই রেল ডিপোতে গিয়ে টেলিগ্রাফারের অফিসে ঢুকল ডিউক। ওকে দেখে কাজ থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল টেলিগ্রাফার।

'এখান থেকে ফোর্ট ওয়র্থে খবর পাঠানো যাবে?' জানতে চাইল ডিউক।

'তোমার হাতের লেখা যদি আমি পড়তে পারি।' হলুদ রঙের একটা কাগজ এগিয়ে দিল টেলিগ্রাফার মেসেজ লেখার জন্যে।

ফোর্ট ওয়র্থের একটা হার্ডওয়্যার কোম্পানিতে নয় নম্বর কাঁটাতারের দাম জানতে চেয়ে লিখল ডিউক। জানতে চাইল কত টাকা লাগবে স্ট্রিংটাউনে পৌঁছে দেয়ার ভাড়া সহ। টেলিগ্রাফারকে মেসেজটা দিয়ে বলল, 'কিছুক্ষণ পর জবাবের জন্যে আসব আমি।'

ডিপো বিল্ডিং থেকে বেরিয়েই একটা ট্রেনের হুইস্‌ল্ শুনতে পেল ও। স্টেশনের হলুদ দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ট্রেনটাকে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেখার জন্যে।

পুবে যাওয়া একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ওটা। শহরে ঢুকে গতি কমিয়ে স্টেশনে ঢুকে থেমে দাঁড়াল। একটা বগি থেকে লাফ দিয়ে নামল কন্ডাক্টর, কালো নুড়ি পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল কোনমতে। বগির দরজায় কাঠের সিঁড়ি লাগাল নিগ্রো একজন পোর্টার।

হঠাৎ ডিউক অনুভব করল এখানে, এই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ওর মোটেও উচিত হয়নি, কারণ টুইন ওয়েলসের শেরিফ বাড স্পেন্সার বগি থেকে নামল পোর্টারের পিছু পিছু। তার সঙ্গে হ্যান্ডকাফে আটকানো আছে গম্ভীর এক যুবকের কব্জি। কালো স্যুট পরা লম্বা একজন লোক ট্রেন থেকে নেমে চারপাশে তাকাল, তারপর পা বাড়াল ওদের দু'জনের দিকে। হ্যান্ডশেক সেরে বন্দিকে দেখিয়ে লোকটাকে কি যেন বলল শেরিফ, পকেট থেকে চাবি বের করে হ্যান্ডকাফ খুলে দিল। লম্বা লোকটা নিজের হ্যান্ডকাফে আটকে নিল যুবকের কব্জি, তারপর উঠে পড়ল ট্রেনে। এক মিনিট পরেই হুইস্‌ল্ বাজিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল ট্রেন।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ট্রেন চলে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকল স্পেন্সার, তারপর কোটের পকেটে হ্যান্ডকাফ ভরে এগিয়ে এলো ডিউকের দিকে। 'কি খবর, ট্রেভার্স? আগেই তোমাকে দেখেছি, কিন্তু ব্যস্ত ছিলাম বলে কথা বলতে পারিনি।'

স্পেন্সারের সঙ্গে হাত মেলাল ডিউক। মনে মনে ভাবল, কপাল খারাপ না হলে এখানে এসে কিওয়া কাউন্টির শেরিফের সঙ্গে দেখা হতো না ওর।

'এখানে আমার কাজ শেষ, এবার খানিক অলস সময় কাটাতে পারি,' আবার বলল শেরিফ। 'দু'এক ঢোক ড্রিঙ্ক চলবে নাকি আমার সঙ্গে?'

ভদ্রতার সঙ্গে এড়িয়ে গেল ডিউক। 'ধন্যবাদ। কাজ আছে, নাহলে সময়টা উপভোগ করতাম।' শেরিফের কাছ থেকে সরে পড়া দরকার, বুঝতে পারছে ডিউক, লোকটা কথায় কথায় ওর পেট থেকে তথ্য বের করার চেষ্টা করবে।

'তাহলে হয়তো অন্য কোনদিন,' বলল স্পেন্সার। তাকাল ডিউকের চোখে। 'তুমি কিওয়া কাউন্টি ছেড়ে চলে এসেছ বলে খুশি হয়েছি আমি। বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।'

সামলে নেয়ার আগেই গোঁয়ার্তুমি ডিউককে মুখ খুলতে বাধ্য করল, 'শিগ্‌গিরই আবার কিওয়া কাউন্টিতে ফিরব আমি।'

শেরিফের হাসি হাসি চেহারা কঠোর হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল শীতল। গম্ভীর স্বরে বলল, 'খবরটা শুনে খুশি হতে পারলাম না, ট্রেভার্স।'

শেরিফকে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে যেতে দেখল ডিউক, ইচ্ছে হলো কষে এক লাথি বসায় নিজের পশ্চাদ্দেশে। কোনকিছুই আর গোপন থাকবে না। একটু খোঁজ নিলেই স্পেন্সার জেনে যাবে এখানে কি করতে এসেছে ও।

খবরটা ক্যাপ্টেনের কাছে পৌঁছে যেতে মোটেও দেরি হবে না।

যা হবার হয়েছে, শ্রাগ করল ডিউক। রাগের মাথায় বেশি কথা বলে ফেলেছে ও. কিন্তু এখন আর সেব্যাপারে কিছু করার নেই। পরিকল্পনা মতো কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এখন। আবার ডিপোতে গিয়ে একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসল ডিউক, ফোর্ট ওয়র্থ থেকে জবাব আসার অপেক্ষা করতে লাগল। খবরটা যখন এলো, আরেকটা মেসেজ লিখল ও, এবার কাঁটাতার আর স্ট্যাপল্‌সের অর্ডার দিয়ে। জানাল এখনই ফোর্ট ওয়র্থে চেক পাঠাবার ব্যবস্থা করবে ও। এখান থেকে পোস্ট করলে মাল সাপ্লাইয়ের আগেই চেকটা পেয়ে যাবে ওরা।

মেসেজটা টেলিগ্রাফারের হাতে দিয়ে ও জানতে চাইল, 'এশহরের সেরা ফ্রেইটার কে, ওকে আমি মাল ডেলিভারি দেবার কাজটা দেব।'

'লিভারি বার্নে গিয়ে স্লিম টরেন্সের খোঁজ কোরো,' বলল টেলিগ্রাফার। 'নতুন একটা ওয়্যাগন আছে ওর। মানুষটাও ভাল। তাছাড়া ও আমার শালা।'

হাসল ডিউক। 'তোমার শালা, সুপারিশ করার জন্যে এই কারণটাই যথেষ্ট।'

লিভারি বার্নটার নাম স্প্র্যাংলার অ্যান্ড টরেন্স। ভেতরে শুকনো খড়, লিনিমেন্ট, তেল, ঘোড়ার ঘাম আর গোবরের জোরাল গন্ধ। যুক্তিসঙ্গত সহাবস্থান, ভাবল ডিউক, লিভারি বার্ন আর ফ্রেইটিং আউটফিট। বার্নের পেছনে স্লিম টরেন্সকে পেল ও। খোঁড়া একটা খচ্চরের পায়ে ভয়ানক বদ-গন্ধ-যুক্ত মলম লাগাচ্ছে লোকটা।

'ফোর্ট ওয়র্থ থেকে কয়েক দিন পরে আমার জন্যে বেশ কয়েক স্পুল কাঁটাতার আসবে,' লাল চেহারার মোটা ফ্রেইটারকে বলল ও, 'তুমি কি ওগুলো কিওয়া কাউন্টিতে পৌঁছে দিতে পারবে?'

মাথা দোলাল টরেন্স। 'সেটাই তো আমার ব্যবসা। কোথায় মাল পৌঁছাতে হবে বলো, পৌঁছে যাবে।'

পথের বর্ণনা দিল ডিউক। তারপর বলল, 'পারলে শহরটা এড়িয়ে যাওয়াই তোমার উচিত হবে। আপাতত কেউ জানুক তা আমি চাই না। ভাল হয় যদি তারের বান্ডিলগুলো তারপুলিন দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাও। সেক্ষেত্রে ট্রেইলে কেউ তোমাকে পাশ কাটালেও বুঝবে না কি আছে ওয়্যাগনে।'

এক হাত তুলল টরেন্স। 'এক মিনিট···দাঁড়াও···বেআইনী কিছু হলে তার মধ্যে আমি নেই।'

'বেআইনী নয়। তাছাড়া কাজটা নিলে এখনই অর্ধেক টাকা অগ্রিম দেব।'

মিনিটখানেক দ্বিধায় ভুগল টরেন্স। শেষ পর্যন্ত টাকারই জয় হলো। 'বেশ, ঠিক আছে, তোমার মাল আমি পৌঁছে দেব।'

চেক লিখে দিয়ে ডিউক বলল, 'মাল ডেলিভারি দেয়ার আগে পর্যন্ত কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। মুখ খুললে ঝামেলা এসে ঘাড়ে চাপতে পারে।'

'মুখ বন্ধ থাকবে আমার।' সাবধানে ভাঁজ করে শার্টের পকেটে চেকটা

চালান দিল টরেন্স।

'আরেকটা কথা,' বলল ডিউক। 'একজন ওয়্যাগন কুক দরকার আমার। তোমার চেনা ভাল কেউ আছে?'

'ঠিক তুমি যেমন চাও তেমন একজন আছে,' বলল টরেন্স। 'বার্নে খড়ের গাদায় ঘুমাচ্ছে ও, জাগিয়ে তুলে কথা বলে দেখতে পারো।'

শহর ছাড়ার আগে ডিপোর হিচ রেইলে শেরিফ স্পেন্সারের ঘোড়াটাকে দাঁড়ানো দেখল ডিউক। বুঝল, টেলিগ্রাফারের পেট থেকে তথ্য বের করছে এখন লোকটা। নিজের ওপরে রাগ হলো ওর। এখানে ও কি করছিল জানার আগে নড়বে না শেরিফ।

আট

সিডার কাঠের খুঁটি ভরা ব্লেসিংগেমদের ওয়্যাগন তিনটেকে পেছনে ফেলে নোয়া হুইলারের ফার্মে ঢুকল ডিউক, দেখল ওদের অনুপস্থিতিতে বসে বসে সময় নষ্ট করেনি হুইলার আর ক্রেইগ। বার্ন, করাল একেবারে ঝকঝক করছে।

ওয়্যাগন ঢুকতে দেখেই হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো ক্রেইগ, হ্যান্ডশেক সেরে বলল, 'আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম আর ফিরবে না তুমি।' ব্লেসিংগেমদের আকার দেখে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ওর। 'এরা কি সবাই এক পরিবারের লোক নাকি? বাপরে, কি দেহ, দানব একেকটা!'

'ওরা বাপ-বেটা।' জানাল ডিউক।

বোদ্ধার মতো মাথা নাড়ল ক্রেইগ। 'যে মহিলা ওদের জন্ম দিয়েছে সে যদি আমি হতাম, তাহলে আমার দুঃখের আর শেষ থাকত না।'

হাসল ডিউক। 'আমার ধারণা একেকবারে একজন করে দুনিয়ায় এসেছে ওরা। বাঙ্কহাউজে যখন যাবে পরিচয় করে নিয়ো। ওরা আমাদের খুঁটি যোগান দেবে, তাছাড়া কাঁটাতারের বেড়া খাড়া করতেও সাহায্য করবে।'

বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে ওয়্যাগনগুলোকে ঢুকতে দেখল নোয়া হুইলার। বৃষ্টি-ভেজা মাটিতে চাকার গভীর দাগ ফেলে এগিয়ে এলো ওয়্যাগন তিনটে।

ডিউক গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই ফার্মার বলল, 'মনে তো হচ্ছে কাজ শুরু করার সমস্ত ব্যবস্থা করে এসেছ তুমি।'

ঘোড়া থেকে নেমে হাত মেলাল ডিউক। 'আপাতত কাজ শুরু করার মতো যথেষ্ট খুঁটি আছে, তাছাড়া লাগলে আরও আনা যাবে। আমরা খুঁটি গাড়া শেষ করার আগেই পৌঁছে যাবে তারের বান্ডিল।'

বার্নের সামনের ধাপে বসার আগে বুঝতেই পারেনি ও কতখানি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে দীর্ঘ এই যাত্রায়, এখন স্বস্তির শ্বাস ফেলে ক্ষণিকের জন্যে চোখ বুজল। করালে ডারহ্যাম গাভী ডাকছে, বাতাসে গাছের পাতার ফিসফিস, কিচকিচ করে গান গাইছে মিডৌলার্ক, নাক ঝাড়ছে ঘোড়া, কুকশ্যাক থেকে

ভেসে আসছে সুস্বাদু রান্নার সুবাস, হাঁক-ডাক করে ওয়্যাগন থেকে সিডারের খুঁটি নামাচ্ছে রালফ ব্লেসিংগেম–সব মিলিয়ে অদ্ভুত প্রশান্তি মাখা একটা পরিবেশ। নিজের র‍্যাঞ্চটার কথা মনে পড়ে গেল ডিউকের। হুইলারের মতোই ওদের র‍্যাঞ্চহাউজটাও লাল রঙের ছিল। বাবার কথা মনে এলো ওর, মনে পড়ল পেকোর কথা। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ওর। প্রতিশোধ নিতে হবে। সময় আসেনি এখনও। প্রতিশোধ নেবে; তারপর? একজন খুনীকে ভালবাসতে পারবে লিন্ডা? নিজের সঙ্গে মিথ্যে বলে লাভ নেই, জানে ও, অজান্তেই মেয়েটার খোঁজে কেবিনের দিকে বারবার চোখ চলে যায় ওর।

'ডিউক তোমার সঙ্গে কথা ছিল।' চোখ মেলে ফার্মারকে দেখল ও। চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হুইলার।

'বলো?'

'ভেবেছিলাম আমার স্ত্রী আর লিন্ডা তোমাদের আসতে দেখে বেরিয়ে এসে কুশল জানতে চাইবে। আসেনি ওরা। আমার সঙ্গেও তেমন একটা কথা বলছে না দু'জনের কেউ। আমি আসলে বলতে চাইছি…ওরা যদি কিছু…খারাপ কিছু বলে, তো তুমি রাগ কোরো না। আসলে ব্যাপারটা তুমি বুঝবে না। বিয়ে করেছ তুমি? করোনি? বিয়ে করলে তখন বুঝবে। ওদের বুঝিয়ে দেয়া উচিত যে কে কাজকর্ম চালাচ্ছে, কিন্তু সময় যখন আসে, খারাপ লাগে কাজটা করতে। অনেক আবদার মেনে নিতে হয়।'

অস্বস্তি বোধ করল ডিউক। ওর মনে হলো গোটা ব্যাপারটা নাকচ করে দিতে যাচ্ছে হুইলার। ক্যাপ্টেন গুটেনহফ আর আর্চার স্প্যানের চেহারা মনের চোখে ভেসে উঠতেই হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল ওর। তাহলে কি প্রতিশোধের শেষ সুযোগটাও হারাল ও?

ওর শঙ্কা লাঘব করল হুইলার, 'দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বেড়ার কাজটা শুরু করলে আমাদের সুবিধে হবে। ওদিক দিয়েই ফুলার কুইনের বেশিরভাগ ষাঁড় আমার জমিতে ঢোকে।'

যেখানে কাজ শুরু করা হবে সেখানেই ডিউকের নির্দেশে খুঁটিগুলো ওয়্যাগন থেকে নামিয়েছে ব্লেসিংগেম। কাজ সেরে ডিউকের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'থাকো কোথায় তুমি, ডিউক?' ও বার্নটা দেখাতেই বুড়ো সিডার-কাটার বলল, 'তোমার আপত্তি না থাকলে খুঁটি আনা শেষে খোলা জায়গায় তাঁবুটা গাড়ব আমরা। ছেলেরা তাঁবুতে থেকে অভ্যস্ত, তাছাড়া এতজনের পক্ষে বার্নটা খুব ছোট।'

ড্যান্ডি চারজন লোক জোগাড় করে এনেছে বেড়ার কাজে সাহায্য করার জন্যে। প্রত্যেকের চেহারাই কঠোর। দেখে বোঝা যায় এক কথার মানুষ।

বার্নের বাইরে, একধারে, তিনটে খুঁটি গেড়ে তার ওপর তারপুলিন দিয়ে লোকগুলোর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রান্নার ব্যবস্থাও ওখানে। খারাপ আবহাওয়াতেও রাঁধতে অসুবিধে হবে না কুকের, একটা চাকবক্স তারপুলিনের তলায় এনে নিলেই চলবে। চারপাশে দেয়াল নেই, কাজেই ধোঁয়া বাতাসে ভেসে বেরিয়ে চলে যাবে, অসুবিধে সৃষ্টি করবে না।

কূকের নাম সায়মন গেটি। লালমুখো, বদরাগী, কুৎসিত চেহারার বেঁটে মোটা এক লোক। প্রায় সর্বক্ষণ আপন মনে গজগজ করছে। দুনিয়ার সবকিছুর ওপর যেন মহা বিরক্ত হয়ে আছে। টরেন্সের কাছ থেকে লোকটার জন্যে একটা ঘোড়া ধার করেছে ডিউক, সেই ঘোড়ায় চেপেই ডিউকের সঙ্গে আসার কথা ছিল তার, কিন্তু ব্লেসিংগেমদের ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছতেই তার পাছায় এত ব্যথা হলো যে বাধ্য হয়ে শেষ ওয়্যাগনটায় চড়ে এসেছে সে।

'মাথা ঠাণ্ডা করতে হলে বরফ-পানিতে গোসল করা দরকার ওর,' শুকনো গলায় বলেছে রালফ। 'মদ খেয়ে যদি হুঁশই না থাকে তাহলে খেয়ে লাভ কি?'

'আমার তো ধারণা হুঁশে থাকার জন্যেই খায় ব্যাটা,' দ্বিমত পোষণ করেছে কয়।

কূকের আচরণে বাপ-বেটাদের অসন্তুষ্ট মনে হয়েছে ডিউকের, তবে এ নিয়ে কেউ আর কোন কথা বলেনি।

ব্লেসিংগেমদের ক্যাম্পে প্রথম রাতে লোকটা মদ্যপ ছিল যে রাঁধার অবস্থায় ছিল না। তারপর থেকে অবশ্য নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। তবে, অভিযোগের কোন অন্ত নেই তার। রান্নার হাতটা ভাল, কাজেই অত্যাচারটুকু সহ্য করে নিচ্ছে সবাই।

'জঘন্য একটা আউটফিট,' প্রতিবার খাওয়া বেড়ে দেবার সময় অন্তত দশবার করে শোনায় সে, 'রাঁধব যে, একটা ভাল পটও নেই! একশো লোকের রান্নাও রেঁধেছি আমি, আর এখন? এই পরিবেশে থাকা যায়? থোঃ!'

রা করে না ডিউক। পেকো ছাড়া আর একজন ওয়্যাগন কূকও দেখেনি ও যে নিজের গায়ের ঝাল মেটাতে দ্বিধা করে। তাছাড়া ব্যাপারটা অনেকটা রান্নার উপাদানের মতো। যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে খারাপ ভাবে অপমান করা না হচ্ছে ততক্ষণ ঠিকই আছে। কঠোর আমোদহীন পরিশ্রমের পর কূককে নিয়ে বাংকহাউজে ফিরে সরস আলোচনা হয় ক্রুদের মধ্যে।

ক্রেইগ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, ডাক দিল ডিউক। জানতে চাইল পেকোর রান্নার হাঁড়ি, বাটি ইত্যাদি আনতে ফিঞ্চের ফেন্সিং ক্যাম্পে ও গিয়েছিল কিনা

'গিয়েছিলাম,' জানাল ক্রেইগ। 'কিচ্ছু নেই। কে যেন আমাদের আগেই ওখানে পৌঁছে গেছিল। ডাচ আভেন, বীনপট, ছুরি, কাঁটাচামচ, চামচ–সব চুরি করে নিয়েছে। এমনকি ওয়্যাগনের যে চাকাগুলো পোড়েনি, অক্ষত ছিল, নিয়ে গেছে সেগুলোও।'

মুখ কালো হয়ে গেল ডিউকের। 'আমি ভেবেছিলাম জিনিসগুলো ফেরত পাব। ব্লেসিংগেমদের কাছ থেকে ধার নিয়ে আপাতত চালাচ্ছি, তবে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। সব কিছুই নিয়ে গেছে ওরা, না?'

'হ্যাঁ। কাজটা ওক ক্রীকের কোন গরীব নেস্টারের হবে। খুঁটি আর নষ্ট কাঁটাতার ছাড়া আর কিছুই ফেলে যায়নি। ওগুলো আর কারও কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।' একটু থেমে ভেবে নিল ক্রেইগ, তারপর বলল, 'অনেক খুঁটি কিন্তু আছে ওখানে। কয়েকটা খচ্চর নিয়ে গেলে উপড়ে নিয়ে আসা যায়। কাজে লাগবে আমাদের।'

মাথা নাড়ল ডিউক। 'ওগুলো গর্ডন ফিঞ্চের খুঁটি, নগদ টাকা দিয়ে কিনেছে ও আমার কাছ থেকে। দরকার পড়লে ওর জিনিস ও নিয়ে যেতে পারে, ওগুলোতে আমরা হাত দেব না।'

চোখের কোণে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে ডিউক, যদি লিন্ডা হুইলারকে দেখা যায়। ওরা ফিরে আসার পর একবারও বাইরে বেরোয়নি মেয়েটা।

শেষ বিকেলে সব জিনিস জায়গামতো রাখা হয়ে গেল। খালি হয়ে গেল ব্লেসিংগেমদের ওয়্যাগন। পরবর্তী ট্রিপ দেবে ওরা কালকে। জ্বলে উঠল কূকের আগুন। ঘণ্টাখানেক পর তৈরি হয়ে যাবে সাপার।

বারান্দায় উঠে হুইলারের কেবিনের দরজায় টোকা দিল ডিউক। পায়ের শব্দ পেল। দরজা খুলল মিসেস হুইলার। মাথা থেকে হ্যাট খুলে তাকে সম্মান জানাল ডিউক। জবাবে আস্তে করে মাথা দোলাল মহিলা, দৃষ্টি দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, তবে ভেতরে আসতে বলবে কিনা ভেবে দ্বিধা হলো ডিউকের।

'গুড ইভনিং, মিসেস হুইলার।'

'গুড ইভনিং, মিস্টার ট্রেভার্স।'

'আমাদের সব কিছু গোছানো শেষ। ভাবলাম খবরটা একবার দিয়ে যাওয়া উচিত।'

'ধন্যবাদ।'

মহিলার পাশ দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল ডিউক, কিন্তু লিন্ডাকে কোথাও দেখতে পেল না। বুঝতে পারছে মহিলাদের ব্যাপারে ঠিকই বলেছিল হুইলার। বেড়া দেয়ার কাজটা ভাল চোখে দেখতে পারছে না ওরা স্বাভাবিক আন্তরিকতা দেখাতেও রাজি নয় মিসেস হুইলার, অথচ গতবার যখন ও আসে, একেবারেই অন্যরকম ছিল মহিলার ব্যবহার।

ডিউক যখন বুঝতে পারল ওকে ভেতরে আসতে আমন্ত্রণ জানানো হবে না, অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'তাহলে যেতে হয়, ঘোড়াগুলোকে খাবার দিতে হবে। খবরটা দিতেই আমি এসেছিলাম।' ওর কণ্ঠস্বরে হতাশা ফুটে উঠল। 'পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, মিসেস হুইলার।'

'আচ্ছা, মিস্টার ট্রেভার্স,' জবাব দিল মিসেস হুইলার। মনে হলো একটু যেন নরম হয়েছে কণ্ঠ। নিশ্চয়ই ওর হতাশা টের পেয়েছে মহিলা। বলল, 'পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, মিস্টার ট্রেভার্স।'

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে পোর্চ থেকে নেমে এলো আশাহত ডিউক। মহিলাদের কাছ থেকে এরকম বিরোধিতার জন্যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল না ও। বিরোধিতার কারণটা কি হতে পারে ভেবে বের করার চেষ্টা করল ও। হাল ছেড়ে দিল কিছুক্ষণ পরে। কি যায় আসে তাতে? আসল কাজ হচ্ছে কাঁটাতারের বেড়া খাড়া করা। ওর খারাপ লাগার কি আছে, মহিলারা তো আর ওর আত্মীয়া নয়!

সকালের ধূসর আলো ফোটার আগেই ঘুম থেকে জেগে তৈরি হয়ে গেল

ব্লেসিংগেমরা। পুবের নিচু টিলাগুলোর মাথায় সূর্য যখন উঁকি দিল, ততক্ষণে ওয়্যাগনে ঘোড়া জুতে ফেলেছে ওরা। পাশে দাঁড়িয়ে ডিউক, দেখছে ঘোড়ার নিঃশ্বাস বাইরের শীতল আবহাওয়ায় এসে ঘন ধোঁয়ার মতো উঠে যাচ্ছে ওপরে।

'সূর্য উঠে শীত না কমানো পর্যন্ত ওয়্যাগনের সীটে বসে থাকা কঠিন হবে,' রালফকে বলল ও।

মাথা নাড়ল দানব রালফ। 'আজকে তো বসন্তের দিনের মতো চমৎকার আবহাওয়া হে! তোমরা দক্ষিণ টেক্সাসের ছেলেরা জানো না শীত কাকে বলে। বাজি ধরতে পারি এখানে আসার আগে জীবনে বরফও দেখোনি।'

ঠাণ্ডা বাতাসে শিউরে উঠল ডিউক। হাসল। 'এখন আমি জানি শীত কাকে বলে।' প্রসঙ্গ পাল্টাল ও। 'সাবধানে যেয়ো, রালফ। ভাল হয় যদি তোমাকে কেউ যেতে না দেখে। কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস না করে, বলতে যেয়ো না খুঁটিগুলো কোথায় যাচ্ছে। ঝামেলা শুরু হওয়ার আগেই খুঁটি আর তার এনে রাখতে চাই আমি। তারপর আসুক ওরা, আমরাও তৈরি থাকব।'

রাশে ঝাঁকি দিয়ে ওয়্যাগন নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল রালফ। একশো গজ মতো গিয়ে পেছন ফিরে এত জোরে ওকে নিশ্চিন্ত করল যে আশেপাশে কোন লংহর্ন ষাঁড় থাকলে জানের ভয়ে পালাত। 'আমাদের জন্যে চিন্তা কোরো না, ডিউক! আমরা ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে যাব আর আসব।'

চাকার ক্যাঁচকোঁচ আর শেকলের ঝনঝন আওয়াজ তুলে চলে গেল ওয়্যাগনগুলো। ঘুরে দাঁড়াল ডিউক, দেখল দু'হাতে দুটো কাঠের বালতি নিয়ে চপল পায়ে ঝর্নার দিকে চলেছে লিন্ডা হুইলার।

ফিরে আসার পর মেয়েটাকে এই প্রথম ভালমতো দেখার সুযোগ পেল ডিউকের তৃষিত দু'চোখ। এর আগে দু'এক মুহূর্তের জন্যে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, কাজ সেরে ভেতরে চলে গেছে দ্রুত। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পা বাড়াল ডিউক।

পাথরের স্প্রিং হাউজে ঢুকে একে একে বালতি দুটো ভর্তি করল লিন্ডা। ও সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ডিউক পেছন থেকে বলল, 'দাও, বালতিগুলো আমি বয়ে নিয়ে যাই।'

বিস্মিত হয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল লিন্ডা। চমকে উঠেছিল, সামলে নিয়ে বলল, 'ও, তুমি! পেছনে এসে দাঁড়ানোর আগে আওয়াজ করা উচিত ছিল তোমার।'

'করিনি, ভয় পাচ্ছিলাম আমাকে দেখলে চলে যাবে তুমি।'

শীতল চোখে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'তাই হয়তো করতাম আমি।'

বাকেট তুলে নিল ডিউক। 'কোথায় নিয়ে রাখব এগুলো?'

'ওয়াশপটে। আজকে কাপড়চোপড় ধোব আমরা।'

লিন্ডার পাশে পা চালাল ডিউক, ভেবে চলেছে; এমন একটা প্রসঙ্গ খুঁজছে, যে-প্রসঙ্গে কথা বললে ওদের হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া এই দূরত্ব কমবে। কিছুই মাথায় এলো না ওর। বাড়ির পেছনে রাখা মস্ত কালো হাঁড়িটার কাছে পৌঁছনোর

আগে লিন্ডাও কোন কথা বলল না।

'সামান্য একটু পানি ঢেলে দাও,' পট দেখিয়ে বলল ও। 'আমি হাঁড়িটা ধুয়ে নেব।'

ডিউক পানি ঢালতেই পুরনো একটা ঝাড় দিয়ে হাঁড়ির ভেতরটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে লাগল লিন্ডা। কাজ সেরে নোংরা পানিটা ফেলে আবার পানি ভরে বলল, 'তুমি যেতে পারো, তোমাকে দরকার নেই আমার। সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ।'

মাথা নাড়ল ডিউক। 'আরও অনেক পানি লাগবে। পানি এনে দেব আমি।'

হাঁড়ি ভরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বারবার গিয়ে বাকেট ভরে পানি নিয়ে এলো ও। এদিকে হাঁড়ির তলায় আর চারপাশে শুকনো মেসকিট ঝোপ এনে জড় করে রেখেছে লিন্ডা। পাঁচ গ্যালনি একটা ক্যান থেকে সামান্য কেরোসিন ঢালল ও কাজ শেষে। জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ফেলল হাঁড়ির তলায়। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল আগুন। কয়েক মিনিট পরে জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

শীতের সকালে আরামপ্রদ লাগল আগুনের উত্তাপ। কিন্তু আগুনটার দিকে চেয়ে কয়েকদিন আগে জ্বলে ওঠা একটা আগুনের কথা মনে পড়ল ডিউকের। অস্থির লাগল ওর। মনটা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে বলল, 'ফিরে আসার পর থেকেই তোমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি। মনে হলো যেন আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। কেন?'

'কারণটা জানো না তুমি? আন্দাজ করতে পারো না?'

'না। তবে তোমার বাবা আমাকে বলেছে কাঁটাতারের বেড়া পছন্দ করতে পারছ না তুমি আর তোমার মা।'

'বেড়া নয়, বেড়ার কারণে যেটা ঘটতে পারে সেটা আমরা পছন্দ করতে পারছি না।'

'যদি লড়াই হয় তাহলে সেটা আমি সামলাব।'

জ্বলে উঠল লিন্ডার চোখ। 'সেজন্যেই তোমাকে পছন্দ করতে পারছি না আমি। তুমি জানো যে লড়াই হবে। আর জানো বলেই তুমি এখানে এসেছ। আমাদের বেড়া আছে কি নেই সেটাতে তোমার কিছুই যায় আসে না। ক্যাপ্টেন গুটেনহফের সঙ্গে ঝগড়ার একটা সুযোগ খুঁজছ তুমি, আর সেজন্য বাবাকে ব্যবহার করছ।'

মুখ খুলেও বন্ধ করতে হলো ডিউককে। আবার কথা বলে উঠেছে লিন্ডা। 'ক্যাপ্টেন গুটেনহফ আর যা-ই হোন ভণ্ড নন। কি চান আর কি চান না সেটা সরাসরি বলেন তিনি।

'প্রথমদিন তোমার জন্যে আমরা সবাই দুঃখ বোধ করেছিলাম। তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম, কারণ অনুভব করেছিলাম তোমার প্রতি বড় একটা অন্যায় করা হয়েছে। একথাও আমি বলছি না যে প্রতিশোধ নিতে চাও বলে তোমাকে আমি দোষ দিতে পারি, তবে বাবার মতো বুড়ো একটা মানুষকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছ বলে তোমাকে ঘেন্না হয়। তোমার উপকার করতে

চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু বিনিময়ে তুমি তাঁর ক্ষতি করছ, টোপ হিসেবে ব্যবহার করছ আমাদের সবাইকে।'

'বিশ্বাস করো, লিন্ডা, ব্যাপারটা এরকম নয়! আসলে...'

'কেন মিথ্যে বলছ?' বাঁকা হাসল লিন্ডা। 'তুমি চলে যাও এখান থেকে। আমাকে একা থাকতে দাও। তোমাকে সহ্য করতে পারছি না আমি।'

ঘুরে দাঁড়াল লিন্ডা। বুঝল ডিউক, এই মেয়ের সঙ্গে কথা বলে এর মনোভাব পাল্টানো যাবে না। অন্তত আজকে নয়। লজ্জায়, রাগে মুখটা ওর লাল হয়ে উঠেছে, অনুভব করছে ডিউক। কষ্ট হচ্ছে বুকের ভেতরে। ধীরে পায়ে বার্নের দিকে হেঁটে চলল ও।

বার্নের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ডিউকের চেহারা দেখে থমকে দাঁড়াল জোনাথন ক্রেইগ। ওর পাশ দিয়ে হাঁড়ির সামনে দাঁড়ানো লিন্ডাকে দেখল। বাসায় বানানো সাবান হাঁড়ির পানিতে ফেলে কাঠের একটা হাতল নিয়ে নাড়ছে মেয়েটা, যাতে পানিতে গুলে যায় সাবান। যতটা নাড়লে চলে তার চেয়ে অনেক বেশি নেড়ে চলেছে।

'বিরাট একটা বক্তৃতা শুনে এসেছ, তাই না, বস্?' মাথা নাড়ল ক্রেইগ। 'তুমি যাবে জানলে আগেই তোমাকে সাবধান করতাম।'

অতিকষ্টে ক্রেইগকে ধমক দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখল ডিউক। তাকাতে পারল না ক্রেইগের চোখে।

'আমাকেও খানিকটা হজম করতে হয়েছে,' আবার বলল ক্রেইগ, 'তবে মনে হয়, তুমি যেহেতু বস্, তাই আসলটা তোমার জন্যেই জমিয়ে রেখেছিল।' গম্ভীর হয়ে উঠল ক্রেইগের চেহারা। বলল, 'তোমার বোধহয় ভালমতো চিন্তা ভাবনা করা উচিত। একবার আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখো গিয়ে, এমনও হতে পারে মেয়েটা যা বলেছে তার নব্বই ভাগই হয়তো ঠিক।'

নয়

রোল-টপ টেবিলের পেছনে ওক কাঠের তৈরি ভারী সুইভেল চেয়ারটায় বসে আছেন ক্যাপ্টেন হ্যারি গুটেনহফ, চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর ফোরম্যান আর্চার স্প্যানের দিকে।

'নোয়া হুইলার কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে? কোথাও তোমার ভুল হচ্ছে না তো, আর্চার?'

'না, ক্যাপ্টেন। শর্টি উইলিস আর জিম দক্ষিণের প্রেয়ারিতে গিয়েছিল, সেখানে পুরনো ফ্রেইটার ট্রেইলে সিডারের খুঁটি-ভরা ওয়্যাগন দেখতে পায় ওরা। সামনের ওয়্যাগনটা চালাচ্ছিল দানব আকৃতির এক বয়স্ক লোক, আরও চারজন ছিল পেছনের দুটো ওয়্যাগনে। শর্টির মুখে শুনলাম সব কয়জনের চুল লাল। থেমেছিল শর্টি, বয়স্ক লোকটার কাছে জানতে চেয়েছিল কোথায় কাঠের

খুঁটি নিয়ে যাচ্ছে। বুড়োটা ওকে বলেছে, "দোজখে যাচ্ছি, বাছা। তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব, নিজের কাজে তুমি রওয়ানা হয়ে না গেলে।"'

ধীরে ধীরে ধূসর মাথাটা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'লাল-চুল। দানবাকৃতি। আমার ধারণা মাতাল ছিল শর্টি। আমি ওদের মানা করেছি...'

'ও মাতাল ছিল না, ক্যাপ্টেন,' প্রতিবাদ করল স্প্যান। 'জিমও একই কথা বলেছে। চলে যাওয়ার ভান করে ওয়্যাগনগুলোকে ট্রেইল করে ওরা। সোজা হুইলারের ফার্মে গেছে লোকগুলো।'

'সেখানে কি দেখেছে ওরা?'

'অনেক লোক কাজ করছে ওখানে। গর্ত খুঁড়ে খুঁটি বসাচ্ছে। কাঁটাতার দেখতে পায়নি ওরা, তবে, ফুলার কুইনের জমির লাগোয়া হুইলারের জমিতে পড়ে আছে অসংখ্য সিডার-খুঁটি।'

বড় করে দম নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন। তিক্ততার ছাপ পড়ল তাঁর প্রাচীন চেহারায়। 'নোয়া হুইলার,' আস্তে আস্তে বললেন তিনি, 'আমি ভাবতেও পারিনি এরকম একটা কাজ করবে ও।'

'কেন, ক্যাপ্টেন?' কড়া গলায় প্রশ্নটা করা হয়ে গেছে বুঝে দ্রুত গলা নামাল স্প্যান। 'সে-ই কিন্তু প্রথম ফার্মার যে ওক ক্রীকে ফার্ম না করে রেঞ্জে জমি কিনে ফার্ম করেছে। লোকটা এমনকি আপনাকে জানায়নি পর্যন্ত। জানানোর প্রয়োজনই বোধ করেনি। অতি বাড়া বেড়ে গেছে, সে ভাবছে খুশি মতো চলে পার পাওয়া যাবে। ক্যাপ্টেন, এখনই সময় ওর ভুল ধারণা ভেঙে দেবার।'

নীরবে আর্চার স্প্যানের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর চোখ দেখে মনের মধ্যে কি চলছে বোঝা গেল না।

স্প্যান বলল, 'লোকটা যখন প্রথম এসে আপনার জমিতে ফার্ম করল তখনই আপনাকে আমি ব্যবস্থা নিতে বলেছিলাম। তখন তাকে ওক ক্রীকে ভাগিয়ে দেয়া সহজ হতো। আরও ভাল হতো যদি লোকটাকে আমরা দেশ ছাড়া করতাম।' কুঁচকে গেল স্প্যানের কালো ঘন ভ্রূ। চোখে ফুটে উঠল আগ্রহ। 'এখনও দেরি হয়ে যায়নি। এমন ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত যাতে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে এই কাউন্টি ছেড়ে চলে যায় লোকটা।'

'কি করতে চাও তুমি, আর্চার?'

'ওর ফার্মহাউজ পুড়িয়ে দেব। কাঁটাতারের বেড়া দিলে ছিঁড়ে ফেলব। ফসলের মাঠে ছেড়ে দেব আমাদের গরু। মোট কথা লোকটাকে বুঝিয়ে দেব সাধারণ একজন ফার্মার ছাড়া আর কিছুই নয় সে। বুঝিয়ে দেব ওক ক্রীকের নেস্টারদের সঙ্গে তার কোন তফাত নেই।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'সাধারণ কোন নেস্টার ও নয়, আর্চার, কোনমতেই নয়। ওর সম্পত্তি পুড়িয়ে ওকে তাড়াতে পারবে না। তাছাড়া ওর মাঠেও আমরা গরু ছাড়ব না। আমাদের যেতে হবে, কথা বলে ওকে বোঝাতে হবে, যাতে ও বেড়া না দেয়।'

'কথা বলে বোঝাবেন?' অবিশ্বাসে ঢোক গিলল স্প্যান।

মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। 'আশা করি ওকে আমি বোঝাতে পারব।'

হতাশ হলো স্প্যান। বলল, 'কাজটা ভুল হবে, স্যার।' ক্যাপ্টেনের কড়া দৃষ্টির সামনে একটু নরম হলো স্প্যান। 'ঠিক আছে, বেশ, আপনি চাইলে নিশ্চয়ই আমরা কথা বলে দেখব। যদি কাজ না হয়, তখন দেখা যাবে কি করা যায়। কথা বলতে কখন যাবেন, স্যার?'

'কাল সকালে।'

'ছেলেদের কয়েকজনকে তৈরি থাকতে বলব আমি।'

'সঙ্গে কাউকে দরকার নেই আমার,' অধৈর্য শোনাল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। 'শুধু তুমি আর আমি গিয়ে কথা বলব। আমার ধারণা আমার অনুরোধ রাখবে হুইলার।'

হাল ছেড়ে কাঁধ ঝাঁকাল স্প্যান। 'আমিও তাই আশা করি, স্যার। আমিও তাই আশা করি।'

ক্যাপ্টেনের অফিসের দরজাটা আস্তে করে লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো সে। কঠোর বুড়োর চোখের আড়ালে এসে রাগ আর চাপতে পারল না, ডানহাতে ঘুসি বসাল বামহাতের তালুতে।

মনে মনে আশা করছে ও হুইলার ক্যাপ্টেনের কথা শুনবে না। সেক্ষেত্রে লোকটাকে দেখে নেবার একটা সুযোগ পাবে ও। বড় বাড় বেড়ে গেছে দু'পয়সা দামের ওই ফার্মারের।

ক্যাপ্টেনের অফিসে গিয়ে বসলেন সারা গুটেনহফ। এটুকু হেঁটে আসার পরিশ্রমেই হাঁপাচ্ছেন অল্প অল্প। গত কয়েকদিন শরীরটা তাঁর আগের চেয়ে ভাল যাচ্ছে। আবার আগের মতো হাঁটাচলা করছেন তিনি। হারানো শক্তি যেন ফিরে পেয়েছেন খানিকটা। অনেকদিন পরে বউয়ের গালে লাল ছোপ দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন।

সারাকে সুস্থ দেখে দীর্ঘদিন পর মনটা ভাল হয়েছে তাঁর। ব্যাপারটা কাউবয়রাও খেয়াল করেছে, সজীব আর উৎফুল্ল মনে হয়েছে ক্যাপ্টেনকে তাদের কাছে। কখনও কখনও ওদের সঙ্গে হেসেও কথা বলেছেন তিনি। অনেকদিন পর যেন ভেতরের মানুষটা বেরিয়ে এসেছে খোলস ছেড়ে।

'হয়েছেটা কি আর্চার স্প্যানের?' জানতে চাইলেন সারা। 'একটু আগে ওকে এখান থেকে বেরতে দেখলাম। চেহারা দেখে মনে হলো কার ওপরে যেন সাঙ্ঘাতিক রেগে আছে।'

'রেগে আছে?' বিস্মিত শোনাল ক্যাপ্টেনকে। 'আমার তো তেমন মনে হলো না। একটু হয়তো হতাশ, তবে রেগে তো নেই!'

'কি জানি, আমার ভুলও হতে পারে। ওর সঙ্গে কারও কিছু হয়েছে?'

সংক্ষেপে সারাকে হুইলারের বেড়া দেবার ব্যাপারটা খুলে বললেন ক্যাপ্টেন। চিন্তিত সারা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করবে বলে ভাবছ তুমি, হ্যারি?'

'নোয়ার সঙ্গে কথা বলব যাতে বেড়া না দেয়।'

'কিন্তু ধরো যদি ও মনোভাব না বদলায়? তখন?'

গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। বোঝা গেল এই সম্ভাবনা তাঁর মাথায়

আসেনি। 'বদলাবে, সারা। এসব নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। তোমার এখন বিশ্রাম দরকার।'

'হয়তো করতাম না,' বললেন সারা, 'শুধু তুমি যদি যেতে কথা বলতে। কিন্তু আর্চার স্প্যান আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কেন যেন মনে হচ্ছে ইদানীং তোমার ওপরে ওর প্রভাব বাড়ছে।'

ভেতরে ভেতরে ঝাঁকি খেলেন ক্যাপ্টেন। গম্ভীর হয়ে গেল চেহারা। ভারী স্বরে বললেন, 'যেটা করা উচিত বলে আমি মনে করি সেটাই আমি করি, সারা। কি করা আমার উচিত বা উচিত নয় তা অন্য কাউকে বলে দিতে হয়নি আজ পর্যন্ত।'

'এতদিন কেউ বলত না,' নিজের মতামত থেকে সরলেন না সারা।

ঘোড়া থামিয়ে ধূসর প্রেয়ারির দিকে আঙুল তাক করল আর্চার স্প্যান। 'ওই যে ওদিকে, ক্যাপ্টেন। মিছে বলেনি শর্টি। মাতাল ছিল না ও।'

হতাশা যেন তীক্ষ্ণ ছুরি, গেঁথে গেছে তাঁর বুকে, অনুভব করলেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। নোয়া হুইলারের সীমানা বরাবর কয়েকশো ফুট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সিডারের একসার খুঁটি। সেই র‍্যাঞ্চহাউজ থেকে এতদূর পর্যন্ত যাত্রাপথে নিজেকে ক্যাপ্টেন বুঝিয়েছেন, ভুল বলেছে ছেলেরা। মনের গভীরে জানতেন অবোধের মতো নিজেকে বুঝ দেয়ার চেষ্টা করছেন। তবু চোখের সামনে বেড়া দেয়ার আয়োজন দেখে নিজেকে প্রতারিত মনে হলো তাঁর।

'মনে হচ্ছে শর্টি উইলিসের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত আমার,' বললেন ধীরে ধীরে, আত্মমগ্ন গলায়। চোখের কোণে দেখলেন তৃপ্তির হাসির রেখা স্প্যানের ঠোঁটে। তাঁকে লক্ষ করতে দেখেই হাসি গোপন করল লোকটা।

গর্বে চোট লাগায় রেগে গেলেন ক্যাপ্টেন। কেউ তাঁর ভুল ধরতে পারুক সেটা তাঁর মোটেই কাম্য নয়। সবচেয়ে বড় কথা, কেউ তাঁর ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে আত্মতৃপ্তি পাবে এটা অত্যন্ত অপমানজনক।

'কথা যা বলার আমি বলব,' রুক্ষ স্বরে বললেন ক্যাপ্টেন।

'জ্বী, স্যার,' সায় না দেয়ার মতো বোকা নয় স্প্যান।

তাঁদের পেছনে নাক ঝাড়ল একটা ঘোড়া। স্যাডলে ঘুরে ক্যাপ্টেন দেখলেন দূর থেকে তাঁদের অনুসরণ করে এসেছে একজন অশ্বারোহী। বিপদের জন্যে তৈরি। হাতে তার রাইফেল। অনেকক্ষণ ধরেই তাঁরা নজরবন্দী, বুঝতে পারলেন ক্যাপ্টেন। হাত মুঠো পাকিয়ে গেল তাঁর, নিজেকে মনে হলো দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া আহত সিংহ।

'আচরণটা বন্ধুত্বপূর্ণ বলা যাবে না,' মন্তব্য করল স্প্যান।

চোখ কুঁচকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, তবে লোকটাকে চিনতে পারলেন না। 'কে লোকটা?'

'ড্যান্ডি নাম ওর। ফিঞ্চের ওখানে চাকরি করত।'

'আমি তো জানিয়ে দিয়েছি ফিঞ্চের লোকদের কেউ কাজ দিক তা আমি

চাই না।'

'ডিউক ট্রেভার্স নিশ্চয়ই দিয়েছে।'

দাঁতের ফাঁকে কি যেন বলে ধূসর ঘোড়াটার পেটে স্পারের খোঁচা দিলেন ক্যাপ্টেন, শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ফেন্সিং ক্রুদের দিকে ছুটল ঘোড়াটা। খুঁটি বয়ে আনা আর গর্ত খুঁড়তে ব্যস্ত ক্রুরা ঘোড়সওয়ারীদের আসতে দেখে এক জায়গায় জড় হলো। ক্যাপ্টেন দেখতে পেলেন, লোকগুলো প্রত্যেকেই সশস্ত্র। ফিঞ্চের ফেন্সিং ক্যাম্পের মতো পরিস্থিতি নেই এখানে।

ক্যাম্পফায়ার থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠতে দেখলেন ক্যাপ্টেন, অনুভব করলেন শীতে যেন জমে গেছে তাঁর হাত-পা। আরও সামনে বেড়ে নোয়া হুইলারের খোঁজে চারপাশে তাকালেন তিনি। চোখে আগের মতো ভাল দেখেন না, কাজেই লোকগুলোর চেহারা চেনা কঠিন হলো তাঁর জন্যে, তবে শেষপর্যন্ত গাদা করা সিডার পোস্টের পাশ দিয়ে বিশালদেহী ফার্মারকে এগিয়ে আসতে দেখলেন তিনি।

'কি খবর, হ্যারি।' হাসল ফার্মার।

তীক্ষ্ণ চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল স্প্যান প্রতিক্রিয়া দেখার আশায়। বিস্মিত হয়েছে সে ফার্মারকে ক্যাপ্টেনের ডাকনাম ধরে ডাকতে দেখে। মিসেস গুটেনহফ ছাড়া আর কাউকে ক্যাপ্টেনের ডাকনাম ব্যবহার করতে শোনেনি সে।

'কি খবর, নোয়া,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। এক মুহূর্ত ঘোড়ায় বসে থাকলেন তিনি, তারপর ঝুঁকে ফার্মারের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরলেন।

'শীত লাগছে নিশ্চয়ই তোমার? ঘোড়া থেকে নামো। চলো, কফি গরম হচ্ছে।' হ্যান্ডশেক সেরে পথ দেখাল হুইলার।

কফির গন্ধ নাকে আসতে স্বাদটা পেতে ইচ্ছে হলো ক্যাপ্টেনের। হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তাঁর এই সকালে এতদূর পথ ঘোড়ায় এসে। খেয়াল করলেন ফেন্সিং ক্রুদের চোখ তাঁর ওপরে আঠার মতো সেঁটে আছে। একটু দ্বিধা হলো তাঁর। গত কয়েকটা বছর কারও সঙ্গে তেমন একটা মেশেননি তিনি। সবার সঙ্গেই একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তাঁর, কারণ কিছু একটা আছে তাঁর মধ্যে, যেটা আর সবার থেকে তাঁকে আলাদা করে দেয়। মিশতে তিনি চাননি। জানেন, আন্তরিকতা তাঁর প্রতি লোকের শ্রদ্ধাবোধ কমিয়ে দিতে পারে। অনেকবার তাঁর মনে হয়েছে, চল্লিশ বছর আগের মতো করে যদি তিনি মানুষের সঙ্গে মিশতে পারতেন, তাহলে তার বিনিময়ে নিজের সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক দিতেও তাঁর বাধত না। কিন্তু নিজের ওপরে জোর খাটিয়ে একা রয়ে গেছেন তিনি। সচেতন ভাবেই তৈরি করেছেন একটা সম্মানসূচক দূরত্ব।

কফির কাপ বাড়িয়ে দিল নোয়া হুইলার। 'এক কাপ, হ্যারি। পুরনো সময়ের কথা মনে করে।'

ঘোড়া থেকে নামলেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ, কফির কাপটা নিলেন হুইলারের হাত থেকে। 'ধন্যবাদ, নোয়া।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল আর্চার স্প্যান।

হুইলার আর ক্যাপ্টেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কফি পান করছে নীরবে। 'অনেকদিন পর আজকে আবার একসঙ্গে কফি খাচ্ছি আমরা, হ্যারি,' খানিকক্ষণ পর বলল হুইলার।

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। 'অনেকদিন পর। অনেক পরিবর্তনের পর। পরিস্থিতি আগে অন্যরকম ছিল, নোয়া। আমরাও সেই আগের মানুষ নেই আর।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হুইলার। 'তা ঠিক, হ্যারি। তবে বয়স বাড়লেও আমরা বদলে গেছি তা আমার বিশ্বাস হয় না।'

'আমার ধারণা আমি কেন এসেছি তুমি জানো, নোয়া,' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ক্যাপ্টেন।

নড করল হুইলার। 'বেড়া। কাঁটাতারের বেড়া।'

'আমি ভেবেছিলাম কাঁটাতারের বেড়ার ব্যাপারে আমার মনোভাব তুমি জানো, নোয়া। সবাইকেই আমি জানিয়েছি।'

'জানি আমি।'

'তাহলে কেন কাজটা করছ তুমি?' একটু চড়ে গেল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর।

কাপের কালো তরলের দিকে তাকাল নোয়া, মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছে উপযুক্ত শব্দগুলো। 'কারণ বেড়া আমাকে দিতেই হবে, হ্যারি। এখানে আসার পর থেকে জমিটার পেছনে অনেক খেটেছি আমি, এখন যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে ভাল কিছু বেড়া না দিয়ে আমার পক্ষে আর করা সম্ভব নয়। এই জমিতে এমন কিছু যদি আমি গড়তে যাই যেটা থাকবে, তাহলে বেড়া দিয়ে জায়গাটাকে সুরক্ষিত করতেই হবে আমাকে।'

'কাঁটাতারের বেড়া এই কাউন্টির সর্বনাশ ডেকে আনবে, নোয়া।'

'তোমার ধারণা ভুল, হ্যারি। কিছু পরিবর্তন হয়তো আসবে, কিন্তু সেটা খারাপ কিছু হবে না এটা নিশ্চিত থাকতে পার। দেখবে কাঁটাতারের বেড়া এদেশটার উন্নতির পেছনে বড় একটা অবদান রাখবে।'

'এদেশটা যেমন আছে তেমনই আমার পছন্দ।'

'হ্যারি, প্রথম এখানে এসে বসতি করা সাদামানুষদের মধ্যে তুমি একজন। অনেক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলে তুমি এখানে, কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে অনেক পরিবর্তনও করতে হয়েছিল তোমাকে, তাই না? এখন আরও অনেকেই আসছে। সবার সুবিধার জন্যে আরও অনেক পরিবর্তন এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

'এই ছোট্ট জমিটাকে ঘিরে আমার একটা স্বপ্ন আছে, হ্যারি। কি করতে চাই আর কিভাবে তা করা যাবে সেটা আমি জানি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ভাল করে ফসল ফলাতে পারছি না, ভাল জাতের গরু পালতে পারছি না; কেন তা জানো? কারণ অন্যের ক্যাটল এসে আমার জমিতে হানা দিচ্ছে, আমার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যেই, হ্যারি, আমাকে বেড়া দিতে হবে।'

'আমি নাহয় প্রতি দু'একদিন পরপর কয়েকজন কাউবয়কে পাঠিয়ে দেব তোমার জমি থেকে অন্যের গরু সরিয়ে দেয়ার জন্যে,' বললেন ক্যাপ্টেন।

মাথা নাড়ল হুইলার। 'কাজ হবে না এভাবে। দু'একদিন পরপর গরু সরালে কোন লাভই হবে না, তাছাড়া, তোমার ফার্মের কাজে সাহায্য করা ছাড়াও আরও অনেক কাজ পড়ে আছে তোমার কাউহ্যান্ডদের। কিছু যদি করতে চাই, নিজেরই করা উচিত আমার।'

দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে একজন আরোহীকে আসতে দেখলেন ক্যাপ্টেন। চোখ কুঁচকে তাকে চেনার চেষ্টা করলেন। লোকটা একশো ফুটের মধ্যে চলে আসার পর তাকে চিনতে পারলেন তিনি। ডিউক ট্রেভার্স!

'আগেই আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, নোয়া,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'এই লোকই তোমার কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে?'

নড করল হুইলার। পাশ ফিরে দাঁড়াল। সামনে এসে ঘোড়া থামিয়েছে ডিউক। শীতল স্বরে ও জানতে চাইল, 'কোন ঝামেলা, মিস্টার হুইলার?'

'না। এমনিই কথা বলছিলাম আমরা।'

গম্ভীর চেহারায় ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ডিউক। 'আপনি যদি হুমকি দিতে এসে থাকেন, ক্যাপ্টেন, বাড়ি ফিরে যেতে পারেন এক্ষুনি। এবার আমরা তৈরি থাকব। বেড়া দেয়া হচ্ছে, বেড়া যাতে থাকে সেজন্যে।'

কড়া চোখে তাকালেন ক্যাপ্টেন, যুবকের চাহনি দেখে বুঝতে পারলেন বিদ্বেষ ঝরে পড়ছে ওই চোখ দুটো থেকে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি। কোনদিনও জনপ্রিয় ব্যক্তি হতে চাননি, নিজের পথে, নিজের মত অনুযায়ী চলেছেন, অন্যে কি ভাবল তার থোড়াই পরোয়া করেছেন, বুঝেছেন তাঁর পেছনে নানা কথা বলে লোকে, তবে; যারা বলে, তাদের সবাই সামনে এসে হাসিমুখে কথা বলতে বাধ্য হয়; বহুবছরের মধ্যে এমন কাউকে তিনি দেখেননি যার চোখ থেকে ডিউক ট্রেভার্সের মতো সরাসরি ঘৃণা ঝরেছে।

তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো তাঁর মাঝে। বললেন, 'ট্রেভার্স, অন্য যেকারও তুলনায় তোমাকে অনেক বেশি সুযোগ দিয়েছি আমি।'

'সুযোগ আমি নিজেই তৈরি করে নিই, ক্যাপ্টেন। এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারও করতে জানি।'

রাশে ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়াটাকে একটু সামনে বাড়াল আর্চার স্প্যান। 'আপনি অনুমতি দিন, ক্যাপ্টেন, ওকে গেঁথে ফেলব আমি।'

এক পা আগে বেড়ে ডিউকের ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়াল হুইলার। 'এটা আমার জমি, হ্যারি। ট্রেভার্স এখানে আছে, কারণ আমি ওকে ডেকে এনেছি।'

লাল হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের চেহারা। 'এর ধারণা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ আছে এর, নোয়া। ওর ঝগড়ায় নিজেকে জড়িয়ো না তুমি।'

'কারও সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই, কারও ঝগড়ায় অংশও নিচ্ছি না আমি,' জবাবে বলল হুইলার। 'আমি শুধু আমার জমিতে বেড়া দিচ্ছি যাতে জায়গাটা আমার পছন্দ মতো গড়তে পারি আমি।'

কফির কাপ নেড়ে ভেতরের তরলটুকু বৃত্তাকারে ঘোরাতে লাগলেন ক্যাপ্টেন অস্থির ভঙ্গিতে। 'শুধু তুমি যদি বেড়া দিতে, আমি আপত্তি করতাম না,

নোয়া। কিন্তু তোমার দেখাদেখি আর সবাইও বেড়া দেবার চেষ্টা করবে। সেটা আমি হতে দিতে পারি না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, নোয়া, পুরনো দিনের কথা ভেবে অন্তত আমার কথাটা রাখো।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল হুইলার। 'একই কথা আমি বলতাম, হ্যারি। পুরনো দিনের কথা ভেবে অন্তত বুঝতে চেষ্টা করো কেন আমাকে বাধ্য হয়ে বেড়া দিতে হচ্ছে।'

'তাহলে তুমি মত বদলাবে না?' দুঃখিত চোখে বন্ধুকে দেখলেন ক্যাপ্টেন।

'সম্ভব নয়, হ্যারি।'

বাকি কফিটুকু ফেলে দিয়ে কাপটা ঘাসের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে স্যাডলে উঠলেন ক্যাপ্টেন নোয়া হুইলারের দিকে একবারও না তাকিয়ে। ধূসর ঘোড়াটা রওয়ানা হয়ে গেল জি ক্রস র‍্যাঞ্চের পথে।

তাঁর পাশে নীরবে চলল আর্চার স্প্যান। লক্ষ করে দেখল সে, চেহারায় ক্যাপ্টেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছাপ। যখন তার মনে হলো ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, জিজ্ঞেস করল সে, 'নোয়া হুইলারের সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কি করে, ক্যাপ্টেন?'

গুটেনহফ যখন জবাব দিলেন না স্প্যান বলল, 'অতীতে যাই ঘটে থাকুক, সেটা হুইলার আর মনে রাখেনি। সোজা কথায় বলতে গেলে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সে। কখন ওকে আক্রমণ করব আমরা?'

ভ্রূ কুঁচকালেন ক্যাপ্টেন। এখনও কি যেন ভাবছেন তিনি। সম্ভবত অতীতের কথা। 'আক্রমণ করব? আক্রমণ করব মানে? কি বলতে চাও তুমি?'

'ফার্ম পুড়িয়ে দেব।'

ঘোড়া থামিয়ে ফেললেন ক্যাপ্টেন। পাশে থামল স্প্যান। এতখানি রেগে যেতে ক্যাপ্টেনকে কখনও দেখেনি সে। 'যাই আমরা করি না কেন,' বললেন ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে, 'হুইলারের ক্ষতি করব না আমরা। এসবের পেছনে আসল হোতা হচ্ছে ডিউক ট্রেভার্স। শাস্তি যদি কাউকে দিতে হয় তো ওকে করতে হবে। ওর বেড়া কাটব আমরা, পোস্ট পুড়িয়ে দেব, তাড়িয়ে দেব ওর লোক—ওকে ঠেকানোর জন্যে যা করা প্রয়োজন করতে পার তুমি, কিন্তু নোয়া হুইলারের পেছনে লাগা চলবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবে ঘোড়া ছোটাল স্প্যান, চিন্তাভাবনা করল, তারপর জানতে চাইল, 'হুইলারের ছেলের ব্যাপারে কি করব?'

'হুইলারের ছেলে?'

'ভার্ন হুইলার। যে ছেলেটা লেফটি জোন্সের সঙ্গে উত্তরের লাইন ক্যাম্পে আছে।'

'ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা। ওকে বিদায় করে দেয়াই বোধহয় ভাল হবে, আর্চার। পৌরুষ থাকলে সে এমনিতেও বাবার পক্ষ নেবে। আর যদি পৌরুষ না-ই থাকে তাহলেই বা তাকে আমাদের কি প্রয়োজন!'

হাসল স্প্যান। ওর কালো চোখে ফুটে উঠল তৃপ্তির ছাপ। হাত দুটো মুঠো

পাকিয়ে গেল। 'যত দ্রুত সম্ভব ওখানে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দেব আমি।'

সকালের কাজ সেরে নাস্তা তৈরি করতে ভার্ন হুইলার আর লেফটি জোন্স যখন কেবিনে ফিরল, তার একঘণ্টা আগেই ওখানে উপস্থিত হলো আর্চার স্প্যান। ছোট্ট ব্যাচেলর স্টোভটা জ্বেলে শরীর গরম করল ও। খাওয়া তৈরির ঝামেলায় গেল না, জানে কাউবয়রা ফিরলে তখন ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

স্প্যানের সঙ্গে হাত মেলাল ভার্ন হুইলার। সব সময় ফোরম্যানের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করে এসেছে সে। সত্যি কথা বলতে নিজের চেয়ে বয়সে বড় যে কাউকেই যথাযোগ্য শ্রদ্ধা দিয়ে অভ্যস্ত সে।

লেফটি জোন্স ভার্নের চেয়ে পনেরো বছরের বড়। স্প্যানকে দেখে হাওডি বলল সে, কিন্তু হ্যান্ডশেক করল না। আচরণে বোঝা যায় স্প্যানকে বিশেষ একটা গুরুত্ব দেয়ার পক্ষপাতি নয় লোকটা। তবে সরাসরি অপমানও করে না কখনও। লেফটি জোন্সের চোখ স্টোভ আর খালি কফি পটের ওপর থেকে ঘুরে এলো। রেঞ্জের অলিখিত নিয়ম হচ্ছে হাতে কাজ না থাকলে কেবিনে আগে যে পৌঁছবে সে পরের রাইডারদের জন্যে কফি তৈরি রাখবে।

কিছু না বলে নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত হলো জোন্স। বুঝতে পারছে কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে ফোরম্যান, কাজেই কথা যা বলার সময় হলে সে-ই বলবে। ভার্নের বয়স কম, ফলে কৌতূহল বেশি। র‍্যাঞ্চের আর সবার খোঁজখবর নিতে স্প্যানকে প্রচুর প্রশ্ন করল সে। প্রয়োজন যখন বোধ করল, সংক্ষেপে, দু'এক কথায় জবাব দিল স্প্যান। নাস্তা শেষ হওয়ার আগে আসল প্রসঙ্গে একটা কথাও বলল না।

'এখানে তোমার আর চাকরি নেই, হুইলার,' টেবিল ছেড়ে ওঠার পর বলল সে। 'তোমার বাবা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এটা বলতেই এখানে এসেছি আমি।'

নোংরা প্লেটগুলো বয়ে নিয়ে ক্যাবিনেটের দিকে যাচ্ছিল ভার্ন, আরেকটু হলে ওগুলো ওর হাত থেকে পড়ে যেত। কোনমতে সামলে নিয়ে বিস্মিত গলায় জানতে চাইল, 'কি বলছ এসব, স্প্যান?'

'ক্যাপ্টেন হাত-পা ধরতে বাকি রেখেছিলেন, তারপরও তোমার বাবা কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে।'

ক্যাপ্টেন কাউকে অনুরোধ করছেন ভাবতেই হাসি হাসি হয়ে গেল জোন্সের চেহারা।

ক্যাবিনেটে প্লেটগুলো নামিয়ে রেখে স্প্যানের দিকে তাকাল ভার্ন। 'অধিকার না থাকলে কোন কাজ করবে তেমন মানুষ আমার বাবা নয়।'

'এই কাউন্টিতে কার কি অধিকার সেটা ক্যাপ্টেন বলে দেন। তিনি বলেছেন কোন কাঁটাতারের বেড়া দেয়া চলবে না, কিন্তু তাঁর কথা শুনছে না তোমার বাবা।'

'সেজন্যে আমাকে বরখাস্ত করছ তুমি?'

'তুমি হুইলারের ছেলে। হুইলার যখন বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারল না, তোমাকে আমরা বিশ্বাস করব কেন।'

মুখ কালো হয়ে গেল ভার্নের। স্প্যানের দিকে এক পা সামনে বাড়ল ও। 'আমার বাবা সম্বন্ধে সাবধানে কথা বলবে!'

'কেন? তোমার বাবা সাধারণ একটা ফার্মার ছাড়া আর কিছুই নয়। বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে এবার। আমরা যখন একহাত নেয়া শেষ করব, ও বুঝবে মাথা নিচু করে রাখলেই টিকে থাকতে পারত।'

আগুন জ্বলে উঠল ভার্নের দু'চোখে, কিন্তু নিজের ওপরে জোর খাটিয়ে শান্ত থাকার চেষ্টা করল ও।

পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল স্প্যান। 'এই যে নাও তোমার বেতন। শেষ পে-ডের পর তিন সপ্তাহ কাজ করেছ তুমি। গুনে দেখো, পুরো একুশ ডলারই আছে। গোনা শেষ হলে দূর হয়ে যাও এখান থেকে।'

চোখ বড় বড় করে টাকা কয়টার দিকে তাকাল ভার্ন। 'একুশ ডলার?' স্প্যানের হাত থেকে তোড়াটা নিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল ও। 'এক বছরের বেতন জমিয়েছি আমি। সেই টাকা তোমার কাছে জমা আছে!'

'তুমি কি পাগল নাকি! এর বেশি এক ডলারও তুমি পাও না জি ক্রসের কাছে।'

মুখ থেকে ভার্নের রক্ত সরে গেল। 'তুমি একটা মিথ্যুক, স্প্যান! টাকাগুলো তোমার কাছে আছে। আমি রেখেছি। আমি রেখেছি যাতে বিয়ের সময় একটা জমি কিনতে পারি। আমার টাকা আমি ফেরত চাই, স্প্যান।'

উরুতে বাঁধা সিক্সগানের পাশে নেমে এলো স্প্যানের হাত। 'যা প্রাপ্য তার সবটাই আমি তোমাকে দিয়েছি, কিড়। ভাল চাও তো জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দূর হয়ে যাও এখান থেকে।'

রাগে বিকৃত শোনাল ভার্নের গলা। 'যাব, তবে আমার টাকা না নিয়ে নয়। টাকা তোমাকে ফেরত দিতে হবে, স্প্যান!'

ফোরম্যানের দিকে ঝড়ের গতিতে এগোল ও। তবে ওর চেয়ে অনেক দ্রুত স্প্যান। মুহূর্তের মধ্যে তার হাতে উঠে এলো সিক্সগান। পেছন থেকে ফোরম্যানের হাতটা ধরে মোচড় মারল লেফটি জোন্স। বদ্ধ কেবিনে গুড়ুম করে উঠল সিক্সগানের গুলি। পাইনের শেলফে রাখা একটা চিনির বস্তা ফুটো হয়ে পড়তে লাগল চিনি। হাতটা পেছনে নিয়ে বাড়ি মারল স্প্যান। জোন্সের মুখে লাগল সিক্সগানের নল। পড়ে গেল লোকটা।

স্প্যানের হাত ধরে মোচড় মেরে অস্ত্রটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল ভার্ন। যুবককে গায়ের ওপর থেকে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করতে করতে গাল দিয়ে উঠল স্প্যান। হাত ঝাড়া দিয়ে মুক্ত করে ফেলল অস্ত্র। দেরি না করে নল দিয়ে বাড়ি মারল ভার্নের মাথায়। তাল হারিয়ে পিছিয়ে গেল ভার্ন।

সুযোগটা চিনতে ভুল করল না স্প্যান, সামনে বেড়ে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল সে ভার্নের পেটে। ভার্ন কুঁজো হয়ে যেতেই অস্ত্রটা তুলে আবার নামিয়ে আনল সে গায়ের জোরে। ময়দার বস্তার মতো ধপাস করে মেঝেতে পড়ল যুবক। সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠল মাথার আঘাত পাওয়া জায়গাটা।

উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে লাগল ভার্ন হুইলার। ততক্ষণ ফোঁসফোঁস করে দম নিয়ে তৈরি হলো স্প্যান। যেই ভার্ন উঠে দাঁড়াতে পারল, আবার ওর মাথায় অস্ত্র নামিয়ে আনল ফোরম্যান। এবার দীর্ঘসময় আর উঠে দাঁড়াবার অবস্থা রইল না ভার্নের।

লেফটি জোন্স বসে আছে মেঝেতে, হাত বোলাচ্ছে কাটা ঠোঁটে। এখনও পুরোপুরি সম্বিত ফিরে পায়নি।

মাত্র দিশে ফিরে পেয়েছে জোন্স, বার কয়েক চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার হওয়ায় স্প্যানের ওপর স্থির হলো ওর নজর। শুকনো গলায় বলল, 'ছেলেটা মিথ্যে কথা বলছে না, তোমার কাছে টাকা পায় ও। চুরি করেছ তুমি ওর টাকা।'

'কিছুই পায় না ও আমার কাছে, লেফটি।'

'তিনশো ডলার। ও তাই বলেছে। ক্যাপ্টেন টাকাটা চুরি করত না, কাজেই একটা সম্ভাবনাই তাহলে বাকি থাকল। তুমি...'

কলার ধরে জোন্সকে টেনে তুলল স্প্যান। কোনমতে তাল হারিয়ে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করল লোকটা, গলার দিকে হাত বাড়াল স্প্যানের কাছ থেকে কলার ছাড়ানোর জন্যে, তারপর থেমে গেল স্প্যানের চেহারায় প্রচণ্ড আক্রোশের ছাপ দেখে। স্প্যানের চোখে খুনীর দৃষ্টি। সুযোগ খুঁজছে লোকটা, কোন সন্দেহ নেই এতে।

ঢোক গিলে চোখ নামিয়ে নিল জোন্স। ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেল ওর শিড়দাঁড়া বেয়ে।

'ঠিক আছে, স্প্যান, ভুল বলেছিলাম আমি।'

'রওয়ানা হয়ে যাও, লেফটি,' হিসহিস করে বলল স্প্যান। 'ভুলেও শহরের দিকে যেয়ো না, পারতপক্ষে ঘোড়া থামিয়ো না এক সপ্তাহের মধ্যে।' গলা নিচু হলো ওর। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আবার যদি তোমাকে দেখি, লেফটি, খুন হয়ে যাবে তুমি আমার হাতে।'

কথা শেষে জোন্সকে ঠেলা মেরে টেবিলের ওপরে ফেলে দিল স্প্যান। টেবিল থেকে মাটিতে পড়ল জোন্স। উঠে দাঁড়াল নীরবে। নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে একটা ব্ল্যাঙ্কেটে মুড়ল, একবার তাকাল ভার্ন আর স্প্যানের দিকে, তারপর বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ দূরে সরে যেতে শুনল স্প্যান। তারপর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যা পেল তালগোল পাকিয়ে ভার্নের বিছানায় ছুঁড়ে দিল। নড়তে শুরু করেছে ভার্ন। জ্ঞান ফিরছে।

দু'মিনিট পর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসতে পারল ভার্ন। কাপড়-চোপড় ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সিক্সগানটা আবার বের করল স্প্যান। ঠোঁট বেঁকে গেল হাসিতে।

'আমি তোমাকে খুন করে বলতে পারি কাজটা করতে তুমি আমাকে বাধ্য করেছ, হুইলার। কিন্তু তা আমি করছি না। যেতে পার তুমি, তবে মুখটা বন্ধ রাখবে। টাকার কথা কাউকে যদি বলো তো খুন হয়ে যাবে। মনে করো

তোমার অভিজ্ঞতা বাড়ল।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল ভার্ন, মুখের পাশে হাত বুলিয়ে অনুভব করল রক্তে ভিজে গেছে জায়গাটা। চোখের সামনে হাতটা এনে রক্ত দেখল। শূন্যদৃষ্টিতে তাকাল স্প্যানের দিকে। তারপর ভাষা ফিরে পেল চোখ দুটো। একই সঙ্গে ব্যথা আর তীব্র রাগ ঝরল চোখ থেকে।

'যাচ্ছি আমি,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'তবে মনে রেখো, আবার আমাদের দেখা হবে। তখন তৈরি থাকব আমি। যেভাবেই হোক আমার প্রাপ্য টাকা আমি উদ্ধার করেই ছাড়ব।'

ভার্নকে চলে যেতে দেখল স্প্যান। তারপর পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করল ডলারের মোটা একটা বান্ডিল। নিজেকে গাল দিতে ইচ্ছে হলো তার। হুইলারকে দেয়ার ইচ্ছেতেই টাকাগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সে, তারপর কি যে হলো! মুহূর্তের লোভে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল সে। একবার অস্বীকার করার পর টাকা ফেরত দেয়ার আর কোন উপায় ছিল না। এখন ও বুঝতে পারছে কাজটা ভুল হয়ে গেছে। ডলারগুলো যেন উত্তপ্ত, এমন ভাবে হাত সরিয়ে নিল স্প্যান। একদিন জি ক্রস র‍্যাঞ্চের যে মালিক হবে তার জন্যে কয়টাই বা টাকা?

জীবনের বেশির ভাগ সময় নিজের দায়িত্ব স্প্যানের নিজেকেই নিতে হয়েছে। ছেলেবেলাটা কেটেছে খিদে আর অভাবে। বেশিদিন হয়নি যখন এক ডলারও ওর কাছে ছিল অনেক টাকা। সেই স্মৃতি এখনও ভোলেনি সে। ভয় লাগে অতীতের কষ্টের কথা মনে এলেই।

ওই অভাবের স্মৃতিই ওকে টাকাগুলো রেখে দিতে প্ররোচিত করেছে, অনুভব করল স্প্যান। অনেক বড় হতে চায় ও। আর সেজন্যেই চায় নিজের ভেতর থেকে ক্ষুদ্রতা দূর হয়ে যাক। আজকের এই নীচতা পছন্দ করতে পারছে না সে, অথচ ওর শক্তি নেই যে নিজেকে সামলে রাখে।

দশ

বাড়ি ফিরছে ভার্ন হুইলার। তিক্ততায়, রাগে ছেয়ে আছে ওর মনটা। রাত নামার পর একটা খাদে ড্রাই-ক্যাম্প করল সে। খাবার বা কফি নেই যে মুখে কিছু দেবে। ব্ল্যাঙ্কেট মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ। ছোট্ট করে একটা আগুন জ্বেলেছে শীতের হাত থেকে বাঁচার আশায়। বুঝতে পারছে এখানে কষ্ট করে রাত পার না করে স্যাডলে থাকলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। আকাশে হালকা মেঘ। ঢাকা পড়েছে তারাগুলো। চারপাশে নিকষ কালো অন্ধকার। বুনো এই এলাকায় ট্রেইল হারিয়ে অনেক পথ খামোকা ঘুরতে হতো ওকে।

সকালে সূর্য ওঠার আগেই আবার রওয়ানা হলো ভার্ন। মনে হলো ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত জমে যাবে। সিক্সগানের বাড়ি খাওয়া জায়গাটা দপদপ করছে। খিদেয় মনে হচ্ছে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর তিক্ততা

বাড়ছে, রেগে উঠছে ও। অন্ধ রাগ বুকে নিয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছে ভার্ন।

ফেন্সিং ক্রুদের ফার্মের জমিতে কাজ করতে দেখে ঘোড়ার গতি একটু কমাল ও। থামল একবার, ক্রোধের দৃষ্টিতে বেড়ার খুঁটিগুলোকে দেখল, তারপর এগিয়ে চলল আবার। এই বেড়াই ওর দুর্দশার কারণ।

অজান্তেই বামদিক থেকে ওর পেছনে এসে গেল এক রাইডার। কোলের ওপরে আড়াআড়ি ফেলে রেখেছে রাইফেল। 'কে তুমি?' কড়া গলায় জানতে চাইল লোকটা।

শীতল চোখে লোকটাকে দেখল ভার্ন। 'আমি কে তাতে তোমার কি?' আগে বাড়তেই লোকটা ওর ঘোড়ার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে ফেলল নিজের ঘোড়া। তাক করেনি বটে, তবে হাতে উঠে এসেছে রাইফেলটা। সময় নষ্ট না করেই গুলি করতে পারবে।

ভার্নের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল লোকটা। 'আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে চাই না, বাছা। বলে ফেলো কে তুমি। দরকার হলে আমি নিজে তোমার সঙ্গে অর্ধেকটা রাস্তা যাব। জানতে চাইলে আমার নামও বলতে পারি। আমি ড্যান্ডি। হলো? তোমার নাম কি?' গলার স্বরে রুক্ষতার লেশমাত্র নেই, তবে বোঝা যায় প্রয়োজনে গলার মালিক কঠোর হতে জানে। রাইফেলটা লোক দেখানোর জন্য বিনা কাজে বয়ে বেড়াচ্ছে না এই লোক।

'নামটা ভার্ন হুইলার,' গজগজ করে জবাব দিল তরুণ।

আবার উরুর ওপরে রাখা হলো রাইফেলটা। ড্যান্ডি বলল, 'আমার বোঝা উচিত ছিল। আগে বললেই পারতে, তাহলে এত কথা বলার দরকার হতো না।'

'জাহান্নামে যাও!' খেঁকিয়ে উঠে ঘোড়া দাবড়াল ভার্ন।

লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে ওর মেজাজ আরও খিঁচড়ে গেছে। ফার্মহাউজ পর্যন্ত যখন পৌঁছল, রাশ ধরা ওর হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে রাগে।

ওর চেহারা দেখে কিছু একটা আঁচ করতে পেরে হাতের শুকনো-কাপড় ভর্তি বাস্কেটটা বারান্দায় নামিয়ে রেখে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো লিন্ডা। 'ভার্ন, কি হয়েছে তোমার?'

ঘোড়া থেকে নেমে স্যাডল ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ভার্ন। দুর্বল লাগছে ওর।

ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখল লিন্ডা। 'কে মেরেছে তোমাকে, ভার্ন?'

'আর্চার স্প্যান। পিস্তল দিয়ে বাড়ি মেরেছে ও আমার মাথায়। এক বছরের বেতন আটকে দিয়েছে। সবকিছুর জন্যে দায়ী ওই কাঁটাতারের বেড়া। বাবার হয়েছেটা কি, হঠাৎ করে...'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল লিন্ডা। 'ঘোড়া বেঁধে ঘরে এসো, ভার্ন। তুমি ক্লান্ত। তাছাড়া খিদেও লেগেছে নিশ্চয়ই?'

ভাইকে ঘরে নিয়ে এসে জ্বলন্ত স্টোভের সামনে বসিয়ে গা থেকে ভারী কোটটা খুলে দিল লিন্ডা। কাপে কফি ঢেলে ধরিয়ে দিল ওর হাতে। কাপটা ধরে থাকল ভার্ন। একটু পরই ঠাণ্ডায় অসাড় চামড়া ভেদ করে হাড়ে গিয়ে লাগল উত্তাপ। চুমুক দিল ও। এখনও বেশি গরম, জিভ পুড়ে যেতে চায়।

কাপে ফুঁ দিয়ে বোনের দিকে তাকাল ভার্ন। 'হঠাৎ কেন কাঁটাতারের বেড়া দিতে চাইল বাবা?'

ঠিক তখনই ঘরে প্রবেশ করলেন মিসেস হুইলার, লিন্ডার জবাব দেয়া হলো না। পুরো ঘটনা আবার প্রথম থেকে বলতে হলো ভার্নকে। চোখের সামনে যেন দেখতে পেল স্প্যান মারছে ওকে। ফলে রাগ মোটেও কমল না ভার্নের।

একটা প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে নিয়ে এসে ভাইকে দিল লিন্ডা। বেড়ার ব্যাপারে ভার্ন জিজ্ঞেস করতেই জবাব এড়িয়ে গেলেন মিসেস হুইলার। বললেন, 'লিন্ডা, তোর ভাইকে গরুর মাংস ভাজা করে দে।'

খিদে মেটার আগে পর্যন্ত আর কিছু জিজ্ঞেস করল না ভার্ন। কিন্তু খাওয়া শেষ হতেই মাকে চেপে ধরল। জবাব চাই তার।

'ভার্ন,' বললেন মিসেস হুইলার, 'বিশ্রাম দরকার তোমার। আপাতত সবকিছু ভুলে একটু ঘুমিয়ে নাও।'

বোনের দিকে তাকাল ভার্ন। লিন্ডা বলল, 'ডিউক ট্রেভার্সের নাম শুনেছ তুমি?'

'যে-লোকটা গর্ডন ফিঞ্চের হয়ে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছিল? নাম শুনেছি। সেদিনের ঘটনায় আমি অবশ্য ছিলাম না, আমার কাজ ছিল দূরের একটা লাইন ক্যাম্পে।'

'ওই লোকটাই আমাদের এখানে বেড়া তৈরি করছে।'

'কেন, মাথা কি খারাপ হয়েছে তার? ও কি জানে না যে প্রথমবারের মতো একই ঘটনা ঘটবে ওর কপালে আবারও?'

মাথা নাড়ল লিন্ডা। 'ওর কপালে নয়, ভার্ন। যা কিছু ঘটবে আমাদের ঘটবে।'

মুখ কালো হয়ে গেল ভার্নের। হাতের কাপটা নামিয়ে রাখল সে। মাথার পাশে হাত বুলিয়ে অনুভব করল এখনও ফুলে আছে জায়গাটা। ধীরে ধীরে বলল, 'ঘটতে শুরু করেছে। শুরুটা হয়েছে আমাকে দিয়ে।'

'ওই লোক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে হিসেব শোধবোধ করার পথ খুঁজছিল,' তিক্ত গলায় বলল লিন্ডা। 'বাবার দুর্বলতা বুঝে সুযোগমতো প্রভাবিত করেছে। ডিউক ট্রেভার্স জানে বেড়া দিতে গেলে সহজে ছাড়বে না ক্যাপ্টেন। আমাদেরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে লোকটা। কঠোর সব লোক ভাড়া করেছে, এখন লড়াইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাদের কি হবে তাতে তার কিছুই যায় আসে না।'

'চুপ করো, লিন্ডা!' ধমক দিলেন মিসেস হুইলার। 'পরিস্থিতি যতটা খারাপ তার চেয়েও খারাপ করে তুলছ তুমি।'

'মোটেও তা নয়, মা। এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না।'

হাত মুঠি পাকিয়ে গেল ভার্নের। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'এই ট্রেভার্সের জন্যে চাকরি হারিয়েছি আমি। এক বছরের রোজগার কেড়ে নেয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে। যে-ই জমিটা কিনতে চেয়েছিলাম, সেটা আর পাব না।

এমনকি হয়তো হারাতে হবে ভালবাসার মানুষকে। লোকটাকে একবার সামনে পেতে চাই আমি। দেখা হলে ওকে আমি বুঝিয়ে দেব কালকে আমার কেমন লেগেছিল।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে লিন্ডা। বলল, 'তোমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। বাবার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে এদিকেই আসছে সে।'

'লিন্ডা!' ধমক দিলেন মিসেস হুইলার।

চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ভার্ন হুইলার, জানালার সামনে দাঁড়াল ডিউক ট্রেভার্সকে ভালমতো দেখার জন্যে। বিড়বিড় করে বলল, 'এরচেয়ে ভাল সময় আর হয় না।'

'এক মিনিট, ভার্ন,' বললেন মিসেস হুইলার, 'ঝগড়াঝাঁটির কোন দরকার নেই। তাছাড়া তোমার শরীর···'

খামোকা মুখ খরচ করছেন তিনি, কারণ ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে ভার্ন।

মেয়ের দিকে আগুন-ঝরা চোখে তাকালেন তিনি। 'বুঝতে পারছ না তুমি কি করেছ? ওকে উত্তেজিত করে লড়তে পাঠিয়েছ তুমি। শরীরের যা অবস্থা, আবার মার খাবে ও এখন। তুমি অভিযোগ করেছ ট্রেভার্স আমাদের ব্যবহার করছে। ভেবে দেখো, এই মাত্র ভার্নকে ব্যবহার করলে তুমি নিজের উদ্দেশ্যপূরণের হাতিয়ার হিসেবে!'

কথাটার অর্থ উপলব্ধি করতেই অপরাধবোধে ছেয়ে গেল লিন্ডার মনটা। মায়ের চোখে একবার তাকিয়েই মুখ নিচু করে দরজার দিকে পা বাড়াল ও। মনেপ্রাণে চাইছে খারাপ কিছু ঘটার আগেই থামাতে, কিন্তু এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে পরিস্থিতি ওর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, কিছুই ওর করার নেই আর।

বাড়ির সামনে পাশাপাশি ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামল নোয়া হুইলার আর ডিউক। বারান্দায় ছেলেকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে চোখ একটু বড় হলো ফার্মারের।

'ভার্ন! ড্যান্ডি বলল তোমাকে আসতে দেখেছে। বাড়িতে হঠাৎ কি করছ তুমি?'

বাবার ওপর নয়, যুবকের দৃষ্টি স্থির হলো ডিউকের ওপরে। 'সেটা ট্রেভার্সকে জিজ্ঞেস করো।'

ভার্নের দৃষ্টিতে আগুন দেখতে পেয়ে একটু থমকে গেল ডিউক। বুঝতে পারল না ওর ওপরে তরুণের রেগে থাকার কি কারণ থাকতে পারে।

'তোমার জন্যে, ট্রেভার্স,' ধীরে ধীরে বলল ভার্ন, 'পেটানো হয়েছে আমাকে। চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এক বছরের বেতন না দিয়ে। আমার পরিবারকে আরও বড় বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছ তুমি। কিন্তু আর নয়, তোমার খেল খতম। পিটিয়ে তোমাকে দেশছাড়া করব আমি।'

কথা শেষ করে পোর্চ থেকে নেমে এলো ভার্ন। হাত মুঠো পাকিয়ে আছে তার। চোখে জিঘাংসা। ডিউকের চেয়ে এক মাথা উঁচু সে। ওজনেও অন্তত

আশি পাউন্ড বেশি।

'দাঁড়াও, ভার্ন!' ছেলেকে ধমক দিল ফার্মার।

'তুমি নিজেকে এসবের মধ্যে জড়িয়ো না, বাবা।'

এক পা পিছনে হঠল ডিউক। 'এক মিনিট, ভার্ন। তুমি কি বলছ কি করছ কিছু বুঝতে পারছি না আমি। এসো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা আমরা মিটমাট করে ফেলি।'

যুবকের কপাল আর মাথার একপাশে আঘাতের লাল চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে ও। দেখতে পাচ্ছে কি পরিমাণ পরিশ্রান্ত হয়ে আছে যুবক। কিন্তু তবু এগোচ্ছে। এগোচ্ছে যেন জেদের বশবর্তী হয়ে।

প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় ডান হাত চালাল ভার্ন। এক পাশে সরে আঘাতটা কাঁধে নিল ডিউক।

'লড়াই, একটা লড়াই খুঁছিলে তুমি,' চিৎকার করে বলল ভার্ন। 'পেয়ে গেছ তোমার লড়াই।'

'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে লড়তে চাই না, ভার্ন!' হাত তুলে ঘুসি ঠেকাল ডিউক। 'ভার্ন, আমার কথাটা শোনো!'

প্রতি মুহূর্তে পিছাতে হচ্ছে ওকে। একের পর এক ঘুসি মারছে ভার্ন হুইলার। হঠাৎ ডিউকের মুখের পাশে একটা ঘুসি লাগল। মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল ওর, কানে শুনতে পেল বিচিত্র সব শব্দ। কনুইয়ের ভাঁজে ভার্নের ডানহাত আটকে ফেলল ও, পর মুহূর্তেই ফুঁপিয়ে উঠল পাঁজরে বামহাতি একটা জোরাল ঘুসি খেয়ে।

'পিছাচ্ছ কেন!' ফোঁসফোঁস করে দম ফেলছে ভার্ন। 'লড়ো সাহস থাকলে!'

বুকের কাছাকাছি দু'হাত ভাঁজ করে রেখেছে ডিউক, আগেই বুঝতে চেষ্টা করছে পরেরবার ভার্ন কোথায় মারতে পারে। 'ভার্ন, তোমার সঙ্গে লড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার, বিশ্বাস করো!'

ফোঁপাচ্ছে ভার্ন। পরিশ্রমে হাপরের মতো ওঠানামা করছে ওর বুক। শেষ হয়ে আসছে সমস্ত শক্তি। এক সময়, প্রায় দশ মিনিট পরে, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না যুবক। নোয়া হুইলার এগিয়ে এসে ছেলেকে মাটি থেকে তুলল। ভার্ন কিছুটা সামলে নিয়েছে দেখে বলল, 'দেখো, ভার্ন, কেন কি করছ তা আমি জানি না; শুধু এটুকু বলতে পারি, ভুল কাজ করেছ তুমি। এখন বাড়িতে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা ভাবনা করো গিয়ে। ডিউক ট্রেভার্সকে দোষ দিতে যেয়ো না, কারণ ওকে কাজটা আমিই দিয়েছি। আর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার ওর কাছে। ইচ্ছে করলে পিটিয়ে তোমার বারোটা বাজাতে পারত ও।'

ডিউকের দিকে তর্জনী তুলল ভার্ন। 'অন্য সময়। অন্য সময় দেখে নেব, ট্রেভার্স।'

'চলো।' ছেলেকে বাড়ির দিকে নিয়ে গেল ফার্মার। বারান্দা থেকে নেমে স্বামীকে সাহায্য করল মিসেস হুইলার।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে লিন্ডা। ভাইয়ের ওপর থেকে দৃষ্টি গিয়ে ডিউকের ওপরে স্থির হলো তার।

দরজার কাছে থেমে দাঁড়িয়ে নোয়া হুইলার বলল, 'লিন্ডা, ভেতরে এসো, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমার।'

উঠনে একটা বেঞ্চ আছে। ধপ করে ওটার ওপরে বসল ডিউক। পাঁজরে যেখানে ভার্নের ঘুসি লেগেছিল, সেজায়গাটা ধরে থাকল ডানহাতে। দম ফিরে পেতে যথেষ্ট সময় লাগল ওর। খেয়াল করল, চোখের ওপরের ছোট্ট একটা কাটা থেকে নেমে আসছে রক্ত। ওর হ্যাটটা মাটিতে পড়ে আছে। চেপ্টে গেছে। উত্তেজনার সময় সে নিজে বা ভার্ন–দু'জনের কেউ ওটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছিল।

দ্বিধান্বিত পায়ে ডিউকের পাশে এসে দাঁড়াল লিন্ডা হুইলার। চোখে দুর্বোধ্য একটা ব্যথা নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল ডিউক।

'আমি দুঃখিত,' থেমে থেমে বলল লিন্ডা। 'এসব আমারই জন্যে ঘটল। আমি চেয়েছিলাম যে ঘটুক, কিন্তু এখন আমি লজ্জিত।'

'ও কিছু না,' ধীরে ধীরে বলল ডিউক। 'আমি বুঝতে পেরেছি কেন তুমি কাজটা করেছ।'

'ইচ্ছে করলে তুমি ওকে মারাত্মক জখম করতে পারতে।'

'আমার মনে হয়েছে আগেই ওকে যথেষ্ট কষ্ট দেয়া হয়েছে।'

'আর কষ্ট দাওনি সেজন্যে ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বলল লিন্ডা।

আবার মেয়েকে ডাক দিল নোয়া হুইলার। আরেকবার ডিউককে দেখে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল লিন্ডা।

*

খবরটা অনেক সহজ ভাবে গ্রহণ করল পলা হ্যাডলি। ভার্ন ভেবেছিল ভেঙে পড়বে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

নিজের মস্ত বড় হাতের তালুর দিকে চেয়ে ঢোক গিলে হতাশা দূর করার চেষ্টা করতে করতে বলল ভার্ন, 'আমাদের বোধহয় বিয়েটা পিছিয়ে দিতে হবে। টাকা উদ্ধার করতে না পারলে জমিটা আমি কিনতে পারব না।'

হ্যাডলির বাড়ির সামনের ঘরে, সোফায় মুখোমুখি চুপ করে বসে থাকল ওরা বেশ অনেকক্ষণ। ভার্নের বিশাল হাত নিজের ছোট্ট হাতে নিল পলা। ছিলে যাওয়া মুঠো তুলে নিয়ে চুমু খেল। বাদামী চোখ জমে ওঠা জলে চিকচিক করছে ওর।

'জমি আছে কি নেই সেটা নিয়ে আমি ভাবতে চাইছি না, ভার্ন। আমি চাই শুধু তুমি আমার পাশে থাকো।'

'নিঃস্ব অবস্থায় তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই না, পলা। আমি চাই সবাই জানুক, সবাই দেখুক আমাদের বিয়ে। তাছাড়া তোমার বাবারও অনুমতি থাকতে হবে।'

শক্ত করে ভার্নের হাত ধরল পলা। 'এটা ঠিক নয়, ভার্ন, এভাবে ক্যাপ্টেনের মতো একজন একরোখা বুড়োমানুষ আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে

দিচ্ছে···সাধারণ মানুষ আমরা। আমরা তো তার কোন ক্ষতি করিনি! কেন সে আমাদের সর্বনাশ করতে চায়?'

'জানি না, পলা।'

'এভাবে তোমার টাকা আটকে দিয়ে···তিনশো ডলার তো তার কাছে কিছুই নয়।'

'হয়তো সেজন্যেই সে বুঝতে পারছে না অন্যের কাছে ওই টাকা কয়টাই অনেক।'

'নিজের সুবিধে মতো সব পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের। এখন সময় এসেছে, কাউকে না কাউকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, সাহস করে বলতে হবে আমাদের ওপরে তার শাসন চলবে না।'

বিব্রত চেহারা হলো ভার্নের। 'যতদিন হলো এসেছি এখানে, দেখেছি লোকদের তাড়িয়ে দিচ্ছে জি ক্রস র‍্যাঞ্চ। কোনদিন ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখার প্রয়োজন বোধ করিনি, কারণ এতদিন আমার গায়ে আঁচড় পড়েনি। এখন আমার চোখ খুলে গেছে।'

উপলব্ধি বোধ জেগে উঠল ভার্নের চওড়া চেহারায়। 'ওরা ট্রেভার্সের পেছনে লেগেছিল, পাল্টা শোধ নেয়ার চেষ্টা করছে ট্রেভার্স। ও-ই একমাত্র লোক যে রুখে দাঁড়াবার সাহস দেখিয়েছে।'

'আর তোমার বাবা, ভার্ন? কী ঝামেলায় জড়াচ্ছে জানে সে?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল যুবক। 'জানে। হয়তো অনুভব করেছে মাথা তুলে বাঁচতে হলে এটাই শেষ সুযোগ।'

ভার্নের প্রশস্ত কাঁধে মাথা রাখল পলা। 'যাই ঘটুক এখন, পরিস্থিতি আমাদের জন্যে কঠিনই রয়ে গেল, ভার্ন।'

'হয়তো সেটাই ভবিতব্য, পলা। ভাল কিছু কখনোই হয়তো সহজে পাওয়া যায় না।'

'এখন কি করবে, ভার্ন?'

'বোধহয় সাহায্য করব ওদের। চেষ্টা করে দেখব টাকাটা উদ্ধার করতে পারি কিনা। যদি নাও পারি, জি ক্রসের সঙ্গে লড়াই যারা করবে, তাদের অন্তত সাহায্য করতে পারব।'

সেলুনমালিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধুলোময় রাস্তায় মাত্র কয়েক পা হেঁটেছে ভার্ন, এমন সময় ওর কানে এলো ডাকটা। চিকন, মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

'ভার্ন! ভার্ন হুইলার!'

ঘোড়ার রাশ ধরে ঘুরে দাঁড়াল ভার্ন। দেখল সেলুনের সামনের বোর্ডওয়াক থেকে নামছে ওর ছোটবেলার বন্ধু রুস্টার প্রীচ। চওড়া একটা হাসি ফুটেছে রুস্টারের লালচে ফোঁটা ভরা চেহারায়। হাসিখুশি মানুষ সে। যেকারও সঙ্গে দ্রুত খাতির জমিয়ে ফেলতে পারে। লাল চুলগুলো লম্বা, কাঁধের ওপরে লুটিয়ে রয়েছে। মুখে অসমান গোঁফ, বেশ কিছু এখনও লোমের পর্যায়ে রয়ে গেছে, বাকিগুলো যৌবন আসার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে উঠছে।

'অত তাড়া কিসের, ভার্ন? চলো, আমার সঙ্গে বসে দু'ঢোক খাবে।'

সেলুনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ উঁচু করল ভার্ন। 'আমাদের দেবে ওরা?'

'নিশ্চয়ই। বারকীপকে আমি বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছি যে আসলে আমার বয়স পঁচিশ।'

সন্দেহ হলেও কিছু বলল না ভার্ন। বুঝতে পারছে বারকীপ আসলে আইন মানার ব্যাপারে তেমন একটা কঠোর মনোভাব দেখায় না। রুস্টারের কাঁধে হালকা করে চাপড় মারল ভার্ন। 'তোমার দাড়ি-গোঁফের কারণে বারকীপ বুঝতে পারেনি। তুমি ষাট বললেও অবিশ্বাস করত না। কি ব্যাপার, দাড়ি কাটোনি কেন, রেঞ্জে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম।' ভার্ন ঘোড়াটা হিচরেইলে বাঁধা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রুস্টার, তারপর সেলুনের দরজাটা মেলে ধরল। 'গরু নিয়ে ইদানীং খুব ব্যস্ত হয়ে আছি।'

'কার হয়ে কাজ করছ?'

এক সেকেন্ড থমকে গিয়ে রুস্টার বলল, 'নিজের কাজই বলতে পারো।'

'কিন্তু তোমার তো কোন গরু নেই।'

হাসল রুস্টার। 'তাতে কি, তবুও গরু আমাকে ব্যস্ত রেখেছে।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ভার্নের দিকে তাকাল বারটেন্ডার। চোখ সরিয়ে নিয়ে ভার্ন বলল, 'রুস্টার যেটা খাবে সেটা দিলেই চলবে আমাকে।'

'বোঁবো,' বলল রুস্টার।

চারভাগের তিনভাগ খালি একটা বোতল আর দুটো গ্লাস ওদের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল বারটেন্ডার। লোকটা কথা শুনতে পাবার পক্ষে যথেষ্ট দূরে সরে যাওয়া পর্যন্ত ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রুস্টার। তারপর বলল, 'গতকাল লেফটি জোন্সের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল সে।'

আগ্রহ বোধ করল ভার্ন। 'আমিও ওর কথা ভাবছিলাম। লাইন ক্যাম্প থেকে খুব দ্রুত সটকে পড়েছিল ও, তারপর আর দেখা হয়নি আমার সঙ্গে।'

'আমাকে বলেছে ওর কোন উপায় ছিল না। আর্চার স্প্যান ওকে চলে যেতে বাধ্য করেছে।'

শ্বাস ফেলল ভার্ন। 'এখন বুঝতে পারছি।'

'ওখানে কি ঘটেছে লেফটির কাছে শুনেছি আমি। টাকাগুলো এভাবে নিয়ে নেয়া···' সামনে একটু ঝুঁকে বসল রুস্টার। সরু হয়ে গেল ওর কালো দু'চোখ। 'তুমি শোধ নিতে চাও; চাও না, ভার্ন?'

ভার্ন জবাব না দেয়ায় বলল, 'নিশ্চয়ই চাও! সেইসঙ্গে নিশ্চয়ই টাকাগুলোও ফেরত চাও?'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ভার্ন। 'কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো, রুস্টার।'

ভার্নের গ্লাসের দিকে ইঙ্গিত করল রুস্টার। 'মালটা টেনে নাও।'

ঠোঁটে তরল ছুঁইয়ে নামিয়ে রাখল ভার্ন। জ্বলছে ঠোঁট। দু'জনেই ওরা বয়সে সমান, অথচ যখন ছোট ছিল, প্রায় কিছুই বুঝত না, তখনও রুস্টার বলত, 'আমি আমার মেয়েমানুষ আর হুইস্কি সস্তায়, প্রচুর পরিমাণে চাই।'

'কাজের কথায় এসো, রুস্টার।'

বড় মাছকে টোপ গেলাতে পারা মৎস্যশিকারীর মতো তৃপ্তির হাসি হাসল রুস্টার। 'তুমি তো জি ক্রসের উত্তরের লাইন ক্যাম্পে কাজ করছিলে, এলাকাটা ভালমতো চেনো নিশ্চয়ই?'

'হাতের তালুর মতো।'

'তাহলে নিশ্চয়ই জানো ভাল জমি কোন্‌টা, কোথায় চরছে বেশিরভাগ গরু? রাতেও তুমি ওগুলোকে খুঁজে বের করতে পারবে। তারপর ড্রাইভ করে রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তো পানির মতো সোজা।'

রুস্টার কি বলতে চায় বুঝতে পেরে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসল ভার্ন। হতাশার ছুরি বিঁধল বুকে। তবে বিস্মিত হয়নি ও। দীর্ঘদিন থেকে রুস্টার প্রীচকে চেনে ও। জানে, সুযোগ পেলে আইনের বাইরে পা রাখতে দ্বিধা করবে না রুস্টার।

'রুস্টার, জি ক্রসের গরু চুরি করব না আমি।'

'চুরির কথা কে বলছে! ধরো তুমি যদি তোমার প্রাপ্য টাকার সমমূল্যের গরু সরিয়ে নাও, তাহলে কার কি বলার থাকতে পারে? আমি এমন একজনকে চিনি যার কাছে নিশ্চিন্তে গরু বেচতে পারবে তুমি। সে লোক গরুর গায়ে কি ব্র্যান্ড আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এটাকে তুমি চুরি বলতে পার না। বরং বলা যায় তোমার কাছ থেকে যে টাকা ওরা চুরি করেছে, সেটা তুমি ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করছ।'

মুহূর্তের জন্যে লোভ হলো ভার্নের। কেন কাজটা করবে না ও? বিনা কারণে ওর প্রাপ্য টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে জি ক্রস।

'কাজটা বিপজ্জনক, রুস্টার। জি ক্রসের গরু চুরি করতে গিয়ে অনেকেই ফাঁসিতে ঝুলেছে।'

'কারণ ধরা পড়েছিল ওরা। আমরা ধরা পড়ব না। জায়গাটা তুমি ভালমতো চেনো, কাজেই সবার নজর এড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারব আমরা।'

চিন্তিত চেহারায় রুস্টারকে দেখল ভার্ন। 'আমরা যদি তিনশো ডলারের গরু সরাই তাহলে তোমার তাতে লাভটা হচ্ছে কি?'

হাসল রুস্টার। ঘাড় ফিরিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল বারকীপার ধারেকাছে নেই। তারপর বলল, 'বাড়তি কয়েকটা সঙ্গে নেব আমরা। সুদও বলতে পার। ওই টাকাটা আমি আর আমার কয়েকজন সঙ্গী, যারা তোমাকে সাহায্য করবে, ভাগ করে নেব। ওই ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে, তুমি শুধু নিজের টাকার সমান টাকার গরু নিচ্ছ, এটা জেনে রাখতে পার।'

গ্লাস খালি না করেই উঠে দাঁড়াল ভার্ন। মাথা নেড়ে বলল, 'ড্রিঙ্কের জন্যে ধন্যবাদ, রুস্টার, কিন্তু আমি রাজি নই। জি ক্রসের বিরুদ্ধে লড়তে চাই আমি, তবে এভাবে নয়।'

হতাশ হলেও মুখে হাসি ধরে রাখল রুস্টার। শ্রাগ করল। 'তুমি বলতে পারবে না আমি চেষ্টা করে দেখিনি। প্রস্তাবটা আমি ফিরিয়ে নিলাম না। সিদ্ধান্ত বদলালে যোগাযোগ কোরো।'

*

সন্ধেয় সেলুন বন্ধ করে বাড়ি ফিরল ক্রিসটোফার হ্যাডলি। বাসায় ওর যুবতী মেয়ে, সবসময় ব্যবসার কথা চিন্তা করলে চলে না।

হ্যাট-কোট খুলে রেখে ফায়ারপ্লেসের আগুনের সামনে দাঁড়াল সে।

ঘরে ঢুকে বাবাকে দেখে পলা বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরলে যে, বাবা? একটু অপেক্ষা করো, এক্ষুণি সাপার তৈরি হয়ে যাবে।'

দুশ্চিন্তায় কপাল কুঁচকে মেয়েকে দেখল হ্যাডলি। 'পলা, বোসো এখানে এসে। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

সামনে এসে দাঁড়াল পলা, কিন্তু বসল না। স্টোভে সাপার চড়িয়েছে, দেরি হলে পুড়ে যাবে।

হ্যাডলি বলল, 'ভার্ন হুইলারকে শহরে দেখলাম। এখানেও এসেছিল সে?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

বিরক্তির ছাপ পড়ল হ্যাডলির চেহারায়। 'কি জন্যে?'

জবাব খুঁজে পেতে একটু দেরি হলো পলার, কিন্তু মুখ খুলল সিদ্ধান্ত নিয়ে। 'আমার ধারণা তুমি জানো, বাবা। আমাকে ও বিয়ে করতে চায়। বলেছে অপেক্ষা করতে। আমি, আমি···রাজি হয়েছি।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসল ক্রিস হ্যাডলি, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পলার দিকে না তাকিয়ে কপাল টিপল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আমি জানতাম এখানে বেশিদিন থেকে ফেলেছি আমরা। উচিত ছিল কয়েক বছর আগেই সেলুনটা বেচে দিয়ে চলে যাওয়া। তোমাকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে দেব না আমি, পলা।'

'আমি ওকে ভালবাসি, বাবা। ওকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

কঠোর হয়ে গেল হ্যাডলির চেহারা। 'অনেকদিন ধরে টাকা জমাচ্ছি আমি, যাতে পুবে তোমাকে ফেরত পাঠাতে পারি। এই জীবন তোমার জন্যে নয়, এই অভাবে বাস করার জন্যে তোমার জন্ম হয়নি। পুবে যাবে তুমি, সেখানে বাঁচার মতো বাঁচবে। ভার্ন হুইলার বা ওর মতো আর কারও জন্যে তোমাকে আমি ভুল করতে দেব না।'

'আর কোন জীবন আছে কিনা আমি জানি না, বাবা। জানতেও চাই না। আমি শুধু জানি ভার্ন হুইলারকে আমি ভালবাসি, এবং ওকেই আমি বিয়ে করব।'

রেগে গেল হ্যাডলি। 'পলা, কোনদিন তুমি আমার কথার অবাধ্য হওনি। আমি ভাবতেও পারিনি কোনদিন তুমি অবাধ্য হবে।'

পলার ঠোঁট কেঁপে উঠল, কিন্তু বাদামী চোখে শান্ত দৃষ্টি। 'আমিও ভাবিনি, বাবা, যে অবাধ্য হতে হবে আমাকে।'

'তোমার বয়স এখনও কম, পলা। ইচ্ছে করলেই তোমার বিয়ে আমি ঠেকিয়ে দিতে পারি। তাই করব আমি। তোমাকে পাঠিয়ে দেব পুবের কোন ভাল স্কুলে। একদিন হাসবে তুমি কী বোকামি করতে যাচ্ছিলে মনে পড়লে।'

গলায় হাত দিয়ে মায়ের স্মৃতি, লকেটটা আঁকড়ে ধরল পলা। 'বিয়ে ঠেকানোর অধিকার তোমার আছে, বাবা। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে দিই; ভুলব না আমি, ফিরে আসব, আর তারপর বিয়ে করব ভার্ন হুইলারকে।'

এগারো

চিন্তিত হয়ে পড়ল ডিউক ট্রেভার্স। এখনও আসেনি কাঁটাতার। কাজ এগিয়েছে ঝামেলা ছাড়াই। তবে মাঝে মাঝে দূরের ঢালে দেখা গেছে অশ্বারোহী। ঘোড়া থেকে নেমে ধূসর ঘাসের ওপরে বসে খানিক দেখে গেছে তারা ওদের কাজের অগ্রগতি। যখনই ড্যান্ডি ওদের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছে, ঘোড়ায় চড়ে সরে চলে গেছে তারা।

মাটিতে গাঁথা খুঁটির সারি দীর্ঘ হয়েছে আরও। প্রায় মাইল খানেক দীর্ঘ। এখন শুধু কাঁটাতার এসে পৌঁছনোর অপেক্ষা।

'ক্রেইগ,' অধৈর্য হয়ে বলেছে ডিউক, 'কোথাও কোন গোলমাল হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ আগেই কাঁটাতার চলে আসার কথা। আমার মনে হচ্ছে স্ট্রিংটাউনে গিয়ে ব্যাপার কি তা তোমার বুঝে আসা দরকার।'

ডিউকের আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণিত করে খারাপ খবর নিয়ে ফিরল ক্রেইগ।

'ডিপোয় পড়ে থেকে থেকে জং ধরছে তারে, কেউ ওগুলো এখানে পৌঁছে দিতে রাজি নয়।'

রেগে গেল ডিউক। 'কেন, সেই স্লিম টরেন্সের কি হলো? অর্ধেক ভাড়া আমি অগ্রিম দিয়েছিলাম।'

ঘাম আর ধুলোর দাগওয়ালা কোঁচকানো একটা চেক পকেট থেকে বের করে ডিউকের দিকে বাড়িয়ে ধরল ক্রেইগ। 'এই যে নাও। ফেরত দিয়েছে।'

ভাগ্যকে গাল দিল ডিউক। ক্রেইগ বলল, 'স্ট্রিংটাউনে তোমাকে দেখেই শেরিফ স্পেন্সার বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা ঘটনা আছে। কেন গিয়েছিলে খবরটা বের করে নিয়েছে সে টেলিগ্রাফারের পেট থেকে, তারপর গিয়ে দেখা করেছে স্লিম টরেন্সের সঙ্গে। যতদূর বুঝলাম এই কাউন্টিতে বেআইনী কোন একটা কাজ করেছিল টরেন্স। শেরিফ ওকে বলেছে, যদি সে কাঁটাতার নিয়ে এদিকে আসে, বা এমনকি কাউকে দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করেও, তাহলেও ঘাড় ধরে ওকে টুইন ওয়েলসের জেলখানায় ভরবে সে। মোট কথা, এই জন্যেই আমরা বেড়া পাচ্ছি না। আর পাবও না, যদি না আমরা নিজেরা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারি।'

পরস্পরের ওপরে চেপে বসল ওর ঠোঁট, হাতের তালুতে ঘুসি বসাল ডিউক। 'তাহলে আমরা নিজেরাই কাঁটাতার আনব। আনব একেবারে টুইন ওয়েলসের বড় রাস্তা দিয়ে।'

'সেটা যেচে গোলমাল পাকানো হয়ে যাবে না?' ভ্রূ কুঁচকাল ক্রেইগ।

'এমনিতেই গোলমালে আছি আমরা। ওদের শুধু বুঝিয়ে দেব ভয় পাচ্ছি না ওদের।' ক্রেইগের সঙ্গে কথা শেষে বেড়া দেয়ার কাজ তদারক করতে

গেল ডিউক। দূর থেকে দেখল টহল দিচ্ছে ড্যান্ডি।

পাঁচ ব্লেসিংগেম আর তাদের তিনটে ওয়্যাগন নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে ডিউক, আলোচনা সেরে ফেলতে ওর আধঘণ্টার বেশি লাগল না। ভার্নও যাবে সঙ্গে। যুবকের অনুরোধ ফেলতে পারেনি ডিউক।

শহর থেকে মাথা ঠাণ্ডা করে ফিরেছে ভার্ন হুইলার, ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে ডিউকের কাছে। বলেছে কাজে লাগতে পারলে খুশি হবে।

দড়ির মতো পাকানো পেশি তার। একটানা শক্ত কাজ করে যেতে অভ্যস্ত। এই কয়েকদিনে করেছেও সে। আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে পরিশ্রমের দিক দিয়ে। ওর দৃষ্টান্ত দেখে কাজের গতি বাড়াতে বাধ্য হয়েছে অন্যরা। যেন জেদের বশে কাজ করছে ভার্ন হুইলার।

পরদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই, ওয়্যাগন ট্রেইল যখন ধূসর হয়ে উঠেছে, রওয়ানা হয়ে গেল ওরা। ডিউক আর ভার্ন ঘোড়ায় চেপে চলেছে, ব্লেসিংগেমরা ওয়্যাগনে। সারা সকাল কোন ঘটনা ছাড়াই এগোল ওরা, কিন্তু দুপুরে দূরের টিলার ওপরে দেখা দিল একজন অশ্বারোহী। খানিকক্ষণ ওদের দেখে নিয়ে মিলিয়ে গেল সে।

দ্বিতীয়দিন ওরা যখন স্ট্রিংটাউনে পৌঁছল, ডিউক নিশ্চিত হয়ে গেল যে অনুসরণ করা হয়েছে ওদের। বেশ কয়েকবার পেছনে একজন ঘোড়সওয়ারিকে দেখেছে ও। একই দূরত্ব বজায় রেখে এসেছে লোকটা। ডিপোতে যখন ওয়্যাগনে কাঁটাতার তুলছে ওরা, রাস্তার উল্টোদিকে ঘোড়ায় বসে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল একজন লোককে। লোকটা চলে যাবার জন্যে ঘোড়া ঘুরাতেই জি ক্রস র‍্যাঞ্চের ব্র্যান্ডিং চোখে পড়ল ওর। দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে ভার্নের দিকে তাকাল ও।

'ওর নাম বাডি,' বলল ভার্ন। 'স্প্যানের লোক। স্প্যানের যদি আদৌ কোন বন্ধু থেকে থাকে, তাহলে এ লোক তাদের একজন।'

ফেরার সময় ডিউক নিশ্চিতভাবেই ধরে নিল যে ফিরতি পথে ওদের আতিথেয়তা করার জন্যে লোক থাকবে। অনুভব করল, ড্যান্ডি এবং অন্যান্যরা থাকলে এখন ভাল হতো। কিন্তু উপায় ছিল না। হুইলারের ফার্মটা অরক্ষিত রেখে আসা উচিত হতো না।

'ঝামেলা হলে সেটা আমাদের নিজেদেরই সামলাতে হবে,' সবাইকে ডেকে বলল ও। 'সাতজন আছি আমরা। সঙ্গে ভারী তিনটে ওয়্যাগন।'

নিশ্চিন্ত চেহারায় বালুতে তামাকের কষওয়ালা থুতু ফেলল রালফ ব্লেসিংগেম। বিরাট বুকে আঙুল ঠুকে বলল, 'চিন্তা কোরো না, ডিউক, পুরো তেরোজন আছি আমরা। আমার চারটা ছেলেকে দু'জন করে ধরতে পার, আর আমি তিনজনের সমান।'

হাসার চেষ্টা করল ডিউক। 'তেরো কিন্তু ভাল সংখ্যা নয়।'

'সেটা যারা আমাদের লেজ মাড়াতে আসবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।'

সতর্কতার সঙ্গে এগোল ওরা। অস্ত্রের কাছ থেকে কখনোই দূরে সরল না হাত। কিন্তু প্রথম দিন কেটে গেল কোন ঘটনা ছাড়াই। সেরাতে ক্যাম্পের

পাহারায় সর্বক্ষণ থাকল দু'জন লোক। বাকিরাও গভীর ভাবে ঘুমাল না।

রাতে ঘটল না কিছু। গন্তব্য আর বেশি দূরে নেই।

পরদিন সকালে রওয়ানা হতেই ঘোড়া নিয়ে ডিউকের পাশে চলে এলো ভার্ন হুইলার।

'ডিউক, আমার মনে হয় আমি জানি কোথায় আমাদের ওপর হামলা করার পরিকল্পনা করেছে আর্চার স্প্যান। কাল রাতে অনেক ভেবেছি আমি। অ্যাম্বুশ করতে হলে গোটা ট্রেইলে ড্রিঙ্কম্যান্স্ গ্যাপই হচ্ছে সেরা জায়গা।'

নাম না জানলেও গ্যাপটার কথা মনে আছে ডিউকের, মাথা দোলাল ও। জায়গাটা আসলেই আক্রমণ করার জন্যে চমৎকার। দু'সারি ছোট টিলার মাঝ দিয়ে ওখানে গেছে সরু ট্রেইল। ছোট হলেও টিলাগুলো যথেষ্ট খাড়া, ফলে ট্রেইল থেকে সরে ওয়্যাগন নিয়ে অন্য পথে যাবার কোন উপায় নেই। গ্যাপটা মাউন্টিন পাসের মতো দুর্গম নয়, তবে, গ্যাপের মুখে যদি অবস্থান নেয় কয়েকজন সশস্ত্র লোক, তাহলে তাদের পক্ষে গোটা একটা ওয়্যাগন ট্রেইনকে ঠেকিয়ে দেয়া কঠিন নয়। ঘোড়া নিয়ে সহজেই তারা টিলার ওপরে উঠতে পারবে, কিন্তু ওয়্যাগন যেতে পারবে শুধু নিচের পাস ধরে।

'ওরা চাইলে ঠিকই ঠেকাতে পারবে আমাদের,' চিন্তিত স্বরে বলল ভার্ন। 'ওরাও জানে রাস্তা থেকে ওয়্যাগন সরাতে পারব না আমরা। গ্যাপের মুখে লোক রেখে অপেক্ষা করলেই ওদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে।'

'ওয়্যাগন যেহেতু সরাতে পারছি না রাস্তা থেকে,' বলল গম্ভীর ডিউক, 'আমাদের তৈরি থাকতে হবে কেউ যেন রাস্তায় বাধা দিতে না পারে।'

দুপুরের আগে গ্যাপের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ওয়্যাগন পেরিয়ে সামনে বাড়ল ডিউক পরিস্থিতি বোঝার জন্যে। বেশিদূর যেতে হলো না, গ্যাপের মুখটা দেখতে পেল ও। দেখল অপেক্ষা করছে লোকগুলো। গুনতেও পারল। মোট নয়জন। বসে আছে ঘাসের ওপরে। সিগারেট ফুঁকছে আর গল্প করছে নিশ্চিন্ত মনে। ওকে দূর থেকে দেখে অলস ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চড়ল তারা।

কেউ ডিউকের দিকে তেড়ে এলো না। বোঝা গেল লোকগুলো নিজেদের পছন্দ করা জায়গাতেই ওয়্যাগনগুলোকে মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্তটা ভুল নয় ওদের, ভাবল ডিউক ঘোড়ার গায়ে স্পার বুলিয়ে।

ওয়্যাগনের কাছে ফিরে এসে দেখল ভার্ন হুইলার সিক্সগান পরীক্ষা করে দেখছে। বলল, 'আমি চাই না ওটা তোমাকে ব্যবহার করতে হোক, ভার্ন। পারতপক্ষে কাউকে গুলি করব না আমরা।'

'উপায় নেই,' বলল ভার্ন, 'ওরা সামনের ট্রেইল আটকে রেখেছে।'

'উপায় আছে। কাউকে গুলি না করেও ওদের পার হয়ে যেতে পারব আমরা।'

রালফের ওয়্যাগনের সামনে ঘোড়া থেকে নামল ডিউক। কাঁটাতারের ভারী একটা স্পুল নামিয়ে রাখল ঘাসের ওপর। আগেরগুলোর মতো এগুলো লাল রং করা নয়। তারের একপ্রান্ত টেনে বের করে ভার্নের দিকে বাড়িয়ে দিল ও। 'ধরো এটা।' স্পুলটাকে গড়িয়ে তার খুলতে লাগল ডিউক। থামল

গ্যাপের দ্বিগুণ প্রস্থের তার স্পুল থেকে বের করার পর। কেটে ফেলল তার, দু'ভাঁজ করে প্রান্তগুলো ধরিয়ে দিল ভার্নের হাতে। এবার তারে প্যাঁচ মারতে লাগল ও। কাজ সেরে কৌতূহলী শ্রোতাদের উদ্দেশে বলল, 'একটা তারের চেয়ে দুটো তার পাকিয়ে নেয়ায় সামলানো অনেক সহজ হবে।'

পাকানো তার বান্ডিল করে স্পুলটা আবার ওয়্যাগনে তুলে দিল ডিউক। ঘোড়ায় উঠে বলল, 'এবার চলো। শুরুর দিকে আস্তে যাব আমরা, ওদের ভাবতে দেব যে সহজেই আমাদের ঠেকাতে পারবে। তারপর আমি ইশারা করলেই খচ্চরগুলোকে যত জোরে পার ছোটাতে শুরু করবে।'

ভার্নকে পাশে ঘোড়া নিয়ে আসতে ইশারা করল ও। প্রথম ওয়্যাগনটার বিশ-পঁচিশ ফুট সামনে ঘোড়া রাখল ওরা। হাঁটাচ্ছে, যাতে ওয়্যাগনগুলো পিছিয়ে না পড়ে। ধীরে ধীরে গ্যাপের কাছে চলে এলো ওরা। সামনে ওঁৎ পেতে আছে জি ক্রসের কাউহ্যান্ডের দল। বেশিরভাগই ঘোড়ার পিঠে, তবে ঘোড়ার রাশ ধরে মাটিতেও দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন।

'ওই যে ওটা স্প্যান, তাই না?' জানতে চাইল ডিউক।

নড করল ভার্ন। কঠোর হয়ে গেল নীল চোখ দুটো। হাত চলে গেল সিক্সগানের কাছে। বারবার খুলল বন্ধ হলো হাতের মুঠি। 'হ্যাঁ, ও-ই স্প্যান,' বলল চিবিয়ে চিবিয়ে। প্রতিশোধ স্পৃহায় অন্তরটা জ্বলছে যুবকের, অনুভব করল ডিউক।

বলল, 'ভার্ন, বাধ্য না হলে কাউকে আমরা খুন করব না, একথা ভুলে যেয়ো না।'

কাছে চলে আসছে গ্যাপটা। লোকগুলো আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে। জানে, ওদের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না, ধরা ওয়্যাগনগুলোকে পড়তেই হবে।

'সময় হয়েছে,' বলল ডিউক। কাঁটাতারের একপ্রান্ত ভার্নের হাতে দিল ও। 'তারটা স্যাডল হর্নে পেঁচিয়ে নিয়ে প্যাসেজের আরেক প্রান্তে চলে যাও। যতটা জোরে পারি, একসঙ্গে ওদের দিকে ঘোড়া ছোটাতে হবে আমাদের।'

গম্ভীর চেহারায় সায় দিল ভার্ন। বুঝতে পেরেছে ডিউকের পরিকল্পনা। ঝুঁকি আছে, তবে ঝুঁকিটা নিলে সফল হবার সম্ভাবনা একেবারে কম নয়। নির্দেশ পালন করতে চলে গেল ও।

কাঁটাতার যখন দু'জনের মাঝে শক্ত হয়ে উঠল, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রালফের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল ডিউক। ওয়্যাগনের গতি বেড়ে যেতে দেখেই স্পার ছোঁয়াল ঘোড়ার পেটে। ছিটকে সামনে বাড়ল জানোয়ারটা। পেছনে খেপা প্যান্থারের মতো গর্জন ছাড়ল রালফ ব্রেসিংগেম। খটাখট শব্দ তুলল ছুটন্ত খচ্চরের খুর।

মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষমাণ লোকগুলোর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে দেখল তারা ডিউকদের। তারপর তাদের চোখ গেল কাঁটাতারের দিকে। দুই অশ্বারোহীর মাঝখানে টানটান হয়ে আছে বড় বড় কাঁটাযুক্ত স্টীলের তার, সোজা ছুটে আসছে ওদের দিকে।

কাঁটাতার যারা কাছ থেকে দেখেছে তাদের ভেতরে অদ্ভুত একটা ভয় কাজ করে। বেড়া যে দেয় সর্বক্ষণ তার আশঙ্কার মধ্যে থাকতে হয়, এই বুঝি হাত ফসকে ছুটে যাবে তার, চাবুকের মতো এসে মাংসে কামড় দেবে তীক্ষ্ণ কাঁটা। গরু ধাওয়া করতে গিয়ে কাঁটাতারের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় আতঙ্কে থাকতে হয়, এই বোধহয় ঘোড়া থেকে তারের ওপরে পড়লাম, আটকে গেলাম কাঁটার ভিড়ে।

কাউবয় ওরা। অন্তর থেকে অপছন্দ করে কাঁটাতার। ভয় পায়। এখন চোখে অবিশ্বাস নিয়ে দেখল জ্যান্ত একটা র‍্যাটল স্নেকের মতো কামড় বসাতে ছুটে আসছে কাঁটাতারের একটা দেয়াল। আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল লোকগুলো। বন্দুক নিয়ে আক্রমণ শানালে ওদের এত আতঙ্কিত করে তোলা যেত না। ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে কাঁটাতার থেকে দূরে, টিলার ওপরে উঠে যেতে লাগল তারা।

গ্যাপের মাঝখানে ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর্চার স্প্যান। গালাগালি দিল সে পলায়নপর কাউবয়দের উদ্দেশে, অভিশাপ দিল; কিন্তু থামল না কেউ ভুলেও। এতক্ষণে নিজের বিপদ উপলব্ধি করতে পারল স্প্যান। ঘোড়ায় চড়ে সরে পড়তে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে অন্যান্য ঘোড়াদের উত্তেজনার ছোঁয়া লেগেছে তার ঘোড়ার মনে। পিছু হটে স্প্যানের হাত থেকে রাশ ছুটিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ছুটল ঘোড়াটা বাকিগুলোর পেছনে। মাটিতে লুটিয়ে পড়া রাশে পা দিয়ে হোঁচট খেয়ে আরেকটু হলে পড়ে যাচ্ছিল স্প্যান, কিন্তু সামলে নিল।

মাটিতে যেন শেকড় গজিয়েছে স্প্যানের। অসহায় চোখে ডিউক আর ভার্নের মাঝে কাঁটাতারটাকে ছুটে আসতে দেখল সে। পেছনে আসছে ওয়্যাগনগুলো। দৌড়াতে শুরু করল স্প্যান। থেমে গেল পরমুহূর্তে। বুঝে ফেলেছে দৌড়ে এড়াতে পারবে না কাঁটাতার। মাটিতে শুয়ে পড়ল সে। শুনল মাথার ওপর দিয়ে চাবুকের মতো আওয়াজ করে বেরিয়ে গেল তারটা। বুক ধড়ফড় করছে তার, কিন্তু বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, তেড়ে আসছে ওয়্যাগন টানা খচ্চরগুলো। আর ফুট দশেক পেছনেও নেই খুরের শব্দ। গড়গড় আওয়াজ করছে ওয়্যাগনের চাকা। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল স্প্যান, একেবারে শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে গেল ওয়্যাগনের সামনে থেকে।

ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওয়্যাগনগুলো ধুলোর ঝড় তুলে। নাকে-মুখে ধুলো ঢুকতেই কাশতে লাগল স্প্যান। উঠে দাঁড়িয়ে দেখল দূরে সরে যাচ্ছে ওয়্যাগন। রাগে জেদে মাথা থেকে হ্যাট মাটিতে ফেলে সেটার ওপরে লাফাতে লাগল সে। অভিশাপ দিল ভাগ্যকে।

কিছুক্ষণ পর টিলা বেয়ে নেমে তাকে ঘিরে ধরল জি ক্রসের কাউবয়রা।

'সব কয়টা মেয়েমানুষ কোথাকার!' চেঁচাল স্প্যান। 'আমার উচিত তোমাদের প্রত্যেককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা।'

'আর্চার,' বলল বাডি নামের লোকটা, 'ওদের কিন্তু আমরা এখনও ধাওয়া করে ধরতে পারি।'

'তারপর?' দাঁতে দাঁত পিষল স্প্যান। 'সেরা জায়গাটায় ওদের হাতের

মুঠোয় পেয়েও কিছু করতে পারোনি, আর এখন ওরা খোলা জায়গায় লড়বে। কাপুরুষের দল।'

চেহারা লাল হয়ে গেল প্রত্যেকের আর্চার স্প্যানের গালিগালাজ শুনে। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে বাডি বলল, 'তুমি জানো না কাঁটাতার মানুষের কি অবস্থা করতে পারে।'

'কিন্তু কাঁটাতার এই এলাকার কি অবস্থা করে ছাড়বে সেটা আমি ভালই জানি,' চোখ সরু করে বলল স্প্যান। 'তোমাদের অর্ধেক লোকের চাকরি থাকবে না।'

বাকিদের গালাগাল শুনতে রেখে খুশি মনে একজন গেল স্প্যানের ঘোড়াটা ধরে নিয়ে আসতে। ফিরল যখন, ততক্ষণে একটু ঠাণ্ডা হয়েছে স্প্যানের মেজাজ।

'লোকে জি ক্রস র‍্যাঞ্চ সম্বন্ধে একটা অন্যরকম ধারণা পোষণ করে,' শান্ত গলায় বলল স্প্যান। 'এতদিন হাসির কোন কারণ ঘটেনি আমাদের নিয়ে। কিন্তু আজকের ঘটনায় লোকে আমাদের নিয়ে হাসবে।'

গ্যাপের দিকে তাকিয়ে চোখ সরু হয়ে গেল তার। রাশে এত শক্ত হয়ে চেপে বসল হাত যে মুঠো থেকে রক্ত সরে গেল। হুইলারের কাঁটাতারের বেড়া ঘৃণা করে সে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা করে লোকের হাসির পাত্র হতে। 'বেশিদিন হাসার সুযোগ পাবে না ওরা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'বেশিদিন নয়।'

পাস পেরিয়ে হাত থেকে কাঁটাতারের টুকরোটা ফেলে দিল ডিউক, ঘোড়া সরিয়ে নিয়ে ওয়্যাগনগুলোকে পাশ দিয়ে পার হয়ে যেতে দিল। তারপর ওয়্যাগনের পেছনে এগিয়ে পেছনে তাকাল দেখার জন্যে যে কেউ আসছে কিনা। নাহ্, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ঘোড়ার পেটে স্পার ছুঁইয়ে ওয়্যাগনের পাশে চলে এলো ও।

'আস্তে চলো এবার। ওরা আমাদের পিছু নেয়নি।'

লাইনে টান দিয়ে ধীরে ধীরে ভারী ওয়্যাগনগুলো থামাল ব্লেসিংগেমরা। জমি এখানে নরম। ধুলোর পরিমাণও বেশি। ওয়্যাগনের চাকার ওড়ানো ধুলো থেকে বাঁচার জন্যে চোখ বন্ধ করল ডিউক। ধুলোর মেঘ সরে যেতেই তাকাল রালফ ব্লেসিংগেমের দিকে।

প্রাণ খুলে হাসছে দানবাকৃতি লোকটা, মস্ত দুটো হাতে চাপড় মারছে নিজের হাঁটুতে। হাসি একটু কমলে পরে বলল, 'মাটিতে লাফিয়ে পড়ার আগে ওর চেহারাটা কি হয়েছিল দেখেছিলে? বাজি ধরে বলতে পারি অত রেগে যাওয়া কোন লোক তুমি জীবনে দেখোনি!'

'ওই লেকাটাই আর্চার স্প্যান,' বলল ডিউক।

'আচ্ছা, তাই!' একগাল হাসল রালফ। 'তাহলে বলতে হয় ওকে মনে রাখার মতো চমৎকার একটা স্মৃতি উপহার দিয়েছি আমরা।'

ভার্নও হাসছে। কিন্তু ওর হাসিতে লুকিয়ে আছে তিক্ততা আর প্রতিশোধ

নিতে পারার আনন্দ। 'ওকে কাঁটাতারে গেঁথে ফেলতে পারলে আমি আরও খুশি হতাম। ও যা করেছে তাতে শাস্তিটা বেশি হতো বলে আমার মনে হয় না।'

'মারা পড়ত লোকটা,' বলল ডিউক।

'তাতে অসুবিধেটা কি হতো?' জানতে চাইল ভার্ন। বোঝা গেল কথাটা ও মন থেকেই বলেছে।

ওয়্যাগন থেকে নেমে পড়েছে রালফের চার ছেলে। খচ্চরগুলোর পিঠে চাপড় দিয়ে, নরম সুরে কথা বলে শান্ত করছে জানোয়ারগুলোকে।

'ডিউক,' বলল রালফ, 'তুমি কি এখনও চাও শহরের মাঝ দিয়ে ওয়্যাগন নিয়ে যেতে?'

চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠল ডিউকের। 'একেবারে বড় রাস্তার মাঝ দিয়ে এগোব আমরা।'

টুইন ওয়েলসে ওদের আগমনে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো, একটা ব্র্যাস ব্যান্ড নিয়ে শহরে হাজির হলেও তেমনটা হতো কিনা সন্দেহ। বাড়ি আর স্টোর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের যেতে দেখল লোকজন। রাস্তার নেড়ি কুকুরগুলো খচ্চরের পিছু ধাওয়া করে চেঁচাতে চেঁচাতে এলো। ভারী ওয়্যাগনের পাশে ছুটতে লাগল বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল। অনেকেরই মুখে হাসি ফুটল, আবার কেউ কেউ তাকাল চোখে অসন্তোষ নিয়ে। তবে বেশিরভাগ লোক শুধু নীরবে চেয়ে থাকল। পরিস্থিতি বিচারের মাধ্যমে মতামতে আসেনি তারা, অথবা নিজস্ব কোন মতামত যদি থেকেও থাকে তাহলেও তা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক।

বাগানের কাঠের বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পলা হ্যাডলি। মেয়েটার সামনে ঘোড়া থামিয়ে হাতটা একবার ছুঁয়ে দিল ভার্ন, চোখে চোখে কথা হয়ে গেল যা বলার ছিল, তারপর আবার ওয়্যাগনের পাশে ফিরে এলো যুবক।

খেয়াল করে হাসি ফুটে উঠল ডিউকের ঠোঁটে। ওদের ব্যাপারে সামান্য কিছু শুনেছিল ও, এখন নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারছে যা শুনেছিল সম্পর্কটা তার চেয়ে অনেক গভীর।

কোর্টহাউজের চত্বর থেকে গম্ভীর চেহারায় গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে এলো শেরিফ বাড স্পেন্সার। লোকটার চোখে যেন আবছা ভাবে ফুটে উঠেছে হতাশা।

তার পাশে ঘোড়া থামাল ডিউক।

'এখনও আমার উপদেশ গ্রহণ করোনি, তাই না, ডিউক?'

'না, শেরিফ।' মাথা নাড়ল ডিউক।

'আমিও ভেবেছিলাম তুমি শুনবে না। তবু আশা করেছিলাম পরিস্থিতি একটু কঠিন করে তুললে হয়তো তোমার উপকার হবে।'

'তুমি ফ্রেইটারকে ভয় না দেখালে আজকে আমাকে স্ট্রিংটাউনে গিয়ে তার আনতে হতো না,' তিক্ত স্বরে বলল ডিউক। 'কাজটা কেন করেছিলে?'

'ওই যে বললাম, ভেবেছিলাম হতাশ হলে একটু চিন্তাভাবনার সময়

পাবে।'

'কিন্তু আমি কোন আইন ভাঙছি না। খামোকা আমার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ কেন?'

'আমি শান্তি রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত, ট্রেভার্স। এতদিন এটা একটা শান্তিপূর্ণ এলাকা ছিল। আমি চাই এলাকাটা শান্তিপূর্ণই থাকুক।'

'আমার মনে একটা প্রশ্নই শুধু ঘুরছে,' বলল ডিউক। 'ক্যাপ্টেন কেন স্ট্রিংটাউনে কাউকে পাঠাল না তারগুলো ডিপোতে গিয়ে নষ্ট করে দিতে?'

শ্রাগ করল স্পেন্সার। 'কারণ, ক্যাপ্টেন জানতেন না ওখানে তার আছে।'

'তারমানে তুমি তাকে বলোনি?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ডিউক।

মাথা নাড়ল স্পেন্সার। 'আগি তো আগেই বলেছি, শান্তি বজায় রাখাই আমার কাজ।'

বারো

কাঁটাতার হাতে আসায় এবার সত্যি দ্রুত এগোল কাজ। কর্নার পোস্টের নোঙর হিসেবে মস্ত বড় একটা পাথরকে মাটিচাপা দিল ওরা, তারপর পাথর থেকে তার পেঁচিয়ে নিয়ে এসে শক্ত টানা দিয়ে বাঁধতে লাগল খুঁটিগুলোর সঙ্গে। কাঠের স্পুলগুলোর মাঝখানে একটা ফুটো আছে। ওই ফুটোতে দু'জন মিলে ঢোকাল একটা ক্রোবার। তারপর দু'জন ক্রোবারের দু'পাশ ধরে হাঁটতে লাগল ফেন্স লাইন ধরে। আপনাআপনি খুলে গেল তারের বান্ডিল।

বেড়া টানা দেয়ার কোন যন্ত্রপাতি নেই ওদের কাছে। তার বদলে ওয়্যাগন হুইলকে কাজে লাগাল ওরা বিশেষ কৌশলে। হুইলের স্পোকের মাঝে একটা খুঁটি ঢুকিয়ে তাতে তার বেঁধে হাতে খুঁটি ঘুরিয়ে টাইট দিল ওরা। তারকাঁটা দিয়ে লোহার মতো শক্ত পোস্টের গায়ে আটকে দিল কাঁটাতার।

কাজটা মাটিতে খুঁটি গাড়ার চেয়ে দ্রুত এগোয়, ফলে বেশিরভাগ ক্রুকে গর্ত খুঁড়ে খুঁটি বসানোর কাজেই নিয়োজিত রাখল ডিউক। শীতকাল তাই খেতের কাজ নেই বললেই চলে, বেশিরভাগ সময় ফেন্সিং ক্রুদের সাহায্য করল নোয়া হুইলার। আনন্দিত মনে হলো তাকে, আস্তে আস্তে আকৃতি নিচ্ছে বেড়াটা তার চোখের সামনে।

যথাসাধ্য পরিশ্রম করছে সবাই। কাজের ফাঁকে কৌতুক আর ঘোড়ার খেলা দেখিয়ে ক্রুদের মনোরঞ্জন করছে রালফ ব্লেসিংগেম আর তার চার ছেলে। এতই ঝুঁকি নিয়ে ওরা ঘোড়ার খেলা দেখায় যে আঁতকে উঠতে হয় পাকা ঘোড়সওয়ারীকেও। একটু এদিক ওদিক হলেই পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে এতে সন্দেহ নেই কোন। ডিউকের চোখে বিস্ময়কর একজন মানুষে পরিণত হয়েছে রালফ ব্লেসিংগেম। এত বয়সে এরকম পরিশ্রম কেউ করতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যেকোন যুবকের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা করে কাজ করতে পারে রালফ। যুবক যখন পরিশ্রমে নেতিয়ে পড়ে, তখন দু'জনের কাজ চালিয়ে নিতে পারে সে একাই।

তারপর রাত যখন নামে, এখনও সাহস হারায়নি, ওর সঙ্গে পোকারে বসতে রাজি আছে, এমন যেকারও সঙ্গে লণ্ঠনের আলোয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পোকার খেলে সে। জোনাথন ক্রেইগ ছাড়া আর সবাই চেষ্টা করে দেখেছে, কেউ রালফকে হারাতে পারেনি।

মাঝে মাঝেই ক্রেইগকে খেলায় বসাবার চেষ্টা করে রালফ। 'খেলো না কেন আমার সঙ্গে দু'এক দান? মজাও পাবে, আবার শিখতেও পারবে অনেক কিছু।'

সব সময়েই হেসে মাথা নাড়ে ক্রেইগ। 'পোকার আমি কোন কালেই ভাল খেলতাম না। তুমি বরং পাকা খেলোয়াড়দের সঙ্গেই খেলো।'

ক্রুদের মধ্যে যারা নিজেদের পোক্ত, চালিয়াত মনে করত, তাদের সবাই রালফের সঙ্গে কয়েক দান খেলেই নিজেদের সম্বন্ধে মনোভাব পাল্টে ফেলেছে। রালফ চুরি করে এটা সবাই জানে; যে-রহস্য আজও ভেদ করা যায়নি সেটা হলো করে কিভাবে চুরিটা। কার্ডে এক সেন্ট করে খেলতে খুব একটা পয়সা লাগে না, কাজেই আজকাল ক্রুরা টস করে যেকোন একজন রালফের বিরুদ্ধে খেলতে বসে। বাকিরা চারপাশে গোল হয়ে বসে শকুনের মতো চেয়ে থাকে রালফের চুরি ধরার জন্যে। পাকা চোর রালফ। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে ধরতে পারেনি।

ক্রুদের মধ্যে একমাত্র বেমানান মানুষ হচ্ছে কুক সাইমন গেটি। প্রথম কয়েকদিন ভালই রেঁধেছিল সে, কিন্তু তারপর খুবই পড়ে গেছে তার রান্নার মান। এখন বাধ্য হয়ে খেতে হয় ক্রুদের। পুরুষমানুষ, কাজেই অভিযোগ করে না ওরা। দুনিয়ার সবকিছু এবং সবার ওপর খেপে আছে সাইমন। সর্বক্ষণ গজগজ করছে আপন মনে। বেশি ক্ষোভ তার ব্লেসিংগেমদের ওপর। ওরা নাকি দশজনের সমান খায়। ড্যান্ডিও বাজে লোক। যখন তখন ক্যাম্পে এসে খাওয়া চায়। ওর জানা উচিত লাঞ্চ দেয়া হয় বারোটার সময়। একটা, দুটো বা তিনটের সময় এসে চাইলেই তাকে খাবার বেড়ে দিতে হবে নাকি! নাহয় স্যাডলে একটা রাইফেল আছে, তাই বলে এমন কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্ব হয়ে যায়নি ড্যান্ডি।

আর যে লোকগুলোকে ড্যান্ডি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে–ওদের অনেকে এমনকি এটাও জানে না যে খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে আসতে হয়। ডাচ আভেনে নোংরা হাত ঢোকালে তো চলবে না! আর জোনাথন ক্রেইগ, সে লোক সকালে উঠেই বেডরোল থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করে কফির মধ্যে মদ ঢেলে খায়। ডিউক ভেবে দেখেছে, এব্যাপারে কুকের আপত্তির প্রধান কারণ হতে পারে যে ক্রেইগ তাকে সাধে না।

আর স্বয়ং ডিউক–কেন সে পারে না রান্নার জন্যে ভাল হাঁড়ি-পাতিল কিনে আনতে? শুধু হাঁড়ি-পাতিলের অভাবেই রান্না খারাপ হচ্ছে।

নীরবে মেনে নিয়েছে ডিউক। ও জানে, ওয়্যাগন কুকদের মেজাজ ক্রুদের

হাসি-ঠাট্টার খোরাক হিসেবে কাজ করে। তবে একথাও ঠিক যে সত্যি কথা বলতে গিয়েও অনেকে অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

এক শীতের সকালে ভুল করে ফেলল সাইমন গেটি। মাত্র নাস্তা খেতে তারপুলিনের তলায় ঢুকেছে পাঁচ ব্লেসিংগেম, ঠাণ্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে আসায় কাঁপুনি ধরে গেছে শরীরে; পেটে খিদের আগুন নিয়ে এগোচ্ছে চাকবক্সের দিকে, সাইমন গেটিকে অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি ক্ষিপ্ত দেখল ওরা আজ। বোধহয় অস্বাভাবিক শীতই লোকটাকে খেপিয়ে তুলেছে।

'জাহান্নামে যাও, রালফ ব্লেসিংগেম! পা ছুঁড়ে আমার আভেনের মধ্যে বালি ঢোকাচ্ছ তুমি। পিছে সরো, নইলে লাথি মেরে পেছনে হটিয়ে দেব।'

অন্যসময় হলে রালফ পিছিয়ে যেত, খুব কম মানুষেরই সাহস আছে কুকের সঙ্গে শত্রুতা করে; কারণ বাজে রেঁধে প্রতিশোধ নেবে কুক, খেতে বাধ্য হচ্ছে দেখে হাসবে মিটিমিটি। কিন্তু আজকে অপমানটুকু গায়ে বড় লাগল রালফের, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ও। প্রত্যেকদিন দুর্ব্যবহার করছে অসহ্য লোকটা, আজকে এর একটা বিহিত হওয়া প্রয়োজন।

গরগর করে উঠল গেটি। 'একটা কোমাঞ্চি ইন্ডিয়ানও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তোমাদের চেয়ে ভাল জ্ঞান রাখে। সর্বক্ষণ আভেনের চারপাশে ছোঁকছোঁক করে বেড়াচ্ছ তোমরা একপাল নোঙরা, ধেড়ে শুয়োরের মতো। ভাবতেও দুঃখ হয় যে তোমরা ওই ক্রীকটাতে পড়ে গিয়ে কেন ডুবে মরো না।'

কয়েকবার রং বদলাল রালফের দাড়িভরা চেহারা। গম্ভীর গলায় বলল ও, 'ক্রীকের পানিতে পড়ার কথা যখন উঠলই, আমার তো মনে পড়ে না এখানে এসেছ তক একবারও তোমাকে আমি গোসল করতে দেখেছি। আমার ধারণা এই সময়টাও আর সব সময়েরই মতোই গোসল করার জন্যে চমৎকার!'

গেটি সরে যাবার আগেই, কথা শেষ হওয়া মাত্র, প্রকাণ্ড দু'হাতে কুকের মাংসল কাঁধ চেপে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল রালফ। বিন্দুমাত্র দেরি না করে বাবার সহায়তায় এগিয়ে এলো ছেলেরা। সবাই মিলে চ্যাংদোলা করে গেটিকে নিয়ে গিয়ে পেটমোটা একটা ময়দার বস্তার মতো ফেলে দিল বরফ-ঠাণ্ডা ক্রীকের পানিতে।

প্রথম দু'বার অভিশাপ আর গালাগাল দিতে দিতে উঠে এলো গেটি। তৃতীয়বার উঠল অপর পাড়ে। শীতে এমনই কাঁপছে যে গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো না। তাছাড়া পানিও গিলতে হয়েছে তাকে প্রচুর। একটু সামলে নিয়ে ঠাণ্ডায় নীল চেহারায় ক্রীকের উৎস ঘুরে সোজা বার্নে গিয়ে ঢুকল সে, কাপড় ছেড়ে মোটা কয়েকটা কম্বল গায়ে চাপিয়ে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল একটা বাঙ্কে। গলা দিয়ে বেরতে লাগল কুঁই-কুঁই একটা আওয়াজ।

খবরটা যদিও বিস্মিত করল না ডিউককে, তবে খুশিও হতে পারল না ও। 'ঠিক আছে, রালফ,' সিদ্ধান্তে এসে বলল ডিউক, 'তুমি যেহেতু কুককে খেদিয়েছ, এখন নাস্তা তৈরি তোমার দায়িত্ব।'

ও জানে, সাইমন গেটিকে স্ট্রিংটাউনে ফেরত পাঠাতে হবে ওকে। তাহলে

রাঁধবে কে?

ওকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল লিন্ডা হুইলার। সব শুনে জানতে চাইল, 'তুমি ওকে কত বেতন দিচ্ছিলে?'

'মাসে চল্লিশ ডলার।'

'সঙ্গে খাবারও?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকেও ওর সমান দিলে কাজটা নিতে আপত্তি নেই আমার।'

লিন্ডা ঠাট্টা করছে কিনা বুঝতে পারল না ডিউক। বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম বেড়া দেয়াটা তুমি পছন্দ করতে পারছ না।'

শ্রাগ করল লিন্ডা। 'সেজন্যে তো কাজ বন্ধ করছ না তুমি। খেতে হবে লোকগুলোকে। রোজগার করার সুযোগ যদি পাই, কাজটা নিতে আমার আপত্তি থাকবে কেন?'

খুশি হলো ডিউক। কুক যত ভালই রাঁধুক না কেন, কোন মহিলার হাতের রান্না পেলে সব অভিযোগ ভুলে কাজ করে ক্রুরা।

'কিন্তু বাইরে এভাবে রান্না করাটা তুমি নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না?' জানতে চাইল ও।

'রাঁধবও না। বাড়িতে, কাঠের বড় চুলোটাতে আমি রান্না করব।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল ডিউক। নরম হচ্ছে মেয়েটার মন। ভার্নের সঙ্গে ওর মারামারির পর থেকেই বদলে গেছে লিন্ডা, তবে এখন, আজ ও নিশ্চিত হলো।

'তোমাকে আমি চাকরিতে নিলাম,' বলল ডিউক। হাত বাড়িয়ে লিন্ডার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে হাসল ও। 'এখনই কাজ শুরু করতে পারো তুমি।'

ধীর পায়ে অফিসের ভেতরে হাঁটছেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি তাঁকে ঘিরে রেখেছে। শেরিফ স্পেন্সারের দিকে যখন তাকালেন, তখনও অস্বস্তি তাঁর মধ্যে থেকে দূর হয়নি।

'শহরে নতুন কিছু ঘটেছে?'

ক্যাপ্টেন এই প্রশ্নটা করতে চাননি, বুঝতে পারছে স্পেন্সার। সময় নেবেন ক্যাপ্টেন, যদি দেখেন প্রসঙ্গটা আপনাআপনি উঠছে না, তখন নিজেই জিজ্ঞেস করবেন।

'তেমন কিছু নয়,' কমদামী একটা পিরিচে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল সে। কখনোই অ্যাশট্রে রাখেন না ক্যাপ্টেন। জীবনের ছোটখাটো আনন্দগুলো থেকে মজা খুঁজে নিজেকে ছোট করতে কোন মতেই রাজি নন তিনি। সেজন্যে যারা বদঅভ্যাসে ভোগে, তাদেরও কোন ছাড় দেন না।

সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল স্পেন্সার। 'ব্যাঙ্কের দায়িত্বে গরু আর র‍্যাঞ্চের যাবতীয় সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে গর্ডন ফিঞ্চ চলে গেছে। ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হয়ে গেছে, আর তাকে দেখা যায়নি।'

তৃপ্তির সঙ্গে মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। 'ওকে আমি চলে যেতে

বলেছিলাম।'

'হাত কামড়াচ্ছে অ্যালবার্ট ব্রাউন, বলছে ও ব্যাঙ্কার মানুষ, র‍্যাঞ্চের কিছুই বোঝে না।'

ভ্রূ কোঁচকালেন ক্যাপ্টেন। 'আমার কাছে ওর আসা উচিত ছিল। ও নিশ্চয়ই জানে যে র‍্যাঞ্চটা কিনতে আমি আপত্তি করব না।'

একটা কথা মনে এলেও চুপ করে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল স্পেন্সার।

তবে স্পেন্সারের চিন্তা কোন্ খাতে বইছে তা গুটেনহফ আন্দাজ করতে পারলেন। ভ্রূ জোড়া আরও কুঁচকে গেল তাঁর। 'তোমার কি মনে হয়, ব্রাউন আমার কাছে বেচতে চাইছে না?'

সরাসরি জবাব দেয়ার ইচ্ছে না থাকায় শ্রাগ করল শেরিফ। 'আমি জানি না, ক্যাপ্টেন, এব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি।'

কিছুক্ষণ পায়চারি করে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'শহরের ওরা অনেক কিছু বলবলি করছে, তাই না?'

'তা বলছে।'

কোটের পকেটে দু'হাত পুরলেন ক্যাপ্টেন। কিছুটা অভিমানী শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'বলুক ওরা যা ইচ্ছে। শহরটা আমার, গড়ে তুলেছি আমি, কাজেই ওরা কি বলল না বলল তাতে কিছুই যায় আসে না আমার।'

যায় আসে, ক্যাপ্টেনের চেহারা দেখে বুঝতে পারল স্পেন্সার। এতদিনের কর্তৃত্ব আজকে প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে, এটা মেনে নেয়া আর যাই হোক সহজ নয়।

স্পেন্সার বলল, 'আগে ছোট একটা শহর ছিল টুইন ওয়েলস, ক্যাপ্টেন। শহরের প্রত্যেকেই আপনার হয়ে কাজ করত, বা কোন না কোন ভাবে ঋণী ছিল আপনার কাছে। কিন্তু এখন শহরটা বড় হয়েছে, এমন অনেক লোকই এসেছে যারা মনে করে তাদের ওপরে আপনার কোন অধিকার নেই। ওদের ধারণা আপনাকে ছাড়াই ওদের চলে যাবে।'

রাগী চোখে শেরিফকে দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'কার হয়ে কাজ করছ তুমি, স্পেন্সার, ওদের না আমার হয়ে?'

জবাব দেয়ার ইচ্ছে না থাকায় দরজার পাশে গম্ভীর চেহারায় দাঁড়িয়ে থাকা আর্চার স্প্যানের দিকে তাকাল শেরিফ। মৃদু গলায় বলল, 'ওরা তোমার ব্যাপারেও কথা বলছে, আর্চার।'

ফোরম্যানের চোখে স্পষ্ট বিরূপ দৃষ্টি দেখতে পেল স্পেন্সার।

'কি বলছে ওরা?' কড়া গলায় জানতে চাইল স্প্যান।

'বলার চেয়ে তোমার ওই গ্যাপে নাস্তানাবুদ হওয়া নিয়ে হাসাহাসিই করছে বেশি।'

লাল হয়ে গেল স্প্যানের চেহারা। শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। আড়ষ্ট পায়ে হেঁটে এসে বাছুরের শুকনো চামড়া মোড়া একটা পিঠসোজা চেয়ারে বসল সে। দেখে মনে হলো ঘরে আর কেউ আছে সেখেয়াল নেই, ডুবে গেছে নিজের

চিন্তায়।

'র‍্যাঞ্চাররা সবাই এখনও আমাদের পক্ষে আছে,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'সেটাই আসল।'

'আসলেই কি আছে?' প্রশ্ন ছুঁড়ল শেরিফ। 'আমি শুনেছি বেড়ার বিরুদ্ধে সবাইকে একযোগে প্রতিরোধ জানাবার কথা বলতে গিয়েছিল আর্চার, কয়েকজন নাকি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে?'

'ওরা যখন বুঝবে কাঁটাতারের বেড়া কি ক্ষতিটা করতে যাচ্ছে এই জমির তখন ঠিকই আমাদের পক্ষ নেবে,' বললেন ক্যাপ্টেন একগুঁয়ে স্বরে।

কথাটা মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখল স্পেন্সার মন্তব্য করার আগে। তারপর বলল, 'আমি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেছি, ক্যাপ্টেন। বেড়া কিন্তু ভাল একটা প্রভাবও ফেলবে এদেশের ওপরে।'

চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে তাকালেন ক্যাপ্টেন। কণ্ঠস্বরে বেদনা ফুটে উঠল, 'বাড, তুমিও কি আমার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছ?'

'না, ক্যাপ্টেন, আমি আপনার বিরুদ্ধে যাইনি,' আহত কণ্ঠে বলল শেরিফ, 'আমি কোনদিনও আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াব না।'

জানালার কাছে ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন। অস্বস্তি বোধটা আবার ঘিরে ধরেছে তাঁকে। 'হুইলারের ছেলে আর ওর তিনশো ডলারের ব্যাপারে কি নাকি বলছে ওরা?'

'আমি যা শুনেছি তার বাইরে কিছু জানি না,' বলল শেরিফ। 'আপনি বরং স্প্যানকে জিজ্ঞেস করুন।'

নিজের নাম শুনতে পেয়ে চোখ মেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আর্চার স্প্যান। 'মিথ্যে। ডাহা মিথ্যে কথা। আমাদের বিরুদ্ধে লোক খেপিয়ে তোলার জন্যে গুজবটা ছড়াচ্ছে ওরা। আপনি তো জানেন ছেলেটাকে টাকা পৌঁছে দিয়েছি আমি। আপনি নিজে শুনে আমার হাতে টাকা দিয়েছেন, ক্যাপ্টেন।'

মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। 'ও ঠিকই বলছে, বাড, আমি শুনে দিয়েছি টাকাগুলো। কারও প্রাপ্য টাকা আত্মসাত করে না জি ক্রস।'

'তা জি ক্রস করে না।' শেরিফের চোখ আর্চার স্প্যানের ওপর থেকে সরল না।

ক্লান্ত হয়ে ডেস্কে বসলেন ক্যাপ্টেন। চুপ করে থাকলেন। স্পষ্টতই তিনি বিচরণ করছেন অতীতে। ড্রয়ার খুলে একটা ছোট্ট জিনিস বের করলেন তিনি। কিছুক্ষণ দেখে তারপর বাড়িয়ে দিলেন ওটা স্পেন্সারের দিকে।

'এটা কখনও দেখেছ, বাড?'

'না। জিনিসটা তীরের ফলা, তাই না?'

মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। 'বহুবছর আগে পেকোতে কাঁধে ঢুকেছিল এটা। প্রায় পনেরো বছর মাংসের মধ্যেই ছিল। বোধহয় তুমি যখন এখানে কাউবয় ছিলে তখনও, ঠিক মনে পড়ে না। চামড়ার কাছে চলে এসেছিল এটা, তাই ফোর্ট ওয়র্থে গিয়ে অপারেশন করে বের করাই।'

অদ্ভুত একটা প্রশান্ত ভাব আছে ক্যাপ্টেনের বলার ভঙ্গির মধ্যে। নরম

গলায় অতীতের কথা বললেন তিনি।

চুপ করে শুনল শেরিফ। তারপর লোহার টুকরোটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'চমৎকার একটা স্মৃতিচিহ্ন।'

টুকরোটা তালুতে রেখে চোখে ভালবাসা নিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন। মুহূর্তের জন্যে যেন বর্তমান হতে বিস্মৃত হলেন তিনি। মৃদু কণ্ঠে বললেন অতীতের সেই মুক্ত স্বাধীন দিনগুলোর কথা, যখন তিনি যুবক ছিলেন। বললেন অবারিত সম্ভাবনাময় দিনগুলোর কথা, যখন বুকে সাহস নিয়ে ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারলে, বেঁচে থাকতে পারলে জয় করে নেয়া যেত গোটা একটা দেশ। তখন তারুণ্য ছিল তাঁর। বুকে ছিল দুর্জয় সাহস আর দুর্দমনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

বহুদিন পরে আজকে আবার ক্যাপ্টেনকে সেই আগের মতো কথা বলতে শুনল স্পেন্সার। বুঝতে পারল কি ঘটতে যাচ্ছে এর পরে। অনুভব করল সময় ফুরিয়ে আসছে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হতে আর বেশি বাকি নেই। সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তাই অতীতে ক্ষণিকের জন্যে আশ্রয় খুঁজছেন ক্যাপ্টেন।

'সেই সময়গুলো ছিল আসল সময়, বাড,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'চলে গেছে সেই সময়। নতুন লোক এসেছে, এমন সব লোক, যারা এদেশের অতীত জানে না, জানে না কিসের বিনিময়ে, কাদের অবদানে গড়ে উঠেছে দেশটা। ওরা আমাদের সবকিছু ধ্বংস করে ফেলতে চায়। বাড, আমার গড়া এই এলাকা যে আমি আগের মতো রাখতে চাই, সেজন্যে কি আমাকে তুমি দোষ দিতে পার?'

মাথা নাড়ল বাড স্পেন্সার। 'না, ক্যাপ্টেন, আপনাকে আমি দোষ দেব না। তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য—ওদের আপনি ঠেকাতে পারবেন না। হয়তো ওদের অগ্রগতি কিছুদিনের জন্যে রুখতে পারবেন, হয়তো ঠেকাতে পারবেন কয়েকজনকে, কিন্তু ওদেরকে চিরদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। শেষপর্যন্ত ধ্বংস করে দেবে ওরা আপনাকে।'

বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে শেরিফকে দেখলেন ক্যাপ্টেন। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তাঁর। ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্লান্ত দেহ টেনে। কাঁধ ঝুঁকে গেল, যেন অত্যন্ত ভারী কিছু একটা চাপানো হয়েছে তাঁর কাঁধে। চোখের দৃষ্টিতে রাগের চেয়ে যেন দুঃখই প্রকাশ পেল বেশি। মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললেন, 'আমার ধারণা তোমার এখন যাওয়া উচিত, বাড। তোমার মনোভাব যদি এমনই হয়, তাহলে আমি চাই না তুমি জি ক্রস র‍্যাঞ্চে সময় নষ্ট করো।'

চোখ জ্বালা করে উঠল স্পেন্সারের। বুড়ো র‍্যাঞ্চারকে বাবার মতো শ্রদ্ধা করে সে। ইচ্ছে করছে জড়িয়ে ধরে এখন সান্ত্বনা দেয়, বোঝায়; কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে যে ওর আচরণ সহজ ভাবে নেবেন না তিনি। বড় বেশি গর্বিত মানুষ ক্যাপ্টেন। তিনি এমন এক সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন যখন তিনিই ছিলেন এই এলাকার রাজা।

'ক্যাপ্টেন,' বলল স্পেন্সার, 'কিছু করার আগে ভাল মতো ভেবে দেখবেন।'

'যাও, বাড। এখন তুমি যাও।'

টেবিল থেকে হ্যাট তুলে নিয়ে একবারও পেছনে না তাকিয়ে বেরিয়ে এলো বাড স্পেন্সার, সামনের দরজায় তার জন্যে অপেক্ষায় আছেন মিসেস গুটেনহফ।

শেরিফের চোখ দেখেই বুঝে ফেললেন বৃদ্ধা। 'ঝগড়া করেছ তোমরা!'

চোখ নামিয়ে নিল স্পেন্সার। 'আমি দুঃখিত, সারা, চেষ্টা করেছি, কিন্তু ক্যাপ্টেনকে বোঝাতে পারলাম না। জানতাম আগে হোক পরে হোক এমনটা ঘটবেই।'

'আমিও তাই ভয় পাচ্ছিলাম,' বিড়বিড় করে বললেন সারা। 'ওকে বোঝানোর কোন উপায়ই কি নেই?'

'মনে হয় না, সারা। বুঝতে পারছি মহা পতন ঘটবে ক্যাপ্টেনের, কিন্তু বোঝাব কি করে!'

'এসব আর্চার স্প্যানের পরিকল্পনা,' বললেন সারা। 'আমি জানি এগুলো ও-ই করাচ্ছে হ্যারিকে দিয়ে।' শেরিফের চোখে অবিশ্বাস দেখে ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন তিনি। 'সত্যি তাই। যদিও মাঝে মাঝে হ্যারি ওকে বকে, সেটা শুধু মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে যে আসলে কে বস; কিন্তু বয়স বাড়ছে হ্যারির, নিজের কম বয়সের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় ও স্প্যানের মধ্যে। সেজন্যেই স্প্যানের প্রভাব মেনে নিয়েছে ও। এতটাই, যে ঠিক বিশ্বাস হয় না।'

সারা গুটেনহফের রুগ্ন হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল স্পেন্সার। অনুভব করল বিগত দিনগুলোর তুলনায় আজকে একটু যেন সবল মনে হচ্ছে মহিলাকে। বলল, 'আপনাকে সুস্থ দেখাচ্ছে। সুস্থ থাকার চেষ্টা করতে হবে আপনাকে, মনে রাখবেন ক্যাপ্টেনের জন্যে হলেও সুস্থ থাকতে হবে আপনাকে। আমার মনে হয় শিগ্‌গিরই পাশে আপনাকে প্রয়োজন পড়বে ক্যাপ্টেনের।'

'পাশেই পাবে ও সবসময় আমাকে,' নিজেকেই যেন শোনালেন সারা।

অফিসের ভেতরে, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর্চার স্প্যান, দেখছে ঘোড়ায় উঠে চলে যাচ্ছে শেরিফ। স্পেন্সার উঠন পেরবার পর ঘুরল সে। 'স্পেন্সারকে ওরা কিনে নিয়েছে, ক্যাপ্টেন। বিক্রি হয়ে গেছে লোকটা।'

নীরবে বসে থাকলেন ক্যাপ্টেন। দেহের দু'পাশে ঝুলছে দু'হাত। চোখে একরাশ ক্লান্তি। কপাল টিপে ধরে ভাবলেন, কেন ভাগ্য আজ বাড স্পেন্সারকে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল। বুঝতে পারছেন, প্রতিদিন বন্ধুর সংখ্যা কমে আসছে তাঁর। কিন্তু স্পেন্সারের ওপরে তিনি নির্ভর করেছিলেন।

জানেন স্পেন্সার সম্বন্ধে স্প্যানের ধারণা ভুল, বিক্রি হয়ে যাবার মতো মানুষ নয় স্পেন্সার। নিজস্ব একটা মত আছে ওর, সেজন্যেই সরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, তিনি ব্যাপারটা পছন্দ করুন আর না করুন, ও এখন শত্রুদের দলে। দ্রুত বড় হচ্ছে দলটা।

'আমাদের হাতে সময় বেশি নেই, ক্যাপ্টেন,' বলল স্প্যান। 'বেড়ার কাজ

ওরা যত এগিয়ে নিয়ে যাবে, ততই ওদের ঠেকানো কঠিন হবে আমাদের পক্ষে।'

অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা শুনলেন গুটেনহফ। অতীতের কথা মনে পড়ছে তাঁর। স্পেন্সার তখন জি ক্রসের কাউবয়, সেরাদের মধ্যেও সেরা। ওকে হারানোর ব্যথা যেন সন্তান হারানোর ব্যথার মতো বুকে বাজছে তাঁর। এরকম দুর্বল মুহূর্তে গুটেনহফের মনে হয়, যদি তাঁর নিজের কোন সন্তান থাকত। জীবনে যা চেয়েছেন তার প্রায় সবই পেয়েছেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে একটা সন্তান দেননি। সেই অভাব একটা সময় অনেকটা পূরণ করে দিয়েছিল বাড। এখন যেমন স্প্যানের মাঝে নিজেকে দেখে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পান তিনি।

'কি করব আমরা, ক্যাপ্টেন?' অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল স্প্যান।

'আমি তো তোমাকে বলেছি বেড়া বা ট্রেভার্সের ব্যাপারে যা ইচ্ছে করতে পার তুমি।'

'তাতে কাজ হবে বলে মনে হয় না। সাপের লেজ কেটে গতি রোধ করা যায় না। ওদের ঠেকাতে হলে নোয়া হুইলারকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে হবে। এমন ভাবে, যাতে মাথা তুলে আর দাঁড়াতে না পারে লোকটা।'

মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, হুইলারকে এসবের মধ্যে জড়ানো চলবে না।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল স্প্যান। অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে গলা নরম করে জানতে চাইল, 'কেন হুইলারকে শায়েস্তা করা যাবে না সেটা আমাকে জানাবেন কি, ক্যাপ্টেন? কেন সে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে?'

ভ্রূ কুঁচকে হাতের আঙুল দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'অনেকদিন আগে আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি, আর্চার। আজ হয়তো তার মধ্যে তুমি বুড়ো এক ফার্মারকে ছাড়া আর কিছু দেখছ না, তবে আমি জানি ও কিরকম মানুষ। মনে আছে আমার।

'হুডের টেক্সাস ব্রিগেডে ছিলাম আমরা। আমি ছিলাম ক্যাপ্টেন, আর নোয়া হুইলার আমার একজন সার্জেন্ট। একসঙ্গে কঠিন সময় পার করেছি আমরা। গেইন্‌স্ মিল, ম্যানাসাস···' স্মৃতি ঘেঁটে আনমনে হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'আমাদের প্রিয় একটা মার্চিং গান ছিল···"দ্য ওল্ড গ্রে মেয়ার কেম টিয়ারিং আউট অভ দ্য উইল্ডারনেস।" হুইলার গানটা গাইত। গান গাইতে গাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতাম আমরা।

'তারপর অ্যান্টিট্যাম-এ গেলাম আমরা। অত ক্ষুধার্ত আর নোংরা একদল মানুষ তুমি জীবনেও দেখোনি, আর্চার। হুকার আর তার ফেডারেলদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে নামিয়ে দেয়া হলো। সরাসরি খুনও বলতে পার তুমি। হুড আমাদের আক্রমণের নির্দেশ দেয়ার আগেই ইয়াঙ্কিদের হাতে আমাদের বেশিরভাগ সৈন্য কচুকাটা হয়ে গেল। তবুও ভুট্টার খেত মাড়িয়ে এগোলাম আমরা। চারপাশে দোজখ যেন ভেঙে পড়েছে, বাতাসে শিস কেটে চলে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট, শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলে আছড়ে পড়ছে কামানের গোলা। কিন্তু তার মাঝ দিয়েই এগিয়ে চললাম আমরা।

'পায়ে গুলি খেয়ে পড়ে গেলাম আমি। আমার সামনেই ইয়াঙ্কি কামান। বুঝে গেলাম, মারা যাচ্ছি আমি, ঠেকাবার আর কোন উপায় নেই। ঠিক তখনই এসে হাজির হলো নোয়া হুইলার, মৌমাছির মতো গুঞ্জণরত অসংখ্য বুলেটের তোয়াক্কা না করে কয়েকজন ইয়াঙ্কি সৈন্যকে হত্যা করে কামানটার বারোটা বাজিয়ে দিল ও। আমাকে কাঁধে তুলে ছুটে বেরিয়ে এলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

'ও আমাকে বাঁচিয়েছে, আর্চার, সেজন্যেই আমি চাই না তুমি ওর বিরুদ্ধে কিছু করো। বেঁচে আছি সেজন্যে আমি ওর কাছে ঋণী।'

তেরো

একটু একটু করে অধৈর্য হয়ে উঠছে ড্যান্ডি। 'আমার মনে হয় না কোন কাজের কাজ করছি,' হুইলারদের পোর্চে ডিউকের পাশে বসে অভিযোগ করল সে। 'দু'মাইল বেড়া দেয়া হয়ে গেল, অথচ এখনও ওদের তরফ থেকে কোন ঝামেলার গন্ধ নেই! খামোকা স্যাডলের চামড়া খয় করছি আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে বেড়াচ্ছি, এভাবে আর ভাল লাগছে না।'

কালো কফিতে লম্বা চুমুক দিল ডিউক। 'অখুশি হচ্ছ কেন, এটা তো আমাদের জন্যে সুখবর। অবশ্য এমনও হতে পারে তুমি লড়তে পছন্দ করো।'

শ্রাগ করল ড্যান্ডি। 'আসলে তা নয়, লড়তে আমি পছন্দ করি না। আসলে বিপদ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, অন্যরা যখন মাছ ধরতে যাবে, আমি তখন গিয়ে পড়েছি কোন মারামারির মধ্যে। চারপাশ শান্ত হয়ে গেলে আমার অস্থির লাগে, পানি ঘোলা করার উপায় খুঁজি, আর পেয়েও যাই সচরাচর।'

'জন্মাতে তোমার কিছুদিন দেরি হয়ে গেছে। তোমার উচিত ছিল আগে জন্ম নিয়ে আর্মিতে ভর্তি হয়ে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করা।'

মাথা নেড়ে হাসল ড্যান্ডি। 'লড়াই আরম্ভ হবার আগেই দেখা যেত গার্ডহাউজে আমি বন্দি হয়ে আছি কোন অফিসারকে পেটানোর অপরাধে। নির্দেশ দেয়া হলে গা জ্বালা করে আমার।'

'কিন্তু আমার নির্দেশ তো মেনে নিচ্ছ।'

'পছন্দ না হলে নিতাম না।'

সবার শেষে খেতে এসেছে ওরা। লিন্ডা রাঁধার কাজটা নেবার পর থেকে কিচেনে এসে টেবিলে উঁচু করে রাখা স্তূপ থেকে খাবার বেড়ে নেয় প্রত্যেকে, কেবিনের টেবিল তো দূরের কথা, মেঝেতেও এত লোকের জায়গা হবে না, তাই পোর্চে বসেই সেরে নেয় ওরা খাবার কাজটা।

জোনাথন ক্রেইগের খাওয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। পেটে হাত বুলিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল সে। দ্বিতীয়বারের মতো প্লেট খালি করছে ও।

ক্রেইগকে একবার দেখে নিয়ে ড্যান্ডি তাকাল ডিউকের দিকে। বলল,

'এই মেয়ের রান্না তোমার খরচ বাড়িয়ে দেবে অনেক। এদিক থেকে সাইমন গেটিই ভাল ছিল, ওর হাতের রান্না কেউ পেটপুরে খেতে পারত না।' মুচকি হাসল ড্যান্ডি। 'অবশ্য সবাই যে শুধু খাবারের লোভে ইদানীং কিচেনে যায় তা নয়, অনেকেই যায় মেয়েটাকে দ্বিতীয়বার দেখতে।' চোরা চোখে একবার ডিউককে দেখে নিল ড্যান্ডি। ডিউক বুঝে গেল, ওকেও সন্দেহের বাইরে রাখেনি লোকটা। এটা অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ড্যান্ডির। সবার মাঝে নীরবে ঘুরে বেড়ায়, ভাব দেখে মনে হয় কিছুই খেয়াল করছে না, অথচ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে সবই।

লিন্ডার কথা ভাবলে অবাক লাগে ডিউকের। এই কিছুদিন আগেও ফেন্সিঙের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল মেয়েটা, অথচ এই কয়দিনেই ফেন্সিং ক্রুদের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। লিন্ডা আঙুল নাচালেই কে কার আগে পানির বাকেট পৌঁছে দেবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় ক্রুদের মাঝে। হয়তো বেড়া দেয়ার ব্যাপারে বাবার উৎসাহ ছুঁয়ে গেছে মেয়েটাকে।

সবার আগে খাওয়া শেষ করে বার্নের দিকে পা বাড়াল ড্যান্ডি। পোর্চে বসে জিঞ্জারব্রেডের শেষ টুকরোটায় কামড় বসাল ডিউক। হাতে বড় একটা প্যান নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো লিন্ডা, ডিউকের ওপরে ঝুঁকে আরেক টুকরো জিঞ্জারব্রেড দিল ওর প্লেটে।

'সর্বনাশ!' বলল ডিউক। 'পেট ভরে গেছে তো আমার।'

'ফেলে দেয়ার তুলনায় বেশি আর রেখে দেয়ার তুলনায় কম রয়ে গেছে জিনিসটা,' কড়া গলায় বলল লিন্ডা। 'খেয়ে নাও।'

ওয়্যাগন কুকের মতোই কড়াকড়ি নিয়মে নিজের কিচেন চালাচ্ছে মেয়েটা। ব্যাপারটা ক্রুরা পছন্দও করছে।

প্রথম দেখাতে লিন্ডাকে কিরকম নরম আর লাজুক মেয়ে মনে হয়েছিল মনে পড়তেই হাসল ডিউক। কতখানি ভুলই না ছিল ওর আন্দাজ! ইস্পাতের মতো দৃঢ় একটা হৃদয় আছে লিন্ডা হুইলারের। বেশির ভাগ সময় বোঝা যায় না, তবে চাপের মুখে বেরিয়ে আসে চারিত্রিক দৃঢ়তা।

লিন্ডাকে নিয়ে ইদানীং অনেক বেশি ভাবছে ও, অনুভব করল ডিউক। ভাবতে চাইছে তা নয়, কিন্তু ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। যখনই মেয়েটা দেখা দেয়, ও টের পায় ওর চোখ লিন্ডার ওপরে সর্বক্ষণ আটকে আছে। মনে মনে আশা করে ব্যাপারটা লিন্ডার চোখে পড়বে না।

আগে কখনও ভালবাসা আসেনি ওর জীবনে, আর এখন আসুক সেটাও চায় না ডিউক। দুশ্চিন্তা করার মতো আরও অনেক বিষয় রয়েছে এখন।

রাতটায় অস্বাভাবিকতা কি আছে তা সচেতন ভাবে বলতে পারবে না ও। আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গে একটা শিরশিরে অনুভূতি ওকে ঘিরে ধরল। এই অনুভূতি ওর আগেও হয়েছে। বিপদ এসেছে সেসময়। এই অনুভূতি মনের গভীর থেকে আসছে, হালকা করে দেখা চলে না একে। ব্ল্যাঙ্কেটে শরীর মুড়ে ক্রুদের

শুয়ে পড়তে দেখল ও, কিন্তু নিজে শুলো না।

'কি হয়েছে, ডিউক?' জানতে চাইল জোনাথন ক্রেইগ।

'জানি না। কেমন যেন লাগছে।'

'আমারও। পেটের মধ্যে মোচড় মারছে তিন নম্বর জিঞ্জারব্রেডের টুকরোটা। ঠিক হয়ে যাবে কাল সকালেই।'

বাইরে এসে কিছুক্ষণ অস্থির পায়ে পায়চারি করল ডিউক। একটা সিগারেট ধরাল। ফেলে দিল অর্ধেকটা শেষ করেই। তিতে লাগছে মুখের ভেতরটা।

শীতের আকাশে ঝাপসা তারাগুলোর আবছা আলো ছাড়া চারপাশ অন্ধকার। চাঁদ উঠবে, আশা করল ডিউক, তারপর ওর মনে পড়ল এখন কৃষ্ণপক্ষ।

অস্থির লাগছে ওর। ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। কাঁটাতারের বেড়ার পাশ দিয়ে এগোল সামনে। একটু পরেই হ্রেসাধ্বনি করল ওর ঘোড়াটা। কাছ থেকেই জবাব দিল আরেকটা ঘোড়া। ঘোড়াটা ওর দুই গার্ডের একজনের, নিশ্চিত হবার আগে পর্যন্ত হোলস্টারের ওপর থেকে হাত সরাল না ও।

'কে ওখানে?' কড়া গলায় জানতে চাওয়া হলো। হ্যামার ওঠানোর ধাতব একটা ক্লিক শব্দ পেল ডিউক।

'আমি। ডিউক।' ঘোড়াটা সামনে বাড়াল ডিউক। একেবারে কাছে না গেলে লোকটা নিশ্চিত হতে পারবে না কে ও। ডিউককে চিনতে পেরে পেশিতে ঢিল দিল রাইডার, হোলস্টারে পুরে রাখল অস্ত্র।

'এমনি খোঁজ নিতে এলোম,' বলল ডিউক। 'কোনকিছু চোখে পড়েছে বা অস্বাভাবিক কোন আওয়াজ শুনেছ?'

'না। একেবারে চার্চের মতোই নীরব। অন্য রাতের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই।'

'কতক্ষণ আগে ওয়ালেসকে শেষ দেখেছ?'

'দশ মিনিট আগে ওকে পেরিয়ে এসেছি আমি। তারের উল্টোপাশে টহল মারছে ও। একটু পরেই ফিরে আসবে। কেন, কোন ঝামেলা আশা করছ?'

'জানি না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে।'

কিছুক্ষণ পর অন্য গার্ডের সঙ্গে দেখা হলো ওর। একই জবাব পেল লোকটার কাছ থেকে। নির্ঘাত বেশি বেশি জিঞ্জারব্রেড খাওয়ার ফল, বার্নে ফিরে যেতে প্রায় মনস্থ করে ফেলল ডিউক। তবুও নিজেকে সন্তুষ্ট করতে জি ক্রস হেডকোয়ার্টারের দিকে মাইলখানেক রাইড করবে, ঠিক করল ও।

ঘোড়াটাই ওদের আগে খুঁজে বের করল। নিকষ কালো আঁধারে স্বজাতিকে কিভাবে ঘোড়ারা খুঁজে বের করে সেটা ডিউকের কাছে চিরদিনই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হয়। কান খাড়া করে মাথাটা একটু ঘোরাল ওর ঘোড়াটা। স্টিরাপে দাঁড়িয়ে গেল ডিউক। সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিল, আশা করছে এখনই কিছু দেখতে বা শুনতে পাবে। কোথাও কোন আওয়াজ

নেই।

স্যাডলের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ যাতে না হয় সেজন্যে ঘোড়া থেকে নামল ও। রাশ ধরে ঘোড়া থেকে খানিকটা সরে দাঁড়াল। একটু পরেই শুনতে পেল আওয়াজটা। শুকনো ঘাসে অনেকগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের চাপা আওয়াজ। স্পার আর বিট চেইনের মৃদু রিনিঝিনিও কানে এলো ওর।

আসছে ওরা।

লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠেই ফিরতি পথে ছুটতে শুরু করল ডিউক। মনে মনে আশা করছে ওর ঘোড়ার আওয়াজ শুনতে পাবে না লোকগুলো। বাতাস ওর দিকে বইছে, কাজেই শুনতে না পাবারই কথা।

দ্রুত গার্ড দু'জনকে খুঁজে বের করে ফেলল ডিউক। 'আসছে শত্রুর দল,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'ওয়ালেস, তুমি বার্নে গিয়ে সবাইকে জাগিয়ে এদিকে আসতে বলো। মিল্ট, তুমি আর আমি যাব বেড়ার শেষ প্রান্তে।'

বেড়া ধরে ঘোড়া ছোটাল ওরা। চাঁদের উজ্জ্বল আলো থাকলে ভাল হতো, ভেবেছিল ডিউক। এখন জানে এই কৃষ্ণপক্ষের আঁধারে কাছে না গেলে শত্রুদের দেখতে পাবে না। শ্রাগ করল ও। তাতে খুব একটা কিছু যায় আসে না। শত্রুদেরও একই সমান সম্ভাবনা, ওদের না দেখেই হয়তো পার হয়ে যাবে।

নতুন চাঁদের কথা কেন আগে মনোযোগ দিয়ে ভাবেনি, চিন্তা করল ডিউক। জি ক্রসের লোকরা বোধহয় পঞ্জিকা ঘেঁটে জেনে নিয়েছে যে রাতটা হবে প্রায় চাঁদহীন। একটু খেয়াল করলেই ডিউক বুঝতে পারত যে আদৌ যদি আসে তাহলে এমন ঘোর অন্ধকার রাতই বেছে নেবে শত্রুর দল।

বেড়ার শেষে এক জায়গায় জড় করে রাখা আছে অব্যবহৃত তারের স্পুল আর সিডারের খুঁটি। ওখানে আক্রমণ করলে দশ মিনিটে যে ক্ষতি করা সম্ভব ততটা অন্য কোথাও করতে গেলে অর্ধেক রাত লেগে যাবে। ঘুটঘুটে আঁধারে কাঁটাতার ছেঁড়া সহজ কোন কাজ নয়।

জড় করা তারের বান্ডিল আর গাদা করা খুঁটির পাশে ঘোড়া থামিয়ে নীরবে বসে থাকল ডিউক। কোলের ওপরে ফেলে রেখেছে কক্ করা রাইফেলটা। অনুভব করল বুকের খাঁচায় লাফ দিচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড। ভাবল ড্যান্ডির কথা। আজকে হয়তো মনের তৃপ্তি মিটিয়ে নিতে পারবে ড্যান্ডি।

তারের মৃদু টঙ্কার শুনতে পেল ও। সামনে কেউ একজন একসারি তার কেটেছে।

রাইফেলের বাঁটে চেপে বসল ডিউকের হাত। ওর এত পরিশ্রমের ফসল ধ্বংস করতে এসেছে লোকগুলো! তারের গায়ে অয়্যার কাটারের দাঁত বসে যাবার আওয়াজ পেতেই রাগের একটা স্রোত বয়ে গেল ডিউকের শরীরে। এই একই রাগ ও অনুভব করেছিল পেকো সানচেজের মৃত্যুর দিন।

তবে সেদিনের সঙ্গে আজকে একটা মস্ত পার্থক্য আছে। আজকে ও সেদিনের মতো অসহায় নয়।

বেড়ার পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে ঘোড়াগুলো। স্যাডলে কুঁজো হলো

ডিউক, যাতে আকাশের পটভূমিতে ঘোড়সওয়ারীদের দেখতে পায়। আকাশ প্রায় জমিনের মতোই কালো, তবু আবছা ভাবে লোকগুলোকে কর্নার পোস্টের কাছে দেখতে পেল ও। এগোল ঘোড়ার রাশ ঝাঁকি দিয়ে।

'এই যে, এখানে এসে শেষ হয়েছে,' নিচু গলায় বলল একজন। 'অব্যবহৃত স্পুলগুলো কাছেই কোথাও আছে। কেরোসিনের কয়েকটা ক্যান নিয়ে এসো।'

তিন কি চারজন লোক আছে ওখানে, আন্দাজ করল ডিউক। বাকিরা নিশ্চয়ই পেছনে কোথাও তার কাটতে ব্যস্ত।

লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে প্রথম গুলিটা পাঠাল ও। চমকে লাফিয়ে উঠে আরেকটু হলে ওকে ফেলে দিত ঘোড়াটা। কোনমতে নিজেকে সামলে নিল ও। ভয়ে হ্রেসাধ্বনি করে উঠল রেইডারদের ঘোড়া। একটা ঘোড়া আছড়ে পড়ায় শব্দ হলো তারে। চোখ পিটপিট করে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল ডিউক। মাটিতে কেরোসিনের ক্যান পড়ল ঠং করে। হাত থেকে ক্যান ছেড়ে নিজের ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেউ একজন।

গান মাযলের আগুনে ওর অবস্থান যাতে শত্রুদের জানা না হয়ে যায় সেজন্যে দ্রুত সরে গেল ডিউক। তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ঘোড়াগুলো। একজনকে মাটিতে পড়তে শুনেছে বলে মনে হলো ডিউকের। খটাখট শব্দ উঠল। ভয় পেয়ে দিশে হারিয়ে প্রেয়ারির দিকে দৌড় দিয়েছে একটা ঘোড়া। একজন লোক ঘোড়া হারিয়েছে, নিশ্চিত হলো ডিউক।

কেউ একজন গুলি করল ওর দিকে। ধারে কাছেও এলো না বুলেট। আন্দাজে ভাগ্য পরীক্ষা করছে। রাগ আর হতাশা কমানোর চেষ্টা।

ডিউককে গাঁথতে পারেনি বুঝতেই পিছিয়ে গেল লোকগুলো।

পেছনে তার কাটছে কারা যেন, আওয়াজ পেল ডিউক। তারপর টোয়াং করে একটা শব্দ হলো। টাইট করে বাঁধা কাঁটাতার ছিঁড়ে গেল এক প্রস্থ।

'করছে কি ওরা?' পাশ থেকে চিন্তিত গলায় জানতে চাইল মিল্ট।

'দড়ি দিয়ে বেঁধে যত তাড়াতাড়ি পারে খুঁটি ওপড়ানোর চেষ্টা করছে।'

'চলো তাহলে ওদের থামাই গিয়ে!'

'না,' আপত্তি জানাল ডিউক। 'বাকিরা আসার আগে পর্যন্ত তারের বান্ডিল আর খুঁটিগুলো ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না আমাদের।'

জি ক্রসের লোকরা যেখানে তার কাটছে সেদিক লক্ষ্য করে আবার গুলি করল ডিউক। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। খুব কাছেই কোথাও দিয়ে গেছে ওর বুলেট।

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপরই যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সমস্ত নৈঃশব্দ। হুইলারের কেবিনের দিক থেকে একসঙ্গে গর্জে উঠল আট-দশটা রাইফেল আর সিক্সগান। আসছে ডিউকের লোকজন। পাগলের মতো গুলি করছে, চাইছে শত্রুপক্ষকে ভয় দেখিয়ে বেড়ার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে। ওদের দেখাদেখি গুলি চালাল ডিউক আর মিল্ট। একটানা। গান ব্যারেল মাত্রাতিরিক্ত

গরম হয়ে না ওঠা পর্যন্ত থামল না কেউ।

'ডিউক,' জানতে চাইল একজন, 'কোথায় তুমি?' গলাটা ড্যান্ডির।

'এই যে, এখানে। কর্নার পোস্টের কাছে।'

বেড়ার ওপাশে খুরের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। তাড়াহুড়ো করে পালাচ্ছে শত্রুপক্ষ। আন্দাজে এগিয়ে অসংখ্য গুলির মুখোমুখি হওয়া কেউই পছন্দ করতে পারেনি। বেড়াটা কোন আড়াল দেয়নি ওদের। এদিকে অন্ধকার থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসেছে দশ-বারোজন সশস্ত্র লোক।

তাছাড়া জিঁ ক্রসের কাউবয়রা গানফাইটার নয়। গানফাইটারের বেতন পায় না ওরা। পঁচিশ বা তিরিশ ডলার মাসে–কাউবয় হিসেবে যার যেমন যোগ্যতা। দেশের সেরা কাউবয় হতে পারে ওরা, কিন্তু বেশিরভাগই জীবনে কখনও আগে বোঝেনি নিজের দিকে গুলি আসতে থাকলে কেমন লাগে, কারণ আগে তাদের দিকে কেউ গুলি ছোঁড়েনি। অনুভূতিটা নিঃসন্দেহে ভীতিকর। আর সেজন্যেই সময় থাকতে কেটে পড়ছে ওরা।

বুদ্ধিমানের কাজ, মাথা দোলাল ডিউক, আজকে ওদের জায়গায় এই পরিস্থিতিতে ও নিজে থাকলে একই কাজ করত ও তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘোড়া ছুটিয়ে এলো ড্যান্ডি। পেছনে বাকিরা।

'ভেগেছে ওরা,' বলল ড্যান্ডি। 'দু'একটাকে ধরতে পারলে চিরদিন মনে রাখবে এমন শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে পারতাম। চলো ওদের ধাওয়া করি।'

'না,' বলল ডিউক, 'বেশি অন্ধকার। তাছাড়া আজকের ঘটনায় এমনিতেই আমাদের মনে রাখবে ওরা।'

রেসের তেজি ঘোড়ার মতো ছটফট করে উঠল ড্যান্ডি। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ডিউকের নির্দেশ না মেনে একাই চলে যাবে সে। 'চলো, ওদের ধাওয়া করা দরকার!'

'না,' দৃঢ়তার সঙ্গে মানা করল ডিউক। 'বাড়াবাড়ি করতে গেলে মানুষ মরতে পারে। ওদের তাড়িয়ে দেয়া গেছে, এটাই আমি চেয়েছিলাম।'

বিরক্তির সঙ্গে নির্দেশ মেনে নিল ড্যান্ডি। হোলস্টারে অস্ত্র পুরে বলল, 'ক্ষতি হয়েছে আমাদের। এভাবে ওদের ছেড়ে দেয়া ঠিক হলো না। একবার যদি ওরা মনে করে যে আমরা নরম মানুষ, তাহলে প্রতি রাতে এসে হানা দেবে।'

'এত সহজেই ওদের ছেড়ে দেব না আমরা,' বলল ডিউক। যদিও এবার কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারেনি ও।

সমস্যার সমাধান দিল রালফ ব্লেসিংগেম। সে বলল, 'এই যে দেখো আমার বাচ্চারা কি পেয়েছে।' ডিউকের কাছে এসে দাঁড়াল দানব। তার হাতের মুঠোয় ভেজা বেড়ালের মতো নিরীহ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। গলায় তার ফাঁসির দড়ি পরানো। 'এই ব্যাটা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল,' ব্যাখ্যা করল রালফ।

'কে তুমি?' জানতে চাইল ডিউক।

চোখের ভাষায় ডিউককে জাহান্নামে যেতে বলল লোকটা।

লোকটা কে দেখার জন্যে এগিয়ে এলো ভার্ন হুইলার। চিনতে পেরে বলল, 'হাওডি, শর্টি।'

ভার্নকে দেখে একটু নরম হলো লোকটা। 'হাওডি, ভার্ন।'

'ও শর্টি উইলিস,' বলল ভার্ন। 'জি ক্রসে যখন ছিলাম, একসঙ্গে কাজ করতাম আমরা। খারাপ ব্যবহার কোরো না, লোক ভাল ও।'

'ওর কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে আমাদের নেই,' বলল ডিউক। 'তবে, কিছু তথ্য জানতে চাই আমি। মুখ খুলতে হবে ওকে।'

'তোমাকে বলার মতো কিছু জানা নেই আমার,' বলল শর্টি।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রালফ ব্লেসিংগেমের দিকে তাকাল ডিউক। 'তোমার কি মনে হয়, রালফ, ওই বরফ-পানির ক্রীকে একে চোবালে মত বদলাবে?'

কৃকের চেহারা মনে পড়তেই ফিক করে হেসে ফেলল রালফ। 'মানে সেই বদমাশ গেটিকে যেমন চুবিয়েছিলাম? নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! মুখ খুলবে না মানে, তুবড়ি ছোটাবে!'

করুণা প্রার্থনার দৃষ্টিতে ভার্নের দিকে তাকাল শর্টি। ভার্ন বলল, 'ওরা যা জানতে চায় বলে দেয়া উচিত তোমার, শর্টি। আগে হোক পরে হোক তোমার মুখ ওরা খুলিয়েই ছাড়বে। এখন বলে ফেললে আর পানিতে ভিজতে হবে না। তোমাকে বলে রাখি, ক্রীকের পানি কিন্তু মারাত্মক ঠাণ্ডা।'

শ্রাগ করল শর্টি উইলিস। 'আমাকে সাঁতার কাটার জন্যে বেতন দেয়া হয় না। বেশ, কি জানতে চাও?'

'রেইডে কারা ছিল? কতজন?' জানতে চাইল ডিউক।

'লাইন ক্যাম্পের কাউবয়রা ছাড়া জি ক্রসের আর সবাই। আমরাই বেশি ছিলাম, তবে ফুলার কুইনের সবকয়জন লোকও ছিল। অনেকদিন থেকেই হামলা করার ইচ্ছে ছিল ফুলার কুইনের, কিন্তু একা কিছু করার সাহস পাচ্ছিল না।'

'কুইন আর স্প্যানও ছিল আজ রাতে?'

'হ্যাঁ। নির্দেশ অবশ্য স্প্যানই দিচ্ছিল। সবসময়েই দেয়। অবাক লেগেছে আমার, হাজার হলেও কুইন একজন র‍্যাঞ্চ মালিক। স্প্যান থাকলে তাকেই সমসময় নির্দেশ দিতে দেয় কুইন, যদিও স্প্যানের নিজের একটা ভাল ঘোড়াও নেই, র‍্যাঞ্চ তো দূরের কথা। কিছু একটা আছে স্প্যানের মধ্যে যেজন্যে সবাই ওকে দাম দিতে বাধ্য হয়।'

'কি পরিকল্পনা ছিল তার?'

'তোমার সব বেড়া ছিঁড়ে দেয়ার কথা ছিল। তাছাড়া অব্যবহৃত তার আর খুঁটিগুলো পোড়ানো হতো। ও বলেছিল, তোমাকে যদি পথে বসিয়ে দেয়া যায়, তাহলে চলে যাবে তুমি।'

'শুরু থেকে বলো।'

'রওয়ানা হলাম আমরা। আঁধারে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। তবে ভরসা দিয়ে স্প্যান বলেছিল, কোন ঝামেলা হবে না, কম্বলের তলায় গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে থাকবে তোমরা। তবুও কেমন একটা খারাপ অনুভূতি কাজ করছিল সবার

মধ্যে, মনে হচ্ছিল অ্যাম্বুশ করতে পারো তোমরা। তারপর সত্যি যখন গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল, নার্ভ ঠিক রাখতে পারল না কেউ। পারার কথাও নয়, গানহ্যান্ড নই আমরা কেউ। একজন দু'জন পিছু হটতেই সবাই পালাতে শুরু করল। স্প্যান লড়তে চাইছিল, কিন্তু একা কিছু করতে পারত না সে।'

কথা থামিয়ে উরু ডলল শর্টি। ঘোড়া থেকে পড়ে ওজায়গায় ব্যথা পেয়েছে। 'একটা বুলেট এসে গায়ে লাগতেই আমার ওপরে পড়ে গেল ঘোড়াটা। সাহায্য চেয়ে চেঁচালাম, কিন্তু সবাই পালাতে এত ব্যস্ত যে কেউ আমার ডাক শুনতেই পেল না। কেউ শুনল না···শুধু,' ব্লেসিংগেমদের দিকে ইশারা করল শর্টি, 'ওই ষাঁড়গুলো ছাড়া।'

'কাজ শেষে কোথায় তোমাদের মিলিত হবার কথা ছিল?' জানতে চাইল ডিউক।

'লডের লাইন ক্যাম্পে। কয়েক বোতল হুইস্কি এনে ওখানে রেখেছে স্প্যান। ওর ধারণা ছিল সফল হব আমরা। বলেছিল, কাজ সেরে ওখানে আমোদ-ফুর্তির আয়োজন করা হয়েছে।'

'কিন্তু যতদূর জানি জি ক্রসের নিয়ম হচ্ছে র‍্যাঞ্চে কেউ মদ নিয়ে যেতে পারবে না,' বলল ভার্ন।

'বুড়ো ক্যাপ্টেন জানে না।' মাথা চুলকাল শর্টি। 'অবাক লাগে, স্প্যান কিন্তু এক ফোঁটাও ছোঁয় না, এব্যাপারে একদম ক্যাপ্টেনের মতো। তবে, কাজ বাগিয়ে নিতে দরকার হলে মানুষকে খাওয়ায় স্প্যান। ক্যাপ্টেন তেমনটা কখনোই করতেন না।'

যেমনটা হবার কথা ছিল, তেমনটা হবে না মদ্যপানের আসর, ভাবল ডিউক। পরাজয়ের গ্লানি আর লজ্জা দূর করে মাথা ঠাণ্ডা করতে আকণ্ঠ মদ খাবে লোকগুলো।

'ঘোড়া নিয়ে তৈরি হও সবাই,' নির্দেশ দিল ডিউক। 'আমরা ওদের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে লাইন ক্যাম্পটাতে যাচ্ছি।'

চোদ্দ

লাইভ ওকের একটা ঝাড়ের মধ্যে ঘোড়া থামাল ওরা। নিচে আঁধারের গায়ে আরও গাঢ় একটা আকৃতি। লাইন ক্যাম্প। ছোট্ট একটা ফ্রেম হাউজ। তৈরি করেছিল কোন ছোট র‍্যাঞ্চার। পরে বোধহয় কিনে নিয়েছেন ক্যাপ্টেন, অথবা র‍্যাঞ্চারকে ভাগিয়ে দিয়ে দখল করে নিয়েছেন।

'কোন সাড়াশব্দ তো শুনছি না,' শুকনো গলায় মন্তব্য করল জোনাথন ক্রেইগ। 'ভেবেছিলাম হৈচৈ করবে ওরা।' একটা জানালাতেও আলো দেখা যাচ্ছে না।

শীতল হাসি হাসল ডিউক ট্রেভার্স। 'আনন্দ করার কোন কারণ নেই

ওদের। এতক্ষণে মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। ড্যান্ডি, করালে কয়টা ঘোড়া দেখলে?'

এই মাত্র পায়ে হেঁটে জায়গাটা রেকি করে ফিরেছে ড্যান্ডি। 'দশ-বারোটা। সবাই এখানে রয়ে যায়নি।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল ডিউক। দশ-বারোজনকে সামলানো খুব একটা কঠিন হবে না। 'এখানে ঠাণ্ডা বেশি,' বলল ও। 'চলো, বাড়ির ভেতরে নিশ্চয়ই আগুন জ্বলছে।'

ওকের বন থেকে বেরিয়ে করালের সামনের এবড়োখেবড়ো রুক্ষ জমিতে চলে এলো ওরা। সতর্ক হয়ে আছে ডিউক, খেয়াল রাখছে ওদের দেখতে পেয়ে চেঁচায় নাকি কেউ। অবশ্য মনে মনে জানে, প্রহরী রাখার চিন্তা করবে না লোকগুলো। এতক্ষণে মাতাল হয়ে ভোঁশ ভোঁশ করে ঘুমাচ্ছে সবাই।

বাড়ির কাছে পৌঁছে হাতের ইশারা করল ডিউক। লাইনে দাঁড়িয়ে গেল সবাই। রাতটা এতই আঁধার যে লাইনের শেষে দাঁড়ানো লোকটাকে ভালমতো দেখতে পেল না ডিউক। ঘোড়া থেকে নেমে ড্যান্ডি, ক্রেইগ আর রালফ ব্লেসিংগেমকে সঙ্গে আসতে বলল ও। ভার্ন হুইলার থাকল ঘোড়াগুলোর দায়িত্বে। অস্ত্র হাতে সাবধানে বারান্দার কাঠের পাটাতনে উঠল ডিউক, যাতে আওয়াজ না হয়।

নিঃশব্দে দরজা খুলে পা রাখল ভেতরে। অন্যদের ঢোকার জায়গা দিতে সরে গেল দরজা থেকে। পিছু নিল ড্যান্ডি আর ক্রেইগ। পেট বেধে যাওয়ায় রালফ দরজা দিয়ে ঢুকতে পারছিল না, তাকে টেনে ঢোকাল ডিউক।

ঘরের বাতাস মদের কারখানার মতো গন্ধ ছড়াচ্ছে।

নড়াচড়া বা আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা দেখতে অস্ত্র হাতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ডিউক। কাঠের মেঝেতে শুয়ে আছে কাউবয়রা। কে যেন ব্ল্যাঙ্কেটের তলায় গুঙিয়ে উঠে পাশ ফিরে শুলো। অস্ত্র তাক করে অপেক্ষা করল ডিউক। একটু পরেই নাক ডাকতে লাগল লোকটার।

আঁধারে চোখ সয়ে গেছে ডিউকের। আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছে ঘরের আরেক প্রান্তে একটা কিচেন টেবিল। ওটার ওপরে রাখা আছে একটা লণ্ঠন। 'কভার দাও আমাকে,' ফিসফিস করে বলল ডিউক। সাবধানে এগোল টেবিলটার দিকে। সতর্ক, যাতে ঘুমন্ত মানুষগুলোর ওপরে পা না পড়ে। গ্লাস চিমনি উঠিয়ে ম্যাচের কাঠি ছোঁয়াতেই জ্বলে উঠল সলতে। চিমনিটা জায়গা মতো বসিয়ে দিল আবার। ঘর ভরে উঠেছে হলদে ম্লান আলোয়।

ঘরের মাঝখানে শুয়ে থাকা একটা লোক কনুইয়ে ভর দিয়ে আধবসা হলো। চোখ কচলে বিরক্ত স্বরে বলল, 'আলো নেভাও, বুদ্ধু কোথাকার!' তারপরই আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। এতক্ষণে তার মাথায় ঢুকেছে লণ্ঠনের সামনে দাঁড়ানো লোকটা ওদের নিজেদের কেউ নয়।

ধোঁয়া বেরচ্ছে লণ্ঠনের মাথা দিয়ে। ডান হাতে সিক্সগান, বাঁ হাতে সলতেটা ছোট করে দিল ডিউক। বলল, 'সাবধান! মাথার ওপরে হাত তুলে

রাখো।'

আলো আর কথার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল আরও কয়েকজন কাউবয়ের। কিন্তু ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে ডিউকের ফেন্সিং ক্রু। কাউবয়রা সচেতন হয়ে দেখল তাদের প্রত্যেকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে সশস্ত্র লোক। খাপমুক্ত অস্ত্র তাক করে রেখেছে মুখের সামনে।

'কোন গোলমাল না পাকিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াও তোমরা,' নির্দেশ দিল ডিউক।

ড্যান্ডি আর ভার্ন হুইলার ঘুরে ঘুরে অস্ত্র সংগ্রহ করল।

ঘটনার পুরো তাৎপর্য বুঝতে বেশ সময় লাগল বেশিরভাগ কাউবয়ের। ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে তিন-চারটে খালি হুইস্কির বোতল। একটা পড়ে আছে টেবিলের ওপরে। ওটা থেকে ছলকে পড়েছে অনেকখানি হুইস্কি। দাগ বসে গেছে কাঠে। কেউ খেয়াল করেনি।

'দেখে মনে হচ্ছে খুব মজা করছিলে তোমরা,' শুকনো স্বরে বলল ডিউক। 'অনুষ্ঠান আমারও পছন্দ। তোমাদের জন্যে একটা পরিকল্পনাও এসেছে মাথায়।' সিক্সগান নেড়ে ইশারা করল ও। 'কাপড় পরে নাও। তাড়াতাড়ি!'

অনিচ্ছুক চেহারায় হুড়োহুড়ি করে কাপড় পরল কাউবয়রা। দু'জন কাউবয় নিজের এক পাটি বুটের সঙ্গে পরে ফেলল অন্যের আর একটা।

যেলোকটাকে দেখে কম মাতাল বলে মনে হলো, তাকে ডিউক বলল, 'আর্চার স্প্যান কোথায়, ওর না এখানে থাকার কথা?'

মাথা নাড়তে গিয়েও ব্যথা লাগায় থেমে গেল লোকটা। 'এত রেগে গেছে যে এখানে আর থামেইনি। সোজা র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে।'

ভার্নের দিকে ফিরল ডিউক। 'এরা সবাই কি জি ক্রস র‍্যাঞ্চের?'

নড করল ভার্ন। 'বেশিরভাগ। ওই চারজন বাদে। ওরা ফুলার কুইনের লোক।' চোখ কুঁচকে ঘরের কোনায় তাকাল ভার্ন। চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। 'আরেহ্! ওই তো স্বয়ং ফুলার কুইন!'

লোকটা আসলেই ফুলার কুইন। রেঞ্জ জবরদখলকারী। এই লোকই পরের জমিতে নিজের গরু ছেড়ে দেয়। মারকুটে চেহারায় এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে। লাল শিরা ওঠা চোখে মাতালের দৃষ্টি। লোকটা ডিউককে গর্ডন ফিঞ্চের কথা মনে পড়িয়ে দিল।

আর্চার স্প্যানকে পাবে বলে আশা করেছিল ডিউক, কিন্তু ফুলার কুইনকে দিয়েও ওর কাজ চলবে। জবরদখলকারীদের সবসময়েই অপছন্দ করেছে ও। অতীতে, ভাবল ডিউক, নোয়া হুইলারের খেতে চুরি করে গরু ঢুকিয়ে লোকটা যত টাকার ক্ষতি করেছে, আজকে তার কিছুটা গায়ে খেটে পুষিয়ে দেবার সময় এসেছে।

ড্যান্ডি বাজেয়াপ্ত অস্ত্রের দায়িত্বে ছিল। হঠাৎ খুশি খুশি গলায় ও বলে উঠল, 'আরে, এটা তো আমার নিজের পিস্তল! ডিউকের ফেন্সিং ক্যাম্পে জি ক্রসের হামলার সময় কে যেন এটা কেড়ে নিয়েছিল।' বন্দি কাউবয়দের দিকে

তাকাল ও। 'কেউ এটা নিজের বলে দাবি করছ?'

জবাব দিল না কেউ। আজকে দাবার ছক উল্টে গেছে। ড্যান্ডি শ্রাগ করে বলল, 'বেশ, এটা যখন কারও নয় তাহলে নিশ্চয়ই এটা আমারই হবে।' পিস্তলটা খুশি মনে হোলস্টারে রেখে দিল ও।

উড-স্টোভে এখন লাল আভা ছড়াচ্ছে কয়লা। ওগুলোর ওপরে মেসকিটের শুকনো ডাল আর কাঠ ফেলে আগুনটা আবার বড় করে জ্বালল ডিউক। কফি পট চড়িয়ে দিয়ে চারপাশে খাবারের খোঁজে তাকাল। লম্বা একটা ব্যস্ত রাত কাটিয়ে খিদে লেগেছে ওর। বাকিদেরও একই অবস্থা। বেকন খুঁজে পেয়ে টুকরো করল ও। সাওয়ারডো পেয়ে ভর্তি করে ফেলল বড় একটা বিস্কুটের প্যান।

ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়ে যাবার পর জি ক্রস আর কুইনের লোকদের ওদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খেতে দিল ও। খেতে বসে বলল, 'তোমাদের মধ্যে যারা কাল রাতে মদ বেশি খেয়েছ, তাদের প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে, বেশি বেশি কফি খাও। আজকে সারাটা দিন খুব ঝক্কির মধ্যে দিয়ে যাবে তোমাদের।'

পুবাকাশে গোলাপী ছোপ লাগতেই বন্দি কাউহ্যান্ডদের ফ্রেম হাউজ থেকে বের করে আনল ওরা। ঘোড়ায় স্যাডল চাপানো হলো। শুকনো প্রেয়ারির ওপর দিয়ে নোয়া হুইলারের খামারের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা।

অর্ধেক রাস্তা শুধু গোঙাল ফুলার কুইন। তারপর কণ্ঠস্বর খুঁজে পেল। ভাঙা গলায় চেঁচাল সে, 'কিডন্যাপিং! কিডন্যাপ করছ তোমরা আমাদের! এমন ব্যবস্থা করব যে জেলে পচে মরবে।'

বেড়ার কতখানি ক্ষতি হয়েছে রাতে দেখতে পায়নি ডিউক, সকালের কোমল রোদে অবস্থা দেখে রেগে গেল ও। প্রায় একমাইল বেড়া নষ্ট হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় খুঁটি উপড়ে ফেলা হয়েছে, আবার পুঁতে দিলেই চলবে, কিন্তু কোথাও কোথাও এত ছোট টুকরো করে তার কেটে দেয়া হয়েছে যে কাটা টুকরোগুলো আর কোন কাজেই আসবে না।

'বাজে একটা অবস্থা, তাই না?' পাশ থেকে বলল ক্রেইগ।

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল ডিউক। মাতলামো ছেড়ে যাওয়া বন্দি কাউবয়দের দিকে তাকাল। 'নেমে পড়ো তোমরা। স্যাডল নামাও। বেড়া কাটায় তোমরা দেখা যাচ্ছে খুবই ভাল, এবার আমরা দেখতে চাই বেড়া মেরামতে তোমাদের হাত কেমন।'

ঘোড়াগুলো নিয়ে ভুট্টা-খেতে ছেড়ে দিল ভার্ন হুইলার। কাউবয়দের কাজে লাগিয়ে দিল ডিউক। নিজের লোকদের বলল তদারকিতে থাকতে।

প্রথমে টুকরো তার আলাদা করে ফেলার কাজে লাগল রেইডাররা। একটু বড় টুকরোগুলো রেখে দেয়া হলো, ওগুলো জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো যাবে।

দুপুরের আগেই বেড়া মেরামতের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল। বেড়ার দু'পাশে পড়ে রইল ছোট ছোট তারের টুকরো। ওগুলো বাতিল, কিন্তু

বিপজ্জনক। গরুর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ওগুলো ওখানে ফেলে রাখলে।

সারাটা সকাল গুঙিয়েছে ফুলার কুইন, অভিযোগ করেছে, অভিশাপ দিয়েছে, হুমকি দিতেও ছাড়েনি। তার সঙ্গী স্পার্কস্ নামের এক কাউহ্যান্ডও একই আচরণ করেছে। দুপুরের খাওয়ার পর কুইনের হাতে একটা শাবল আর স্পার্কসের হাতে একটা পিক ধরিয়ে দিল ডিউক।

'গর্ত খুঁড়ে নষ্ট তার কবর দিতে হবে তোমাদের,' বলল ও। 'আমি চাই চারফুট গভীর একটা গর্ত। ছোট যেন না হয়। কাজ চলতে হবে।'

হাত মুঠো করে বিড়বিড় করে গাল বকল কুইন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্দেশ না মেনে উপায় থাকল না তার। বাকিদের বেড়া জোড়া দেয়ার সহজ কাজটাই দিল ডিউক, কিন্তু সেই কাজটাও সহজ নয়, এমনিতেই গতরাতের মদ্যপানের কারণে ধরে আছে লোকগুলোর মাথা। কাজ করতে করতে পড়ে গেল দু'একজন। ওদের আর চাপাচাপি করল না ডিউক, বসে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দিল।

খারাপ লোক নয় এরা। ওরই মতো কাউবয়। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাবশত এখানে অন্যের সম্পত্তি নষ্ট করতে আসেনি এরা, বাধ্য হয়ে এসেছে তাদের মনিব নির্দেশ দিয়েছে বলেই। এটা ঠিক যে জোরাল আপত্তি হয়তো কেউ করেনি, বেড়া ছিঁড়ে দেয়ার চিন্তাটা তাদের আনন্দই দিয়েছে, কিন্তু এটাও মিথ্যে নয় যে নির্দেশ দেয়া না হলে একাজ ওরা কখনও করত না। আগামীবার বেড়া ছিঁড়তে ওরা এতখানি মজা পাবে না, আপন মনে ভাবল ডিউক।

সন্ধের আগেই বেশির ভাগ বেড়া মেরামতের কাজ হয়ে গেল। দুপুরে, কাজের মাঝামাঝি এসে, আগ্রহ দেখা গেল এমনকি জি ক্রসের কাউবয়দের মাঝেও। ফোস্কা পড়া হাতে খেটে চলেছে ওরা, আর ওদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে বেড়াটা। বিদ্রোহের চিন্তাটা মাথা থেকে দূর হয়ে যাওয়ার পর আপ্রাণ পরিশ্রম করল তারা।

সন্ধের সময় কাউবয়দের ঘোড়া আনতে ভার্ন হুইলারকে পাঠাল ডিউক। ডাক দিয়ে লোকগুলোকে জড় করল। 'যথেষ্ট হয়েছে। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশিই কাজ করেছ তোমরা।' হাসল ডিউক। রাগটা চলে গেছে। ক্লান্তি লাগছে এখন। 'যাওয়ার আগে লিন্ডা হুইলার তোমাদের সাপার খেয়ে যেতে বলেছে। কাউকে এমনি এমনি খাটিয়ে নেয়ায় আমরা বিশ্বাস করি না।'

হাসল কয়েকজন কাউবয়। গম্ভীর হয়ে থাকল ফুলার কুইনের চেহারা। ঘামে সপসপ করছে তার সারা শরীর। স্পার্কসেরও একই অবস্থা। হাতির কবর দেয়া যেত এতবড় একটা গর্ত ওদের দিয়ে করিয়েছ ডিউক। তার ফেলে গর্তটা আবার বুজেও দিতে হয়েছে ওদের।

লিন্ডার আচরণ দেখে নতুন এসেছে এমন কেউ বুঝতেই পারবে না যে এই কাউবয়রা ওদের ক্ষতি করতে এসেছিল। ডিউকের মতোই লিন্ডাও বোধহয় বুঝেছে, যথেষ্ট শাস্তি দেয়া হয়ে গেছে এদের। হেসে হেসে কথা বলল লিন্ডা। খেয়াল করে সবার প্লেটে খাবার তুলে তুলে দিল। কাউহ্যান্ডরা চোরা চোখে প্রশংসা নিয়ে লিন্ডাকে দেখল।

'ভার্ন,' খেতে খেতে বলল শর্টি উইলিস, 'আমি যদি জানতাম এমন একজন বোন তোমার আছে, তাহলে ক্যাপ্টেনের ওখানে চাকরি না করে কবেই তোমার বাবার এখানে এসে জুটতাম!'

সাপারের পর, নোয়া হুইলারের পাশে পোর্চে দাঁড়িয়ে কাউবয়দের চলে যেতে দেখল ডিউক। বয়স্ক ফার্মারের উদ্দেশে বলল, 'আমি শত্রু বাড়ালেও লিন্ডা কিন্তু ওদের মাঝে বন্ধু পেয়ে গেছে কয়েকজন।'

ক্লান্ত ডিউক। চোখ ভেঙে ঘুম আসছে। তৃপ্তি লাগছে ভাবতেই যে অবশেষে দিনটা শেষ হয়েছে। আর একঘণ্টা টিকতে পারত কিনা সন্দেহ আছে ওর। বার্নের দিকে পা বাড়িয়ে রালফ ব্লেসিংগেমের কথা ভাবল ডিউক। নিজেকে দোষী মনে হলো। অনুতাপে ছেয়ে গেল অন্তর। আগেই ওর মনে আসা উচিত ছিল। ষাট পেরিয়ে গেছে বেচারার, নিশ্চয়ই মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের ধকল সইতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষটা।

বার্নের দরজা খুলে জোরাল একটা গলা শুনতে পেল ডিউক। রালফের গলা। ঘরের মাঝখানে একটা ছোট টেবিল পেতে বসে আছে সিডার-কাটার। চোখ চকচক করছে তার। হাতে এক পেটি তাস। খেলা শুরু করার জন্যে তৈরি।

'কি, ক্রেইগ? আমার সঙ্গে হয়ে যাবে নাকি দু'এক দান? আরে একটু সাহস করো না, কয় পয়সারই বা মামলা!'

মার্কেন্টাইল স্টোরের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর্চার স্প্যান। চোখে সন্দেহ নিয়ে দেখছে স্টোর মালিক অস্কার ট্রেইসিকে। জি ক্রসের রসদ এক জায়গায় জড় করছে ট্রেইসি। স্প্যানের এক চোখ ডুপ্লিকেট লিস্টের ওপর। নিশ্চিত হতে চাইছে কোন কিছু যাতে কম দিতে না পারে স্টোর মালিক। আগে কখনও দিয়েছে তেমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে কাউকে বিশ্বাস করার ফল ভাল হয় না, এটা স্প্যান জানে।

অগোছাল স্টোরের ভেতরে জিনিস বাছছে কয়েকজন মহিলা। চোরা চোখে তারা ওর দিকে তাকাচ্ছে, খেয়াল করেছে স্প্যান। নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে আলাপ করছে। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গেল ওর। নিজের ওপর জোর খাটিয়ে ওদিকে তাকানো থেকে বিরত থাকল। পেছনে কথা বলছে লোকজন, শহরে ঢোকার পর থেকেই অনুভব করেছে স্প্যান। তার চেয়েও যেটা অস্বস্তিকর, গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে, সেটা হলো পেছনে হাসছে অনেকে। চেহারা গম্ভীর রাখার চেষ্টায় সফল হওয়া সহজ, কিন্তু চোখের হাসি গোপন করা যায় না সহজে। মানুষের চোখে আজকে হাসি দেখেছে স্প্যান।

হুইলারের বেড়া–বুঝেছে ও। আগে কখনও কেউ ওকে নিয়ে হাসেনি। অনেকেই ওকে পছন্দ করে না, কেউ কেউ তো ঘৃণাই করে, কিন্তু হাসার সাহস পায়নি আগে।

প্রথমে ড্রিঙ্কম্যান্স্ গ্যাপে ব্যর্থতা, তারপরে বেড়া ছিঁড়তে গিয়ে নাস্তানাবুদ হওয়া। দু'বার ডিউক ট্রেভার্সকে থামাতে গেছে স্প্যান, দু'বারই হাস্যাস্পদ

হতে হয়েছে ওকে। এরপরের বার কি করবে এখনও ভেবে ঠিক করতে পারেনি ও। কিন্তু এটা জানে, পরেরবার ফলাফল অন্যরকম হবে।

স্টোরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে ঠাণ্ডা বাতাস যাতে না ঢোকে সেজন্যে দরজা বন্ধ করল একজন। লোকটাকে দেখে কাঁটার খোঁচা খেল যেন স্প্যান। নোয়া হুইলার!

মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো পেছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, যাতে ফার্মারের সঙ্গে দেখা না হয়। বয়স্ক ফার্মারকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে ও। সামনাসামনি দেখা হোক এটা ও চায় না। কিন্তু এটাও ঠিক যে এখন পেছন-দরজা দিয়ে চলে যাওয়া মানে পরাজয় স্বীকার করে নেয়া। এরমধ্যেই বেশ কয়েকবার পরাজিত হতে হয়েছে ওকে। যথেষ্ট!

মনস্থির করে ডুপ্লিকেট লিস্টটা পকেটে রাখল স্প্যান, তারপর পা বাড়াল দোকানের প্রবেশমুখের দিকে। ফার্মারের গলা শুনতে পেল। 'এই যে আমার লিস্ট, অস্কার। আজকেই এগুলো নিয়ে ফার্মে পৌঁছতে হবে।'

'এক্ষুণি আসছি, নোয়া,' জবাব দিল ট্রেইসি।

ঘুরে দাঁড়াল হুইলার। তার সামনে থেমে কড়া চোখে তাকাল স্প্যান। অন্তহীন বিতৃষ্ণা উথলে উঠল ওর ভেতরে। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল, সামনে দাঁড়ানো এই লোকটাই সব ঝামেলার মূল। ট্রেভার্স এখানে থাকতে পারত না হুইলার তাকে কাজ না দিলে। এখনও ট্রেভার্স থাকতে পারবে না, ফার্মারের কিছু হয়ে গেলে।

ক্যাপ্টেন যাই বলুন, ওর চোখে নোয়া হুইলার সাধারণ এক নেস্টার ছাড়া আর কিছুই নয়। মাত্রা ছাড়া বাড় বেড়েছে লোকটার।

অস্কার ট্রেইসির দিকে তাকাল স্প্যান। 'অস্কার, অতীতে অনেক রসদ কিনেছে জি ক্রস তোমার কাছ থেকে। আরও কিনুক তা যদি তুমি চাও তাহলে জি ক্রসের শত্রুদের কাছে মাল বেচা বন্ধ করতে হবে।'

ওকে বিস্মিত করে দিল স্টোর-মালিকের জবাব। 'দেখো, স্প্যান, কার কাছ থেকে জিনিস কিনবে সেটা তোমার অভিরুচি। ঠিক যেমন আমার অভিরুচি কার কাছে আমি বেচব।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল স্প্যান। একমাস আগে হলে শহরের কারও সাহস হতো না একথা মুখের ওপর বলে। আর রুগ্ন, বয়স্ক স্টোরকীপার অস্কার টেইসির তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এখন মুখ খুলছে ওরা।

ঝড়ের বেগে স্টোর থেকে বাইরের ঠাণ্ডায় বেরিয়ে এলো স্প্যান। চিন্তা করল কোথায় গিয়ে সময় কাটানো যায়। সেলুনে ও যায় না, কারণ মদ মানুষের ক্ষতি ছাড়া উপকার করে না। বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায় মদ্যপানে। কোথায় যাওয়া যায়? যাওয়ার মতো কোন জায়গা নেই এই বাজপড়া প্রেয়ারি-টাউনে। আগেও শহরটার প্রতি অপ্রসন্ন ছিল স্প্যান। এখন ঘৃণার পরিমাণ আরও বেড়েছে, কারণ ওকে নিয়ে হাসাহাসি করছে এই শহরের লোকজন।

একদিন আমিই জি ক্রস চালাব, দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল স্প্যান। সেদিন দেখে নেব। কোন নরম মনের বুড়ো মানুষ থাকবে না তখন মাথার ওপর।

তখন, হ্যাঁ, তখন...আমি যা বলব তাই করতে হবে এদের।

স্টোরের জানালা দিয়ে হুইলারকে দেখতে পেয়ে হাত মুঠো পাকিয়ে গেল স্প্যানের। কব্জার মধ্যে পাওয়া গেছে লোকটাকে, অথচ করার কিছুই নেই। ওর হাত বেঁধে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। শুধু যদি...

একটু চমকে উঠল স্প্যান। আরে, আগে কেন কথাটা ভাবেনি? হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন ওর হাত বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আর কেউ কিছু করতে পারবে না। যেমন ফুলার কুইন যদি কিছু করে? লোকটাকে ঘণ্টাখানেক আগেই ঈগল সেলুনের সামনে ঘোড়া থেকে নামতে দেখেছে ও।

ব্যাটউইং ডোর ঠেলে সেলুনটাতে ঢুকল স্প্যান। পেছনের একটা টেবিলে ফুলার কুইনকে বসা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল দৃঢ় পায়ে। র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে আরও একজন আছে। লোকটার নাম স্পার্কস্। নাকটা বাজ পাখির মতো বাঁকানো। নিষ্ঠুর চেহারা। সামনে রাখা হুইস্কির বোতলটা দু'জনে মিলে প্রায় খালি করে এনেছে মাত্র এক ঘণ্টায়।

চোখে বিস্ময় নিয়ে স্প্যানকে দেখল বারটেন্ডার। জি ক্রসের ফোরম্যানকে সচরাচর কোন সেলুনে দেখা যায় না। 'আপনার জন্যে কি দেব, মিস্টার স্প্যান?'

'কিছু না' বলতে গিয়েও ঠাণ্ডা লাগতেই স্প্যান বলল, 'কফি। যদি থাকে।'

কুইনের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল স্প্যান। চোখে বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকে দেখল র‍্যাঞ্চার। হুইলারের ওখানে ব্যর্থ হামলার পর দু'জনের মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা হয়েছে। স্প্যান কিছু বলছে না দেখে অস্বস্তিকর পরিবেশটা কাটানোর জন্যে গলা খাঁকারি দিল ফুলার কুইন। 'বসো, যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে।'

ইশারায় বোতলটা দেখাল স্প্যান। 'খুব চালাচ্ছ, তাই না?'

'তাতে তোমার কিছু যাওয়া-আসা তো উচিত না,' কড়া গলায় বলল কুইন। স্প্যানের চোখে চোখ রেখে আবার পূর্ণ করে নিল নিজের গ্লাসটা।

লোকটা ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত গিলে ফেলেছে, বুঝতে স্প্যানের অসুবিধে হলো না। র‍্যাঞ্চারের হাতটা টেবিলের ওপরে শিথিল ভাবে পড়ে আছে। সেদিকে তাকাল ও। তালুতে ফোস্কা আর কড়া। বেগুনি হয়ে আছে চামড়া। 'হাতের অবস্থা তো সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'যদি পিস্তলের মুখে স্পার্কস্ আর আমার মতো সারাদিন গর্ত খুঁড়তে হতো তাহলে তোমার হাতের অবস্থাও এর চেয়ে ভাল কিছু হতো না।'

নীরবে বসে আছে স্পার্কস্, কোনদিকে মনোযোগ নেই, গভীর ভাবে ভাবছে একটা কিছু। রেগে আছে, সন্দেহ নেই। তাকাচ্ছে না কারও দিকে।

বারটেন্ডার কফি দিয়ে যাবার পর আস্তে আস্তে তরলটুকু শেষ করল স্প্যান। প্রতিটা মুহূর্ত আঁচ করার চেষ্টা করল ফুলার কুইনকে দিয়ে কাজটা হবে কিনা। শেষে ওর মনে হলো যথেষ্ট গিলেছে লোকটা, এবং রেগে আছে প্রচণ্ড; কাজেই রাজি হয়েও যেতে পারে।

'কিছু একটা করছ না কেন তুমি?' অবশেষে জানতে চাইল সে।

'যেমন?'

'নোয়া হুইলারকে ট্রেইসির মার্কেন্টাইল স্টোরে দেখলাম। তোমার জায়গায় আমি হলে পিটিয়ে ওর লাশ ফেলে দিতাম।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে স্প্যানকে দেখল কুইন। 'আমাদের তুলনায় অপমানটা জি ক্রসের অনেক বেশি লাগার কথা। কাজটা তুমি নিজে করছ না কেন?'

'করতাম, ক্যাপ্টেন নিষেধ না করলে। অনেক কাল আগে বন্ধু ছিল দু'জন। সেজন্যেই বুড়ো শয়তানটাকে ছাড় দিতে হচ্ছে আমার।'

'তুমি চাও আমি কিছু করি?'

শ্রাগ করল স্প্যান। 'এটা আমার চাওয়া বা না চাওয়ার কোন ব্যাপার নয়। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, যদি চাও কিছু করতে, তাহলে এটাই সেই সুযোগ।'

গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল কুইন। আগুনে-তরলের ঝাঁঝে চোখ ভরে গেল পানিতে। কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার হওয়ার পর বলল, 'নিজের নোংরা কাজটা অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছ, না?'

হাসার ভঙ্গি করল স্প্যান। 'গর্তটা আমাকে খুঁড়তে হয়নি। সাহস যদি থাকে তো শোধ নিয়ে দেখাও। শহরেই আছে হুইলার। আর সাহস না থাকলে ভুলে যাও, আমার কিছু যায় আসে না।'

লাল হয়ে গেল কুইনের চেহারা। পিঠ সোজা করে চেয়ারে বসল সে। 'ট্রেভার্স, তোমাকে, বা হুইলারকে–কাউকে আমি ভয় পাই না। আমার ইচ্ছে মতো চলব আমি, উপদেশ দিতে এসো না আমাকে। তোমার ব্যাপারে শুধু এটুকুই বলতে পারি, ইচ্ছে হলে জাহান্নামে যেতে পার তুমি, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

জোর খাটিয়ে রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখল স্প্যান। বীজ পোঁতা হয়ে গেছে, এখন অপেক্ষার পালা। ভাগ্য ভাল হলে হুইস্কির কল্যাণে বীজ থেকে চারা গাছ বেরিয়ে আসবে। আর, কুইন যেসব কথা বলেছে, সেগুলোর শোধ নিতে একটু দেরি হলেও অসুবিধে নেই, শোধ ও নেবে ঠিকই। আজকের দুর্ব্যবহারের জন্যে পায়ে ধরতে বাকি রাখবে ফুলার কুইন।

চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল স্প্যান। 'হাতের যত্ন নিয়ো, ফুলার। পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

শেরিফ বাড স্পেন্সার যখন নোয়া হুইলারের ওয়্যাগন চালিয়ে ফার্মে পৌঁছল তখন বিকেলের শেষ আলো বিদায় নিয়েছে।

প্রৌঢ় ফার্মার গা এলিয়ে পড়ে আছে শেরিফের পাশে, স্প্রিং সীটে। শেরিফের ঘোড়াটা ওয়্যাগনের পেছনে বাঁধা।

সাপার খাচ্ছিল ক্রুরা। ওয়্যাগনটাকে আসতে দেখে যে যার প্লেট নামিয়ে ছুটে এসে ঘিরে ধরল ওরা।

ডিউক সাহায্য করতে হাত বাড়াতেই সাবধান করল শেরিফ, 'আস্তে ধোরো। খুব মেরেছে ওরা ওকে।'

ফুলে আছে নোয়া হুইলারের মুখ। ফেটে গেছে চামড়া। চাপ চাপ কালচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে সেসব জায়গায়। মাথায় রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। গায়ের শার্টটা ধুলোময়, ছেঁড়া।

ক্রেইগ, রালফ ব্লেসিংগেম আর ডিউক মিলে আহত ফার্মারকে নামাল ওয়্যাগন থেকে। উৎসুক চেহারায় ভিড় করে আছে বাকি সবাই।

হৈচৈ শুনে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো লিন্ডা আর ওর মা। ফার্মারের অবস্থা দেখে দৌড়ে এলো। ওদের জায়গা দিতে সরে গেল ক্রুরা। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মিসেস হুইলারের চেহারা, কিন্তু দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। বলল, 'ওকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসো তোমরা।'

ওয়্যাগন থেকে নেমে মহিলাদের পিছু পিছু পোর্চ পর্যন্ত এলো শেরিফ। বলল, 'বিশ্রাম দরকার ওর, মিসেস হুইলার। ডাক্তার বলেছে কোন হাড় ভাঙেনি।'

কিছু হয়নি, দুর্বল গলায় বলতে চাইল নোয়া হুইলার, কিন্তু কেউ কান দিল না তার কথায়। পাঁজাকোলা করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো।

শেরিফের দিকে তাকাল ডিউক। 'কি ব্যাপার?'

'ট্রেইসির স্টোর থেকে মালপত্র নিয়ে মাইল খানেক আসতেই ওর ওপরে হামলা করেছে ফুলার কুইন আর স্পার্কস্। বেহেড মাতাল ছিল ওরা। ল্যাসো পরিয়ে হুইলারকে ওয়্যাগন থেকে ফেলে দেয়, তারপর কিছুদূর টেনে নিয়ে যাবার পর গায়ের ঝাল ঝাড়ে।'

ঠাণ্ডা একটা রাগ মাথাচাড়া দিচ্ছে ওর ভেতরে, অনুভব করল ডিউক। সামনে এখন কুইন আর স্পার্কস্ থাকলে গুলি করে মারতে খারাপ লাগত না ওর।

'শহরের একটা ছেলে ছুটে যাওয়া ঘোড়া ধরতে গিয়ে ওদের দেখতে পায়,' বলে চলল শেরিফ। 'ফার্মারকে মারছিল তখন ওরা। ছেলেটাকে গালাগাল করে নিজেদের পথে রওয়ানা হয়ে যায় দু'জন। পরে ছেলেটাই হুইলারকে ওয়্যাগনে তুলে শহরে নিয়ে যায়।'

'কিছু করবে ভাবছ, নাকি আমাদের যেতে হবে ফুলার কুইনকে শিক্ষা দিতে?'

'যা করার আমিই করতে পারব,' বলল গম্ভীর শেরিফ।

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ডিউক। প্রতিশোধ এভাবে নেয়া হতে পারে তা ও ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। বৃদ্ধ একজন অসহায় লোকের ওপর অত্যাচার করে...

'সব দোষ আমার,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'ওরা আমার ওপর খেপে ছিল কারণ জোর করে ওদের ধরে নিয়ে এসে সারাদিন কাজ করিয়েছিলাম আমি। আমাকে পায়নি ওরা, তাই শোধ নিয়েছে হুইলারের ওপর।'

'কেন যে ওরা হুইলারকে খুন করেনি সেটাই একটা আশ্চর্য,' বলল শেরিফ। 'পাঁড় মাতাল ছিল ওরা, যেভাবে ফার্মারকে ল্যাসোতে বেঁধে ঘোড়ার পেছনে টেনে নিয়ে গেছে তাতে আরেকটু হলেই লোকটা মারা যেত।'

কি হতে পারত ভাবতেই মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল ডিউকের। দু'হাতে মাথা চেপে ধরল ও।

ফার্মারের শার্ট খুলে ভাল কাপড় পরাচ্ছে লিন্ডা আর ওর মা। পোশাক পরানো হতে বৃদ্ধের গায়ের ওপর চাদর টেনে দিল।

'তোমাদের অসুবিধে না হলে আজকে রাতটা এখানেই থাকতে চাই,' মিসেস হুইলারকে বলল শেরিফ। 'কালকে যাব কুইনের ওখানে লোকটাকে গ্রেফতার করতে। এই ঘটনার পর এমনি এমনি ছাড়া যায় না তাকে।'

'আমাদের কোন অসুবিধে নেই,' জানাল লিন্ডা।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ডিউক, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ফার্মারের সামনে গিয়ে ঝুঁকল। 'নোয়া,' বলল ও, 'এখানে আর নয়, চলে যাব আমি।'

সমস্ত কর্মকাণ্ড থেমে গেল। সবাই অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে। 'আমি চলে যাব, নোয়া,' আবার বলল ডিউক। 'যা কিছু এখানে ঘটেছে, আমার দোষে ঘটেছে। ভেবেছিলাম তোমাকে আমরা নিরাপত্তা দিতে পারব, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ভুল ভেবেছিলাম। প্রতিটা মুহূর্ত কাউকে পাহারা দিয়ে রাখা যায় না। আমি দুঃখিত, নোয়া, যদি জানতাম বিপদ হতে পারে, তাহলে কাউকে না কাউকে তোমার সঙ্গে পাঠাতাম।'

ফার্মারকে কখনও রেগে উঠতে দেখেনি ডিউক। আজকে দেখল। বিছানায় উঠে বসল আহত হুইলার। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে আমি যেতে দেব না, ট্রেভার্স। তোমার সঙ্গে বেড়া দেবার চুক্তি হয়েছে আমার। বেড়া দিয়ে তারপর যেয়ো তুমি যেখানে খুশি, আপত্তি থাকবে না আমার। আমিই চেয়েছি বেড়া দিতে।'

মাথা নাড়ল ডিউক। 'তুমি নও, আসলে আমি বেড়া দিতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম ক্যাপ্টেনের নাক বেড়ায় ঘষে দিতে। কোথায় বেড়া দেব তাতে আমার কিছুই যেত আসত না। লিন্ডা ঠিক কথাই বলেছিল, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই আমি রয়ে গেছি এখানে, নিজের সুবিধে হবে ভেবে জড়িয়ে নিয়েছি তোমাদের। তখন আর কারও ক্ষতি কি লাভ হচ্ছে ভাবার মতো সুস্থ মানসিকতা আমার ছিল না।'

'বেড়া দিতে চেয়ে তুমি আমার কাছে আসোনি, বরং আমিই তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ভুলে গেছ?'

'কিন্তু আমি জানতাম এর ফলে কি ঘটতে পারে। তোমাকে আমার ভেঙে বলা উচিত ছিল, কিন্তু তা আমি বলিনি।'

'আমাকে তোমার বোকা বলে মনে হয়, ট্রেভার্স? আমি কি জানতাম না কি আসতে যাচ্ছে সামনে? ভাল মতোই জানতাম। সব জেনেও আমি ঝুঁকি নেব বলে ঠিক করেছিলাম।'

হাতের ইশারা করল ফার্মার। 'ডিউক, এখানে এসে বসো।'

বিছানার কিনারায় বসল ডিউক।

হুইলার বলল, 'ক্যাপ্টেন যেদিন তোমার ক্যাম্পে হামলা করল সেদিন থেকেই বেড়ার কথা ভাবছি আমি। বুঝে গিয়েছিলাম আমাদের মতো যাদের

অল্প জমি তাদের কতখানি দরকার কাঁটাতারের বেড়া। বেড়া না দিলে টিকে থাকতে পারব না আমরা, কোনকিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। ঠিক করেছিলাম আগে আর কয়েকজন বেড়া দিক, তারপর অবস্থা বুঝে আমিও দেব। কিন্তু ক্যাপ্টেন বাধা দেয়ায় সেই সুযোগ আর পাইনি।

'সবসময়েই ক্যাপ্টেনের কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভেবেছি, কারণ অনেক কাল আগে···সে আরেক প্রসঙ্গ···অন্য সময় কখনও হয়তো বলব। যাই হোক, গুরুত্ব যতই দিই, আমি জানতাম ক্যাপ্টেন ভুল করছেন। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবার অগ্রগতি রুখে দেবার অধিকার কারোরই নেই। একজনকে তো কথাটা বোঝাতে হবে ক্যাপ্টেনকে! আমি ভেবেছিলাম আমি সেই একজন।'

মুক্তমনা এই দূরদর্শী ফার্মারকে সবসময় শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে ডিউক। কিন্তু আজকের মতো করে তার ভেতরের ইস্পাত-দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয় পায়নি আগে। শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ওর। ডারহ্যাম গরুর কথা শুধু ভাবছে না হুইলার, ভাবছে না হুয়ানা বা সাঙ্কোর কথা, ভাবছে ভবিষ্যতের কথা; ভাবছে এই দেশের সাধারণ মানুষের কথা।

'আমি প্রথমে ভুল ভেবেছিলাম,' বলল লিন্ডা। 'বাবার কথাই ঠিক, কাঁটাতারের বেড়া আমাদের লাগবেই।' আঙুল তুলে ডিউককে শাসাল ও। 'তুমি যদি বেড়া তৈরি বাদ দিয়ে চলে যেতে চাও, ডিউক ট্রেভার্স, তোমাকে···তোমাকে ঠিক গুলি করব আমি!'

কাঁধের ওপর থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল বলে মনে হলো ডিউকের। হাসল ও। 'তোমার শটগানটা ঘরের কোনাতেই রেখে দাও, যাচ্ছি না আমি কোথাও।'

পোর্চে বেরিয়ে এলো ও। কালো চাদরের মতো রাতের আকাশে ঝিলমিল করছে অসংখ্য নক্ষত্র।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল শেরিফ বাড স্পেন্সার। ফার্মারের অবস্থা কি জানার জন্যে অপেক্ষা করছে ফেন্সিং ক্রুরা।

'ঠিক হয়ে যাবে বিশ্রাম নিলেই,' ওদেরকে বলল ডিউক।

একটু শান্ত হলো লোকগুলো, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না। কথা বলছে না কেউ। অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ। কি যেন ঘটবে। ওদের অনেকেই চাইছে ফুলার কুইনের ওখানে হামলা করতে।

নীরবতা ভাঙল জোনাথন ক্রেইগ। 'রালফ ব্রেসিংগেম,' বলল ও, 'যতদিন হলো এসেছ, চেষ্টা করেছ আমাকে পোকার খেলায় নামাতে। আজকে খেলতে আমার আপত্তি নেই।'

দানবের পাশে পাশে বার্নের দিকে চলল ক্রেইগ। কৌতূহলী হয়ে ওদের দু'জনের পিছু নিল ক্রুরা। সেদিকে তাকিয়ে দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডিউক। শেরিফকে বলল, 'খামোকা···হেরে ভূত হওয়ার শখ হয়েছে ক্রেইগের।'

সিগারেট ধরিয়ে পোর্চে পাশাপাশি বসল ডিউক আর শেরিফ। কিছুক্ষণ পর ডিউক বলল, 'তোমার মনে পড়ে, শেরিফ, একদিন তুমি বলেছিলে, যার মধ্যে

প্রতিশোধের চিন্তা ছাড়া আর কিছু নেই, তার মধ্যে শুধু আছে শূন্যতা?'

আস্তে করে মাথা দোলাল স্পেন্সার।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে,' বলল ডিউক। 'হুইলারকে আজ তুমি নিয়ে আসার পর সত্যিটা আমি উপলব্ধি করেছি। প্রতিশোধ গ্রহণে কোন তৃপ্তি নেই, যদি সেই প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করতে হয় তোমার বন্ধুদের।'

ওদের পেছনে এসে একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ভার্ন হুইলার। রাগে অল্প অল্প কাঁপছে এখনও।

ডিউক বলল, 'তাও একটা সান্ত্বনা যে জি ক্রস আজকের এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।'

ভার্নকে একবার দেখে নিল শেরিফ। তারপর বলল, 'আমি ওব্যাপারে অত নিশ্চিত নই। শহর ছাড়ার আগে কুইনের সঙ্গে ঈগল সেলুনে গিয়ে আলাপ করেছে স্প্যান। শহরের সবাই জানে, স্প্যান বাধ্য না হলে কোন সেলুনে ঢোকে না। এমনও হতে পারে, সে-ই মাতাল কুইনকে উত্তেজিত করে তুলেছিল।'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ডিউকের। 'তোমার নিজস্ব মতামত কি, স্পেন্সার?'

লম্বা করে সিগারেটে টান দিল শেরিফ। 'আমি চিনি আর্চার স্প্যানকে। কাজটা ওর পক্ষে অসম্ভব নয়।'

'আর্চার স্প্যান,' বিড়বিড় করে বলল ভার্ন। চোখ সরু হয়ে গেছে। 'তোমার কাজে আপাতত আমি ইস্তফা দিলাম, ডিউক।'

'কেন?'

'এখন সেটা বলা যাবে না।'

'তুমি রেগে আছ, ভার্ন। বোকার মতো কিছু করে বোসো না।'

'তা করব না। কাজটা করা উচিত হবে কিনা ভাবছিলাম। এখন বুঝছি উচিতই হবে।' কথা আর না বাড়তে দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল ভার্ন হুইলার।

শেরিফ বার্নে চলে যাবার একটু পরে লিন্ডা এলো পোর্চে। ডিউকের পাশে থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে একটু হাঁটবে? কথা ছিল তোমার সঙ্গে।'

চাঁদের আলোয় স্প্রিং হাউজের পাশ দিয়ে ক্রীকের পাড়ে চলে এলো ওরা। হু-হু করে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া, কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে ওদের গায়ে। ডিউকের হাতে হাত রেখে একটু কাছে ঘেঁষে এলো লিন্ডা।

'ডিউক, আমি মিথ্যে বলেছিলাম। কোনদিনও তোমাকে আমি গুলি করতে পারব না।'

হাসল ডিউক। 'আমিই কি আর সত্যিই যেতে পারতাম?' লিন্ডার চোখে তাকাল ও। 'চলে যাওয়াটা আমার জন্যে খুব কঠিন হবে, লিন্ডা।'

'কেন?'

'তুমি জানো না, লিন্ডা?' থেমে দাঁড়িয়ে মেয়েটার চোখের দিকে তাকাল ডিউক। মুখে লিন্ডা কিছুই বলল না, কিন্তু ওর চোখের ভাষা ডিউককে বুঝিয়ে দিল ও জানে।

'আমি চাইনি এমনটা হোক,' নিচু গলায় বলল ডিউক। 'নিজের পায়ে আবার দাঁড়ানোর আগে কাউকে ভালবাসতে আমি চাইনি। কি দেয়ার আছে আমার, বলো? কিন্তু কি করে কখন যেন···আমি জানি না কিভাবে বলব···কিভাবে বলতে হয়।'

'যতটুকু বলেছ তার বেশি কোন মেয়ে আশা করে না।' হাসল লিন্ডা। ডিউকের চোখে চোখ রাখল। তারপর নামিয়ে নিল দৃষ্টি।

আস্তে করে কাছে টেনে নিল ওকে ডিউক। আলতো করে চুমু খেল ঠোঁটে।

লিন্ডাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বার্নে চলে এলো ও। ঘরের মাঝখানে টেবিলটা রেখে চলছে খেলা। টেবিলের ওপরে ম্যাচের কাঠির স্তূপ। চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডিউকের। স্তূপটা ক্রেইগের সামনে! নিজের দিকে ম্যাচের কাঠিগুলো কাচিয়ে টেনে নিল ক্রেইগ। চেহারা গম্ভীর, কিন্তু চোখ দুটো হাসছে ওর।

'তাহলে আর খেলবে না, রালফ?'

চারপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে এতদিনের পরাজিত ক্রুরা। বুড়ো রালফ ব্লেসিংগেম করুণ চেহারায় তাকিয়ে আছে ম্যাচের কাঠির স্তূপটার দিকে। আঙুলে পাকাচ্ছে দাড়ি। চোখে তার অবিশ্বাস। 'খেলে কি হবে, জিতবে তো তুমিই!'

ভাঙা একটা মন নিয়ে বার্ন থেকে বেরিয়ে গেল সে। যাওয়ার আগে ইশারায় ডিউককে সঙ্গে আসতে বলল। বেশ কিছুক্ষণ বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাথা ঘামাল রালফ। তারপর ডিউককে বলল, 'দেখো, ডিউক, আমি জানি কতখানি পছন্দ করো তুমি জোনাথন ক্রেইগকে, এই কথা ওর সম্বন্ধে বলতে আমারও খারাপ লাগছে, কিন্তু না বলেও পারছি না, জানো, আমার ধারণা, চুরি করে; খেলায় চুরি করে ওই ছোকরা!'

পনেরো

দীর্ঘদিন ক্যাপ্টেনকে এত রাগতে দেখেনি আর্চার স্প্যান। অফিসের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত একটানা পায়চারি করছেন তিনি, স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবে খিস্তি-খেউড় করছেন, ঝেড়ে ফেলছেন ফুলার কুইনকে।

'ওই গাধাটা!' বাজ-পড়া গলায় বললেন ক্যাপ্টেন, 'ওই শুয়োর-মাথা নির্বোধ! ওয়্যাগনরিম ক্রীকে ওকে থাকতে দিয়েছিলাম বলে এখন দুঃখ হচ্ছে আমার।'

ফোরম্যানের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। স্প্যান মনে মনে আশা করল ওকে ঘামতে দেখে কোন সন্দেহ করবেন না তিনি।

'শহরের ওরা কি বলছে তুমি জানো, আর্চার? ওরা বলছে এর পেছনে জি

ক্রস দায়ী। তুমিই নাকি হুইলারকে লেলিয়ে দিয়েছ নোয়ার পেছনে।'

'ওরা আমাদের ক্ষতি চায়, ক্যাপ্টেন। সেজন্যেই বলছে যা মুখে আসে।'

'সেদিন সকালে তুমি শহরে গিয়েছিলে। ফুলার কুইনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?'

'জী, স্যার, দেখা হয়েছিল। ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু মাতাল ছিল লোকটা। শেষ পর্যন্ত সেলুন থেকে হতাশ হয়ে চলে আসি।'

'নোয়া হুইলারের ব্যাপারে তাকে তুমি কিছু বলোনি?'

কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে এই শীতেও, অনুভব করল স্প্যান। চোখে ঢুকে জ্বালা করছে, কিন্তু চোখের পাতা ফেলার দুঃসাহস হলো না তার। বড় বেশি মনোযোগ দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। 'না, স্যার, কিছু বলিনি।'

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল স্প্যান। ভেবেছিল কুইনকে ও চেনে, মুখ খুলবে না কুইন। কিন্তু ধারণাটা ভুলও হতে পারে। যদি হয়, তাহলে? যদি লোকটা বলে দেয় হুইলারকে মারার ব্যাপারে সে-ই তাকে প্ররোচিত করেছে?

কে কি ভাবল তার থোড়াই পরোয়া করে স্প্যান, কিন্তু ক্যাপ্টেনের শুভদৃষ্টিতে থাকতে হবে ওকে যে করে হোক। কুইন যদি মুখ খোলে, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে ওর কথার বিরুদ্ধে র‍্যাঞ্চারের কথা। ক্যাপ্টেন কি ওর কথা বিশ্বাস করবেন? অতীতে বিশ্বাস করেছেন। এবার তার অন্যথা হবে না তো?

সাবধানে স্প্যান জানতে চাইল, 'আর কি শুনেছেন আপনি, ক্যাপ্টেন? হুইলারদের ওখানে কি ঘটছে?'

'বেড়া দিচ্ছে ওরা।'

হতাশা বোধ করল স্প্যান। আশা করেছিল হুইলার মার খাওয়ায় বেড়ার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। জুয়া খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। 'ক্যাপ্টেন, একটা কথা ছিল।...বুঝতে পারছি হুইলারের দুর্ঘটনার কথা শুনে কেমন লাগছে আপনার, কিন্তু এটাও হয়তো ঠিক যে সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছে ফুলার কুইন।'

গভীর লেকের ওপর সিকি ইঞ্চি ভঙ্গুর বরফে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্প্যান, টের পেল চোখ সরু করে ক্যাপ্টেনকে তাকাতে দেখে। 'কি বলতে চাও তুমি?' কড়া গলায় জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'ট্রেভার্স ভয় পেয়ে পালাবে না, এটা আমরা বুঝেছি, ওকে ঠেকানোর একমাত্র উপায় খুন করা বা পঙ্গু করে দেয়া। কিন্তু হুইলারকে যদি আমরা থামাতে পারি, তাহলে ট্রেভার্সকে নিয়ে চিন্তা করার কোন দরকার পড়বে না।'

'নোয়া হুইলারও ভয় পাবার লোক নয়। যাই ঘটুক না কেন বেড়ার কাজ ও এগিয়েই নেবে।'

'আমার পরিকল্পনা মতো যদি কাজ করা যায়, তাহলে ধুলোয় মিশে যাবে লোকটা। ওর ফার্মে আগুন ধরিয়ে দেব আমরা। ওর গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাব। একবারই কোপ বসাতে হবে, তীব্র শক্তিতে, যাতে সাপের মাথা কাটা পড়ে। সর্বাত্মক আক্রমণ করলে হুইলারকে এখনও থামানো যায়, ক্যাপ্টেন।'

ক্যাপ্টেনের চেহারা দেখে স্প্যান বুঝল তার কথায় কোন গুরুত্বই দেননি

তিনি। আবার পায়চারি শুরু করলেন ক্যাপ্টেন।

'দেখুন, ক্যাপ্টেন, ওই যুদ্ধ অনেক কাল আগের কথা। পরিস্থিতি এখন ভিন্ন। আপনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে সে, এবং আপনি তার কাছে কোনমতেই ঋণী নন। সে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে যে এখন আর সে আপনার বন্ধু নয়। আপনি তাকে সুযোগ দিলে তার দেখাদেখি বাড় বেড়ে যাবে আর সবার।'

চেয়ারে গিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন। কুঁচকে গেছে তাঁর ভ্রূ। চোখ বন্ধ করে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। এমনটা তিনি করেন গভীর কোন সমস্যার সমাধান খোঁজার সময়।

আশা জেগে উঠল স্প্যানের মনে। গুটেনহফ সম্ভবত ওর মতো করে ব্যাপারটা দেখতে শুরু করেছেন। এবার হয়তো তিনি ওকে আক্রমণ শানানোর অনুমতি দেবেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'সময় হয়নি, স্প্যান, এখনও সময় হয়নি। শেষ পর্যন্ত হয়তো তোমার কথা মতোই কাজ করতে হবে, কিন্তু...' আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। একটু পরে বললেন, 'আমি আরও অপেক্ষা করব। দেখতে চাই কি ঘটে।'

ল্যুক ম্যাক্‌কেলভি ওর ঘোড়াটার নাল লাগানোর কতদূর কি করল দেখতে বার্নে চলে এলো অধৈর্য স্প্যান। বিরক্ত হয়ে ভাবল, বুড়ো লোকটাকে খামোকা বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ার নাল বদলানো আর উঠন ঝাড় দেয়া ছাড়া ওকে দিয়ে আর কোন কাজই হয় না। ক্ষমতা থাকলে অনেক আগেই ল্যুক ম্যাক্‌কেলভিকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিত ও।

স্প্যানের ঘোড়ার শেষ নালটা লাগাচ্ছে ল্যুক। লোকটার চেহারা দেখেই ও বুঝতে পারল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওর আলাপের অসারতা ঠিকই আঁচ করে নিয়েছে ল্যুক ম্যাক্‌কেলভি।

'তারপর?' কাজ করতে করতে জানতে চাইল সে, 'কি বললেন ক্যাপ্টেন? নোয়া হুইলারকে এখান থেকে তাড়াব আমরা?'

ল্যুককে পাত্তা দেবার কোন প্রয়োজন নেই, তবু স্প্যান বলল, 'না, আমরা আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বাঁকা হাসল ল্যুক। 'আমরা? আমার তো ধারণা ছিল সিদ্ধান্তটা ক্যাপ্টেন একাই নিয়েছেন।'

চেহারা লাল হয়ে গেল স্প্যানের।

'ফুলার কুইনকে যে তুমি হুইলারের ওপরে লেলিয়ে দিয়েছ সে ব্যাপারে ক্যাপ্টেন কি বললেন?' নাল লাগানো শেষে জানতে চাইল ল্যুক।

খপ করে প্রৌঢ়ের শার্টের কলার চেপে ধরল স্প্যান। এত জোরে ঝাঁকি দিল যে ল্যুকের হাত থেকে খসে পড়ল হাতুড়ি।

'মিথ্যে বলবে না, খবরদার! কুইনকে আমি কিছুই বলিনি।'

অবাক হয়েছে ল্যুক, কিন্তু ভয় পায়নি। চাপা গলায় বলল, 'বয়স যদি আমার কম হতো, স্প্যান, হাতুড়ির এক বাড়িতে তোমাকে ঠাণ্ডা করে দিতাম।

কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধিও বেড়েছে। আমি জানি, তুমি যখন থাকবে না, তখনও এখানে কাজ করব আমি।'

ল্যুকের কলার ছেড়ে এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল স্প্যান। 'মুখটা বন্ধ রেখো, ল্যুক, নাহলে আমি ভুলে যাব যে তোমার বয়স হয়েছে।'

স্প্যানের ডান ঘোড়াটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ল্যুক। রেগে গেছে। বলল, 'তোমাকে বোঝার অনেক চেষ্টা করেছি আমি, স্প্যান। এবং আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত বুঝতেও পেরেছি। ভাব দেখে মনে হয় একদিন তুমি বড় একজন মানুষ হবে। মদ খাও না তুমি, মেয়েমানুষের পেছনে সময় নষ্ট করো না, জুয়া খেলো না বেশির ভাগ মানুষের মতো; র‍্যাঞ্চের কোন কাজেই তোমার কোন গাফিলতি নেই। একসময় আমি মনে করতাম তুমিও একদিন ক্যাপ্টেনের মতোই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু, তা কোনদিনও হতে পারবে না তুমি। কেন, সেটা জানো?

'নীচতায় তোমার অন্তরটা ভরা, স্প্যান। ভেতরটা পচে গেছে তোমার। চেষ্টা করছ তুমি ক্যাপ্টেনকে অনুসরণ করতে, কিন্তু সেই যোগ্যতা তোমার নেই। উদারতা নেই তোমার মধ্যে। মনে মনে তুমি জানো, লোভী আর নীচ লোক তুমি। সেজন্যেই ভার্ন হুইলারের টাকা মেরে দিতে বাধেনি তোমার।' তিক্ত চেহারায় হাসল ল্যুক। 'না, অস্বীকার কোরো না, আমি জানি ভার্নের টাকা মেরে দিয়েছ তুমি। সেটা অনেকেই বিশ্বাস করে। তুমি ছোটলোক, লোভী আর নীচ।'

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আর্চার স্প্যান। নিজেও বুঝতে পারল না এসব কথা চুপচাপ সহ্য করছে কেন সে। খালি হাতে এই বুড়ো লোকটাকে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলতে পারে ও। কিন্তু কি লাভ হবে তাতে?

রাগ সামলে নিয়ে বলল সে, 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, নীচ লোক আমি; কারণ আজ পর্যন্ত যা কিছু আমি অর্জন করেছি লড়ে জিতে নিতে হয়েছে আমাকে। আমার বাবার মতো মাতাল, ছেলে-পেটানো বাবা তোমার থাকলে তুমিও মহাপুরুষ হতে না, ম্যাক্‌কেলভি। ছেলেবেলা থেকে রোজগার করতে হয়েছে আমাকে। সেই টাকা কেড়ে নিয়ে মদ খেয়ে উড়িয়েছে আমার বাবা। সেসময় একটা চিন্তাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, শোধ নিতে হবে, সুদে আসলে অত্যাচারের মাসুল দিতে হবে লোকটাকে। একদিন শোধ আমি নিয়েওছিলাম। পিটিয়ে অজ্ঞান করে লাঠি দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম তাকে। আমার মনে হয়েছিল লোকটা মারা গেছে। কিন্তু আসলে মারা যায়নি। এখনও ভেবে আমার আফসোস হয় যে তাকে আমি খুন করতে পারিনি।

'প্রতিজ্ঞা করেছিলাম একদিন অনেক শক্তিশালী একজন মানুষ হব। ঈশ্বরের শপথ, তাই হব আমি! বহুদিন আগেই আমার শিক্ষা হয়ে গেছে, যাকে দেখার কেউ নেই, তার নিজেকেই নিজের খেয়াল রাখতে হয়। এত সম্পত্তি দিয়ে যাবার মতো কোন সন্তান ক্যাপ্টেনের নেই। সেজন্যেই তার সন্তানের জায়গাটা আমি দখল করেছি। একদিন, ম্যাক্‌কেলভি, একদিন···আমিই হব জি

ক্রস র‍্যাঞ্চের মালিক। দুনিয়াটা বড় নিষ্ঠুর, ম্যাককেলভি, এই দুনিয়ার কাছ থেকে কিছু পেতে হলে নিষ্ঠুর ভাবেই তা কেড়ে নিতে হয়। ডিউক ট্রেভার্সের মতো কোন আগন্তুক বা নোয়া হুইলারের মতো দু'পয়সা দামের কোন ফার্মারকে আমার পাওনা কেড়ে নিতে দেব না আমি।'

'সেক্ষেত্রে লড়তে হবে তোমাকে,' শান্ত স্বরে বলল ল্যুক। 'একটা কথা কি জানো, আমি বিশ্বাস করি না তুমি শেষ পর্যন্ত টিকবে। শুধু নীচ নও, আমার ধারণা ভীতু লোক তুমি। একদিন না একদিন সেটা ক্যাপ্টেন ঠিকই বুঝে ফেলবেন।'

হাতের পাকানো দড়িটা দুলিয়ে সামনের গরুগুলোর উদ্দেশে চেঁচাল ভার্ন হুইলার। ধুলোয় চোখ জ্বালা করছে ওর, শুকিয়ে গেছে কণ্ঠনালী। অনেকটা দূরে রোদে পোড়া এক রাইডারকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখল ও। অধৈর্য ভঙ্গিতে ওর দিকে হাত নাড়ছে লোকটা, কি যেন বলছে। দূরত্ব বেশি, তাই শুনতে পাচ্ছে না ও। বসন্ত কালের বাজ পড়ার মতো শব্দে ডাকছে গরুগুলো, আর সব আওয়াজ তলিয়ে যাচ্ছে সেই শব্দের তলে। লোকটার কথা শুনতে না পেলেও বক্তব্য বুঝতে দেরি হলো না ওর।

'তাড়াতাড়ি করো! ধাওয়া করে নিয়ে এসো ওদের!'

দ্রুতগতিতে ঝুঁকিপূর্ণ ড্রাইভ করছে ওরা, ছুটছে খাড়া টিলার ধার ঘেঁষে। সামনে আরও বন্ধুর পথ পড়ে আছে।

পিছিয়ে পড়েছে কমবয়েসী বাছুরগুলো। পরিশ্রমে জিভ বেরিয়ে গেছে ওগুলোর।

'হাইয়া! হাইয়া!' তাড়া দিল ভার্ন, হাতের দড়ি আছড়াল বাতাসে। কিছুক্ষণের জন্যে চলার গতি দ্রুত হলো বাছুরগুলোর, তারপর পিছিয়ে গেল আবার। মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

বিশালদেহী রাইডার ভার্নের দিকে এগিয়ে এলো। গম্ভীর চেহারা তার। পরিষ্কার করে দাড়ি চাঁছা। গায়ে একটা নীল রঙের উলের কোট। 'আরে, ছোকরা,' কর্কশ গলায় বলল সে, 'কতবার তোমাকে বলতে হবে যে পিছিয়ে পড়লে বাছুরগুলোকে ফেলে যেতে হবে?'

'না খেয়ে মারা যাবে ওরা,' প্রতিবাদ করল ভার্ন।

'তাতে আমাদের কি!' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল লোকটা। 'তাড়া দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের।'

রেগে গেলেও মাথা দুলিয়ে সায় দিল ভার্ন। সামনে বাড়ানোর চেষ্টা করল বাছুরগুলোকে। খোঁড়াচ্ছে বেশ কয়েকটা, যতই তাগাদা দেয়া হোক, দ্রুত এগোনোর সাধ্য নেই। মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলে ওগুলোর কপালে কি ঘটবে ভাল মতোই জানে ভার্ন। শুকনো ঘাসের এই অঞ্চলে মরবে বেশিরভাগ। যে কয়টা বাঁচবে, এই দুঃসহ স্মৃতি মনে করে বাকি জীবন আতঙ্কে ভুগবে সেগুলো।

তবু, ভার্ন জানে, ঠিকই বলেছে নিষ্ঠুর, ধূলিধূসরিত কাউবয়। না থেমেই

এগিয়ে যেতে হবে ওদের। সরে যেতে হবে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কারণ এই গরুগুলোর গায়ে আছে জি ক্রসের ব্র্যান্ড। আর এখনও ওরা আছে জি ক্রসের রেঞ্জে।

অস্থির চোখে মাঝেমধ্যেই দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছে ভার্ন, যেকোন সময় দেখা দিতে পারে জি ক্রসের রাইডার। রুস্টার অবশ্য কথা দিয়েছে ওর প্রাপ্য তিনশো ডলার ও ঠিকই পাবে, কিন্তু ঝোঁকের বশে রাসলিঙে রাজি হয়ে যাবার পর থেকেই খারাপ লাগছে ওর। প্রতিজ্ঞা করেছে, জমিটা কিনে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরবে ও। যেলোক ওর তার ছিঁড়তে চাইবে, তাকে গুলি করে মারবে নির্দ্বিধায়।

অস্বস্তি লাগছে ভার্নের। সঙ্গে তিনজন বয়স্ক গরুচোর নিয়ে এসেছে রুস্টার। অল্প কিছু গরু নেয়ার কথা থাকলেও লোভীর মতো কয়েকশো গরু নিয়ে ড্রাইভ শুরু করেছে লোকগুলো। এখন দ্রুত জি ক্রসের রেঞ্জ থেকে সরে যেতে চাইছে ওরা। একবার জি ক্রসের রেঞ্জ পেরলেই ব্রাশ কান্ট্রি। এরচেয়ে অনেক বড় গরুর পালও কোন চিহ্ন না রেখে হারিয়ে যাবে ওখানে ক্যাটক্ল, হোয়াইট-ব্রাশ আর মেসকিটের ঝাড়ে। পরিকল্পনার শেষ দিকে পিছিয়ে যেতে চেয়েছিল ভার্ন, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক।

ব্রঙ্ক নামের লোকটা ওর বুকে সিক্সগান ধরে বসেছিল। চোখ গরম করে বলেছিল, 'পাঁচজন লোক লাগবে ক্যাটল ড্রাইভ করতে। ভুলেও আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা মাথায় এনো না, বাছা, নাহলে কখন খুন হয়ে যাবে নিজেও টের পাবে না।'

ওকে সান্ত্বনা দিয়েছে রুস্টার, 'ব্রঙ্কের কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না, ভার্ন। ও কড়া কথা বলে বটে, কিন্তু মানুষটা আসলে ভাল।'

কথাটা বিশ্বাস করেনি ভার্ন। যে সামান্য সময়টুকু ও কাটিয়েছে লোকগুলোর সঙ্গে, তাতেই বুঝে গেছে এদের মধ্যে ভালর পরিমাণ খুব কমই আছে। নোংরা, লোভী, রুক্ষ আর নীচ লোক এরা। পরিশ্রম করে রোজগার করায় বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে ব্রঙ্ক, ভার্নের বিশ্বাস, লাভের সম্ভাবনা দেখলে নিজের ভাইকে গুলি করে মারতেও বাধবে না ওর।

প্রথম থেকেই বুঝতে পারছে ভার্ন, ভুল করে ফেলেছে ও। এদের সঙ্গে ওকে মানায় না। প্রথমে পরিকল্পনাটা ভাল বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রুস্টারকে খুঁজে বের করে রাসলিঙের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়া মোটেও উচিত হয়নি। রুস্টারের প্রস্তাবে রাজি না হলে আজকে ব্রঙ্কের মতো লোকদের সঙ্গে বনে বাদাড়ে ওকে ঘুরতে হতো না।

'ভুল করছ তুমি, ভার্ন,' বলেছে রুস্টার। 'তিনশো ডলার নয়, যে পরিমাণ গরু নিচ্ছি, আমার ধারণা তোমার শেয়ার তাতে অন্তত নয়শো ডলার হবে। পুরো টাকাই তোমার নেয়া উচিত।'

মাথা নেড়েছে ভার্ন। দৃঢ় কণ্ঠে বলেছে, 'জি ক্রসের কাছে তিনশো ডলার পাই আমি। ওই তিনশো ডলারই আমি নেব।'

শ্রাগ করেছে রুস্টার। 'তোমার যেমন ইচ্ছে। আমাদের তো ভালই হলো,

ভাগে বেশি টাকা পাব। কি মনে হয় তোমার, পোস্ট হোল খোঁড়ার চেয়ে ক্যাটল ড্রাইভ করা অনেক আরামের নয়?'

জবাব দেয়নি ভার্ন। অনেকদিন থেকে ওরা বন্ধু, কিন্তু ও পরিষ্কার বুঝতে পারছে, একদিন এই তিন গরুচোরের মতোই হবে রুস্টার। ছন্নছাড়া, উদ্দেশ্যহীন জীবন কাটাবে। এখনও রুস্টার তরুণ, কিন্তু কথায়, আচরণে, চিন্তায় চেতনায় রাসলারদের অন্ধ অনুকরণ করছে সে। আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে ইতিমধ্যে। আগুনের ধারে রাসলারদের গল্প শোনার সময় নিজের দু'একটা বেআইনী কার্যকলাপও গর্ব করে বলতে শুরু করে দিয়েছে ও। বেশিরভাগই যদিও মিথ্যে, কিন্তু একটা ব্যাপার অনস্বীকার্য, আউট-ল হবার পথে এগিয়ে চলেছে রুস্টার।

ছোটবেলার বন্ধু বলে পরিবর্তনটা আগে খেয়াল করেনি ভার্ন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে সবই। রুস্টারের মার মৃত্যুর পর ওর দিকে খেয়াল দেয়নি ওর বাবা, ফলাফল—আজকের এই পরিণতি।

খাবার জোটাতে সেলুনের মেঝেও ঝাড় দিতে হয়েছে রুস্টারকে। দু'একবার ধরা পড়েছে কাউন্টার-ড্রয়ার থেকে টাকা সরাতে গিয়ে। বোঝানোর বদলে পিটিয়ে ওকে মানুষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিণতি ভাল হয়নি। এরপরে একটু বড় ধরনের চুরি করতে গিয়ে আবারও ধরা পড়েছে সে। শেরিফ বাড স্পেন্সার ওর সঙ্গে কথা বলেছে, বুঝিয়েছে; কিন্তু ততদিনে আইনের ওপর থেকে মন উঠে গেছে ওর, সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে ওকে নিজে, এবং ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, বিপথে পরিচালিত হয়েছে, উপযুক্ত অভিভাবক না থাকায় কেউ ওকে ফেরায়নি। অথচ মানুষ হিসেবে রুস্টার অনেকের চেয়েই অনেক ভাল।

রুস্টারের দিকে তাকিয়ে ভাবল ভার্ন, আর কি ফিরতে পারবে রুস্টার? ভাল হয়ে যাবার তুলনায় অনেক পথ বেপথে চলে গেছে ও। নিজের কথা চিন্তা করল ভার্ন। সেই একই ভুল করতে যাচ্ছে ও নিজেও। আর যদি ফিরতে না পারে? কল্পনা করতে গিয়ে শিউরে উঠল ও। মনে মনে প্রার্থনা করল তেমন যাতে না ঘটে। একবার শেষ হোক এই ড্রাইভ, ওর প্রাপ্য তিনশো ডলার নিয়ে সরে পড়বে ও, জীবনেও আর কখনও অন্যের সম্পত্তিতে হাত দেবে না।

ঘোড়া দাবড়ে আবার ফিরে এলো ব্রঙ্ক। 'তোমরা দু'জন ভেবেছ কি, এখানে চা-নাস্তার আয়োজনে আমন্ত্রিত হয়েছ? ছড়িয়ে পড়ে গরুগুলোকে তাড়া দাও, নইলে পিস্তলের বাড়িতে মাথা ফাটিয়ে দেব দুটোর!'

ভার্নের কাছ থেকে ঘোড়া সরিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে গরু তাড়াতে লাগল রুস্টার তড়িঘড়ি করে। ক্লান্ত কয়েকটা বাছুরকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেল ভার্ন। মনটা খারাপ। অন্তত তিরিশ কি চল্লিশটা বাচ্চা গরুকে এই বুনো অঞ্চলে মা ছাড়া রেখে যাচ্ছে ওরা। নির্ঘাত মারা যাবে ওগুলো।

বুড়ো একটা গাভী বারবার ফিরে তাকিয়ে বাছুরকে ডাকছে। মায়ের কাছে আসার চেষ্টা করছে বাছুরটা, কিন্তু শক্তি শেষ ওটার। দু'বার গাভীটাকে দলে ফিরিয়ে আনল ভার্ন। তৃতীয়বারে কেউ দেখছে না লক্ষ করে ছেড়ে দিল

গাভীটাকে। বাচ্চার কাছে ফিরে গেল ওটা। নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকল। তৃপ্তির সঙ্গে দেখল ভার্ন, মায়ের দুধ খাচ্ছে বাচ্চাটা।

একটা বাছুর বাঁচল, ভাবল ভার্ন। ঘোড়া নিয়ে সামনে বাড়তে গিয়ে দেখতে পেল সে রাইডারদের। দলে দু'জন ওরা। একটা টিলার ওপরে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। দেখছে ওদের ক্যাটল ড্রাইভ।

জায়গায় জমে গেল ভার্ন। লোকগুলো এতই কাছে যে পাথর ছুঁড়ে তাদের গায়ে লাগতেও পারবে ও। দু'জনকেই চিনতে পারল। জি ক্রসে ওদের সঙ্গে কাজ করেছে। ওরাও যে ওকে চিনেছে তাতেও কোন সন্দেহ রইল না ভার্নের মনে।

ব্রঙ্কও দেখেছে কাউবয়দের। ঘোড়া নিয়ে তেড়ে এলো সে। ইতিমধ্যেই বুট থেকে বের করে ফেলেছে রাইফেল।

কাউবয়দের একজন কেটে পড়তে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলেও অন্যজন নড়ল না জায়গা ছেড়ে। সিক্সগান বের করে গুলি করল লোকটা। দূরত্ব বেশি, ব্রঙ্কের ঘোড়া থেকে তিরিশ ফুট আগে মাটিতে নাক গুঁজল বুলেট। ব্যাপার বুঝে এবার ভার্নের দিকে অস্ত্র তাক করে ট্রিগার টেনে দিল সে।

লোকটা গুলি করতে যাচ্ছে দেখে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ভার্নের। কাঁধে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে বুঝল বুলেট তার লক্ষ্য ভেদ করেছে। মনে হলো তপ্ত একটা লোহার শিক ঢুকে গেছে শরীরের গভীরে। মাথা ঘুরে উঠল ওর। আধপাক ঘুরে গেল ঝাঁকুনি খেয়ে। তারপর পড়ে গেল মাটিতে। ধুলোয় মুখ ভরে উঠল ওর। চমক কাটিয়ে উঠে অর্ধঅচেতন অবস্থায় দেখল ওর ঘোড়াটা আতঙ্কে দৌড়াচ্ছে। চারপাশে ছুটছে ক্যাটল। স্ট্যামপিড শুরু হয়ে গেছে। মারা যেতে পারে ও, কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে বলে এই মুহূর্তে মনে হলো না ভার্নের। ব্যথা! অসহ্য ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে কাঁধ থেকে বুকে।

ওর ঘোড়াটা ধরে ফিরে এলো রূস্টার, লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পাশে বসল ওর। ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখতে ছিঁড়ে ফেলল শার্টটা।

গুলি চলছে টিলার ওপর থেকে। ওদের দিকে নয়, গরু সামলাতে ব্যস্ত রাসলারদের দিকে।

'ঘোড়ায় তুলে দিলে টিকে থাকতে পারবে তো তুমি, ভার্ন?' জানতে চাইল উদগ্রীব রূস্টার। 'পড়ে যাবে না তো?'

'জানি না,' কোনরকমে বলল ভার্ন। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে ব্যথায়।

ওদের কাছে চলে এলো ব্রঙ্ক আর তার দুই সঙ্গী। ব্রঙ্ক বলল, 'চলে গেছে ওরা।' তিরস্কারের দৃষ্টিতে দু'বন্ধুকে দেখল সে। 'খুব সাহায্যে এসেছ তোমরা!' আঙুল তুলে ছড়িয়ে যাওয়া গরুর দলকে দেখাল। 'যাও, ওদের জড় করো। এবার সত্যিই তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

দ্বিধা করল রূস্টার। 'ভার্ন আহত হয়েছে, পালাতে পারবে না ও।'

'তাহলে থাকুক এখানে পড়ে। আহত হয়েছে তো আমরা কি করব!'

রূস্টার না নড়ায় এবার অস্ত্র বের করে ওর বুকে তাক করল ব্রঙ্ক। 'ড্রাইভে তোমার সাহায্য লাগবে আমাদের। গরু জড় করতে বলেছি তোমাকে!'

ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে ভার্নকে দেখল রুস্টার। ঘোড়ায় উঠে বলল, 'আমি সত্যি দুঃখিত, ভার্ন।' রাশে দোলা দিয়ে ঘোড়া ছোটাল সে গরুগুলোর দিকে।

স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে টিকে থাকল ভার্ন। অসহায় চোখে দেখল ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে সবাই। আশেপাশে তিরিশ মাইলের মধ্যে সাহায্য পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। *শুধু যদি ঘোড়ায় উঠতে পারত ও!* জানে ও, অত শক্তি নেই ওর দেহে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুইয়ে নেমে আসছে রক্ত, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে জীবনী শক্তি।

রুমাল চেপে ধরে রক্তপাত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো ও। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। পালাতে হবে এখান থেকে যে করে হোক। ওকে চিনে ফেলেছে জি ক্রসের কাউবয়রা। ধরা পড়লে এখন নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হবে ওকে।

আবছা হয়ে এলো ওর দৃষ্টি। বড় ক্লান্তি লাগছে। ঘুম আসছে চোখ ভেঙে। ও জানে না নিঃশব্দে কখন ফিরে এসেছে রুস্টার। ভার্নের ঘোড়াটা ধরে নিয়ে এসেছে। কাঁধের ওপর দিয়ে একবার পেছনে তাকাল। তারপর ভার্নের কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমাকে পারতেই হবে, ভার্ন। পালাব আমরা। একটু পরেই ব্রঙ্ক টের পেয়ে যাবে যে আমি সরে এসেছি। আমাদের খুঁজতে আসবে ও। ধরতে পারলে মেরে ফেলবে তোমাকে আর আমাকে, যাতে সাক্ষী দিতে না পারি আমরা।'

রুস্টারের সাহায্য নিয়ে স্যাডলে উঠল ভার্ন। রুস্টার ধরে না রাখলে নিশ্চিত পড়ে যেত ও।

ধীরে ধীরে ঘোড়া চালিয়ে ফেলে আসা ক্রীকটার কাছে ফিরে এলো ওরা। হ্যাটের ভেতরে পানি ভরে ভার্নের তৃষ্ণা মেটাল রুস্টার। তারপর ঢুকল ওরা ক্যাটক্ল আর মেসকিটের ঘন ঝোপের ভেতরে। স্যাডলে নিচু হয়ে বসে থাকল ভার্ন। মাটিতে নেমে চারপাশে নজর রাখল রুস্টার। একটু পরেই দেখতে পেল টিলার ওপরে উঠে ওদের খুঁজছে ব্রঙ্ক। ঘোড়াগুলোকে ঝোপের আরও ভেতরে সরিয়ে নিল ও। নাকে হাত দিয়ে রাখল, যাতে হ্রেসাধ্বনি করতে না পারে। শুনতে পেল ক্রীকের উজান আর ভাটিতে ওদের খুঁজছে ব্রঙ্ক। গালাগাল দিচ্ছে লোকটা, ডাকছে রুস্টারকে। সে জানে কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে ওরা। কিন্তু সময় নেই ব্রঙ্কের হাতে, যেকোন সময় লোক জুটিয়ে চলে আসবে কাউবয়রা, তার আগেই গরু নিয়ে সরে যেতে হবে, কাজে কাজেই কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে টিলা বেয়ে ওপাশে চলে গেল লোকটা।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, ব্রঙ্ক সত্যি গেছে, নিশ্চিত হয়ে ঝোপ থেকে ঘোড়া বের করল রুস্টার। আরেকবার পরীক্ষা করে দেখল ভার্নের ক্ষত। মাথা নাড়ল হতাশ চেহারায়। 'খারাপ ভাবে আহত হয়েছ তুমি, ভার্ন। চিকিৎসা না পেলে মরেও যেতে পার। ঘোড়ায় টিকে থাকো, আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

মাথা নাড়ল ভার্ন। দুর্বল হতে পারে, কিন্তু অপরিণামদর্শী সে নয়। বলল, 'বাড়িতে যাওয়া চলবে না, রুস্টার। জি ক্রসকে ওখানে হামলা করার অজুহাত

দেব না আমি।'

আফসোস করে মাথা নাড়ল রুস্টার। 'দিয়ে বোধহয় ফেলেছ অনিচ্ছাসত্ত্বেও। যাই হোক, তুমি না চাইলে ওখানে যাব না, আমার পরিচিত আরেকটা জায়গা আছে, যেখানে তোমার শুশ্রূষা করতে পারব।'

দুর্বল ভাবে মাথা দোলাল ভার্ন। 'তাহলে সেখানেই চলো।'

ষোলো

আতঙ্কিত গরুর ওড়ানো ধুলোর মেঘে ধূসর ঘোড়াটা থামালেন ক্যাপ্টেন হ্যারি গুনটেনহফ। দূরে শুনতে পাচ্ছেন গোলাগুলির আওয়াজ। টিলার ওপর দিয়ে পলায়নপর রাসলার দু'জনকে ধাওয়া করে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তাঁর কাউবয়রা। তৃতীয় গরুচোর তাঁর সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে–মৃত। লোকটার নীল কোট রক্তে কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। মরার আগে দু'হাতে মাটি খামচে ব্যথা কমাবার চেষ্টা করেছিল সে।

মৃতদেহের সামনে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন কাউবয়। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা। কাঁপছে হাতটা।

'শক্ত হও, শর্টি,' শান্ত স্বরে বললেন ক্যাপ্টেন, 'প্রথমবার সবারই খারাপ লাগে।'

তৃতীয়বারের চেষ্টায় হোলস্টারে সিক্সগান ঢোকাতে পারল শর্টি। ঠোঁট ভেজাল জিভ দিয়ে চেটে, শার্টের হাতায় মুছল কপালের ঠাণ্ডা ঘাম। ঢোক গিলে বলল, 'এত তাড়াতড়ি ঘটে গেল যে···হঠাৎ দেখি একেবারে সামনেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।'

'ও তোমাকে গুলি করত, কাজেই কি ঘটেছে ভুলে যাও,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'অনুশোচনাকে মনে ঠাঁই পেতে দিলে অনেকদিন কষ্ট পাবে। মনে রেখো, একটা গরু চোরকে মেরেছ তুমি।' মৃত ব্রঙ্কের দিকে থুতনি তাক করলেন তিনি। 'ভাল একটা পিস্তল ছিল লোকটার। ওটা এখন তোমার, যদি তুমি নিতে চাও।'

মাথা নাড়ল শর্টি। গা গুলাচ্ছে ওর। ঘোড়ায় উঠে সরে গেল ও ঘাসের ওপর পড়ে থাকা মৃতদেহটার কাছ থেকে।

কিছুক্ষণ পরে টিলার ওপার থেকে ফিরে এলো কাউবয়ের দল। খুশি হলেন ক্যাপ্টেন, যখন দেখলেন বাকি দুই রাসলারকেও বন্দি করে আনতে পেরেছে ওরা। ঘোড়ায় বসে আছে লোক দু'জন, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। বোকামি করেছে লোকগুলো, ভাবলেন ক্যাপ্টেন, ধাওয়া করা হচ্ছে জেনেও গরু নিয়ে পালাবার চেষ্টা করা ওদের উচিত হয়নি। অতি লোভ। মাসুলও দিতে হবে তার।

'চমৎকার, আর্চার!' খুশি হয়ে বললেন ক্যাপ্টেন।

'কিছুদূর গিয়েই হাল ছেড়ে দিয়েছে ওরা,' জানাল স্প্যান। আঙুল তুলে মৃতদেহটা দেখাল। 'এদের মধ্যে ওই লোকটাই শুধু গানফাইটার ছিল।' জীবিত রাসলারদের দিকে তাকাল সে, তারপর ফিরল ক্যাপ্টেনের দিকে। 'টিলার কাছে একটা ক্রীক আছে। কয়েকটা কটনউড গাছ দেখলাম ওখানে।'

ফোরম্যানের মতলব বুঝে রাজি হলেন না ক্যাপ্টেন। বললেন, 'না, আর্চার, এবার আমরা ওদের আইনের হাতে তুলে দেব।'

'আগে হলে...'

'সময় পাল্টেছে,' স্প্যানকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। বুকের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা লেগে উঠল তাঁর। এই একই কথা ট্রেভার্স আর স্পেন্সারও বলেছিল তাঁকে!

'ভার্ন হুইলারের কি হবে?' ক্যাপ্টেন চুপ করে আছেন দেখে জানতে চাইল স্প্যান।

ভুরু কুঁচকে পাশের এক কাউবয়ের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'মিক্সন, হুইলারের ছেলে কি আসলেই ছিল এদের সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই! চোখে ভুল দেখে থাকলে আমার কান কেটে নেবেন, ক্যাপ্টেন। এতই কাছে ছিলাম যে সময় দিলে ওর দাড়ি গুনতে পারতাম আমি। গুলি করতেই পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। সঙ্গে লালচুলো সেই রুস্টার নামের ছোকরাটাও ছিল। সব মিলিয়ে পাঁচজন, মাত্র তিনজনকে ধরতে পেরেছি আমরা।'

'গেল কোথায় ওরা!' আত্মগতভাবে বললেন ক্যাপ্টেন।

'জানিই তো কোথায় যেতে পারে,' বলল স্প্যান। 'নিশ্চয়ই ওরা হুইলারের ওখানে গেছে। আপনি বুঝতে পারছেন না, ক্যাপ্টেন, এতদিন আপনি ভেবে এসেছেন যে নোয়া হুইলার আপনার বন্ধু; কিন্তু সর্বক্ষণ আমাদের কাছ থেকে চুরি করেছে সে। বুঝছেন এখন, কেন সে তার ছেলেকে আমাদের র‍্যাঞ্চে কাজ করতে পাঠিয়েছিল? ব্যাপারটা কখনোই এমন ছিল না যে কোন ক্ষুধার্ত নেস্টার আমাদের দু'একটা গরু জবাই করে খেয়ে ফেলছে। পালে পালে গরু বেচে বড়লোক হওয়ার তাল করেছে হুইলার। ছেলে যখন লাইন ক্যাম্পে ছিল, কত গরু যে সরিয়েছে এভাবে, সেটা ঈশ্বরই জানেন।'

'নোয়া হুইলারকে আমি চিনি, আর্চার,' বললেন ক্যাপ্টেন গম্ভীর চেহারায়। 'এমন কাজ করার মানুষ ও নয়।' একটু যেন দ্বিধান্বিত লাগল তাঁকে।

'যুদ্ধে যখন আপনি আর হুইলার বন্ধু ছিলেন, সেই তখনকার কথা ভাবছেন আপনি, ক্যাপ্টেন,' জোর দিয়ে বলল স্প্যান। 'সময়ে মানুষ পাল্টে যায়, ক্যাপ্টেন। আপনার বন্ধুত্বের সুযোগে আপনাকে ঠকিয়েছে লোকটা। এতদিন আপনাকে বলেছি বিশ্বাস করেননি আপনি, এখন তো নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন।'

মাথা নিচু করে চিন্তায় ডুবে গেলেন ক্যাপ্টেন। আনমনে দাড়ি টানছেন। চোয়াল লাল হয়ে গেছে তাঁর। স্প্যান বুঝতে পারছে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কিনা বুঝতে না পেরে সন্দেহে ভুগছেন তিনি।

'এরপরও আমাদের চুপ করে থাকা চলে না, ক্যাপ্টেন। এবার অন্তত ভেবে দেখুন আমার কথা মতো কাজ করবেন কিনা। আমাদের সামনে কিন্তু আর কোন পথ খোলা নেই।'

কোন জবাব দিলেন না ক্যাপ্টেন।

'সিদ্ধান্তটা আপনার, ক্যাপ্টেন,' বলল নাছোড়বান্দা স্প্যান। 'এবং সময় ফুরিয়ে আসছে। হয় হুইলার জিতবে নয়তো আপনি। কোন্‌টা আপনার পছন্দ?'

মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজলেন ক্যাপ্টেন। শক্ত হয়ে উঠল তাঁর পেশি। চিবুক উদ্ধত করে তাকালেন স্প্যানের দিক। পরিণত হয়েছেন তিনি আগের সেই কঠোর সংযমী যোদ্ধায়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে।

ধীর, গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমার কথা মতোই আক্রমণ করা হবে, স্প্যান।'

দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন সারা গুটেনহফ। বুকের ভেতরটা কাঁপছে তাঁর। ছলোছলো চোখে তাকিয়ে আছেন গানবেল্ট পরে তৈরি ক্যাপ্টেনের দিকে। চকচক করছে পেতলের তৈরি গুলির খোসাগুলো।

'হ্যারি, ভীষণ একটা ভুল করতে যাচ্ছ তুমি।'

স্ত্রীর দিকে তাকালেন না তিনি। 'ভুল, মারাত্মক একটা ভুল করেছি আমি; অপেক্ষা করে।'

বুকের কাছে রুগ্ন হাতদুটো ভাঁজ করলেন সারা। চেহারায় দীর্ঘদিন পরে ফুটে উঠল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। 'নোয়া হুইলারের জন্যেই তুমি বেঁচে আছ, হ্যারি, কথাটা কি তুমি ভুলে গেলে?'

'সেটা ও ভুলে গেছে, আমি ভুলিনি।'

'মিক্সন হয়তো ঠিকই বলেছে, ভার্নের রাসলিঙের সঙ্গে ওর বাবার কোন সম্পর্ক নেই।'

'সবকিছু খাপে খাপে মিলে যায়, সারা,' অধৈর্য কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন।

'সেটাই তোমাকে বুঝিয়েছে আর্চার স্প্যান। আমি ওকথা বিশ্বাস করি না। নোয়া নিজে স্বীকার না করলে জীবনেও আমি বিশ্বাস করব না।'

'আমাকে ফেরানোর চেষ্টা করে আর লাভ নেই, সারা, মনস্থির করে ফেলেছি আমি।'

সারার গলা বরফের মতো ঠাণ্ডা শোনাল। 'তাহলে শুনে রাখো, আমারও মনস্থির করা হয়ে গেছে। বিরাট একটা ভুল তুমি করতে যাচ্ছ আজকে। আমি যদি তোমাকে ঠেকাতে না পারি তাহলে আমি চাই না তোমার পরাজয় দেখতে।'

থমকে গিয়ে অবিশ্বাসের চোখে বউকে দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'কি বললে, সারা?'

'এই জায়গাটা আর আগের মতো নেই, হ্যারি। আগে সুখ ছিল এখানে। এখন নেই। কবে থেকে সবকিছু বদলে যেতে শুরু করেছে তুমি জানো, হ্যারি? যেদিন থেকে আর্চার স্প্যান এসেছে এখানে। তুমি মনে করো তুমিই

চালাও র‍্যাঞ্চটা। কিন্তু আসলে চালায় আর্চার স্প্যান। তুমি টেরও পাও না, নিজের চিন্তা ভাবনা তোমার ওপর চাপিয়ে দেয় ও।

'তোমাকে শেষ করে দিচ্ছে ও, হ্যারি। মরা ঘোড়ায় চড়া ক্যাভালরি সৈন্যের মতো হবে তোমার অবস্থা, হুইলার আর ওর মতো যারা বেড়া দিয়ে দেশের উন্নতির চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে যদি অর্থহীন লড়াইতে জড়াও, ধুলোয় মিশে যাবে তুমি।

'কয়েকদিন ধরে অনেক ভেবেছি আমি, ঠিক করেছি তুমি যদি আর্চার স্প্যানের কথা মতো চলে জি ক্রসের সর্বনাশ করো, তাহলে সেই পরিণতি দেখার জন্যে এখানে থাকব না আমি। চলে যাব ফোর্ট ওয়র্থে।'

বিস্ময়ের কারণে ভোঁতা শোনাল ক্যাপ্টেনের গলা। 'কিন্তু অত দূরের পথ তোমার শরীরে সইবে না, সারা! স্রেফ মরে যাবে তুমি!'

'হয়তো,' দৃঢ় গলায় বললেন সারা, 'কিন্তু চেষ্টা করে দেখব তাও। ল্যুক ম্যাককেলভিকে বলেছি, শহরে পৌঁছে দেবে ও আমাকে। সেখানে বিশ্রাম নিয়ে ট্রেনে করে স্ট্রিংটাউনে চলে যাব আমি। আমাকে চলে যেতে হবে কি হবে না সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে, হ্যারি।'

দীর্ঘক্ষণ বোকার মতো স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন হ্যারি গুটেনহফ। সারার কথাগুলো বিশ্বাস করবেন কি করবেন না বুঝতে পারলেন না। বাইরে শুনতে পাচ্ছেন ঘোড়ার খুরের শব্দ। কাউবয়রা জড় হয়েছে। ফুলার কুইনের লোকদেরও ডেকে আনার কথা আর্চার স্প্যানের।

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। 'দেখতে পাচ্ছ, সারা? তৈরি হয়ে গেছে ওরা। এখন এমনকি আমি চাইলেও সম্ভব নয় ওদের ঠেকানো। তাছাড়া আমি চাইও না ঠেকাতে। এমনিতেই দেরি করে ফেলেছি আমরা অনেক।'

চেপে বসল সারা গুটেনহফের সরু দু'ঠোঁট। ছলছল করে উঠল দু'চোখ। নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। 'বেশ, হ্যারি, তুমি যা ভাল মনে করো।'

পা দুটো ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে, তবু অনেক কষ্টে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন, দেখলেন দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেলেন তাঁর স্বামী। আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে, বসে পড়লেন তাঁর প্রিয় রকিং চেয়ারে, শুনলেন খটাখট আওয়াজ তুলে চলে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো।

'জোসেফা,' দুর্বল গলায় ডাক দিলেন তিনি। 'শুনে যাও তো। ল্যুক ম্যাককেলভি যদি হ্যারির সঙ্গে না গিয়ে থাকে তাহলে তাকে একটু ডেকে দাও।'

হুইলারের খামার কিছুটা দূরে থাকতেই হাত উঁচিয়ে সবাইকে থামতে ইশারা করল স্প্যান। মোটমাট ষোলোজন। এত কম লোক হবে ভাবেনি ও। ফুলার কুইনের ওপর ভরসা করেছিল ও, লোকটা ওকে ডুবিয়েছে।

ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর, তিক্ত চেহারায় লোকটা ওকে বলেছে, 'প্রথমবার তুমি আমাকে বেড়ার কাজে জড়ালে, পরের পুরোটা দিন আমাকে গাধার খাটনি

খাটতে হলো। দ্বিতীয়বার তোমার কথা শোনায় ওরা আমাকে ছুঁড়ে ফেলল চোদ্দশিকে। এবার আবার এসেছ? জাহান্নামে যেতে পার তুমি।'

শুধু যে কুইন ওকে হতাশ করেছে তা নয়, হেডকোয়ার্টার ছাড়ার পর থেকেই ও লক্ষ করছে, কি যেন একটা কুরে কুরে খাচ্ছে ক্যাপ্টেনকে। সম্ভবত ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ঝগড়া হয়েছে। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা করে র‍্যাঞ্চহাউজ থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

স্প্যান বুঝতে পারে না কেন ক্যাপ্টেনের মতো কঠোর লোক তাঁর স্ত্রীর প্রভাবকে এতটা গুরুত্ব দেন। স্প্যানের দৃষ্টিতে, মহিলাদের নিয়ে এই এক জ্বালা, শুধু পুরুষমানুষেরই সাজে সেসব কাজেও অযথা নাক গলায়।

'বাডি,' বন্ধুকে ডেকে পাশে নিয়ে এলো স্প্যান। 'চারজন লোক নিয়ে বেড়ার কাছে চলে যাবে তুমি, লুকিয়ে থেকে গুলি ছুঁড়ে ডিউকের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সাবধান, আহত হতে পার তেমন কাছে যেয়ো না। ওরা বার্ন আর ফার্ম থেকে তোমাদের দিকে গেলেই উল্টোদিক দিয়ে আক্রমণ করে খামারে আগুন লাগিয়ে দেব আমরা।'

'আর বেড়ার কি হবে?' জানতে চাইল বাডি। 'ওরা পাল্টা আক্রমণ করে বসলে আমাদের পক্ষে কিছুতেই বেড়া নষ্ট করা সম্ভব হবে না।'

'তার দরকারও নেই। নোয়া হুইলারকে যদি আমরা থামাতে পারি–আগুন যদি লাগিয়ে দিতে পারি ওর খামারে–তাহলে বেড়া তৈরি আপনাআপনিই থেমে যাবে।'

খুশি হয়ে মাথা দোলাল বাডি।

পকেট থেকে ঘড়ি বের করল স্প্যান। 'ঘড়ি আছে তোমার কাছে, বাডি?'

'হ্যাঁ।'

'খামারের পেছনে যাওয়ার জন্যে একঘণ্টা সময় দেবে তুমি আমাদের, তারপর শুরু করবে তুমি তোমার কাজ।' বাডির চার সঙ্গীর দিকে তাকাল স্প্যান। আবারও বলল, 'আহত যাতে না হও সেদিকে খেয়াল রেখো। প্রয়োজনে কিছুটা পিছিয়ে আসবে, মনে রাখবে আসল কাজ হচ্ছে ওদের মনোযোগ ধরে রাখা। খানিকটা সময় পেলেই আসল কাজটা সম্পন্ন করতে পারব আমরা।'

কথা শেষ করে এগোতে শুরু করল স্প্যান। বাকিরা তাকে অনুসরণ করল।

একঘণ্টা পর পছন্দসই জায়গাতে পৌঁছল ওরা। টিলার গোড়ায় জন্মেছে পাইনের জঙ্গল। তার পেছনে ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। বেড়ার কাছ থেকে গোলাগুলির আওয়াজ এলেই বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে টিলা পেরিয়ে আক্রমণ করবে খামারের ওপরে। সিগারেট ধরাল বেশিরভাগ। অস্বস্তিকর একটা থমথমে পরিস্থিতি। বুঝতে পারছে স্প্যান, কাউবয়দের অনেকেই ওর পরিকল্পনা পছন্দ করতে পারছে না।

শর্টি উইলিসের চেহারায় স্পষ্ট বিরোধিতা ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণ উসখুস করে আর থাকতে না পেরে বলেই বসল, 'কাজটা ভুল হবে, স্প্যান। সৎ

একজন লোকের গড়ে তোলা খামারে এভাবে আগুন লাগিয়ে দেয়া...'

'যেতে যদি না চাও তো যেয়ো না, শর্টি, চলে যেতে পার তুমি। কিন্তু মনে রেখো, এই এলাকায় থাকতে পারবে না তুমি আর। কেউ তোমাকে চাকরি দেবে না।'

স্প্যানের কথায় কান না দিয়ে ক্যাপ্টেনের পাশে ঘোড়া থামাল শর্টি। নিজের চিন্তায় ডুবে স্থান-কাল বিস্মৃত হয়ে চুপ করে ধূসর ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন গুটেনহফ। চামড়া কোঁচকানো বয়স্ক চেহারায় ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। 'ক্যাপ্টেন,' বলল শর্টি, 'আপনি জানেন কাজটা ঠিক হচ্ছে না। ভার্ন যদি রাসলিঙে জড়িতও হয়, তাহলেও এমন হতে পারে যে রাসলিং করার পেছনে উপযুক্ত কোন কারণ আছে তার।'

তীক্ষ্ণ চোখে শর্টির দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'তিনশো ডলারের সেই কাহিনী তো আপনি শুনেছেন, ক্যাপ্টেন। স্প্যান বলছে কথাটা মিথ্যে। কিন্তু সেদিন যেদিন আমরা বেড়া মেরামতের কাজ করলাম, ভার্ন হুইলার আমাকে বলেছে সব খুলে। শুনে মনে হয়নি মিথ্যে কথা বলছে ছেলেটা।'

আতঙ্কে মুহূর্তের জন্যে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে এলো স্প্যানের। শর্টির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন ক্যাপ্টেন! *নিকুচি করি আমি ওই ছোকরার তিনশো ডলারের! সমস্যা বাড়ানো ছাড়া কাজের কাজ আর কিছুই হয়নি ওই ডলারগুলো দিয়ে!*

'শর্টি!' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল স্প্যান। 'কথাটা ডাহা মিথ্যে! বরখাস্ত করলাম তোমাকে আমি!'

হাত তুললেন ক্যাপ্টেন। 'বরখাস্ত করলে আমি করব, স্প্যান।' তাকালেন তিনি শর্টির দিকে। 'কি বলছিল ভার্ন?'

বলতে শুরু করল শর্টি, স্প্যান অনুভব করল মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। দেখতে পেল দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দুলছেন ক্যাপ্টেন। বোঝা যাচ্ছে, হুইলারের খামারে হামলা করার কোন ইচ্ছে নেই তাঁর। এখন সুযোগ খুঁজছেন, একটা অজুহাত পেলেই সবাইকে ডেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

বেড়ার ওদিক থেকে পর পর কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। 'স্যাডলে ওঠো, সবাই!' চেঁচাল স্প্যান। মনটা শঙ্কামুক্ত হয়ে গেছে তার। জানে, এখন, এই উত্তেজনার মুহূর্তে, কিছুতেই কথা শেষ করতে পারবে না শর্টি উইলিস। কপালটা যদি ভাল হয়, জীবনেও পারবে না। সুযোগ মতো ওর মাথার পেছনে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিলেই চলবে।

ঘোড়া দাবড়ে টিলার ওপরে উঠে এলো স্প্যান। দেখতে পেল ফার্মহাউজ, বার্ন, বিস্তৃত খেত আর চারণভূমিতে চারণরত গরুর পাল। টিলার বাধা না থাকায় আওয়াজ বেড়ে গেছে গোলাগুলির। এদিক থেকেও জবাব দিতে শুরু করেছে বেশ কয়েকটা অস্ত্র। স্প্যানের চারপাশে এসে হাজির হয়েছে কাউবয়ের দল। দু'জন লোককে ঘোড়ায় চড়ে বার্ন থেকে ছুটে বেরিয়ে বেড়ার দিকে যেতে দেখল ওরা। বাড়ির আর কোথাও কোন নড়াচড়া নেই।

'আর্চার, এক মিনিট...' বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

শেষ মুহূর্তে তিনি ওদের থামতে বলতে যাচ্ছেন, বুঝতে দেরি হলো না স্প্যানের। 'চলো তোমরা!' চেঁচিয়ে উঠেই ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে সামনে ছুটল সে।

উঠনে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে বেড়ার দিকে চেয়ে আছে লিন্ডা। দেখার চেষ্টা করছে হঠাৎ কি নিয়ে এত গোলাগুলি। গুলি যখন শুরু হলো, বাবা আর জয় ব্লেসিংগেম বার্নে একটা ওয়্যাগন মেরামত করছিল। যদিও মার খেয়ে ফেরার পর এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি, তবু গোলমালের আওয়াজ পেয়েই ঘোড়ায় করে ছুটেছে বাবা। বাসায় এখন শুধু ও আর মা আছে।

নতুন শব্দ পেয়ে চমকে ঘুরে দাঁড়াল লিন্ডা, দেখতে পেল এক দল লোক পেছনের টিলার ঢাল বেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে আসছে বাড়ির দিকে। মুহূর্তে বুঝতে পারল ও জি ক্রসের কাউবয় ওরা। উদ্দেশ্য কি হতে পারে সেটা বুঝতেও সময় লাগল না।

'মা!' চেঁচিয়ে উঠল লিন্ডা। 'ওরা আমাদের ওপর হানা দিচ্ছে!'

দৌড়ে বেরিয়ে এসে সামনের দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল মিসেস হুইলার। ফ্যাকাশে হয়ে গেল চেহারা। ক্ষণিকের জন্যে গালে দু'হাত দিয়ে থমকে গেল। তারপর চেঁচাল, 'শটগান! শটগানটা এখনও বাড়িতে আছে!' ঘুরে দাঁড়িয়ে একদৌড়ে ঘর থেকে ওটা নিয়ে বেরিয়ে এলো। হাতের মুঠোয় কয়েকটা শেল।

'আমাকে দাও,' শটগানটা মায়ের হাত থেকে নিয়ে নিল লিন্ডা, 'তোমার চেয়ে আমার হাতের টিপ বেশি।'

কঁক্কক্করর্কঁক্ করতে করতে দিগ্বিদিকে ছুটল মুরগির দল। রেইডাররা খড়ের গাদাতক পৌঁছতেই হেলেদুলে ট্যাঙ্ক থেকে নেমে ক্রীকের দিকে রওয়ানা হলো হাঁসের পাল। ঘোড়া থেকে নেমেই গাদায় আগুন লাগিয়ে দিল লোকগুলো। দ্রুতই ধরে গেল আগুন, উঠতে শুরু করল ঘন ধূসর ধোঁয়া।

অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকল লিন্ডা। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে ওর। রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা। কিন্তু বুঝতে পারছে, কিছুই করার নেই, একা ও ঠেকাতে পারবে না লোকগুলোকে। ওরা যদি চায়, বার্নটাকেও বাঁচানো যাবে না আগুনের হাত থেকে। শুধু চেষ্টা করে দেখতে পারে ও, বাড়িটাকে যদি বাঁচানো যায়।

পরবর্তী হামলা হবে বার্নে, বুঝতে পারছে ও। আর্চার স্প্যানের দিকে শটগান তাক করে ট্রিগার টিপে দিল লিন্ডা। প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে হাতের মধ্যে ছিটকে উঠল বন্দুকটা। ছররা গুলি; ক্ষতি করার তুলনায় দূরত্ব অনেক বেশি। তবে পাউডার-স্মোকের মাঝ দিয়ে স্প্যানের ঘোড়াটাকে ও লাফিয়ে উঠতে দেখল। দূরে হলেও গুলি কামড় বসিয়েছে ঘোড়ার গায়ে।

সঙ্গে কয়েকজন লোক নিয়ে বার্নের খোলা দরজা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল স্প্যান। বার্নের ভেতরে উঁচু গাদা করে রাখা আছে

শুকনো খড়। কয়েক মুহূর্ত পরই দরজা আর দেয়ালের তক্তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরতে লাগল। এরপর মুরগির ঘরের সামনে থামল স্প্যান। এমনকি মুরগির ঘরও ওর হাত থেকে রেহাই পাবে না আজকে।

বার্নের পাশেই একটা পেনে রাখা আছে ডিউকের কয়েকটা ঘোড়া। আগুন আর ধোঁয়ায় অস্থির উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ওগুলো, ছোটাছুটি করছে বেরনোর জন্যে। জি ক্রসের একজন কাউবয় দয়া করে পেনের গেট খুলে অবলা জীবগুলোকে বের হবার সুযোগ দিল। ঘোড়াগুলো কাছে আসতেই দেরি না করে গুলি করল স্প্যান। দুই গুলিতে ফেলে দিল দুটো ঘোড়া।

অদম্য রাগে চিড়বিড় করে উঠল লিন্ডার বুকের ভেতরটা। চোখে পানি চলে এলো নিজের অসহায়তা চিন্তা করে। দেখতে পেল বার্নের দরজা জি ক্রসের যে কাউবয় খুলেছে, সে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে। চিৎকার করে বলল কি যেন। হাত মুঠো করে ঝাঁকাল। তার দিকে কোন মনোযোগ নেই স্প্যানের। অন্য পেন, যেগুলোয় নোয়া হুইলারের ডারহ্যাম গরু চরছে, সেগুলোর দিকে ঘোড়া দাবড়াল সে। বেড়ার সামনে থেমে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ল।

অবশ হয়ে এলো লিন্ডার হাত-পা। গরুগুলোকে গুলি করছে লোকটা!

আতঙ্কিত লিন্ডার মনে পড়ল একটু আগে, এই বিশ মিনিটও হয়নি, ও দেখেছে বাবার প্রিয় হুয়ানা তার আধা লংহর্ন বাছুরটাকে নিয়ে ওই পেনে ঢুকেছে।

জি ক্রসের বেশির ভাগ কাউবয়ই অবাক হয়ে আর্চার স্প্যানের তাণ্ডব দেখছে। এতদিন দুনিয়া ওর সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। আজকে নিজের ইচ্ছে মতো শোধ তুলবার সুযোগ পেয়ে বুকের সমস্ত পুঞ্জিভূত ঘৃণা উগরে দিচ্ছে সে। হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর বেপরোয়া। ধ্বংস করে ফেলবে সে আজ যা পাবে চোখের সামনে।

দরজা খোলা পেয়ে বেরিয়ে এলো হুয়ানা। আগে আগে চলেছে ওর বাছুর। সিক্সগান রিলোড করেই ছুটে এলো স্প্যান। অস্ত্র তাক করেছে গাভীটার দিকে। ট্রিগারে আবার চাপ দিল লিন্ডা। এক বুক হতাশা নিয়ে বুঝতে পারল গুলিটা মিস করেছে ও।

ঘোড়া ঘুরিয়ে উঠনের মাঝখানে দাঁড়ানো লিন্ডার দিকে ধেয়ে এলো স্প্যান। একবার সিক্সগান তাক করেও কাজটা ঠিক হবে না বুঝতে পেরে অস্ত্রের নলটা ওপরে তুলল। যত দ্রুত সম্ভব ছুটছে ওর ঘোড়াটা স্পারের খোঁচা খেয়ে। তাড়াহুড়োয় কার্তুজ আটকে গেছে লিন্ডার। ওর গায়ের ওপর স্প্যান ঘোড়া উঠিয়ে দিতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর।

সরে যেতে চাইল লিন্ডা। ঘোড়াটাও চেষ্টা করল ওকে যাতে এড়ানো যায়। কিন্তু শক্ত করে রাশ ধরে রেখেছে স্প্যান, পাগলের মতো স্পার বসাচ্ছে নিরীহ জানোয়ারটার পাঁজরে। ঘোড়াটার ধাক্কা খেয়ে পিছাল লিন্ডা। এক পাক ঘুরে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। চেষ্টা করেও ওকে এড়াতে পারল না ঘোড়াটা। একটা খুর পড়ল ওর পিঠের ওপর। হুশ করে দম বেরিয়ে গেল ওর। ছুরি ঢুকেছে যেন পিঠে, তীব্র ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল লিন্ডা। হাত থেকে

ছিটকে পড়ল শটগান।

অসহায়ের মতো পড়ে থাকল লিন্ডা। যুঝছে দম ফিরে পেতে। স্প্যানের ঘোড়াটা ওকে টপকে চলে গেল। লোকটা ঘোড়া থেকে নেমেছে আবছা ভাবে বুঝতে পারল ও। হাতড়ে হাতড়ে শটগানটা খুঁজে পেল, কিন্তু কাজে লাগাতে পারল না। হাত থেকে শটগানটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ওকে চড় মারল স্প্যান। হাঁটুর ওপর ভর করে উঠতে চেষ্টা করল লিন্ডা। আবারও ওকে মারল স্প্যান।

'আবারও যদি ওর গায়ে হাত ছুঁইয়েছ তাহলে তোমাকে গুলি করে মারব আমি, স্প্যান।'

বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল স্প্যান। দেখল উদ্যত অস্ত্র হাতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে শর্টি উইলিস। চোখে স্পষ্ট খুনের নেশা। এক পা এগিয়েও লোকটা সিরিয়াস বুঝতে পেরে থমকে গেল স্প্যান।

লোকটাকে অভিশাপ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘোড়ায় গিয়ে উঠল সে। কয়েক সেকেন্ডে জরিপ করে নিল গোটা জায়গাটা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে খড়ের গাদায়। ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে বার্ন থেকে। ছাদের টালির ফাঁক দিয়ে চুইয়ে বেরচ্ছে ধোঁয়া। 'এসো তোমরা, আরও অনেক কাজ পড়ে আছে,' জি ক্রসের কাউবয়দের উদ্দেশে চেঁচাল স্প্যান হাত নেড়ে। অবাক হয়ে গেল দেখে যে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন বুনো জন্তু দেখছে। আবার আদেশ দিল স্প্যান। নড়ল না কেউ। দেখতে পেল লিন্ডা হুইলারের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে শর্টি উইলিস।

হঠাৎ যেন পেটে খচ্চরের লাথি খেয়েছে, অনুভব করল স্প্যান। বুঝতে পারল কি ঘটছে চারপাশে। বিদ্রোহ করেছে ওরা তার বিরুদ্ধে। এমন নয় যে আভাসটা আগে সে অনুভব করেনি। কিন্তু যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি সে আগে। একটু একটু করে দূরে সরে গেছে ওরা। গড়িমসি করেছে আদেশ মানতে। এখন মনে পড়ছে, তর্ক জুড়বার চেষ্টা করেছে শর্টি উইলিসের মতো কয়েকজন।

তাড়া দিল স্প্যান, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না কেউ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবকয়জন। ঘোড়া নিয়ে ফার্মহাউজের দিকে ছুটল সে। দেখতে পাচ্ছে, বেড়ার কাছে ধুলোর ঝড় উঠেছে। ক্রুদের নিয়ে ওদিক থেকে ছুটে আসছে ডিউক। যা করার করতে হবে দেরি না করে।

হন্তদন্ত হয়ে মেয়ের দিকে ছুটে এলো মিসেস হুইলার। ঘোড়া থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল আর্চার স্প্যান। কিচেনে একটা কেরোসিন লণ্ঠন দেখতে পেয়ে দেয়ালে বাড়ি দিয়ে ওটার কাঁচ ভেঙে ফেলে তেল ছড়িয়ে দিল ও দেয়ালে। মেঝেতেও ফেলল তেল। পাশের ঘরের লণ্ঠনটা তাকে ছিল, সেটারও একই হাল করল, তারপর ম্যাচের কাঠি জ্বেলে আগুন লাগিয়ে দিল তেলে। ফিরে এলো কিচেনে। ব্যবহার করল আরেকটা ম্যাচের কাঠি। সন্তুষ্ট চোখে আগুন জ্বলে উঠেছে দেখে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

উঠনে এসে দেখল ধুলোর ঝড় কাছে চলে এসেছে। তবে সময় মতো

পৌঁছতে পারবে না, আগুন নেভাতে পারবে না লোকগুলো, বুঝতে পেরে অন্তরে বিজয়ের তৃপ্তি অনুভব করল সে। কাছে এসে শুধু ছাই পাবে ওরা। চারপাশ থেকে উঠছে সোঁদা ধোঁয়া, দম বন্ধ হয়ে আসছে মানুষগুলোর, উত্তেজিত, ভীত ঘোড়াগুলো ছুটোছুটি করছে। অনিচ্ছুক ঘোড়াটাকে জায়গায় ঘুরিয়ে নিল স্প্যান, দেখতে পেল হুইলারের ডারহ্যাম গাভী আর ওটার বাছুরটাকে। দেখতে পেয়েই অস্ত্রে ছোবল দিল সে, এক ঝটকায় তুলে আনল অস্ত্রটা। গুলি করল দ্বিধা না করে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল গরুটা। ভয় পেয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে জ্যাকর‍্যাবিটের গতিতে ছুটল বাছুরটা। ওটাকে অনুসরণ করতে গিয়েও মত পাল্টে ধাওয়া করা বাদ দিল স্প্যান।

ফিরে তাকিয়ে দেখল, উঠনে এখনও থম মেরে ওর কাণ্ডকারখানা দেখছে জি ক্রসের বাকি কাউবয়রা। ভুল দেখছে কিনা বুঝতে বার কয়েক চোখ পিটপিট করল স্প্যান। কয়েকজন বাড়ির দিকে ছুটেছে আগুন নেভাতে।

অবশের মতো বসে থাকল স্প্যান ঘোড়ার পিঠে। বুঝতে পারল ওর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল জয়, কিন্তু নিজের লোকেরা বিরোধিতা করায় ফস্কে গেছে একটুর জন্যে।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ফিরে এলো ওর। অনুভব করল গলা শুকিয়ে কাঠ। দেখল বেশিরভাগ কাউবয় ফিরে চলেছে টিলার দিকে। ওখানে ধূসর ঘোড়ায় বসে সবকিছু এতক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছেন ক্যাপ্টেন।

চোখ নামিয়ে রেখেছে, কিন্তু বুঝতে পারছে, চোরা দৃষ্টিতে সবাই লক্ষ করছে ওকে। বার কয়েক তাকিয়ে দেখল সে, কাউবয়দের চোখ থেকে আনুগত্যের ছাপ বিদায় নিয়েছে। আছে শুধু ভয়, লজ্জা আর বিদ্বেষ। ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে চলে গেল ও। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেল প্রৌঢ় ক্যাপ্টেনের রুগ্ন চেহারায় মোহভগ্ন আর সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব জনিত ব্যথা। আস্তে করে ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চললেন তিনি জি ক্রসের দিকে। কাঁধ দুটো সামনে ঝুঁকে আছে তাঁর। বোঝা যাচ্ছে বন্ধুর প্রতি এই অন্যায় দেখে বুকটা ভেঙে গেছে তাঁর।

ওই একটা মুহূর্তে বুঝে ফেলল স্প্যান, শেষ হয়ে গেছে সে। এখানে আর থাকা চলবে না। জি ক্রসে ওর বাস উঠে গেছে।

বৃষ্টি হয়েছে কয়েকদিন আগে, ফলে খামারের বাড়িগুলোর কাঠ ভেজা ভেজা; ঠিক মতো ধরতে পারেনি আগুন। স্প্যান যতটা ভেবেছিল, সেই তুলনায় অনেক কম ছড়িয়েছে। জি ক্রসের কাউবয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগেই বাড়ির আগুন নিভিয়ে ফেলতে পেরেছে। তাদের সাহায্য করেছে ডিউকের ক্রুরা।

ডিউক নিজে অচেতন লিন্ডাকে তুলে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। বিছানায় ওকে শুইয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকল হাত ধরে। কি করতে হবে বা বলতে হবে তা ও জানে না।

ডাক্তার যে শুধু লিন্ডারই প্রয়োজন তা নয়, ফেন্সিং ক্রুদের একজনও বাড়ির লোকদের সঙ্গে গোলাগুলি চলার সময় আহত হয়েছে। এছাড়া বাড়ি নামের

একজন লোকও পায়ে গুলি খেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। তাকে ফেলেই পালিয়েছে বাকি সবাই।

জোনাথন ক্রেইগ শহরে গেল ডাক্তার ডাকতে।

ডিউকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জি ক্রসের শর্টি উইলিস। বাকিদের সঙ্গে ফিরে যায়নি সে। লিন্ডার দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'আমার ধারণা পাঁজরের হাড় ভেঙেছে ওর। ওর ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়েছিল স্প্যান।'

দরজার দিকে আঙুল তুলল মিসেস হুইলার। 'যাও এখন তোমরা। অসুস্থকে পরিচর্যা করার কাজটা মহিলাদের সাজে।'

শর্টিকে নিয়ে বেরিয়ে এসে দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়াল ডিউক পোর্চে। পলকহীন অন্তঃসারশূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল বহুদূরে। ওর পেছনে পুড়ে গেছে কাঠ। ভেতরটায় নতুন ওয়াল পেপার লাগবে। মেঝেতে রং করে কার্পেট পেতে নিলেই আর ক্ষয়-ক্ষতির কোন চিহ্ন দেখা যাবে না।

হুয়ানাকে খুঁজে পেল নোয়া হুইলার বার্নের পাশে। হাত-পা ছুঁড়ছে অসহায় গরুটা। পেটে বিদ্ধ হয়েছে একটা বুলেট। মরতে দেরি হবে। মরার আগে প্রচুর কষ্ট পেয়ে মরবে বেচারী।

পাশে দাঁড়ানো ড্যান্ডির দিকে হাত বাড়াল হুইলার। নীরবে পিস্তলটা বাড়িয়ে দিল ড্যান্ডি। সিক্সগানটা হাতে নিয়ে হুয়ানার দিকে তাক করেও মনস্থির করতে পারল না ফার্মার। মাথা নেড়ে অস্ত্রটা আবার ড্যান্ডির হাতে ফিরিয়ে দিল। 'না, আমি পারব না, ড্যান্ডি।'

নোয়া হুইলার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ড্যান্ডি, তারপর গরুটার মাথায় তাক করে টিপে দিল ট্রিগার।

বাড়ির ভেতরে নোয়া হুইলারকে বলল ডিউক, 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যে এমনটা ঘটবে। একাজে হাত দেয়াই আমার উচিত হয়নি।'

ঘামে ভেজা কালিমাখা চোয়ালে হাতের তালু বোলাল হুইলার। 'আমি তোমাকে আগেও বলেছি দোষটা তোমার নয়। বেড়া আমি চেয়েছি। দোষ যদি কারও হয় তাহলে সে আমার।' চেহারা গম্ভীর ফার্মারের। 'তবে ভেবো না কাজ বন্ধ হয়ে থাকবে। আগের চেয়েও ভাল ভাবে বেড়াটা তৈরি করব আমরা।'

'দোষটা স্প্যানের,' বলল শর্টি উইলিস। 'আগে হোক পরে হোক এমনটা হতোই। সর্বক্ষণ ক্যাপ্টেনকে উল্টোসিধে বুঝিয়েছে ও। আমার ধারণা মনে মনে ও বিশ্বাস করত একদিন না একদিন জি ক্রস র‍্যাঞ্চটা ওর হবে। সবসময়েই ফার্মারদের তাড়াতে চেয়েছে সে। এমনকি ছোট ছোট র‍্যাঞ্চের ওপরও চোখ ছিল ওর। বেড়াটা শুধু অজুহাত। আক্রমণের সুযোগটা পেয়েই আর দেরি করেনি সে। তারপর তোমার ছেলে যখন জি ক্রসের গরু রাসলিং করতে গিয়ে ধরা পড়ল...'

চমকে মুখ তুলে তাকাল নোয়া হুইলার। 'ভার্ন? কিসের গরু!'

'তুমি জানতে না?' তীক্ষ্ণ চোখে ফার্মারকে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল উইলিস যে এব্যাপারে নোয়া হুইলার কিছুই জানে না। জানতে চাওয়ায় সবকিছু খুলে বলল সে।

আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল নোয়া হুইলারের চেহারা। কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল, 'কতখানি জখম হয়েছে ও?'

'আমি জানি না। ওখানে আমি ছিলাম না। শুধু জানি গুলি খেয়ে ঘোড়ার ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল ও।'

মাথা নিচু করে উঠনে চলে এলো নোয়া হুইলার। চিন্তিত চোখে তার দিকে তাকাল শর্টি। 'ডিউক, ওর জন্যে কিছু কি করার আছে আমাদের?'

'ছেলেটাকে কোথায় পাওয়া যাবে না জানলে করার কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' বিরস চেহারায় জবাব দিল ডিউক।

সন্ধের আগে এলো ডাক্তার। চিকিৎসা সেরে বেরিয়ে এসে বলল, 'ঠিক হয়ে যাবে, তবে সময় নেবে বেশ। পাঁজরের কয়েকটা হাড়ে চিড় খেয়েছে, তাছাড়া ছড়েও গেছে অনেক জায়গার চামড়া। আপাতত বিছানায় ওর বিশ্রাম নেয়াই ভাল।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল শর্টি। 'সাহসী একজন ছোট্ট ভদ্রমহিলা লিন্ডা।'

আবার লিন্ডার ঘরে ফিরে এলো ডিউক। ওকে দেখে হেসে ফেলে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল মিসেস হুইলার। লিন্ডার পাশে দাঁড়িয়ে হাতটা তুলে নিল ডিউক। কোমল স্বরে বলল, 'ডাক্তার বলেছে খুব শিগ্‌গিরই সেরে উঠবে তুমি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল লিন্ডা।

ডিউক বলল, 'বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, জানি অনেক কাজ পড়ে আছে, কিন্তু মন বসাতে পারব না বুঝে যাইনি কোথাও বাড়ি ছেড়ে।'

'আমি জানতাম কোথাও যাবে না তুমি,' বলল লিন্ডা। 'জানো, সেজন্যে মনে মনে গর্ব হয়েছে আমার। চাই না আমি, তুমি চলে যাও কোথাও।'

'কোথাও যাব না আমি, লিন্ডা,' ফিসফিস করে বলল ডিউক, 'প্রতিজ্ঞা করছি। তবে কালকে কিছুক্ষণের জন্যে যেতে হবে আমাকে। যত দ্রুত পারি ফিরে আসব।'

লিন্ডার চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনাতে দেখল ডিউক। 'কোথায় যাবে, জি ক্রসে?'

'হ্যাঁ।'

'না গেলেই ভাল হতো।' ডিউকের চোখে তাকাল লিন্ডা। 'বোকার মতো স্প্যানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। তুমিও আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে একই ভুল করো তা আমি চাই না।'

ওর ভুল ভাঙাতে মন চাইল না ডিউকের। ঝোঁকের বশে চুমু খেয়ে বসল ও লিন্ডার কপালে। বলল, 'দেখো, লিন্ডা, ঠিক ফিরে আসব আমি।' ও সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগেই ওকে চুমু খেল লিন্ডা। ডিউকের গাল ভিজে গেল মেয়েটার চোখের জলে।

'যেতেই যদি হয় তো যাও, বাধা দেব না আমি,' বিড়বিড় করে বলল লিন্ডা। 'কিন্তু দোহাই তোমার, ফিরে এসো আমার কাছে।'

সতেরো

কাউকে সঙ্গে নেয়ার ইচ্ছে ডিউকের ছিল না, কিন্তু দেখা গেল ফেন্সিং ক্রুদের প্রত্যেকেই সূর্য ওঠার আগেই তৈরি হয়ে বসে আছে। বার্নে রাখা ওদের বিছানা সব পুড়ে গেছে, তাই উড হীটার জ্বেলে ঘর গরম করে ফার্মহাউজের মেঝেতেই রাত কাটিয়েছে ওরা।

'লড়াইটা আমার, কাজেই আমি মোকাবিলা···' রেগে গিয়ে বলেছে ডিউক।

'আমাদের লড়াই,' শান্ত গলায় জবাব দিয়েছে ড্যান্ডি। 'তর্ক করে লাভ নেই, যাবই আমরা।'

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে ডিউক। বলেছে, 'বেশ, যেতে পার তোমরা। তবে একটা কথা মনে রেখো, লড়াইটা নীতিবিরুদ্ধ হচ্ছে কিনা তা দেখা ছাড়া আর কিছুতে নাক গলাতে পারবে না।'

সকালের হিমেল ঠাণ্ডায় ঘোড়ায় চেপে ছুটতে ছুটতে লিন্ডার কথা ভাবতে শুরু করল ডিউক নিজেরই অজান্তে। বার বার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল, লিন্ডার গায়ের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিচ্ছে আর্চার স্প্যান। বদ্ধ ঘরের ঘন ধোঁয়ার মতো প্রচণ্ড ক্রোধ পাক খেয়ে উঠল ওর ভেতরে।

জি ক্রসে আগে কখনও যায়নি ডিউক, কিন্তু আন্দাজে ভর করে এল্ শেপের বাঙ্কহাউজের সামনে ঘোড়া থেকে নামল ও। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই দেখে দু'হাত মুখের কাছে জড় করে চেঁচাল, 'স্প্যান, কোথায় তুমি, বেরিয়ে এসো সাহস থাকলে।' ওর মুখ থেকে শব্দগুলো শীতের বাতাসে বেরিয়ে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে গেল।

বাঙ্কহাউজের ভেতরে টিনের প্লেট আর বুট জুতোর আওয়াজ শুনতে পেল ডিউক।

'বেরিয়ে এসো, স্প্যান, নইলে ভেতরে গিয়ে টেনে নিয়ে আসব তোমাকে আমি।'

বাঙ্কহাউজের দরজা খুলল বাডি। ঠোঁটে ক্রূর হাসি নিয়ে ডিউককে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বলল, 'এত তাড়া কিসের, এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে ও।'

ঢালের গোড়ায় পাথরের তৈরি বিরাট র‍্যাঞ্চহাউজটা দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মতো। উঁচু বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। রাইডারদের বাঙ্কহাউজের সামনে দেখতে পেয়ে একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি বেয়ে উঠন পেরিয়ে চললেন সেদিকে। ঘোড়াগুলোর নিঃশ্বাস নাকের পাটা থেকে মোটা দুটো ধোঁয়ার রেখার মতো উঠে যাচ্ছে ওপরে।

স্প্যান ছাড়া বাকি কাউবয়রা বাঙ্কহাউজ থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়াল। সবার চোখ দরজাটার ওপর। আশা করছে এখনই বেরবে আর্চার

স্প্যান। বেরল সে। অতি ধীরে, একটু পা টেনে টেনে। পোশাক ময়লা হয়ে আছে তার। ব্লেডের ধারে কাছে যায়নি, তাই গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ টকটকে লাল হয়ে আছে। একদৃষ্টিতে বলে দেয়া যায় ঘুমায়নি সারারাত। রেইডের পর এখানে ফিরে কিছু একটা ঘটেছে, বুঝতে পারল ডিউক। সময়টা স্প্যানের ভাল কাটেনি মোটেই।

স্প্যানের কোটরে বসা চোখের দিকে তাকিয়ে রাগে ভেতরটা জ্বলে গেল ডিউকের। এই লোকটাই পেকোর মৃত্যুর কারণ। স্প্যানই হচ্ছে সব গণ্ডগোলের মূল। ফিরবে না পেকো আর কোন দিন। লিভা আহত হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। ভার্নের কি হয়েছে ঈশ্বরই বলতে পারেন।

ঘোড়ার রাশটা ড্যান্ডির হাতে দিয়ে সামনে বাড়ল ডিউক।

'কি চাও, ট্রেভার্স?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল স্প্যান।

'পেকো সানচেজকে নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল ডিউক। 'আমি এসেছি প্রতিশোধ নিতে। তাছাড়া হুইলারের ওখানে কৃতি তুমি আমার করেছ তার শোধটাও নিয়ে নেব ঠিক করেছি।'

'তোমার তো জানাই আছে মেক্সিকান লোকের ব্যাপারটা ছিল শুধুই আত্মরক্ষা।'

'কোর্টকে হয়তো তোমার কথা মেনে নিতে হবে, কিন্তু আমি মানি না। মনের গভীরে খুন করার ইচ্ছে ছিল তোমার, সুযোগটা অজান্তেই দিয়েছে পেকো, আর সেই সুযোগটা ব্যবহার করতে বিন্দু মাত্র বাধেনি তোমার।'

রাগে জ্বলছে স্প্যানের চোখ। কিন্তু একটা কথাও বলল না।

হোলস্টারে চাপড় দিল ডিউক। 'এই যে আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমি পটহুক হাতে কোন বয়স্ক লোক নই, ওয়্যাগন নিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে কোন ফার্মার নই, নই উঠনে দাঁড়িয়ে থাকা কোন অসহায় মেয়ে। এই যে আমি। আমি ডিউক ট্রেভার্স। সঙ্গে অস্ত্রও আছে, তোমাকে খুন করার জন্যে।'

লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে দাঁড়াল ফেন্সিং ক্রু আর কাউবয়রা।

বাঙ্কহাউজের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আর্চার স্প্যান। চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ। চোখে বুনো জন্তুর দৃষ্টি।

কথা বলল ডিউক আগে। কথা যখন বলল, মনে হলো বাতাসে শিস কাটছে মহিষের চামড়ার চাবুক। 'একটা সুযোগ তোমাকে আমি দেব, স্প্যান; মনে রেখো এটুকু সুযোগও পেকোকে দাওনি তুমি। অস্ত্র আছে তোমার কাছে। কথা দিচ্ছি প্রথম গুলি তোমাকেই করতে দেব।...ড্র করো!'

ঘামছে স্প্যান, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

এক পা সামনে বাড়ল ডিউক। 'অস্ত্রটা বের করো, স্প্যান, দোহাই লাগে তোমার, বের করো!'

হাত কেঁপে উঠল স্প্যানের, কিন্তু সাহস করে হোলস্টারের দিকে বাড়াতে পারল না।

তিক্ত হাসি হাসল ডিউক। 'তুমি এক অতি সাধারণ কাপুরুষ, স্প্যান; নরম লোক দেখলে কঠোর হয়ে ওঠো, অথচ নিজেকে দেখো এখন, কাঁপছ তুমি

নেড়ি কুত্তার মতো। সাহস থাকলে বের করো তোমার পিস্তল!'

চারপাশে একবার তাকাল স্প্যান। ওর দৃষ্টি গিয়ে স্থির হলো বারান্দায় দাঁড়ানো ক্যাপ্টেনের ওপর। চুপ করে বিষণ্ণ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। দেখেই বোঝা যায় আনমনা। কোন দিকে কোন খেয়াল নেই। স্ত্রীর কথা ভাবছেন হয়তো।

'তুমি একটা মিথ্যেবাদী, স্প্যান,' বলল ডিউক। ও জানে, মিথ্যেবাদী বলার পর পশ্চিমে লড়াইতে পেছাতে পারে না কেউ। যদি পেছায়, তাহলে ধরে নেয়া হয় সে কাপুরুষ। এই অপমান সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয় মনে করে বেশিরভাগ মানুষ। 'তুমি একটা চোর, স্প্যান। তুমি ভার্নের টাকা চুরি করেছ। তুমি একটা পশু, পেকোর মতো বুড়ো একজন মানুষকে বিনা কারণে হত্যা করেছ। এখন সাহস হচ্ছে না কেন, নিজের মরণের ভয় চেপে বসেছে বুকে?'

ঘুরে দাঁড়াল ডিউক। ও জানে এই এলাকায় স্প্যানের আশা ভরসা শেষ। ধুলোয় মিশে গেছে উদ্ধত ফোরম্যানের অহঙ্কার আর ক্ষমতা লাভের উচ্চাকাঙ্খা। আর উপায় নেই, চলে যেতে হবে লোকটাকে।

ঘোড়ায় উঠে স্প্যানের পায়ের আশেপাশে পাঁচটা গুলি করল ডিউক, বিদ্যুতের বেগে হ্যামারে ঘষা খেল ওর হাতের তালু। প্রত্যেকটা গুলি স্প্যানের পায়ের আধ ইঞ্চি সামনে গাঁথল। দরকারে লাগতে পারে ভেবে চেম্বারে রেখে দিল ও একটা গুলি। ডিউকের দ্রুততায় বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল জোনাথন ক্রেইগ, ড্যান্ডির আর ব্লেসিংগেমদের।

ক্যাপ্টেন উঠন থেকে নেমে এগিয়ে আসতেই জায়গা ছেড়ে দিল কাউবয়রা। সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। শূন্যদৃষ্টি স্থির হলো মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত ফোরম্যানের ওপর। মনে হলো আজ যেন সত্যিই পরাজিত হয়েছেন তিনি। চেহারায় কোন অনুভূতির ছাপ নেই, পাথর হয়ে গেছেন যেন। মেনে নিয়েছেন পরাজয়। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না আর। একবার ক্যাপ্টেনের চোখে তাকাতে গিয়েও দৃষ্টি নামিয়ে নিল স্প্যান। শত্রুর সিক্সগানে মাত্র একটা গুলি আছে জেনেও মৃত্যুর মুখোমুখি হতে ভয় পেয়েছে, থরথর করে কাঁপছে ওর সারা দেহ।

আর কেউ সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে না দেখে মমতাবশত এগিয়ে এসে স্প্যানের কনুই ধরল ল্যুক ম্যাককেলভি। স্প্যান বলল, 'মেরো না, ছেড়ে দাও আমায়, আর কখনও এদিকে দেখবে না আমাকে তোমাদের কেউ।' কথা শেষে ধীরপায়ে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠল স্প্যান। সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। পেছনে না তাকিয়ে সামনে ঘোড়া বাড়াল স্প্যান। কেউ কিছু বলল না, তাকিয়ে দেখল পরাজিত মানুষটাকে।

র‍্যাঞ্চের উঠনে প্রবেশ করে ক্যাপ্টেনের সামনে থামল এক অশ্বারোহী। শেরিফ বাড স্পেন্সার। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল শেরিফ। 'আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন, কিন্তু আপনাকে আমি গ্রেফতার করতে বাধ্য।'

বিস্ময়ের ধাক্কা খেলেন ক্যাপ্টেন। 'কী! কী বললে তুমি, স্পেন্সার? আমাকে! গ্রেফতার?'

'ঠিকই শুনছেন। ওয়ারেন্ট আছে আমার কাছে। আপনার আর আর্চার স্প্যানের বিরুদ্ধে।'

হঠাৎ বড় ক্লান্ত লাগল ক্যাপ্টেন হ্যারি গুটেনহফকে দেখে। মুখ ঝুলে পড়েছে তাঁর। দুই ভ্রূর কোনায় পড়েছে গভীর কয়েকটা ভাঁজ। চোখের মণিতে সেই দুর্জয় সাহসিকতা আর উদ্যম নেই। ফিসফিস করে আত্মনিমগ্ন অবস্থায় তিনি বললেন,'আমি কোনদিন ভাবিনি তুমিও আমার বিপক্ষে লড়বে স্পেন্সার।'

আবেগ লুকিয়ে শান্ত গলায় বলল শেরিফ, 'লড়াইয়ের তেমন আর কিছু বাকি আছে কি, ক্যাপ্টেন?'

'না। তা নেই বোধহয়, স্পেন্সার।'

ক্যাপ্টেনের কাঁধে হাত রাখল স্পেন্সার। চাইল বাবার মতো এই লোকটাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়। মাথায় আসছে না কিছুই, তবু বলল, 'আমি আপনাকে বলতে চেষ্টা করেছিলাম, ক্যাপ্টেন, কিন্তু তখন আপনার সময় হয়নি বলে হয়তো মনোযোগ দেননি।' দাঁত দিয়ে জিভ কামড়াল শেরিফ। 'আপনি ভেতরে গিয়ে সারাকে বলে আসুন, যথেষ্ট সময় আছে আমার হাতে।'

'সারা নেই আর এবাড়িতে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বললেন ক্যাপ্টেন। 'চলে গেছে ও।' চোখে জল চিকচিক করে উঠল তাঁর। দেখাল ভেঙে-পড়া একজন অশীতিপর বৃদ্ধের মতো। ঢোক গিলে কাঁপা গলায় বললেন, 'বাড়িতে যাবার আর কোন দরকার নেই, স্পেন্সার, নিয়ে চলো তুমি আমাকে যেখানে খুশি।'

বিধ্বস্ত ক্যাপ্টেনকে শেষ একবার দেখে নিয়ে স্যাডলে উঠে রওয়ানা হয়ে গেল ডিউক। ক্রুরা অনুসরণ করল তাকে।

ফিরতি পথে ড্যান্ডি বলল, 'ডিউক, তুমি বলেছিলে পিস্তলে তোমার হাত ভাল নয়! যেই দ্রুততায় তুমি ড্র করলে তেমনটা এর আগে আমি খুব কমই দেখেছি।'

'তাই? দেখোনি?' জানতে চাইল অন্যমনস্ক, গম্ভীর ডিউক। একটু বিরক্ত হয়ে আছে ও স্প্যানের কাপুরুষতায়।

'দেখেছি। তোমাকে। পেকো মরার পর থেকে প্রতিদিন সকালে আধঘণ্টা করে প্র্যাকটিস করতে দেখেছি আমি। তবে যাই বলো, আমি খুশি যে মানুষের রক্তে হাত রাঙাওনি তুমি।'

'রাঙাতে পারলে খুশি হতাম। ওই লোকটাই পেকোকে খুন করেছে, অথচ কাপুরুষটার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারলাম না।'

হুইলারের খামার না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে এত অল্প সময়ে এতখানি ক্ষতি করা সম্ভব কারও পক্ষে। ছাই হয়ে গেছে আউটবিল্ডিংগুলো, খুঁটিগুলো

ফেটে গেছে আগুনের তাপে। এখন দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালের পাঁজরের মতো। গত এক বছরে যত খড় জোগাড় করেছিল হুইলার, সবই আগুনে পুড়ে পরিণত হয়েছে কালো, মিহি ছাইয়ে। বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই ছাই। এখানে ওখানে চার হাত-পা আকাশের দিকে তাক করে মরে পড়ে আছে নোয়া হুইলারের গর্ব, প্রিয় ডারহ্যাম গাভীগুলো।

খামারের অবস্থা দেখে বুকে তীক্ষ্ণ ছুরি গাঁথার মতো একটা অনুভূতি হলো ডিউকের। জায়গাটাকে অজান্তেই নিজের বাড়ি মনে করতে শুরু করেছিল ও। আবার নতুন করে গড়তে হবে, ভাবল ডিউক। পরাজিত স্প্যানের চেহারা দেখে রাগ দূর হয়ে গেছে ডিউকের। বুঝতে পেরেছে লোকটা ভাল কোন পরিবেশে মানুষ হবার সুযোগ না পাওয়ায় এমন দানব হয়েছে। ফলে রাগ নেই ডিউকের মনে। শুধু দুঃখ হচ্ছে, কোন কারণ ছাড়াই এত কিছু ঘটে গেল বলে। কোন দরকার ছিল না হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, রেঞ্জ ওয়ার ইত্যাদির।

খামারে এসে উপস্থিত হয়েছে ছোট ফার্মারদের প্রায় প্রত্যেকেই, শহর থেকেও এসেছে অনেকে। যতদূর সম্ভব সাহায্য করবে ওরা।

বাড়িটা ছাড়া আর সবই বেশ ভাল রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সময় লাগবে খামারটা আগের অবস্থায় নিয়ে আসতে। তিন-চারটে বাগি, কয়েকটা বাকবোর্ড, আর গোটা দুয়েক ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে খামারের উঠনে। ঘোড়ায় করেও এসেছে অনেকে, খুঁটি আর ওয়্যাগনের পেছনে ঘোড়া বেঁধেছে তারা।

ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে অনেকে। জায়গাটার দুরবস্থা আর ধ্বংসযজ্ঞ দেখে গম্ভীর হয়ে গেছে প্রত্যেকের চেহারা। পরস্পর চেপে বসেছে ঠোঁট। আবর্জনা থেকে কাজে লাগানো যাবে এমন জিনিসপত্র জোগাড় করছে একজন। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন কাজ করছে। উঠন থেকে অপ্রয়োজনী জিনিসগুলো সরাচ্ছে তারা। শার্টের হাতা গুটিয়ে নষ্ট করালটা মেরামতে লেগে পড়েছে দু'জন। গরুগুলোকে করালে আটকে রাখার মতো সারিয়ে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগল না। আরও একটা দল মৃত গরুগুলোকে বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, যাতে পচে উঠে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে হুইলারদের অসুবিধে না করে।

বাড়ির ভেতরে গিজগিজ করছে পুরুষরা। কিচেনে নারী। খুশি সবাই। দু'জন লেগে পড়েছে, ছুরি দিয়ে চেঁছে মেঝে থেকে পোড়া দাগ ওঠাচ্ছে তারা। আজকে সত্যিকার অর্থে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে ওরা। মহিলারা দেয়াল থেকে পোড়া ওয়াল-পেপার খুলে আঠা সাঁটিয়ে নতুন পেপার সাঁটছে। ক্ষতি যতই হোক, নোয়া হুইলারও অনুভব করছে আজকে উৎসবের আমেজ। রান্নাঘর ভরে গেছে মহিলাদের নিয়ে আসা খাবারে। মিসেস হুইলারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে রাঁধছে তারা, যে যেটা ভাল পারে। সেই সঙ্গে চলছে নিজেদের পরিবার বিষয়ে উচ্ছ্বসিত গল্পগুজব।

নোয়া হুইলারের পাশে ঘরের কোনায় বসে আছে ব্যাঙ্কার অ্যালবার্ট ব্রাউন। মনে মনে হিসেব করছে দু'জনে, কত টাকা লাগতে পারে খামারটা আবার আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে। কিছুক্ষণ পর গলা খাঁকারি দিল ব্যাঙ্কার। বলল,

'বেড়া নিয়ে চিন্তা কোরো না, সবাই জানে ওদের সবার হয়ে বিপদটা মাথায় তুলে নিয়েছিলে তুমি। আমি জানি ব্যাংকের কাছে টাকা চাইলে শহরের কেউ আপত্তি করবে না।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে শুনছিল হুইলার। তার মন পড়ে আছে যেন শত মাইল দূরে। ডিউকে ট্রেভার্সকে দেখে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে। 'ভার্নের কোন খোঁজ খবর পেলে?'

'না।' ফার্মারের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে দেখল ডিউক। ছেলের বাবার অসহায় উদ্বেগটা নাড়া দিল ওর অন্তরে। নিজের ওপর রেগে গেল ও, ভার্নের ওপর নজর রাখা উচিত ছিল ওর, দায়িত্বটা ও ঠিক মতো পালন করতে না পারায় আজকে এই জঘন্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পারলে এখনই ভার্নকে ওর বাবার কাছে হাজির করিয়ে দিত সে।

চলে এলো ও লিন্ডার ঘরে, দেখল অঘোরে ঘুমাচ্ছে লিন্ডা। দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। কামরায় উপস্থিত সবার চেহারায় আশার ছাপ। অন্যায় কাজ করছে না বুঝতে পেরে স্বস্তি অনুভব করল ডিউক। আন্তরিকতা আছে উপস্থিত সবার মধ্যে। এরকম আন্তরিক পরিবেশ ছিল দক্ষিণ টেক্সাসে। কেউ বিপদে পড়লে দেরি না করে সাহায্যে এগিয়ে আসত প্রতিবেশীরা। একজনের বিপদে ভাইয়ের মতো পাশে দাঁড়িয়ে যেত সবাই।

পরিবেশে আরেকটা তফাৎ অনুভব করল ডিউক। সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে, মনে মনে ওরা এখন জানে, জি ক্রসের কর্তৃত্ব ওদের ওপর আর খাটবে না। স্বাধীন মানুষ ওরা। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছে স্বাধীনতা, মুক্তির আনন্দ। খামারে এসে নোয়া হুইলারের প্রতি শ্রদ্ধা আর সমর্থন প্রদর্শনের মাধ্যমে ওরা বুঝিয়ে দিচ্ছে আজ থেকে কারও তোয়াক্কা না করে চলার অধিকার আছে তাদের।

কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলো বিশাল আকৃতির ব্যাঙ্কার। ডিউকের কাঁধের ওপরে মস্ত থাবাটা রাখল সে আয়েসী ভঙ্গিতে। ডিউকের মনে হলো মন খানেক পাথর বোঝাই একটা বস্তা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ওর কাঁধে। উদার গলায় বলল ব্রাউন। 'একটা প্রস্তাব দেব, ট্রেভার্স, তুমি কি শুনতে চাও?'

'বলে দেখো শুনি কিনা।'

'ভাল কি মন্দ সে সিদ্ধান্ত তোমার ওপরে ছেড়ে দেব আমি।' তীক্ষ্ণ চোখে ডিউককে দেখল ব্যাঙ্কার। 'যেদিন ফিঞ্চের নাকনক্সা পাল্টে দিয়ে আমার ব্যাঙ্কে এলে তখনই তোমাকে মানুষ হিসেবে ভাল লেগে গেছে আমার। বলতে দ্বিধা নেই, একটু অনধিকার চর্চাও করে বসেছি। খবর পাঠিয়ে দক্ষিণ টেক্সাসে তুমি যে ব্যাঙ্কে লেনদেন করতে তাদের কাছে তোমার ব্যাপারে খোঁজও নিয়েছি। ওরা বলেছে সৎ একজন র‍্যাঞ্চার তুমি।'

লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে গেল ডিউকের। বলল, 'আমাদের বংশ র‍্যাঞ্চিংই করেছে সব সময়। সেজন্যেই হয়তো ওরা আমাকে দয়া করে র‍্যাঞ্চার বলেছে। আসলে তো এখন আমার নিজের থাকার মতো একটা জায়গাও

নেই।'

সান্ত্বনা দিল অ্যালবার্ট ব্রাউন। 'দক্ষিণ টেক্সাসের ব্যাঙ্কার বলেছে খরা হওয়ায় এবং হঠাৎ করে গরুর কম দাম কমে যাওয়ায় তোমাকে র‍্যাঞ্চ ব্যবসা ছাড়তে হয়েছে। কারও পক্ষে এক সঙ্গে দুটো দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিউক। 'জানতাম, আমিও পারব না, যত পরিশ্রমই করি না কেন।'

'যাক যে ব্যাপারে কথা বলছিলাম।' নড়ে চড়ে ডিউকের পাশে পোর্চে বসল তিন মনী ব্যাঙ্কার। 'গর্ডন ফিঞ্চ সমস্ত কিছু রেখে চলে গেছে। ওগুলো এখন ব্যাঙ্কের সম্পত্তি। বুঝলে, ডিউক, চালাক লোক আমি না হতে পারি, তবে এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে যে ব্যাঙ্কের কাজেই ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে; কাউম্যান হওয়া আমার কম্ম নয়। খুঁজছিলাম এমন কাউকে যে ফিঞ্চের র‍্যাঞ্চটার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আমাদের ধার শোধ করতে পারবে। ধার শোধের পর র‍্যাঞ্চটা তার হয়ে যাবে।'

ঠিক শুনছে তো? দম আটকে এলো ডিউকের। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের সৌভাগ্য। 'তুমি কি আমাকে...'

'সময় করে ব্যাঙ্কে চলে এসো, ওখানে হিসেবের খাতা দেখে বুঝতে পারবে প্রকৃত অবস্থা কি। তারপর যদি তুমি মনে করো তোমার পক্ষে সামলে নেয়া সম্ভব, তাহলে ধরে নাও তোমার কাছে র‍্যাঞ্চটা হস্তান্তর করতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লিন্ডার ঘরে চলে এলো ডিউক। বার কয়েক চোখের পাতা কেঁপে উঠল লিন্ডার। তারপর চোখ খুলল ও। ডিউককে দেখে বিছানায় উঠে বসল লিন্ডা। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি তাহলে ফিরে এলে।'

'কি ভেবেছিলে তুমি?'

'ভয় হচ্ছিল আমার, যদি বাজে কিছু ঘটে যায়।...কি হয়েছিল জি ক্রসে, ডিউক?'

'আরেকদিন নাহয় শুনো? এখন তুমি ক্লান্ত। বিশ্রাম দরকার তোমার। শুধু জেনে রাখো সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। জি ক্রসের কেউ আর এখানে ঝামেলা করবে না।'

হাত ধরে ডিউককে বিছানায় বসাল লিন্ডা। বলল, 'জি ক্রসের ব্যাপারে আমি খুশি, কিন্তু ভার্নের কি হয়েছে না জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। কোথায় ওকে খুঁজতে হবে তাও তো আমরা জানি না। ওর কথা ভাবলেই বুকের ভেতরটা কেমন কেমন যেন লাগছে আমার।'

লিন্ডার হাতের উল্টেপিঠে চুমু খেল ডিউক। চোখ দিয়ে লিন্ডার পানি গড়াচ্ছিল, তর্জনী দিয়ে সযত্নে মুছে দিল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ভার্ন ভালই থাকবে, তুমি দেখো। শিগ্‌গিরই ওর খবর পেয়ে যাব হয়তো আমরা।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো ডিউক। ওর ধারণাই সত্যি হলো। পোর্চে পা রাখতেই ক্রিসটোফার হ্যাডলিকে আসতে দেখল ও। ডিউকের সামনে ঘোড়া

থেকে নামল সেলুনকীপার। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'তোমার আর নোয়া হুইলারের সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে আমার।'

'বেশ তো।' ক্রেইগকে আশে পাশে ঘুরঘুর করতে দেখে ফার্মারের খোঁজে তাকে পাঠাল ডিউক।

একটু পরেই এসে হাজির হলো নোয়া হুইলার। হাঁটতে হাঁটতে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া বার্নের কাছে চলে এলো ওরা। 'তোমার ছেলের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি আমি,' নোয়ার উদ্দেশে বলল হ্যাডলি। 'ভার্ন মারাত্মক অসুস্থ। রাসলিং করতে গিয়ে গুলি খেয়েছে। এদিকে বারণ করা সত্ত্বেও আমার মেয়ে গেছে ওর সেবা করতে। পলা গেছে তাই আমাকেও যেতে হবে। ভাবলাম তোমারও বোধহয় যাবার ইচ্ছে হবে।'

'রাসলিং? ভার্ন!' মুখ কালো হয়ে গেল হুইলারের। 'এ আমি বিশ্বাস করি না।' সেলুনকীপারের বাহু আঁকড়ে ধরল ফার্মার। 'ও কি···কতখানি আহত হয়েছে ভার্ন?'

'আঘাতটা বাজে, তবে বাঁচবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখনও অবশ্য জ্বর ছাড়েনি। ঘোরের মধ্যে আছে।'

'এসব তুমি জানলে কোথা থেকে?'

'রুস্টার প্রীচ মাঝ রাতের পরে আমার বাসায় এসেছিল। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে পরিত্যক্ত একটা ক্যাম্পে ভার্নকে নিয়ে গেছে ও। ডাক্তারকে ডাকতে ভয় পাচ্ছিল, তাই পলাকে আমি পৌঁছে দিয়েছি, যাতে অন্তত খানিকটা চিকিৎসা হয়। অল্পস্বল্প যা বুঝি সেই অনুযায়ী তোমার ছেলের যত্ন নিয়েছি আমি। জখমটা খারাপ হলেও বাঁচবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পলা আর প্রীচকে ওখানে রেখে খবরটা দিতে এলাম আমি।'

ভ্রূ কুঁচকাল ক্রিসটোফার হ্যাডলি। 'খুব দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে ছেলেটা, ভাবছে আইনের হাতে ধরা দেবে নাকি পালাবে। আমার মনে হয় তোমার নিজে গিয়ে ওকে বোঝানো দরকার।'

সেলুনকীপের কথা শেষ হবার আগেই ঘোড়া ধরতে করালের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল নোয়া হুইলার। ছেলের ক্ষতি আশঙ্কায় মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। মাঝপথে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে ডিউকের উদ্দেশে বলল, 'জানি তুমি ক্লান্ত, ডিউক; তবু যদি আমার সঙ্গে আসতে তাহলে ভাল হতো।'

আরেকটা লম্বা যাত্রা শরীরে সইবে কিনা ভেবে একটু দুশ্চিন্তাই হলো ডিউকের। মনে হচ্ছে ঘুমোয়নি কতকাল। বিশ্রাম পায়নি শরীরটা। তবু ফার্মারকে ভরসা দেয়ার জন্যে বলল সে যাবে।

পাশাপাশি যেতে যেতে সেলুনমালিক বলল, 'আমি সব রকম ভাবে চেষ্টা করেছি পলাকে বোঝাতে যেন ওর মায়ের মতো অনিশ্চয়তার জীবন ওকে কাটাতে না হয়। এমনকি পুবের কোন স্কুলে পাঠাবার ভয়ও দেখিয়েছি ওকে। কিন্তু যখন ওকে দেখলাম ভার্নের সেবা করছে, মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। অজান্তেই পাল্টে গেল মনোভাব। বুঝতে পারলাম অযথা ওদের মধ্যে বিভেদ

সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। জীবনটা ওদের, কাজেই সিদ্ধান্তটাও ওদেরই নেয়া উচিত। পরস্পরকে ভালবাসে ওরা, এবং এব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। ঠিক করেছি এখন থেকে ওদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়াব না আমি।'

কেবিনের বারান্দা থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে তিনধাপ। শেষ ধাপে শুকনো মুখে বসে আছে রূস্টার প্রীচ। আগন্তুক আসছে দেখে প্রথমে অস্ত্রের কাছে হাত চলে গিয়েছিল ওর, তারপর ওদের চিনতে পেরে সহজ হলো সে। চোখ-মুখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল।

'ভেতরে আছে ভার্ন,' কাঁপা গলায় বলল রূস্টার।

ছোট কোন র‍্যাঞ্চারের তৈরি এক ঘরের একটা কেবিন। লোকটা সম্ভবত এখানে টিকতে না পেরে চলে গেছে। যারাই নিজের মতো করে এই এলাকা গড়তে চেয়েছে, পরাজিত হয়ে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এখানে শুধু তারাই রয়ে গেছে যারা এই জমির সঙ্গে মানিয়ে চলতে শিখেছে। কেবিনের অবস্থা শোচনীয়। কাত হয়ে গেছে একদিকে। জানালার সবকটা কাঁচ ভেঙে গেছে। তবু শীতের হাত থেকে খানিকটা রক্ষা পাওয়া যাবে।

দরজাটা ঠেলতেই তলার দিকটা পাইন কাঠের তৈরি এবড়োখেবড়ো মেঝের সঙ্গে ঘষা খেয়ে ঘসঘস আওয়াজ তুলল। ভেতরে ঢুকল নোয়া হুইলার। ঘরের এক কোণে একটা ব্ল্যাঙ্কেট বিছানো চৌকিতে মড়ার মতো পড়ে আছে ভার্ন। ওর হাত চেপে ধরে বিছানার পাশে শুকনো মুখে বসে আছে পলা হ্যাডলি।

পুরনো এক কাঠের হিটার জ্বলছে ঘরে। সেই তাপে বাইরের তুলনায় ঘরটা বেশ উষ্ণ।

দরজা খুলে ছোট্ট ঘরটার চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নিল ফার্মার, তারপর তিন পা হেঁটে হাঁটু মুড়ে বসল ভার্নের পাশে। হাত রাখল ছেলের বাহুতে। সামলাতে পারল না আর নিজেকে। কাঁধ কেঁপে উঠল শক্ত ফার্মারের, মুখটা ঘুরিয়ে নিল, যাতে চোখে জমে ওঠা দু'ফোঁটা অশ্রু কেউ দেখতে না পায়।

বাবা-ছেলের মধ্যে কথা হবে বলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল ডিউক। পরিষ্কার বাতাসে দম নিয়ে ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল ডিউক।

চারপাশে কোন শব্দ নেই। আজকে এমনকি ডাকছে না কোন পাখি। কেমন যেন অস্বাভাবিক একটা পরিবেশ। আকাশ ঢেকে আছে লালচে মেঘে। মাঝে মাঝেই দক্ষিণ থেকে ভেসে আছে মৃদুমন্দ ঝিরঝিরে হাওয়া, বয়ে আনছে পাইনের তরতাজা মিষ্টি-ঝাঁঝাল গন্ধ।

ভার্নের গলা শুনতে পেল ডিউক। এরকম নিশুতি রাতে আস্তে কথা বললেও অনেক দূর হতে ভেসে আসে।

'পলার সঙ্গে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি, বাবা। ঠিক করেছি, পালাব না। শেরিয়ের কাছে ধরা দেব। একবার পালাতে শুরু করলে চির জীবনই পালিয়ে বেড়াতে হবে। পলা যদি আমাকে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা

থেকে পিছিয়ে যেত, তাহলে হয়তো আমি আউট-ল হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। ঠিক করেছি, যা হয় হোক, এই দুষ্টচক্র থেকে আমি মুক্তি চাই। হয়তো সব সুযোগ এখনও শেষ হয়ে যায়নি।'

দরজায় এসে দাঁড়াল ডিউক। দেখল কমনীয় সেই মেয়েটি এখনও ভার্নের হাত ধরে পাশে বসে আছে। বাদামী চোখের মায়াবী দৃষ্টি একবারও নড়ছে না, স্থির নিবদ্ধ হয়ে আছে যুবকের মুখে।

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল ফার্মার। বলল, 'আমার গর্ব হচ্ছে তোমার জন্যে। ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ তুমি। জানি, সময়টা তোমার কষ্টে যাবে, এই বয়সে অল্প সময়কেই অনেক বলে মনে হয়, মূল্যবান এই সময় থেকে কিছুটা দিতে গিয়ে খুবই খারাপ লাগার কথা, কিন্তু যা করবে বলে মনস্থির করেছ, সেটাই সঠিক পথ।'

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মনস্থির করার চেষ্টা করছে রূস্টার প্রীচ। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে ওর লাল লাল ফুটকি ভরা চেহারা। ডিউক আর নোয়া হুইলার কেবিন থেকে বেরতেই ও জানতে চাইল, 'কি ঠিক করলে, এখনই শহরে যাবে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ডিউক।

'শহর বেশি দূরে নয়, কাজেই ঘোড়ায় চড়েই যেতে পারবে *আমার* ছেলে,' বলল গর্বিত ফার্মার।

এতক্ষণ ইতস্তত করছিল রূস্টার। এবার বলেই ফেলল, 'একটা কথা ছিল। ভার্নের ব্যাপারটা আলাদা। কিন্তু ধরুন আমি যদি এই এলাকা ছেড়ে চলে যাই তাহলে আপনারা কি আমাকে বাধা দেবেন? বেশি কিছু চাই না আমি, শেরিফ টের পাবার আগে ঘণ্টা দুয়েক সময় পেলেই আমি আমার পথ দেখে নিতে পারব।' কথা শেষে করুণ চোখে ডিউক আর হুইলারের দিকে তাকাল রূস্টার।

চুপ করে থাকল ডিউক। বুঝতে পারছে পলাতক জীবনের অনেকখানি গভীরে চলে গেছে রূস্টার ছেলেটা। ঝামেলাই ওকে খুঁজে নেবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে ভার্ন যে শাস্তি পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি শাস্তিই জুটবে ওর কপালে। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টাই হয়তো কাটবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন জেলখানার বদ্ধ সেলে–একাকী।

'কি করবে সেটা তোমার ইচ্ছে,' বলল নোয়া হুইলার। 'শুধু এটুকু যেনো, ভার্নের জন্যে তুমি যা করেছ সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।'

শ্রাগ করল রূস্টার। 'ও কিছু না। আমার জায়গায় ভার্ন থাকলে ও-ও একই কাজ করত।'

'তুমি বরং কয়েকদিন ধারেকাছেই থাকো,' বলল ট্রেভার্স। 'যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে শেরিফ তোমাকে গ্রেফতার করবে না তখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসো। কী, রাজি আছ আমার প্রস্তাবে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রূস্টার, তারপর সিদ্ধান্তে এল পরিস্থিতি সুবিধের দেখলে ও-ও যাবে ভার্নের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে।

ভেতরে গিয়ে ভার্নের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো তরুণ। একটা কথাও না বলে ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে হুইলারের খামারের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। মুক্তির আনন্দে হাসছে সবকয়টা দাঁত বের করে। স্পারের ঝুনঝুন আওয়াজ তুলে পনেরো মিনিটের মাথায় দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল স্নু রাসলার।

BOIGHAR

আঠারো

ছয়ফুট বাই ছয়ফুট একটা ছোট্ট সেলে দেড়ফুট চওড়া একটা বাঙ্কের ওপরে বসে আছেন ক্যাপ্টেন, চোখে নিতৃষ্ণা নিয়ে দেখছেন পাথরের দেয়ালটা। এখানে নিয়ে আসার পর অনড় বসে শুধু দেয়ালের দিকেই তাকিয়ে আছেন তিনি। একটু যে চোখ বুজে বিশ্রাম নেবেন তারও কোন উপায় নেই, পাশ ফিরলেই মেঝেতে পড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা।

পাশের সেলে তাঁরই পাঠানো দুই রাসলার। তাদের সঙ্গে একটা কথাও বলেননি তিনি। একবার গিয়ে গরাদ দেয়া জানালার সামনে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ, তারপর আবার ক্লান্ত পায়ে ফিরে গেলেন বাঙ্কে।

রোলটপ ডেস্কের পেছনে চেয়ারে বসে একটু পর পরই ক্যাপ্টেনকে দেখছে শেরিফ। ক্যাপ্টেনের চোখের ভাষা কখনও ভুলবে না ও। যেন বন্য কোন পাহাড়ী সিংহকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে পরাধীন করে রাখা হয়েছে, হার মেনে নিয়েছে জন্তুটা, হৃদয় ভেঙে গেছে, এখন শুধু প্রতীক্ষা–মৃত্যুর মাঝ দিয়ে ফিরে পেতে চাওয়া সেই চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

কিছু একটা করা দরকার। অস্থির হয়ে উঠল স্পেন্সার, পায়চারি করতে লাগল অফিসের এমাথা থেকে ওমাথায়। একবার দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। ক্যাপ্টেনের ভালমন্দ চিন্তায় মন বসছে না ওর কোথাও, দেখেও যেন দেখছে না কিছু। ফিরে এলো ক্যাপ্টেনের সামনে। প্রায় অনুরোধের সুরে বলল দ্বিধান্বিত, বিচলিত শেরিফ, 'কফি বা আর কিছু আনি, ক্যাপ্টেন? কিছু লাগলে নির্দ্বিধায় বলবেন, কোন সঙ্কোচ করবেন না।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। এমনকি তাকালেন না পর্যন্ত মুখ তুলে। 'ধন্যবাদ, বাড, লাগবে না কিছু আমার,' এত আস্তে কথাগুলো গুটেনহফ বললেন যে কোনমতে শুনতে পেল স্পেন্সার।

'আপনার যদি সেলে ঠাণ্ডা লাগে তাহলে এখানে স্টোভের পাশে এসে বসে থাকতে পারেন।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে শূন্য দৃষ্টিতে ধূসর পাথরের দেয়াল দেখছেন তিনি, আচরণে কোন পরিবর্তন নেই, দেখে বোঝা গেল হয় তিনি কথাটা শোনেননি, অথবা গুরুত্ব দেননি। অন্যের তুলনায় বাড়তি সুবিধে নিতে হয়তো বাধে তাঁর।

আবার পায়চারি আরম্ভ করল বাড। মনের গভীরে তীব্র একটা দুর্বোধ্য

ব্যথা, ঢোক গিলতে গিয়ে অনুভব করল গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। 'আপনার জন্যে যে কোন কিছু করতে পারি আমি। ক্যাপ্টেন, আপনি যদি বলেন নির্দ্বিধায় খুলে দেব আমি ফটকের দরজা।' বুকে সাঁটা শেরিফের ব্রোঞ্জের তারাটা একবার গভীর মনেযোগ দিয়ে দেখল বাড, তারপর খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটা মেঝেতে।

অবশেষে মুখ তুলে তাকালেন ক্যাপ্টেন। কথা যখন বললেন দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন। 'ব্যাজটা পরে নাও, বাড।'

পরাজিতের মতো মাথা নাড়ল বাড। 'জীবনে অনেক কঠিন দায়িত্ব আমি পালন করেছি, ক্যাপ্টেন, কিন্তু আজকের এই পরিস্থিতিতে ভাবিনি কখনও পড়তে হবে।'

'ব্যাজ বুকে এঁটে নাও, বাড; ওই ডিউক ট্রেভার্স ছাড়া গোটা কাউন্টিতে আর একজনও নেই যে তোমার চেয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ। আমার মনে হয় না বেড়ার কাজ বন্ধ রেখে শেরিফের কাজ হাতে নেবে ট্রেভার্স। ফলে বাকি থাকলে তুমি।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে হ্যারি গুটেনহফকে দেখল শেরিফ। নিজেকে ছোট মনে হওয়ায় তিক্ত হাসিতে মুখটা কালো হয়ে গেল। 'এ আপনি কি বলছেন! আপনার ক্ষতি ছাড়া উপকার তো কখনও করতে পারিনি আমি।'

'যা বলছি, করো, এই কাউন্টিতে তুমিই এখন এ-কাজের উপযুক্ত।' করুণ হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'দোষটা আসলে আমার, বাড। খাল কেটে কুমির এনে বিপর্যয়টা আমিই ডেকে এনেছি।'

'অশান্তি সৃষ্টি করেছে আর্চার স্প্যান।'

'হয়তো তা করেছে। তবু কথা থেকে যায়; ওর কথা মতো চলতে আমি বাধ্য ছিলাম না। অথচ শুনেছি আমি। উচিত ছিল না তেমনটা করা। প্রথম থেকেই আমি মনের গভীরে জানতাম, নোয়া হুইলার কখনও বাজে কোন কাজের সঙ্গে জড়াবে না। বুঝলাম সবই, কিন্তু দেরিতে বুঝলাম। তখন আর স্প্যানকে ফেরাতে পারলাম না। গর্ব এসে বাধা দিল আমাকে। ভুলে গেলাম পুরনো বন্ধুত্ব। বুঝলে, বাড, গর্ব কখনও কখনও মানুষের উত্থানের চালিকা শক্তি, আবার কখনও কখনও তার পতনের কারণ।' বড় করে দম নিলেন গুটেনহফ। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে ধূসর দেয়াল দেখলেন। সেখান থেকে তাঁর চোখ গেল জানালার গরাদের দিকে। বললেন, 'মূল সমস্যা হয়তো এই যে গর্ব হারিয়ে আত্মবিশ্বাসও হারিয়ে ফেলেছি আমি। তুমি এখন বুঝবে না, বাড; বয়স্ক একজন মানুষের কেমন লাগে, যখন এসে হাজির হয় বার্ধক্য, নিয়ে যায় চিরকাঙ্ক্ষিত আত্মবিশ্বাস। হঠাৎ বোঝা যায় আগের মতো মনোযোগ দিয়ে তোমার কথা শুনছে না লোকজন। পদে পদে অপ্রস্তুত হতে হয়। অবাক হয়ে খেয়াল করতে হয় আগে যা পারতে সেরকম এখন আর পারছ না। চাইলেও আগের মতো সারাদিন আর ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত এমনই অনিশ্চয়তা আসে যে মনে হয় কিছুই আর ঠিক ভাবে করা সম্ভব নয়। এখন হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছ না, কিন্তু দুর্ভাগ্য যদি এড়াতে না

পার তখন আমার কথা তোমার মনে আসবে।'

'তোমাকে আমি সন্তানের চোখে দেখতাম। তারপর এলো আর্চার স্প্যান। তুমি শেরিফের চাকরি নিয়ে শহরে ব্যস্ত হয়ে পড়লে। দ্রুত সবকিছু শিখে নিয়ে ধীরে ধীরে আমার হৃদয় কেড়ে নিল স্প্যান। বুদ্ধিমান এবং সৎ ছেলে, তাই ওকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তেই কাটছিল আমার সময়। বুঝতাম না যে ও আমাকে প্রতারিত এবং প্রভাবিত করছে। বলতে পারো গত কয়েক বছরে স্প্যানই ছিল জি ক্রসের শাসনকর্তা। কিন্তু এখন এত দিন পরে সারার কথায় বুঝতে পারছি অধীনস্থদের কাউকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা বা স্বাধীন করে দেয়া উচিত না।'

'আপনার জুতো মোছার যোগ্যতাও হয়নি ওর কোনদিন,' ফোস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শেরিফ।

'তুমি আর সারা আমাকে আগেই সাবধান করেছিলে, গুরুত্ব দিইনি। তাছাড়া অফিসে আর্চারের সঙ্গে তুমি যখন কথা বলছিলে, আমার মনে হয়েছিল আমার বিরুদ্ধে চলে গেছ তুমি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ক্যাপ্টেন। তারপর বললেন, 'বাড, একটা উপকার চাই আমার।'

'নিশ্চয়ই,' নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে গেল শেরিফ।

'সারাকে যদি শহরে খুঁজে পাও তাহলে ওকে একটু জানিয়ো যে ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।'

'আমি এক্ষুণি খোঁজ নিচ্ছি, ক্যাপ্টেন। কোন চিন্তা করবেন না।'

'যেতে হবে না, বাড, আমি নিজেই চলে এসেছি,' দরজার কাছ থেকে বললেন মিসেস গুটেনহফ। লঘু পায়ে ক্যাপ্টেনের সেলের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। হাত ধরে তাঁকে সাহস দিতে চেয়েছিল স্পেন্সার, কিন্তু হাতের ইশারায় তাকে মানা করলেন সারা। আচরণে বুঝিয়ে দিলেন এখনও তিনি গর্বিত একজন গুটেনহফ। বললেন, 'যথেষ্ট সুস্থ বোধ করছি, আমাকে ধরতে হবে না।'

তাঁকে পাশ কাটিয়ে সেলের দরজা খুলে দিল শেরিফ। দরজাটা সর্বক্ষণ ভিড়ানোই ছিল, তালা দেয়া হয়নি। মিসেস গুটেনহফের বসার জন্যে তাড়াতাড়ি দুটো চেয়ার নিয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে রাখল বাড। আগুনে হাত শেঁকে নিয়ে বলল, 'ওই সেলটা ভদ্রমহিলাদের জন্যে মোটেই উপযুক্ত নয়। আসুন আপনারা, এখানে বসে কথা বলবেন।'

'সারা!' একই সঙ্গে স্বস্তি আর পরাজয়ের গ্লানিতে ছেয়ে গেল ক্যাপ্টেনের মন। এমন দুই রকম অনুভূতির খেলা তাঁর মনে আগে কখনও ঘটেনি। একটু যেন উদভ্রান্ত লাগছে তাঁকে দেখতে।

স্বামীর হাত ধরে প্রায় জোর করেই সেল থেকে তাঁকে বের করে আনলেন সারা। মোটেই দুর্বল নন জানাতে আঁইগুই করছিলেন ক্যাপ্টেন, স্পষ্ট বোঝা যায় অভিমান হয়েছে তাঁর। কিন্তু শেষপর্যন্ত স্ত্রীর অনুরোধ রাখতে গিয়ে বসলেন তিনি স্পেন্সারের এগিয়ে দেয়া চেয়ারে। তিনি মুখ খোলার আগেই সারা বললেন, 'থাক্, বলতে হবে না, তুমি কি বলবে তা আমি জানি, হ্যারি।'

'আমি ভুল করেছিলাম সারা।'

'আমিও, হ্যারি, আমিও ভুল করেছিলাম।' সারার গাল বেয়ে নেমে এলো দু'ফোঁটা অশ্রু। 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যে তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। হোটেল থেকে বেরোইনি আমি, সর্বক্ষণ আশা করেছি তুমি আসবে, নিয়ে যাবে আমায়।...এখানের ঝামেলা শেষ হোক, তারপর একসঙ্গে আবার নতুন করে শুরু করব আমরা সব। ভুলে যাব এই ভয়ানক দুঃস্বপ্ন।'

'নতুন করে আর কি করার আছে, বলো, সারা!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন। 'বয়স হয়ে গেছে আমাদের। সুসময় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আমাদের দিক থেকে।'

আলতো হাতে ক্যাপ্টেনের মাথার চুল নেড়ে দিলেন সারা। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কি যেন ভাবলেন। তারপর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'বোকার মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থাকলে সময় কখনও পালায় না। দুশ্চিন্তা কোরো না তো তুমি।'

ছোট্ট সেলটায় বসে আছেন ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। পরাজিত একজন ভগ্নহৃদয় মানুষ। অসহায়, বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছেন পাথুরে দেয়াল। কোনদিকে কোন মনোযোগ নেই। ক্যাপ্টেনের এই অবস্থা নোয়া হুইলারকে যুদ্ধের কথা মনে পড়িয়ে দিল। কী বদলে গেছেন মানুষটা! চোখে পানি চলে এলো ফার্মারের। শেরিফকে এক কোণে ডেকে নিল সে।

'করেছ কী, স্পেন্সার! ক্যাপ্টেনকে রাখার মতো একটা জায়গা হলো এটা!'

বিস্মিত হলো শেরিফ। 'তুমিই তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ!'

'তা ঠিক,' মাথা দোলাল হুইলার। 'মিথ্যে নয় যে হয়তো একটা ভুল তিনি করেছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জেলে তাঁকে আটকে রাখতে হবে। ভুলে যেয়ো না, এই শহরটা গড়ার পেছনে তাঁর অবদানই সবচেয়ে বেশি। আমাদের কাউন্টি তাঁর কাছে এতই ঋণী যে এখানে তাঁকে বন্দি করে রাখা মানায় না।'

ফার্মারের চোখে তাকিয়ে ডিউক বুঝতে চেষ্টা করল কেন এত ক্ষতি স্বীকারের পরও নির্দ্বিধায় ক্যাপ্টেনকে ক্ষমা করে দিতে পারছে মানুষটা। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাতেই কারণটা বুঝতে পারল ডিউক। জীবনেও কল্পনা করেনি ও গুটেনহফের মতো লোক এভাবে অসহায় ভেঙে পড়বে। হৃদয়ের গভীরে অনুভব করল ডিউক, করুণা হয়তো করে কিন্তু ঘৃণা করে না ও ক্যাপ্টেনকে। তিক্ততা যেন বহমান জলের মতো প্রবাহিত হয়ে বহুদূরে কোথাও চলে গেছে।

'ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে দাও, বাড,' অনুরোধের সুরে বলল হুইলার। 'অন্তত আমার খাতিরে। কোন কেস দিচ্ছি না আমি ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে।'

চোখের ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাল স্পেন্সার। 'এই যদি তোমার মনোভাব হয়, তাহলে ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

সেলের ভিড়ানো দরজা খুলে দিল স্পেন্সার। 'ক্যাপ্টেন, যেতে পারেন আপনি; নোয়া আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনেনি।'

দু'জনেই এগিয়ে গেল দু'জনের দিকে। মাঝপথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো দুই বন্ধু। নোয়া বলল, 'আমাদের বন্ধুত্বে যেন আর চিড় না ধরে। সেজন্যেই আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত মাঝখানে কী ঘটেছে।'

ফার্মারের হাত আঁকড়ে ধরলেন ক্যাপ্টেন। বলার মতো কোন কথা খুঁজে পেলো না। এই অপ্রত্যাশিত সাহায্য বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে তাঁর।

জেলখানার সদর দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল, বাইরের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা ঘরের ভেতরে নিয়ে প্রবেশ করল ভার্ন। পাশে পলা। ভার্নের কাঁধটা এখনও ব্যান্ডেজ করা।

চোখে অবিশ্বাস আর কৌতূহল নিয়ে তাকাল শেরিফ।

'ধরা দিতে এসেছি আমি,' ঢোক গিলে বলল ভার্ন। 'আমি রাসলার হয়ে গেছি। ক্যাপ্টেনের গরু চুরি করতে যাচ্ছিলাম আমি।'

একবার ভার্নের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, তারপর আবার তাঁর দৃষ্টি স্থির হলো নোয়ার ওপরে। সিদ্ধান্তে আসতে দেরি হলো না তাঁর। বললেন, 'দেখো বাছা, আমি কিন্তু কোন গরু হারাইনি। তুমি রাসলার নও।'

'কিন্তু হারাতেন, আমরা গরুগুলো নিয়ে যদি পার হয়ে যেতাম। আমি যদি রাসলার না হয়ে থাকি তাহলে রাস্টারেরও একটা সুযোগ পাবার অধিকার আছে।'

'অবশ্যই,' বললেন ক্যাপ্টেন,' অবশ্যই অধিকার আছে। পাঠিয়ে দিয়ো, যদি চায় তো ওকে আমি আমার র‍্যাঞ্চে কাজ দেব।'

মাঝখানে কথা বলে উঠল শেরিফ। 'রাসলিং করার কথা তোমার মাথায় এলো কেন, ভার্ন?'

'আমি চেয়েছিলাম আমার পাওনা তিনশো ডলার ফেরত পেতে।'

'টাকাটা স্প্যানই চুরি করেছে,' বলল শেরিফ। গলার আওয়াজ আর বলার ভঙ্গিতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে মন দিয়ে কথাটা বিশ্বাস করে সে।

কপালে ভাঁজ পড়ল ক্যাপ্টেনের। ভার্নের দিকে তাকালেন। 'তোমার তিনশো ডলার ফেরত পেলে কি করবে সেটা কিছু ঠিক করেছ?'

মাথা দোলাল ভার্ন। 'ঠিক করেছি জমি কিনব। আমার আর পলার ছোট্ট একটা সংসার হবে। বেশি কিছু না, প্রাচুর্য চাই না, সচ্ছল সুখী একটা পরিবার।'

'তোমার মতো করেই ছোট একটা জমি থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম আমিও,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'তখন তিনশো ডলারও ছিল না আমার।...জি ক্রসের কাছে যে টাকা তুমি পাও সেটা ঠিকই পেয়ে যাবে। আর রাসলিঙের সঙ্গে তোমার জড়িত থাকার কথা যদি বলো তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমি এব্যাপারে কিছু জানি না। দু'জন রাসলার এখন জেলে আছে, তৃতীয়জন মারা গেছে। ব্যস, এখানেই কাহিনী খতম।'

কথাবার্তা নেই আর কোন। সবাই সবার দিকে বারবার তাকাচ্ছে, যেন

নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। পলা হ্যাডলির দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। রুমাল দিয়ে একটু পরপরই অশ্রু মুছছে। ডিউকের ভয় হলো পলার দেখাদেখি আরও কয়েকজনের না কান্না পেয়ে যায়।

ওদের বাস্তবে ফিরিয়ে আনল শেরিফের কথা। 'যদি তোমাদের আলাপ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি চাই তোমরা আমার অফিস খালি করে দাও। পিছিয়ে পড়েছি, মন দিয়ে কাজ করতে হবে আমাকে। গত এক সপ্তাহের চিঠি না-খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।'

আগেই ক্রিসটোফার হ্যাডলির বাড়িতে চলে গেছে ভার্ন আর পলা। প্রচুর বিশ্রাম দরকার ভার্নের। পলাও কম পরিশ্রান্ত নয়, তবে নির্দ্বিধায় ভার্নের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে ও।

বাইরে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটছে নোয়া হুইলার আর ক্যাপ্টেন গুটেনহফ। ডিউক একটু পেছনে। নোয়া হুইলারকে ক্যাপ্টেন অনুরোধ করছেন শুনতে পেল ডিউক। 'তোমার কি মনে আছে, নোয়া, সেই পুরনো দিনের গানটা? সেই যে মার্চ করতে করতে গাইতাম আমরা।–"দ্য ওল্ড গ্রে মেয়ার কেম টীয়ারিং আউট অভ দ্য উইল্ডারনেস?"'

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল নোয়ার। ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমি কিন্তু ওই গানের কয়েকটা কলি ভুলে গিয়েছি। একদিন সময় করে আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো।'

'অবশ্যই!' হাসিটা আরও চওড়া হলো হুইলারের।

দু'জনকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আবার জেলখানায় ফিরে এলো ডিউক। ডেস্কেই তখনও বসা আছে শেরিফ। ও বলল, 'তোমাকে যেমন ভেবেছি এবং যা করবে বলে ধারণা করেছিলাম সেই সব ভুল বোঝার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত, স্পেন্সার।'

হাসল শেরিফ। বলল, 'বন্ধুরা আমাকে বাড বলেই ডাকে।' চেয়ার থেকে উঠে হাতটা বাড়িয়ে দিল স্পেন্সার। আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করল ডিউক।

গলা খাঁকারি দিল বাড। 'আমি কিন্তু এখনও তোমার কাঁটাতারের বেড়ার বিরুদ্ধে। তবে বুঝতে পারছি বেড়া না দিয়ে আর কোন উপায়ও নেই। ফার্মার আর ছোট র‍্যাঞ্চাররা নিজেদের সুবিধের জন্যে বেড়া দিতে চাইবেই।...প্রচুর কাজ পেয়ে গেলে তুমি এই এলাকায়। আমার তো মনে হয় শেষপর্যন্ত আত্মরক্ষার খাতিরে ক্যাপ্টেনকেও বেড়ার আশ্রয় নিতে হবে।'

নড করল ডিউক। 'এটা ঠিক যে বেড়া দেয়া কারও সারাজীবনের কাজ হতে পারে না। তবু এই করে বেঁচে তো আছি।'

'খেয়াল করে দেখো, এই এলাকা কিন্তু দেশের সেরা ক্যাটল কান্ট্রি,' প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে হঠাৎ বলল শেরিফ। কি যেন একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে কথাটায়।

'আমারও তো তাই মনে হয়,' সরল মনে জানাল ডিউক।

ডিউক পৌঁছনোর বেশ আগেই খামারে ফিরে এলো নোয়া হুইলার। ডিউক

এসে দেখল প্রতিবেশীরা জঞ্জাল প্রায় সরিয়ে ফেলেছে। ওক ক্রীকের এক ফার্মার দুধেল গাই নিয়ে এসেছে। ওটার পেছনে ছোঁকছোঁক করছে ক্ষুধার্ত একটা বঞ্চিত বাছুর, গরুটা থামলেই সুযোগ বুঝে চোঁচোঁ খেয়ে নিচ্ছে দুধ।

সামনের বড় ঘরটায় একটা রকিং চেয়ারে বসা লিন্ডার দেখা পেল ডিউক। চেহারা ফ্যাকাশে, গালে কাটাছেঁড়ার দাগ। দু'এক জায়গায় রক্ত জমে চামড়া কালো দেখাচ্ছে। তবু গত দিনের চেয়ে লিন্ডার শরীর ভাল, অনুভব করল ডিউক। গালে আস্তে আস্তে রং লাগছে। শক্তি ফিরে পাচ্ছে দেহে।

লিন্ডার কপালে হাত বুলিয়ে দিল ডিউক। 'শরীর কেমন লাগছে এখন?'

'আগের চেয়ে ভাল। আর তুমি?'

'ভাল। একটা ব্ল্যাংকেট জোগাড় করে কোন একটা কোনা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ব, উঠব না আর এক সপ্তাহের মধ্যে।'

'বাবার কাছে শুনলাম সুসংবাদগুলো। সব ঠিক? ভার্ন তাহলে আউট-ল নয়?'

'আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও! একসঙ্গে এত প্রশ্ন করলে তাল হারিয়ে ফেলব যে।' হাসল ডিউক। 'হ্যাঁ, সব ঝামেলা মিটে গেছে। ভার্ন আউট-ল নয়। তবে একটা কথা কি জানো, সব সুসংবাদ কিন্তু তোমাকে দেয়া হয়নি এখনও।' পকেট থেকে এক গাদা রোল করা কাগজ বের করে হাসল ও। 'ব্যাঙ্কে গিয়ে অনেকক্ষণ অ্যালবার্ট ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলেছি, গর্ডন ফিঞ্চের র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে। র‍্যাঞ্চটা এখন আর ফিঞ্চের নয়।

বড় বড় হয়ে গেল লিন্ডার চোখ। 'তা···তার···তারমানে···তুমি বলতে চাইছ···'

হাসিমুখে মাথা দোলাল ডিউক। 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। র‍্যাঞ্চের মর্টগেজের ঋণ শোধ করতে অবশ্য কয়েকশো মাইল বেড়া দিতে হবে। তবে আমি খুশি র‍্যাঞ্চটা পেয়ে।' গাঢ় চোখে লিন্ডার নিষ্পলক চোখে তাকাল ডিউক। 'লিন্ডা, ওই র‍্যাঞ্চহাউজটায় একা থাকতে আমার বড় কষ্ট হবে।' চোখ নামিয়ে নিল ডিউক। সাহস করে লিন্ডার হাতটা ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'তুমিও থাকবে আমার সঙ্গে? বউ হবে আমার?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল লিন্ডার মুখ। চোখ বন্ধ করে বলল, 'আমি রাজি।'

লিন্ডার প্রশস্ত কপালে চুমু খেল ডিউক। ঘরের কোণ থেকে একটা চেয়ার টেনে এনে পাশে বসল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক্লান্ত লিন্ডার ধনুকের মতো ভ্রূ আর আয়ত চোখের দিকে। হাত বুলিয়ে দিল মাথায়। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল লিন্ডা। ভারী হয়ে এলো শ্বাসপ্রশ্বাস। তারপরও শুধু তাকিয়েই রইল ডিউক। হাজার বছর মগ্ন হয়ে এই রূপ দেখতে পারবে ও। অন্তরের গভীরে কোথায় যেন একটু কষ্টের বোধ জেগে উঠল, আপন করে পাবে তো ও লিন্ডাকে?

লিন্ডাকে দেখাচ্ছে শিশিরস্নাত গোলাপ ফুলের মতো নিষ্পাপ।

***

BOIGHAR